বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও

মীলাদ-কিয়াম

www.muslimdm.com

বই : বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম
লেখক : জুবাইর আহমাদ
সম্পাদক : মুহাম্মদ ফরিদ
পৃষ্ঠপোষক : অধ্যক্ষ, আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
প্রথম প্রকাশ : ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ হি./০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং
প্রকাশনায় : সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ 01923130565 (WhatsApp, telegram)

www.muslimdm.com

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম

সংকলক

জুবাইর আহমাদ
গবেষক শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১

সম্পাদক

মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

www.muslimdm.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com - wafilife.com
Web : darunnazatkitabbivag.com
: @dmkbofficial, উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ

মুল্য: ৬৯০ টাকা

[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]

Page in actual:416, Forma:27.5 , gms: 80 (offset)

Borenno Imam o Monishider dristite Miladunnobi sm. udjapon o Milad kiam

By jubayer ahmad

published by : siddikia prokashoni, bangladesh

E-mail : info. siddikia2024@gmail.com

www.muslimdm.com

উৎসর্গ

কুত্ববুল আলম, আমীরে শরীয়ত, আমীরে তরীকত, আমীরে হিযবুল্লাহ, ছারছীনা শরীফের আলা, মুজাদ্দিদে যামান, হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহিব্বুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর, জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম কামনায়।

www.muslimdm.com

সংক্ষিপ্ত বর্ণনাধারা

প্রথম অধ্যায়

(বেদআত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতি)

প্রথম পরিচ্ছেদ: বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ............৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: "القياس في العبادة" "الأصل في العبادة التوقيف" ৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: "مَن سن في الإسلام سنة حسنة" ১০৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: "كل بدعة ضلالة" ১১৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তারকুন নবী ﷺ: হুজ্জিয়্যাত ও দালালাত...............১২২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: "من تشبه بقوم فهو منهم" ১৩৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ: ঈদ শব্দের ব্যবহার..১৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

(মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন...১৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সূচনা, ক্রমবিকাশ ও একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা................................১৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন.............২০৩

তৃতীয় অধ্যায়

(জুমহুর সালাফের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন)

৬৪ জন বরেণ্য ইমাম ও মনীষীর ইলমী মাকাম ও অভিমত..............২১৩

চতুর্থ অধ্যায়

(নসূসে শরীয়াহ ও মীলাদ উদযাপন)

মীলাদ উদযাপনের বহু দলিল থেকে চারটি টি দলিল..........৩৪১

পঞ্চম অধ্যায়

(মীলাদ-কিয়াম: পরিচিতি ও বরেণ্য ইমাম মনীষীদের বক্তব্য)

প্রথম পরিচ্ছেদ: মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়..............৩৬৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বরেণ্য ইমাম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম.......৩৭৩
৩য় পরিচ্ছেদ: বেদআতী মীলাদের স্বরূপ..................................৩৮৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

(মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা)

প্রথম পরিচ্ছেদ: মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা............৩৯১
২য় পরিচ্ছেদ: উলামায়ে হকের একটি দল মীলাদ মাহফিলের বিরেধিতার কারণ ও আমাদের করণীয়..৪১১

www.almuslimdm.com

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

যার কর্ম (গুনাহ বা অদক্ষতা) তাকে পিছিয়ে দেয়,
বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না। (মুসলিম, ২৬৯৯)

www.muslimdm.com

বিস্তারিত বর্ণনাধারা

বাণী...২৫
সম্পাদকীয়...২৭
ভূমিকা...৩৩বইয়ের
সারসংক্ষেপ...৩৬

প্রথম অধ্যায়

বেদআত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ..............................৬১
বেদআত: কিছু বাস্তবতা
প্রথম বাস্তবতা: বেদআত নির্ণয়ে তাড়াহুড়ো নয়, ধীরস্থিরতা কাম্য.........৬১
দ্বিতীয় বাস্তবতা: বেদআতের পরিচয়ে উলামায়ে কেরামের মানহাজগত পার্থক্য...৬২
তৃতীয় বাস্তবতা: বেদআত সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে উলামায়ে কেরাম একমত.৬৩
বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ
আমরা যে বেদআতের আলোচনা করতে চাই...............................৭৩

বেদআতের পরিচয় ও ব্যাখ্যা

বেদআতের পরিচয়:...৬৪

বেদআতের ব্যাখ্যা: এমন প্রত্যেক বিষয়..৬৫
(যাকে সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় মনে করা হয়)..............................৬৫
ইমাম সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. এর বক্তব্য..................................৬৬
ইমাম ইবনু বাদীস রহ. এর বক্তব্য...৬৬
ইমাম মুযহিরী রহ. এর বক্তব্য..৬৬
(অথচ তা সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় না হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত)...৬৭
মুখতালাফ ফীহ বিষয়কে বেদআত না বলার যৌক্তিক শরয়ী কারণসমূহ:..৬৭

মুখতালাফ ফীহ বিষয়সমূহকে বেদআত না বলার ক্ষেত্রে ইমামদের নির্দেশনা
হাফিয উসমান বিন সাঈদ আদ দারিমী এর বক্তব্য............................৬৮
ইমাম আবুল কাসিম কিওয়ামুস সুন্নাহ আসবাহানী রহ. এর বক্তব্য...........৬৮
ইমাম শাতেবী রহ. এর বক্তব্য..৬৮
বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবিদ আবু সাঈদ খাদিমী রহ. এর বক্তব্য....৬৯
ইমাম মুহাম্মদ তাহির ইবনু আশুর রহ. এর বক্তব্য............................৬৯

ইমামগণ কর্তৃক বেদআতের পরিচয় ও তুলনামূলক আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বক্তব্য..৭০
শাফেয়ী মাযহাবের ভাষ্যকার ইমাম আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য.............৭০
ইমাম মুহাম্মদ বিন উযাইর সিজিসতানী রহ. এর বক্তব্য.......................৭১
আহমাদ বিন আব্দুল কাদের রুমী আল হানাফী রহ. এর বক্তব্য.............৭১
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য.......................................৭২
ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ. এর বক্তব্য....................................৭২
শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এর বক্তব্য............................৭৩
ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. এর বক্তব্য.............................৭৩
ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ আফেন্দী রুমী রহ. এর বক্তব্য..........................৭৩
ইমাম হাফিয আব্দুর রউফ আল মুনাভী রহ. এর বক্তব্য.......................৭৩
আবুল আব্বাস নাফরাভী রহ. এর বক্তব্য..৭৪
ইমাম শাতেবী রহ. ও বেদআত..৭৪
শাতেবী রহ. কর্তৃক বেদআতের পরিচয়: ৭৪
শাতেবী রহ. কর্তৃক বেদআতের প্রকরণ: ৭৪

শাতেবী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত বেদআতের পরিচয়: বিশ্লেষণ ও কিছু আপত্তি

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও কিছু দআপত্তি: ৭৭
আপত্তি-০১: সালাফের কিছু কাজকেও বেদআত আখ্যা দেওয়া:.............৭৭
আপত্তি-০২: বেদআত নির্ণয়ে অগ্রহণযোগ্য ও অস্পষ্ট শর্তারোপ করা.......৭৭
বেদআতের প্রকরণ: একটি সরল বিশ্লেষণ...............................৭৯
যারা বেদআতের প্রকরণ ও বেদআতে হাসানার স্বীকৃতি দিয়েছেন.........৮১

বেদআত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

বেদআতের প্রথম শর্ত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন...........................৮৩
বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবীদ খাদিমী রহ. এর বক্তব্য................৮৪

www.muslimdm.com

বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদ আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য....................৮৪
মীলাদ উদযাপন যেসব দ্বীনি কাজের সহায়ক:...............................৮৫
বেদআতের দ্বিতীয় শর্ত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন........................৮৬
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে ইবাদত বলা যাবে কি?..........................৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"الأصل في العبادة التوقيف" "القياس في العبادة"

উসূলুল ফিকহের আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

পরিভাষা পরিচিতি

আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ: ৮৭
আল কিয়াস ফিল ইবাদাত: ৮৭

ইবাদত: তাওকীফ ও কিয়াস

ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াস: উসূলুল ফিকহের আলোকে..................৮৭
কিয়াসের শর্তসমূহ..৮৭
যেসব বিষয়ে কিয়াস চলে না..৮৮
তাআব্বুদী ও তাওকীফি বিষয়সমূহ..৮৯
আলোচনার নতীজা...৯০
ফায়দা: কোনো বিষয় তাআব্বুদী হওয়া বা না হওয়া ইজতিহাদী বিষয়....৯১
ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াস: তাতবীকি বাস্তবতার আলোকে..............৯১
সাহিবে হিদায়া ইমাম মারগিনানী রহ. এর বক্তব্য..........................৯২
সমকালীন বিখ্যাত আলেম শাইখ সাইফ আলী আসরী মা.যি.আ.এর বক্তব্য..৯২
'আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ: মর্মকথা.......................৯২
'আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ' ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন...৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"مَن سن في الإسلام سنة حسنة"

যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের ভাষ্য ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ................................৯৪
মুআজ রা. কর্তৃক সুন্নতে হাসানার উদ্ভব...৯৪
ইমাম ইবনু রাসলান রহ. এর বক্তব্য ৯৫

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ও সুন্নতে হাসানা

ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ. এর বক্তব্য..৯৫
ইমাম নববী রহ. বলেন এর বক্তব্য..৯৬
ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. এর বক্তব্য..৯৮
আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য..৯৮
ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. এর বক্তব্য............................৯৮
ইমাম ইবনুল মালাক রহ. এর বক্তব্য..৯৯
ইমাম ইবনু আল্লান রহ. এর বক্তব্য..৯৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

www.muslimdm.com

"كل بدعة ضلالة"

বিশ্ববরেণ্য ইমামদের ভাষ্য এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ..................১০১
ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রহ. এর বক্তব্য.......................................১০১
হাফিজ ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী রহ. এর বক্তব্য......................১০২
ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী রহ. এর বক্তব্য...............................১০২
ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য..............................১০৩
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য.....................১০৩
ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. এর বক্তব্য..১০৪
হাফিয ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য...................................১০৪
সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহ. এর বক্তব্য................................১০৫
হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য..........................১০৫
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য.....................................১০৬
ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. এর বক্তব্য..........................১০৬
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বক্তব্য....................................১০৬
ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ এর বক্তব্য..............................১০৬
শাইখুল ইসলাম যাকারিয়্যা আনসারী রহ. এর বক্তব্য......................১০৮
ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য....................................১০৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারকুন নবী ﷺ: হুজ্জিয়্যাত ও দালালাত

উসূলবীদদের বক্তব্য ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ....................................১০৯
তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যাতঃ খোলাসা বক্তব্য.............................১০৯

ইখতিলাফের মূল প্রতিপাদ্য

'তারকুন নবী'র প্রকারভেদঃ ১১০
যে ধরনের তারকুন নবীর ব্যাপারে ইখতিলাফঃ............................১১১
ইমাম আবু বকর আল জাস্সাস রহ. বক্তব্য..................................১১১
এ ব্যাপারে ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. এর বক্তব্য......................১১১
ইমাম ইবনু আমিরিল হাজ্জ রহ. এর বক্তব্য...................................১১১
মূলকথাঃ ১১২
তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যাতঃ জুমহুরের মতামত...............................১১২
ইমাম আলূসী রহ. এর বক্তব্য...১১২
আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. এর বক্তব্য.........................১১৩
ইমাম আবু জা'ফর তহাভী রহ. এর বক্তব্য...................................১১৩
ইমাম আবূ বকর আল জস্সাস আল হানাফী রহ. এর বক্তব্য.............১১৩
ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. এর বক্তব্য............................১১৩
ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. এর বক্তব্য...................................১১৪
ইমাম ইবনু কুদামা আল হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য.............................১১৪
ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. এর বক্তব্য..১১৪
ইমাম ইবনু মুফলিহ হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য..................................১১৪
ইমাম মানসূর বিন ইউনুস আল বুহুতী রহ. এর বক্তব্য.....................১১৫

www.muslimdm.com

তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যত: কতিপয় ইমামের মতামত

ইমাম সামআনী রহ. এর বক্তব্য..১১৫
আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এর বক্তব্য..১১৭

তারকুন নবী ও সুকূতুন ফি মাকামিল বায়ান: সাদৃশ্য ও পার্থক্য

সুকূতুন ফি মাকামিল বায়ান..১১৮
হাফিয আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. এর বক্তব্য.................১১৮
সিদ্ধান্ত: ১১৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"من تشبه بقوم فهو منهم"

বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: একটি ভুল চিন্তার সংশোধন.................১২০
উদাহরণ-০১: ১২০
উদাহরণ-০২: ১২১
ফায়দা-০১: ১২২
ফায়দা-০২: ১২২
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন বনাম ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপন............১২২
ইমাম তরতুশী ও আযাফী রহ. এর বক্তব্য...................................১২৫
ফকীহ আবুল কাসিম রহ. এর বক্তব্য..১২৫
ইমাম বুরযুলী রহ. বক্তব্য..১২৫
ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. এর বক্তব্য..১২৫
ইমাম ইবনু মারযুক রহ. এর বক্তব্য..১২৬
ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য...১২৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঈদ শব্দের ব্যবহার

ঈদ শব্দের ব্যবহার...১২৭
ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ : শাব্দিক বিশ্লেষণ
আল মু'জামুল ওয়াসীতের ভাষ্যমতে...১২৭
মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল মুআসিরার ভাষ্যমতে...............১২৮
মু'জামুল গনী এর ভাষ্যমতে...১২৮
মু'জামুর রায়েদ এর ভাষ্যমতে..১২৮
ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ : উলামায়ে কেরামের বক্তব্য
ইমাম ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. এর বক্তব্য........................১২৯
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুর রাসসা রহ. এর বক্তব্য.........................১২৯
ইমাম ইবনু জাযারী রহ. এর বক্তব্য...১২৯
শাইখুল ইসলাম ইমাম খারাশী রহ. এর বক্তব্য.............................১২৯
আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য.............................১২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

www.muslimdm.com

বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা......................১৩৩

বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য
ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. এর বক্তব্য.............................১৩৪
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হাফিয আবুল আব্বাস আহমাদ আল মাক্কারী রহ. এর বক্তব্য..১৩৪
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমাদ বিন খালেদ আন নাসিরী রহ. এর বক্তব্য...১৩৪

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ আল আযাফী রহ.: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম
জন্ম ও বেড়েওঠা...১৩৫
ইলম অর্জন...১৩৫
দারস-তাদরীস...১৩৬
তাসনীফাত...১৩৬
ইমামদের দৃষ্টিতে আবুল আব্বাস আহমাদ আল আযাফী রহ. ১৩৬

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও প্রেক্ষাপট
প্রাককথন: ১৩৭
প্রেক্ষাপট:..১৩৮
সূচনা: ১৩৯
নতুন সংস্কৃতির শরঈ ভিত্তি: ১৪৩
আপত্তি ও জবাব: ১৪৩

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: ক্রমবিকাশ
সাবতার আমীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন:
নতুন দিগন্তের সূচনা...১৪৫
ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস ইবনু আযারী রহ. এর বক্তব্য..................১৪৬
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সাবতা থেকে মাররাকেশ........................১৪৭
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: মরক্কোর প্রতিটি শহরে...........................১৪৮
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমাদ আন নাসিরী এর বক্তব্য.........................১৪৮
ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. এর বক্তব্য.............................১৪৯
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সমগ্র বিলাদুল মাগরিবে..........................১৪৯
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনু দীনার আবুল কাসিম কাইরাওয়ানী রহ. এর বক্তব্য..১৪৯
ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস মাক্কারী রহ. এর বক্তব্য.........................১৫০
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: বিলাদুল মাগরিব পেরিয়ে আন্দালুসে...........১৫০
ইবনু খালদুন রহ. এর বক্তব্য..১৫০
উপসংহার:..১৫১

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: উলামায়ে কেরামের অবস্থান
ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য..১৫১
ইমাম ইবনু মারযুক রহ. এর বক্তব্য..১৫২

www.muslimdm.com

ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. এর বক্তব্য................................১৫২
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাসসা’ রহ. এর বক্তব্য................................১৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা, ক্রমবিকাশ ও একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন
সূচনার প্রথম পর্ব:..১৫৪
সূচনার দ্বিতীয় পর্ব:..১৫৪

আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা আল মুসেলী রহ
পরিচিতি ও ইহতিফাল বিল মাওলিদ: উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন
ঈমামদের দৃষ্টিতে উমর বিন মুহাম্মাদ মাল্লার পরিচয়.......................১৫৫
ইমাম আবু শামাহ মাকদেসী রহ. এর বক্তব্য................................১৫৫
ইমাম সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বক্তব্য................................১৫৫
সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. ও মুহাম্মদ মাল্লা রহ এর বক্তব্য............১৫৬
ইমাম আবু শামাহ এর বক্তব্য...১৫৬
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য.....................................১৫৬
শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ মাল্লা রহ. এর মীলাদ উদযাপন:
বর্ণনা ও মূল্যায়ন...১৫৬
ইমাম আবু শামাহ মাকদেসী রহ. এর বক্তব্য................................১৫৭
ইমাম আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য..১৫৭
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য.....................................১৫৭
একটি মূল্যায়ণ:..১৫৭
উমর মাল্লার মীলাদ উদযাপন:
সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. এর সমর্থন...................................১৫৮
ইমাম ইবনুল আসীর রহ. এর বক্তব্য...১৫৯
ইমাম ইবনুল ইমাদ রহ. এর বক্তব্য...১৫৯
বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন: ক্রমবিকাশ...........................১৬০

বাদশা মুজাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকুবুরী রহ.
পরিচিতি ও ইহতিফাল বিল মাওলিদ: উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন
বাদশা মুজাফফরুদ্দীন: পরিচিতি ও শাসন ক্ষমতা
জন্ম, বেড়ে উঠা ও শাসন ক্ষমতা লাভ..১৬০
ব্যক্তিত্ব শাসন ক্ষমতা মূল্যায়ন..১৬১
ইমাম যাহাবী, সুয়ূতি ও ইবনুল ইমাদের বক্তব্য............................১৬২
ইমাম ইবনু কাসীর রহ. এর বক্তব্য...১৬২
ইমাম ইউসুফ সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বক্তব্য.......................১৬৩
ইমাম শামসুদ্দীন ইবনু খাল্লেকান রহ. এর বক্তব্য..........................১৬৪

ইয়াকুত আল হামাভী কর্তৃক বাদশা মুজাফফরের চরিত্রের বর্ণায়ন
একটি বিশ্লেষণ..১৭০
বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

www.muslimdm.com

বিবরণ, মূল্যায়ন ও উলামায়ে কেরামের অবস্থান..........................১৭২

বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপন
উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. এর বক্তব্য.......................................১৭৯
ইমাম ইবনু কাসীর রহ. এর বক্তব্য..১৭৯
ইমাম আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য...১৭৯
ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য.........................১৭৯
ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য...১৮০
ইমাম নাজমুদ্দীন গাইতী রহ. এর বক্তব্য....................................১৮০
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বক্তব্য....................................১৮০
ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. এর বক্তব্য................................১৮১
ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য.......................................১৮১
সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বর্ণনা: কিছু আপত্তি ও সত্যতা...........১৮১
ইমাম যাহাবী রহ. এর বক্তব্য..১৮২

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: ইরবিল ছাড়িয়ে মিশর ও শামে

ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য...১৮৩
ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য..........................১৮৩
বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন: উলামায়ে কেরামের অবস্থান.......১৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন...................................১৮৫
ইবনু জুবাইর আন্দালুসী রহ. এর বক্তব্য.....................................১৮৫
ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. এর বক্তব্য...............................১৮৬
ইবনু বতুতা রহ. এর বক্তব্য..১৮৬
ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. এর বক্তব্য..........................১৮৬
ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য..........................১৮৭
ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. এর বক্তব্য...............................১৮৮
ইমাম জামালুদ্দীন জারুল্লাহ মাখযূমী রহ. এর বক্তব্য......................১৮৮
ইমাম কুতবুদ্দীন নাহরাওয়ালী হানাফী রহ. এর বক্তব্য....................১৮৯
মোল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য...১৮৯
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য......................১৯০

তৃতীয় অধ্যায়

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

১। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ আযাফী আল মালেকী রহ. ১৯৪
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম...১৯৪
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত............................১৯৫
ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. এর বক্তব্য...........................১৯৬
২। ইমাম ইসমাঈল ইবনে যফার হাম্বলী রহ. ১৯৭
৩। ইমাম আবু শামাহ দিমাশকী শাফেয়ী রহ...............................১৯৯
৪। কাযী সদরুদ্দীন মাওহুব বিন ওমর আল জাযারী শাফেয়ী রহ.........২০১

www.muslimdm.com

৫। ইমাম নাসিরুদ্দীন আল মুবারাক বিন তব্বাখ রহ.....................২০২
৬। ইমাম যহীরুদ্দীন জা'ফর আততাযমানতী রহ.........................২০৪
৭। ফকীহ আবুত তায়্যিব মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল মালেকী রহ....২০৬
৮। ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম আল হাওয়্যারি তিউনিসী রহ....২০৭
৯। ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রহ.....................................২০৯
১০। শাইখুল ইসলাম শামসুদ্দীন ফানারী আল হানাফী রহ..............২১০
১১। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মারযুক আল খতীব রহ.........................২১২
১২। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাদ রুনদী আল মালেকী রহ.....২১৪
১৩। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু আরাফা আল মালেকী রহ...........২১৬
১৪। শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন ইবনু রাসলান বুলকীনি রহ............২১৮
১৫। আব্দুর রহমান ইবনু খালদুন রহ.......................................২২০
১৬। ইমাম ইবরাহীম বিন যুক্কাআ' আশ শাফেয়ী রহ.....................২২২
১৭। শাইখুল ইসলাম ইমাম জালালুদ্দীন বুলকীনি আশ শাফেয়ী রহ....২২৩
১৮। হাফিয ইমাম ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআ' ইরাকী শাফেয়ী রহ.......২২৫
১৯। শাইখুল ইসলাম ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী আল মালেকী রহ...২২৭
২০। ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ.........................২৩০
২১। হাফিয ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ........................২৩২
২২। শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ.............২৩৫
২৩। ইমাম আলামুদ্দীন সালিহ বিন সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ...........২৩৮
২৪। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল কাউরী রহ.......২৩৯
২৫। ইমাম আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনু তাগরী বিরদী হানাফী রহ...২৪১
২৬। ফকীহ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুর রাসসা' রহ. রহ......২৪২
২৭। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ যাররূক ফাসী আল মালেকী রহ..২৪৪
২৮। ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী আশ শাফেয়ী রহ........................২৪৬
২৯। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ...২৪৮
৩০। ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ..................................২৫০
৩১। ইমাম জামালুদ্দীন বাহরাক হাদরামী রহ.............................২৫২
৩২। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী রহ.......................২৫৩
৩৩। হাফিয শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইতামী রহ.....................২৫৫
৩৪। শাইখুল ইসলাম ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ.......................২৫৭
৩৫। ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ..২৫৯
৩৬। ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আল মাক্কারী
আল মালেকী রহ..২৬১
৩৭। ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রহ...............................২৬২
৩৮। ইমাম আবু মালিক আব্দুল ওয়াহিদ শরীফ আল মালেকী রহ.....২৬৪
৩৯। ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ.........................২৬৬
৪০। মুহাদ্দিসুল হিন্দ শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ..........২৬৮
৪১। ইমাম আব্দুস সালাম বিন ইবরাহীম লাক্কানী মালেকী রহ...........২৭০
৪২। শাইখুল ইসলাম ইমাম আবু আব্দুল্লাহ খারাশী রহ...................২৭২
৪৩। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী যুরকানী রহ......................২৭৩
৪৪। শাইখুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ..........২৭৫
একটি সংশয় নিরসন..২৭৭
৪৫। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান বান্নানী রহ..............২৭৯
৪৬। শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আরাফা দুসূকী রহ.......২৮১

www.muslimdm.com

৪৭। ফকীহ মুহাম্মাদ আল আমীর আল কাবীর মালেকী রহ............২৮৩
৪৮। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ সাভী আল মালেকী রহ...........২৮৪
৪৯। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ উলাইশ আল মালেকী রহ..........২৮৫
৫০। ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ.......................................২৮৮
৫১। আহমাদ বিন যাইনী দাহ্লান রহ.....................................২৯২
৫২। ফকীহ আল্লামা আহমাদ ইবনু আবিদীন রহ.........................২৯৪
৫৩। ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী রহ.......................২৯৫
৫৪। আল্লামা বাখীত বিন হুসাইন আল মুতীঈ রহ........................২৯৭
৫৫। ইমাম যাহেদ ইবনুল হাসান আল কাউসারী রহ.....................৩০০
৫৬। শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ তাহির বিন আশুর রহ...........৩০২
৫৭। আবুল ফযল আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ...............৩০৪
৫৮। সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী রহ............................৩০৬
৫৯। শাইখ আব্দুল হালীম মাহমুদ রহ.....................................৩০৮
৬০। ইমাম হাফিয আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী রহ.............৩১০
৬১। মুহাদ্দিসুল হারামাইন মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালেকী রহ....৩১৩
৬২। শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল বূতী রহ...................... ৩১৫ ৬৩। আল্লামা ওয়াহবাহ জুহাইলী শাফেয়ী রহ............................৩১৬
৬৪। ডক্টর ওমর আব্দুল্লাহ কামিল রহ.....................................৩১৭

চতুর্থ অধ্যায়

মীলাদ উদযাপনের দলিল

দলিল নং-০১: হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. প্রদত্ত দলিল.......৩২১
দলিল নং-০২: ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. প্রদত্ত দলিল.......৩২৩
দলিল নং-০৩: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল.......৩২৪
তানবীহ: ৩২৪
দলিল নং-০৪: ইমাম ইবনু আশুর রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল..............৩২৫
একটি সার্বিক পর্যালোচনা..৩২৭

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন, কিছু আপত্তি ও জবাব

একটি বাস্তবতা:...৩৩০
কিছু আপত্তি ও জবাব
আপত্তি-০১ ও তার জবাব: ৩৩২
আপত্তি-০২ ও তার জবাব:...৩৩২
আপত্তি-০৩ ও তার জবাব:...৩৩২
আপত্তি-০৪ ও তার জবাব:...৩৩৩
আপত্তি-০৫ ও তার জবাব:...৩৩৪
আপত্তি-০৬ ও তার জবাব:...৩৩৪
আপত্তি-০৭ ও তার জবাব:..৩৩৪
আপত্তি-০৮: ও তার জবাব: ৩৩৫
আপত্তি-০৯: ও তার জবাব:...৩৩৫
কিছু দুঃখজনক প্রশ্ন ও তার জবাব...৩৩৭
لا تتخذوا شهرا عيدا ولا يوما عيدا এই হাদিসের ব্যাখ্যা...............৩৪০

www.muslimdm.com

পঞ্চম অধ্যায়

মীলাদ-কিয়াম: পরিচিতি ও বরেণ্য ইমাম মনীষীদের বক্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়

এক নজরে মীলাদ-কিয়াম...৩৪৪
এক. কিছু মানুষ একত্রিত হওয়া..৩৪৪
দুই. সূরা ফাতিহা ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা.......................৩৪৫
তিন. দরূদ পাঠ করা...৩৪৫
চার. তাওয়াল্লুদ পড়া...৩৪৫
ইমাম বারযানজী রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়...................................৩৪৫
ইমাম বারযানজী রহ. লিখিত তাওয়াল্লুদ ও কিছু কথা.....................৩৪৬
পাঁচ. তাওয়াল্লুদ শেষে কিয়াম করা..৩৪৮
আমরা কেন কিয়াম করি?...৩৪৮
কেন শুধু নির্দিষ্ট সময়েই দাঁড়াই?..৩৪৯
তাযীমি কিয়াম কি বেদআত..৩৫০
ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য.................................৩৫০
উলামায়ে দেওবন্দের দৃষ্টিতে কিয়াম..৩৫০
ছয়. নবিজী ﷺ এর শানে কাসিদা গাওয়া ও সালাম পাঠ করা...........৩৫১
সাত. কিয়াম শেষে দুআ-মুনাজাত করা.....................................৩৫২
আট. মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু বিতরণ করা..............................৩৫২
কেন এই তারতীব?...৩৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেণ্য ইমাম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম

ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ. এর বক্তব্য ৩৫৪
ইমাম আবুস সাউদ রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ৩৫৪
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রহ. এর বক্তব্য ৩৫৫
মক্কার প্রধান কাযী ফকীহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান সিরাজ রহ. এর বক্তব্য.. ৩৫৬
ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী আল ইয়ামানী রহ. এর বক্তব্য..৩৫৬
ইমাম বারযানজী রহ. এর বক্তব্য ৩৫৬
মুহাম্মদ বিন আলাভী মালেকী রহ. এর বক্তব্য ৩৫৭
ইমাম আহমাদ বিন যাইনী দাহলান রহ. এর বক্তব্য ৩৫৭
শাইখুল আযহার ইমাম সালিমুল বিশরী মালেকী রহ এর বক্তব্য ৩৫৮
ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ বিন খলীল হিজরসী মিসরী শাফেয়ী রহ. এর বক্তব্য..৩৫৯
ইমাম আহমাদ উলাইশ মালেকী রহ এর বক্তব্য ৩৫৯
আল্লামা শাইখ মাহমুদ আল আত্তার দিমাশকী রহ এর বক্তব্য ৩৬০

www.muslimdm.com

ইমামুশ শরীয়াহ ওয়াত তরীকাহ আবু বকর সিদ্দীক আল ফুরফুরাভী আল মুজাদ্দেদী রহ..৩৬০
ইমামুশ শরীয়াহ ওয়াত তরীকাহ আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ৩৬১
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ এর বক্তব্য ৩৬১
মুসনিদুল হিন্দ শাইখ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. এর বক্তব্য...........৩৬৩
শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে ইলাহাবাদী রহ. এর বক্তব্য ৩৬৪
শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ এর বক্তব্য ৩৬৫
মুফতি আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাাকাতী রহ...........৩৬৫
হিন্দুস্তানের অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফতোয়া.........................৩৬৬

৩য় পরিচ্ছেদ

বেদআতী মীলাদের স্বরূপ..৩৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

১। ফকীহ আবু হাফস তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম..৩৭১
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর ফতোয়া........৩৭১
তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা............৩৭২
২। ইমাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম শাতেবী রহ...........................৩৭৪
শাতেবী রহ. এর ফতোয়া...৩৭৪
শাতেবী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা...........................৩৭৫
৩। ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ......................৩৭৬
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর ফতোয়া... ৩৭৬
ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা...৩৭৮
৪। শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাফফার রহ....................৩৮০
মীলাদ উদযাপনের ব্যাপরে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাফফার রহ. এর বক্তব্য..৩৮০
৫। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশ শাওকানী ৩৮১
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে আল্লামা কাযী শাওকানী এর অভিমত..........৩৮১
কাযী শাওকানী এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা ৩৮২
৬। আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম...৩৮৩
মীলাদ উদযাপনের ব্যাপরে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এর অভিমত.......৩৮৩
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা ৩৮৪
একটি সার্বিক পর্যালোচনা..৩৮৭
৭। ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ.......................................৩৮৮
৮। শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায...৩৮৯

www.muslimdm.com

৯। শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন ৩৮৯
১০। শাইখ সালেহ আল ফাউযান ৩৮৯
একটি সার্বিক পর্যালোচনা..৩৯০
সালাফী বা ওয়াহাবী আন্দোলনের ভয়াবহ চিন্তা-চেতনা...................৩৯০
একটি শেকায়েত..৩৯২

২য় পরিচ্ছেদ

উলামায়ে হকের একটি দল মীলাদ মাহফিলের বিরেধিতার কারণ ও আমাদের করণীয়..৩৯৪
একটি প্রশ্ন ও উত্তর (سبيحوا مائة و كبروا مائة) ৩৯৪
গ্রন্থপুঞ্জি..৩৯৭

www.muslimdm.com

ইলম আমল ও আখলাকের সমন্বয়ে পরিচালিত, ঐতিহ্যবাহী দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার মুহতারাম অধ্যক্ষ, মাদরাসা শিক্ষার রাহবর, উসতাযুল আসাতিযা, আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (মা. জি. আ.) এর

বাণী

إن الحمد لله و الصلوة و السلام على رسول الله. أما بعد

একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তার অন্তরে নবীজি ﷺ এর আযমত ও মহব্বত থাকা অত্যন্ত জরুরী। পৃথিবীর যেকোনো জিনিস থেকে রাসূল ﷺ কে সবচে বেশি ভালোবাসতে হবে। যুগে যুগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীগণসহ প্রত্যেক নবী-প্রেমিক নবীজির প্রতি তাদের ভালোবাসার সর্বোচ্চ নমুনা দেখিয়েছেন। শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে যে যেভাবে পেরেছেন, নবীজির প্রতি তাদের নিবেদন পেশ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তাঁর রক্ত পান করে, তাঁর থুথু মোবারক গায়ে মেখে, তাঁর হাতে-পায়ে চুমু খেয়ে ভালোবাসার নিদর্শন পেশ করেছেন। তাবেয়ীগণ সাহাবাদের সেই হাতে চুমু খেয়েছেন, যেই হাত রাসূল ﷺ কে স্পর্শ করেছিল। নবীজি ﷺ এর প্রতি সর্বোচ্চ আদব নিবেদনে ইমাম মালেক রহ. মদিনায় কোনো দিন বাহনে ওঠেননি, জুতা পরেননি এবং ইস্তেঞ্জাও করেননি। এভাবে প্রত্যেক যুগেই নবী-প্রেমিকগণ নিত্যনতুন পদ্ধতিতে তাঁর প্রতি নিজেদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় নবীজির জন্মের খুশি ও স্মৃতিচারণে, তাঁর শুভাগমনের মহান নেআমতের শুকরিয়া আদায় করণার্থে, ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দিতে শুরু হয় মহাসমারোহে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলামী বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অঞ্চল বিলাদুল মাগরিব, বিলাদুল মাশরিক ও বিলাদুল হিজাযে কোনো ধরনের আন্তঃসম্পর্ক ছাড়াই একই সময়ে এই উদযাপনের সূচনা হয়। সূচনাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র এটি উদযাপিত হয়ে আসছে।

উম্মতের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এই উদযাপনকে নবীজির প্রতি ভালোবাসা ও তাযীম প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি উত্তম পদ্ধতি বা বেদআতে হাসানা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পরবর্তীতে মীলাদ উদযাপনের পাশাপাশি মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন শুরু হয়। মীলাদ উদযাপনের মতো মীলাদ-কিয়ামও ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এবং জুমহুর উলামায়ে কেরাম এর পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেন। তবে অন্যান্য কল্যাণময় দ্বীনি কাজের আশ্রয় নিয়ে কিছু বিপথগামী লোক যেমন নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করে থাকে, তেমনি মীলাদ উদযপান ও মীলাদ-কিয়ামকে কেন্দ্র করেও বহু মানুষ নিজেদের কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করছে।

তাই মুনকারাতমুক্ত মীলাদ যেমন সমর্থনযোগ্য, তেমনি শিরক-বেদআতে ভরপুর মীলাদ মজলিসকে ত্যাগ করা, এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়াও জরুরী। অপরদিকে অনেকে মনে করেন, মীলাদ মজলিস বা মীলাদ উদযাপন মুনকারাতমুক্ত হলেও তা বেদআত। যেহেতু এটি প্রথম তিন যামানায় ছিল না। এই সিদ্ধান্তকেই তারা উম্মতের জুমহুর আলেমের সিদ্ধান্ত মনে করেন।

তো এই মাসআলাটির ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে জুমহুর আলেমদের সিদ্ধান্ত কী ছিল, তারা কীভাবে বিষয়টিকে মূল্যায়ন করেছেন, এই আমলটির সূচনা কারা করেছেন, কারা এর বিরোধিতা করেছেন, এ বিষয়গুলোই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল আলোচনার মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক আমাদের স্নেহের ছাত্র, দারুন্নাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগের গবেষক শিক্ষক মাওলানা জুবাইরের এ কাজকে কবুল করুন। তার ইলম, আমল, হায়াত ও রিযিকে বরকত দান করুন।

সর্বোপরি এ মাসআলাটি যেহেতু দীনের মৌলিক কোনো বিষয় নয়, তাই একে হক-বাতিলের মানদণ্ড ধরার কোনো সুযোগ নেই। যারা একে জায়েয মনে করেন না, তারাও সময়ের প্রয়োজনে নবীজি ﷺ এর মহব্বতের বহু নযরানা পেশ করেছেন। সুতরাং উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে কোনো শাখাগত মাসআলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে, এসব মাসআলাকে একান্তই ইলমী আলোচনার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে, উম্মাহর বৃহৎ কল্যাণের কাজে মনোনিবেশ করাই হবে সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

(আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক)
অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته وجميع المسلمين. أما بعد.

ইখতিলাফ একটি সৌন্দর্য। বৈচিত্রময় সৌন্দর্য। ইলম ও রুচিবোধের সহীহ ও সালীম পরিমাপক। মানুষের আখলাক চেনার একটি সহজ ও মৌলিক মাধ্যম। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটির স্তর বোঝার এক নিরাপদ মানদণ্ড। অপারেশন থিয়েটারে একজন সার্জারি স্পেশালিস্টের গুরুত্ব যেমন, এ ময়দানে ভারসাম্যপূর্ণ ইলমী পণ্ডিতের অবস্থানও তেমন। এ জন্য শাইখ আওয়ামাহ মা.যি.আ. সংকলন করেছেন أدب الاختلاف নামে গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থ। যা ইখতেলাফের মানদণ্ডকে আরো পরিপাটি করে দেয়। প্রকাশ ভঙ্গিকে করে দেয় অত্যাধিক দৃষ্টিনন্দন ও শান্তিময়।

ইখতেলাফের জগতে দুজন মনীষীকে আমার খুব ভালো লাগে। তারা হলেন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিশ্বস্ত মুখপাত্র, আমীরে শরীয়ত ওয়াত তরীকত, মুজাদ্দিদে যামান, ছারছীনা শরীফের আলা, হযরত পীর সাহেব হুযুর, মাওলানা মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ রহ. এবং মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়ার মুহতারাম আমীনুত তালীম, মুতাদিল আলিমে রাব্বানী, মুহাক্কিক মুসান্নিফ, উসতাযুল ফোকাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন, উস্তাদে মুহতারাম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মা.যি.আ.।

সাধারণত মতভেদ মনভেদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ডাক্তারের অস্ত্রপাচারে যতটুকু সততা ও দক্ষতার প্রয়োজন, মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় কথা বলতে হলে থাকতে হয় তেমনি ইখলাস আর ইখতিসাসের আয়োজন। মুসলমানদের তিয়াত্তর ফেরকার সবাই কোরআন সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়ে নিজেদের হক্কানিয়তকে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এক দলকেই হক বলেছেন। বাকি বাহাত্তর দলকে বাতিল ও জাহান্নামী বলেছেন।

এখন প্রয়োজন পড়ল এমন একটি মূলনীতির, যার মাধ্যমে বাহাত্তর দলকে সহজে শনাক্ত করা যায়। এ মূলনীতির স্বরূপ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোরআন সুন্নাহর দলিলের সাথে আকওয়ালুল আইম্মাতিল আলামের সংযোজন থাকা। অর্থাৎ জুমহুর সালাফের সাথে থাকা। যা (عليكم بالسواد الأعظم. তোমরা জুমহুর সালাফ ও খালাফের সাথে থাকো।) এই হাদীসের বাস্তবতা। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, কোরআন সুন্নাহর দলিল সহজে পাওয়া গেলেও সালাফের ফাহামকে দলিলের সাথে পূর্ণ আমানত নিয়ে মিলানোটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হয়ে বিষয়।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের অনেক আহলে হক উলামায়ে কেরামও কম মুতালাআ অথবা বেখেয়ালের কারনে সালাফের ফাহাম থেকে সরে গিয়ে সালাফী ওয়াহাবী ভাইদের মতো শুধু নস দিয়ে দলিল দিচ্ছেন। (এটি আমার ধারণা, ভুলও হতে পারে।) ইখতেলাফী বিষয়ে মুত্তাফাক আলাইহি বাতিল ফেরকা নজদী তাইমীদের মতো কথা বলেন। নিজেদের মুরব্বিদের বহু তাওয়ারুছী আমলকেও বেদআত-বাতিল বলে, নিজেকে আহলে হকের মুখপাত্র ভাবছেন। মাআযাল্লাহ! হাদানাল্লাহ!!

মতভেদের কারনে যেন মনভেদ তৈরি না হয়, এ জন্য আমরা দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম তথা মুফতী মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব, মুফতি মিযানুর রহমান সাইদ সাহেব, মুফতি দিলওয়ার হোসাইন সাহেব, ঢালকানগরের মুফতি জাফর আহমাদ সাহেব, মাদানী নগর মাদরাসার মুফতি আব্দুল বারি সাহেব, মুফতি ইযহারুল ইসলাম কাওসারী সাহেব, ঢালকানগর মাদরাসার সাবেক মুফতি এমদাদ সাহেব, শায়েখ আহমাদুল্লাহ সাহেব, মুফতি আরিফ বিন হাবিব সাহেব, মুফতি মুহাম্মাদ শামছুদ্দোহা আশরাফী সাহেব ও মুফতি রেজাউল করিম আবরার সাহেব এর সাথে সরাসরি দেখা করেছি। أطال الله حياتهم ونفعنا بهم - আলহামদুল্লিাহ! তাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে দীর্ঘ সময় দিয়ে ধন্য করেছেন। পূর্ণ সম্মানের সাথেই আলাপচারিতা হয়েছে।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম ফজলুল হক আমিনী সাহেব, শাইখে যাত্রাবাড়ি মুহিউস সুন্নাাহ মাহমুদুল হাসান সাহেব, ঢালকানগরের পীরে কামেল আব্দুল মতিন বিন হোসাইন সাহেব, মুফতি তাহমিদুল মাওলা সাহেব ও মুফতি শাকের উল্লাহ আল আসাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের বিভিন্ন ব্যস্ততার কারনে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। তবে অনেকের সাথে মোবাইলে দীর্ঘ আলাপের সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উম্মাহর তালীম ও তরবিয়তের জন্য কবুল করুন। আমীন!

উলামায়ে কেরামের পদযুগলে হাত রেখে আমরা বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, আপনারা যারা মুনকারাত মুক্ত মীলাদ কিয়ামের বিরুদ্ধে বলেছেন অথবা বলছেন, আপনাদের কাছে আমরা যে ছোট একটি লেখা দিয়েছিলাম তার একটি সংশোধনী দয়া করে আমাদেরকে দিন। প্রয়োজনে আমরা আবারো আপনাদের কাছে যাবো। দরসের ন্যায় বসে বসে হলেও বুঝার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

www.muslimdm.com

আমরা খুবই আনন্দিত হতাম! মীলাদবিরোধী ভাইদের কেউ যদি আমাদের কাছে একবারও এ বিষয় নিয়ে আসতেন! আমি কতইনা ভাগ্যবান হতাম! হয়ত উনাদের অনেক ব্যস্ততা, তাই আসতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমাদের উপমহাদেশে এ বিষয় নিয়ে বহছ-বিতর্ক, দলিল স্বক্ষর, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুনাযারা, পুলিশ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদেও উপস্থিতিতে স্বদল বলে বহছে উপস্থিহ হওয়া, সাধারণ মানুষকে বিচারক বানিয়ে উম্মতের জাস্টিসতূল্য উলামায়ে কেরাম নিজেরা বাদি-বিবাদি সেজে ইসলামী মূল্যবোধকে অধঃমুখি করা, বিদ্বেষমূলক লেখালেখি ও প্রকাশনী, মাহফিল-পাল্টা মাহফিল, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মাদরাসা ও মসজিদ থেকে বহু আলেমকে অবৈধভাবে হটানো, এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে পাল্টা পাল্টি চ্যালেঞ্জ, ইউটিউবে অশোভনীয় ও উসৃঙ্খল বক্তব্য দিয়ে যুদ্ধের ময়দান তৈরি করা, ফেইসবুকে মানহানিকর লেখার সয়লাব, ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদেরকে বিভিন্ন মাদরাসায় ভর্তি হতে না দেয়া, ভর্তি বাতিল করা, সকল বিষয়ে পরীক্ষা নেয়ার পরও কেন্দ্রীয়ভাবে ফলাফল বাতিল করা, মুত্তাফাক আলাই বাতিলদের সাথে ঐক্য করে ঈদগাহে খতীব সাহেবকে অপমান করা, দ্বীনিয়া মাদরাসার টেবিলগুলো অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া, একজন বিদগ্ধ আলেম ও আধ্যাত্মিক মহাসাধককে জালিম শিমারের মতো অসহনীয় নির্যাতন করে মুখে নাজাসাত ঢেলে দেয়াসহ বহু অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এমনকি খুনও করা হয়েছে। মাআযাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করুন। আমীন!

এ বিষয়ের ইখতেলাফ এতুটুকু পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, অনেকে মনে করেন মুসলমান দুই প্রকার। মীলাদী গায়রে মীলাদী। মাআযাল্লাহ!! এত কিছুর পরও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম যদি এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেন, তাহলে আমাদের সকল ঘরানার ভক্তবৃন্দরা মীলাদ-কিয়াম নিয়ে সহজেই পারস্পরিক সহনশীলতায় পৌঁছতে পারবে বলে আমরা আশা করি। মত যার যার ইসলাম সবার। এটি হোক আমাদের শ্লোগান। বড়দের লেখালেখি ও কথাবার্তায় যদি উদারতা ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তাহলে পাঠক ও শ্রোতাদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখা খুবই সহজ হয়ে যায়। উলামায়ে কেরামের কাছে আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসখানা (إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. নিশ্চই মহাসুদ হলো, ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানে আঘাত করা।) উল্লেখ করলাম।

অতএব উভয় পক্ষই, আমাদের বিদ্বেষমূলক বা স্বল্প মুতালাআর পুরাতন ভিডিও লেকচার এবং লেখালেখিগুলোকে আমাদের পেইজ ও চ্যানেল থেকে নিজ নিজ দায়িত্বে ডিলিট করে, জাতিকে বিদ্বেষের দাবানল থেকে এখনি মুক্ত করে এক নিরব ঐক্যের স্বরব পরিবেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমরা মুখে যা বলি তার বাস্তবায়ন দরকার। অথবা অবাস্তব কথা না বলা দরকার। প্রচার মাধ্যমগুলোকে ঐক্যের সুরে সাজানো এখন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বড়রা এগিয়ে এলে ছোটরা এমনিতেই চলে আসবে। উভয় পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমাদের হাতে কোরআনে কারীমের কিছু জরুরি কাজ থাকায়, আমরা পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ভালোভাবে বইটিকে সাজাতে পারিনি। এ জন্য ক্ষমাসুন্দর আচরণ কামনা করছি। কোরআনে কারীমের কাজটি যেন ইখলাস ও ইখতিসাসের সাথে করতে পারি, সবার কাছে আন্তরিক দুআ চাই।

"বরেণ্য ইমাম ও মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম" বইটির লেখক, আমার স্নেহের সেরা ছাত্র ও শ্রদ্ধেয় উসতাযদের অন্যতম একজন, মাওলানা জুবাইর আহমাদ গাজিপুরী। তিনি আমাকে আকিদাতুত ত্বহাবী, আকায়েদে নাসাফী, জালালাইন ও মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ দরসান পড়িয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার খাছ অনুগ্রহে এবং আমার উসতায ও মা-বাবার দুআর বরকতে এ মর্যাদা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। اللهم لك الشكر كله بالقرأن وبهذه الكتب والمعلم ذي العلم الفرقان.

এ বইতে তিনি প্রায় সত্তর জনের মতো আইম্মায়ে আলামের মত এনে বিষয়টিকে সুসজ্জিত করেছেন। মীলাদবিরোধী আটজন ইমাম ও আলেমের মত এনে বিষয়টিকে আরো মজবুত করেছেন। অনেককে দেখা যায় ইখতেলাফী বিষয়ে শুধু নিজ পক্ষেরটাই খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন। ইলমী অভাবে অথবা বিদ্ধেষের কারনে ভিন্ন মতকে পূর্ণ আমানতের সাথে উল্লেখই করেন না। অথবা একটু অনুবাদ হলেও এড়িয়ে যান। !!حفظنا الله

আমরা অনেক সময় উসূল ঠিক না করেই ফুরূঈ আলোচনায় সময় নষ্ট করি। এ জন্য বিজ্ঞ লেখক এখানে, প্রথমেই কিছু মৌলিক নীতিমালার বিশ্লেষণ এনে উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিন-চারটি ব্যতীত প্রায় প্রতিটি হাওয়ালাই মূল গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এতটুকু রুচিবোধের জন্য তাকে কম পক্ষে দশগুণ সময় বেশি দিতে হয়েছে। আমরা অনেক সময় রেফারেন্স নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষেরটা পেলেই নিয়ে নেই। বিপক্ষেরটা যত মজবুত শর্তের ভিত্তিতে তলব করি, পক্ষেরটাকে ঠিক ততটাই দুর্বল হলেও গ্রহণ করি। এটি রুচিবোধের খুবই দীনতার প্রমাণ। লেখক যথাসম্ভব এ ধরনের কাজ এড়িয়ে চলেছেন।

এখানে অরেকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তা হলো, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে ইসলামী বিশ্বের পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এলাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ইমাম মুজতাহিদদের অবস্থানকে খুজে খুজে বের করে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। যে কাজটি আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. তার ছালাছু রাসায়েলে করেছেন। এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, এ বিষয়টি শুধু আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ের নয়। বরং মীলাদ কিয়াম বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল এলাকায় সমানভাবে যুগ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ ইতিহাসকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা বেশির চেয়ে বেশি মুহাক্কিক মুকাল্লিদ। এর চেয়ে মোটেও বেশি নয়। লেখক হলেই মুজতাহিদ হয়ে যায় না। মুকাল্লিদকে নিজের অযোগ্যতার কথা মনে রেখেই তাহকীকের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। অনেককে দেখা যায়, নিজে না বুঝলেও বড়দের ভুল হয়েছে বলে দেন। এটি অবশ্যই বাস্তব কথা যে, যতই বড় হোক না কেন, ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু সমস্যা আরেক জায়গায়। তা হলো, ইজতিহাদের যোগ্য ব্যক্তি যদি ভুল করতে পারেন, তাহলে যারা ইজতিহাদের অযোগ্য তাদের ভুল হওয়ার বিষয়টি তো আরো বেশি স্পষ্ট ও বাস্তব। তাই আলাফের ব্যাপারে একটু বুঝে শুনে কথা বলা উচিত।

দলিল খোঁজা যেমন আমাদের দায়িত্ব, সালাফের আকওয়ালের সাথে মিলিয়ে বুঝা আরো বড় কর্তব্য। ভয়াভহ একসিডেন্টা ঠিক এখানেই হয়। তাই লেখক প্রথমেই ইমামদের উসূল এনে তারপর ইতিহাস, সালাফের আকওয়াল ও আমল, দলিল, কিয়াম (এর আলোচনা) ও মীলাদবিরোধী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। সম্মানিত লেখককে যদি আরো কিছু দিন সময় দেয়া যেত, তাহলে হয়ত বইটি তার রুচি মতো অনেকটাই সুসজ্জিত হতো।

এ কাজে আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতিই আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। দারুননাজাতের নির্ভীক কাণ্ডারি অধ্যক্ষ, আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক ও অত্র মাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল লতিফ শেখ মা.যি.আ. এর তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ এ কাজে আমাদের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। বিশেষ করে মুফতি মাহদি হাসান, মুফতি হিফজুর রহমান চৌধুরী, মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুফতি নাজমুল ইসলাম, মুফতি ওবাইদুল্লাহ, মাওলানা হাবিবুর রহমান, স্নেহের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম, মুখলিস খাদেম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, এদেরকে আল্লাহ তাআলা আহসানুল জাযা দান করুন। আমীন!

আমরা ছোট মানুষ। অযোগ্যতার শেষ নেই। তারপরও উলামা ও তুলাবায়ে ইযামের সামনে একটুখানি প্রচেষ্টা উপহার হিসেবে রাখলাম। কারো কোনো আপত্তি, জিজ্ঞাসা থাকলে দয়া করে ০১৯২৩ ১৩০ ৫৬৫ এ নম্বরে পাঠাবেন। 'আমরা ইনশাআল্লাহ সাদরে গ্রহণ করব।' এ কথাটি অনেকে লেখার জন্যই লেখে। কথা শোনালেও শোনে না। আমরা গ্রহণ করার জন্যই লিখেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইখলাস ও ইখতিসাসের নেআমতে ধন্য করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ।
পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।
০৯/০৯/২৪ ইং

المقدمة

الحمد لله الذي أنعم علينا بإرسال أعظم نعمه، ثم أوجب علينا شكر إنعامه. ثم الصلاة والسلام على النبي الذي حث على سن السنن الحسنات. وعلى آله وأصحابه الذين أحدثوا البدع الحسنات، وعلى علماء أمته الذين نهجوا منهج الصحابة في الابتداء **بالخيرات، فتواطؤوا مشرقا ومغربا مع أرض الحجاز على إبداع طريق في تعظيم يوم وشهر ولد فيه سيد الأبرار، قبله العلماء والفقهاء والحفاظ والمجتهدون على اختلاف الأزمان والأمصار.أمابعد.**

ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. বলেন, "মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসটি উদযাপন করে আসছেন। এ রাতগুলোতে তারা ভোজসভা ও বিভিন্ন ধরনের দান-সদকা, আনন্দ প্রকাশ, বেশি বেশি নেক আমল ও মীলাদ পাঠে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এতে করে তাঁদের ওপর ব্যাপকভাবে বরকত প্রকাশিত হয়। বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই মীলাদ অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি ঐ বছরের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্রুত পূরণে সাহায্য করে।[১] ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. বলেন,"এই মীলাদের পরিপ্রেক্ষিতে রবিউল আউয়াল মাসকে তারা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে উদযাপন করে। আর এটি মক্কা, মাদিনা, মিসর ও সিরিয়াসহ ইসলামী বিশ্বের সবর্ত্রই হয়ে থাকে।"[২]

ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী আল ইয়ামানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,
"নবীজি ﷺ এর জন্মের মূহুর্ত ও সে সময়কার চমৎকার অবস্থা বর্ণনার সময় কিয়াম করার এই প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।"[৩]

গত আটশত বছর ধরে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মীলাদ উদযাপিত হয়ে আসছে।
উলামায়ে কেরাম, রাজা-বাদশা ও সাধারণ জনতা প্রত্যেকেই অত্যন্ত
আযমতের সাথে উক্ত উদযাপনে যোগদান করছেন।

সূচনাকাল থেকেই বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত ছাড়া উম্মতের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এর বৈধতা ও গুরুত্বের বয়ান দিয়ে আসছেন। তবে সময়ের ব্যাবধানে, বিশেষ করে সালাফী আন্দোলনের উত্থানের পর থেকে এই মুতাওয়ারাস আমলের ওপর বিভিন্ন আপত্তি ও সন্দেহ-শুবুহাত আরোপিত হতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশেও এই বিরোধিতার হাওয়া লাগে। ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন মহল থেকেও এই আমলের ওপর বিভিন্ন আপত্তি উপস্থাপিত হয়। একে মুতলাকভাবে বেদআত আখ্যা দেয়া হয়। এর বিরুদ্ধে অসংখ্য বই লেখা হয়। অপরদিকে ভালো মানুষ থেকে খারাপ মানুষের সংখ্যা ও হক্কানী পীরের চেয়ে ভণ্ড পীরের সংখ্যা যেমন বেশি হয়, তেমনি এদেশে মুনকারাতমুক্ত মীলাদ উদযাপকারীদের চেয়ে বেদআতী মীলাদ উদযাপনকারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে পড়েছে।

ফলে একদিকে মুতলাকভাবে মীলাদকে বেদআত বলার বাড়াবাড়ি, অন্যদিকে নাচ-গান আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ছড়াছড়ি। প্রথম পক্ষের কিছু আলেম মীলাদকে বেদআত প্রমাণের জন্য বেদআতের বিকৃত মাফহুম বয়ান করা, মীলাদের পক্ষের আলেমদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হিসেবে দেখানো, মীলাদের পক্ষে ফতোয়া প্রদানকারী ইবনু হাজার ও সুয়ূতী রহ.সহ যুগের মহান ইমামদেরকে জাহিল ও অদূরদর্শী বানিয়ে দেয়া, মীলাদ কিয়ামকারীদের বেদআতী ও জাহান্নামী বলা এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত চরিত্রবাণ মানুষদেরকে চরিত্রহীন হিসেবে উপস্থাপন করাসহ বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য ইলমী হস্তক্ষেপ করে থাকেন। অপর পক্ষ মীলাদের পক্ষে ফতোয়া প্রদানকারী আলেমদের ফতোয়াকে অন্যায়ভাবে নিজেদের বেদআতী কর্মকাণ্ডের পক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। এই মাসআলাকে হক-বাতিলের মানদণ্ড মনে করেন। মীলাদের আলোচনাকে আয়-রোযগারের অন্যতম মাধ্যম বানিয়ে থাকেন। মীলাদ-কিয়ামবিরোধীদেরকে জাহিল ও গোস্তাখে রাসূল বলে থাকেন।
ফলে মীলাদ-উদযাপনের সঠিক ইতিহাস, স্বরূপ ও যুগে যুগে উলামায়ে কেরামের অবস্থান কী ছিল, এসব বিষয়ে অত্যন্ত ধোঁয়াশা ও অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। ফলে এমন একটি গ্রন্থের খুব প্রয়োজন ছিল, যা মীলাদ উদযাপনের সূচনা ও ক্রমবিকাশসহ সার্বিক ইতিহাসের সঠিক চিত্রায়ণ তুলে ধরার পাশাপাশি, যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরামের অবস্থান ও কর্মপন্থা

---

১. আল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহঃ ১/১৪৮।
২. জামেউল আছারঃ ১/৬২-৬৩।
৩. আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দঃ ২০

অত্যন্ত আমানতের সাথে উপস্থাপন করবে। যেন এই মাসআলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী মহান আকাবির ইমামদের অবস্থান ও কর্মপন্থা আমাদের সামনে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমরা নিজেদের কর্মপন্থার ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করতে পারি।

আর এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা পূরণেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। গ্রন্থটিতে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে মীলাদ উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম সংশ্লিষ্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, অত্যন্ত আমানত ও ইতকানের সাথে, যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ও আসলী মাসাদের থেকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। কিতাবটি অত্যন্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই প্রয়োজন ছিল আরো কিছুদিন বইটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা এবং পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা।

কিন্তু যার সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, যার হক আমি কখনো আদায় করতে পারিনি এবং কখনও পারবও না, আমার দুনিয়া ও আখেরাতের রাহবার মাওলানা ফরিদ বিন আব্দুল আওউয়াল মা. জি. আ. (ফরীদগঞ্জী হুজুর) বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখনই এটি প্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেন। কাজটি যেহেতু খুব দ্রুত হয়েছে এবং আমার মতো কাঁচা হাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে তাই এতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই কোনো মুহতারাম যদি এতে থেকে যাওয়া কোনো ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেন বা কোনো পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
জুবাইর আহমাদ , দারুন্নাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ
৬/৯/২৪ jubayerahmad1062022@gmail.com

www.muslimdm.com

পুরো বইয়ের সারসংক্ষেপ

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম
বইটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়
বেদআত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতি
প্রথম পরিচ্ছেদ
বেদআতের পরিচয় ও ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ

বেদআতের পরিচয়:

البدعة (يعني: المحدثة التي هي مذمومة شرعا) هي كل أمريتدين بذاته، ويقطع بعدم صحة نسبته إلى الدين

"বেদআত হচ্ছে এমন প্রত্যেক বিষয়, যাকে সত্তাগতভাবে দ্বীনি বিষয় মনে করা হয়, অথচ তা সত্তাগতভাবে দ্বীনি বিষয় না হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত।"

বেদআতের উক্ত পরিচয়টি বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত মুহাক্কিক আলেম শাইখ শরীফ হাতিম বিন আরেফ আল আউনী মা. জি. আ. থেকে নেয়া হয়েছে। পরিচ্ছেদটিতে উক্ত সংজ্ঞার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। সংজ্ঞাটির সমর্থনে যেসকল ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে-

১. ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪ হি.)
২. ইমাম মুহাম্মদ বিন উযাইর সিজিসতানী রহ. (৩৩০ হি.)
৩. হাফিয উসমান বিন সাঈদ আদ দারিমী (২৮০ হি.)
৪. ইমাম সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. (৭৯২ হি.)
৫. আল্লামা ইবনু বাদীস রহ. (১৩৫৮ হি.)
৬. ইমাম মুযহিরী রহ. (৭২৭ হি.)
৭. ইমাম আবুল কাসিম কিওয়ামুস সুন্নাহ আসবাহানী রহ. (৫৩৫ হি.)
৮. ইমাম শাতেবী রহ (৭৯০ হি.)
৯. ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. (৮৭০ হি.)
১০. ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫ হি.)
১১. ইমাম হাফিয আব্দুর রউফ আল মুনাভী রহ. (১০৩১ হি.)
১২. আবুল আব্বাস নাফরাভী রহ. (১১২৫ হি.)
১৩. হানাফী ফকীহ ও উসূলবিদ আবু সাঈদ খাদিমী রহ. (১১৫৬ হি.)
১৪. আহমাদ বিন আব্দুল কাদের রুমী আল হানাফী রহ. (১০৪৯হি.)
১৫. ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ আফেন্দী রুমী রহ. (৯৮১ হি.)
১৬. ইমাম মুহাম্মদ তাহির ইবনু আশুর রহ. (১৩৯৩ হি.)

বেদআতের প্রকরণ:

বেদআতের প্রকরণ সংক্রান্ত ইখতেলাফটি একটি শাব্দিক ইখতেলাফ। তারপরও অনেকে বেদআতের প্রকরণ তথা বেদআতে হাসানা ও সাইয়্যেআহ এই ভাগকে অস্বীকার করেন। যারা বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ এসব ভাগে ভাগ করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ-

১. ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪ হি.)[৪]
২. ইমাম ইবনু হাযম যাহেরী রহ. (৪৫৬ হি.)[৫]
৩. ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.)[৬]

---

৪. মানাকিবুশ শাফেয়ী লিল ইমাম বাইহাকী- ১/৪৬৮-৪৬৯
৫. আল ইহকাম- ১/৪৭
৬. শরহু ইবনু বাত্তাল- ৪/১৪৭

www.muslimdm.com

৪. ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ. (৪৬৩ হি.)৭
৫. ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫ হি.)৮
৬. হাফিয ইবনুল আরাবী আল মালেকী রহ. (৫৪৩ হি.)৯
৭. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (৫৯৭ হি.)১০
৮. ইমাম ইবনুল আসীর রহ. (৬০৬ হি.)11
৯. ইমাম ইয্যুদ্দীন ইবনু আব্দিস সালাম রহ. (৬৬০ হি.)[১২]
১০. ইমাম আবু শামাহ রহ. (৬৬৫ হি.)[১৩]
১১. ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.)[১৪]
১২. ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.)[১৫]
১৩. ইমাম কারাফী রহ. (৬৮৪ হি.)[১৬]
১৪. ইমাম শামসুদ্দীন কিরমানী রহ. (৭৮৬ হি.)[১৭]
১৫. ইমাম সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. (৭৯২ হি.)[১৮]
১৬. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হি.)[১৯]
১৭. ইমাম ফাইয়ূমী রহ. (৮৭০ হি.)[২০]
১৮. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.)[২১]
১৯. ইমাম বদরুদ্দী আইনী রহ. (৮৫৫ হি.)[২২]
২০. ইমাম সুয়ূতী রহ. (৯১১ হি.)[২৩]
২১. ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.)[২৪]
২২. ইমাম যুরকানী রহ. (১০৯৯ হি.)[২৫]
২৩. ইমাম ইবনু আবেদীন শামী রহ. (১২৫২ হি.)[২৬]
২৪. ইমাম শিহাবুদ্দীন আলূসী রহ. (১২৭০ হি.)[২৭]
২৫. আল্লামা বাখীত আলমুতীঈ রহ. (১৩৫৪ হি.)[২৮]
২৬. ইমাম যুরকানী রহ. (১১২২ হি.)[২৯]

---

৭. আল ইসতিযকার- ২/৬৭
৮. ইহইয়াউ উলুম- ১/২৭৬
৯. আরিদাতুল আহওয়াযী- ১০/১৪৭
১০. তালবীসু ইবলীস- পৃ. ৭
১১. নিহায়াহ- ১/১০৬-১০৭
১২. কাওয়াইদুল আহকাম- ২/২০৪
১৩. আল বাইস- ৯১-৯৩
১৪. আল জামে লি আহকামিল কোরআন- ২/৮৭)
১৫. শরহু মুসলিম- ২/১১১৪; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত- ৩/২২
১৬. আল ফুরুক- ৪/২১৯
১৭. শরহুল বুখারী- ৯/৫৪
১৮. শরহুল মাকাসেদ ২/২৭১; সূত্র, দুসতুরুল উলামা- ১/১৫৭
১৯. আত তাওযীহ- ১৩/৫৫৪-৫৫৫
২০. ফাতহুল কারীবিল মুজীব- ১/৫৩৫
২১. ফাতহুল বারী- ৬/২৯২
২২. উমদাতুল কারী- ১১/১২৬
২৩. হুসনুল মাকসিদ- পৃ. ৪১
২৪. মিরকাতুল মাফাতীহ- ১/২৭৬
২৫. শরহুল মুআত্তা- ১/৩৪০
২৬. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন- ১/৫৬০
২৭. রুহুল মাআ'নী- ২০/৩৪৬
২৮. আহসানুল কালাম- পৃ. ৫৯
২৯. আলমুনতাকা শরহুল মুআত্তা- ১/২৩৮

২৭. ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ. (১৩০৪ হি.)[৩০]
২৮. শাইখুল ইসলাম ইমাম তাহির বিন আশুর রহ. (১৩৯৩ হি.)[৩১]

প্রচলিত ধারার মীলাদ উদযাপনকে আমরা সত্ত্বাগতভাবে ইবাদত মনে করি না। এবং এর স্বপক্ষে বিভিন্ন শরঈ দলীল ও অসংখ্য ইমাম ও মুজতাহিদের ফতোয়া বিদ্যমান। তাই বেদআতের সংজ্ঞাটি মীলাদ উদযাপনের ওপর কোনোভাবেই প্রয়োগ হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ

অনেকে মনে করেন, সকল ইবাদত তাওকীফি। সুতরাং ইবাদতে কোনো কিয়াস চলে না। আর মীলাদ উদযাপন যেহেতু একটি ইবাদত তাই সরাসরি নস ছাড়া এটি সাব্যস্ত করা যাবে না। অথচ উসূলবিদদের কেউই বলেননি যে, ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না। বরং তারা বলেছেন, তাআব্বুদী বিষয়সমূহে কিয়াস করা যাবে না। যেসকল শরয়ী বিষয়ের ইল্লত বা কারণ স্পষ্ট নয়, পরিভাষায় এসকল বিষয়কে 'তাআব্বুদ' বলা হয়। অতএব যেসকল ইবাদতের কারণ স্পষ্ট, সেসকল বিষয়ে কিয়াস করতে কোনো বাধা নেই। ফিকহী কিতাবাদাতিও এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

সমকালীন বিখ্যাত আলেম শাইখ সাইফ আলী আসরী হা. বলেন,

ومن تتبع القياس في كتب الفروع، أمكنه أن يستخرج مئات المسائل المبنية على القياس في العبادات.

"কেউ যদি ফিকহী মাসায়েলের কিতাবসমূহে কিয়াসী বিষয়গুলো তালাশ করে, তাহলে সে এমন শত শত ইবাদত বিষয়ক মাসআলা পাবে, যা কিয়াসের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছে।"[৩২]

তাছাড়া প্রচলিত মীলাদকে আমরা স্বতন্ত্র বা স্বত্ত্বাগত ইবাদত মনে করি না। তাই এখানে উক্ত মূলনীতি প্রযোজ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মান সান্না ফিল ইসলামী সুন্নাতান হাসানাহ

অনেকে মনে করেন, এই হাদীসে মৃত সুন্নত নতুন করে চালু করার কথা বলা হয়েছে। অথচ হাদীস বিশারদগণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, হাদীসটি ঐসকল বিষয়কেও শামিল করে, যা সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি। অর্থাৎ হাদীসটি বেদআতে হাসানার ওপর প্রযোজ্য হবে। খোদ নবীজি ﷺও ঐসকল বিষয়ের ওপর 'সান্না' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, যা একদম নতুন উদ্ভাবিত। যেসকল ইমাম উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ-

১. ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.)
২. ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. (৭৪৩ হি.)
৩. আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.)
৪. ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. (৮৩৪ হি.)
৫. ইমাম ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪ হি.)
৬. ইমাম ইবনু আল্লান রহ. (১০৫৭ হি.)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কুল্লু বিদআতিন দালালাহ

অনেকেই মনে করেন, হাদীসটিতে প্রথম তিন যুগের পর আবিষ্কৃত প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয়কে বেদআত ও ভ্রষ্টতা বলা হয়েছে। অথচ মুহাদ্দীসিনে কেরাম বলেন, হাদীসটিতে কেবল ঐসকল নবসৃষ্ট বিষয়কে বেদআত বা ভ্রষ্টতা বলা হয়েছে, যা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং কোনো নবসৃষ্ট বিষয় যদি এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়,

---

৩০. ইকামাতুল হুজ্জাহ- পৃ. ৩৩
৩১. আত তাহরীর ওয়াত তানবীর- ১৪/৪২৬
৩২. আল বেদআতুল ইযাফিয়্যাহ: ১৬২

তাহলে তা বেদআত বা ভ্রষ্টতা হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেসকল মুহাদ্দিস এই ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ-

১. ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রহ. (৬৭৬ হি.)
২. হাফেজ ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী রহ. (৩৮৮ হি.)
৩. ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী রহ. (৫১৬ হি.)
৪. ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.)
৫. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.)
৬. হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.)
৭. হাফিয ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫ হি.)
৮. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.)
৯. ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. (৭৪৩ হি.)
১০. শাইখুল ইসলাম যাকারিয়্যা আনসারী রহ. (৯২৬ হি.)
১১. সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হি.)
১২. ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. (৮৭০ হি.)
১৩. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (৯১১ হি.)
১৪. ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. (৯২৩ হি.)
১৫. ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারকুন নবী ﷺ: হুজ্জিয়্যত ও দালালাত

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন বেদআত প্রমাণ করার জন্য অনেকেই বলে থাকেন, এ কাজতো নবীজি ﷺ বা তাঁর সাহাবীদের কেউ করেননি। অর্থাৎ, তারা নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করাকে বা 'তারকুন নবী'কে সে কাজের নিষিদ্ধতার দলিল মনে করেন। অথচ জুমহুর উসূলবীদের মতে তারকুন নবী কোনো কাজের নিষিদ্ধতার দলিল নয়।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...

"রাসূল ﷺ তোমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করো, এবং যেসব জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা"।[৩৩]

ইমাম আলূসী রহ. বলেন,

واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي، ولا يكفي فيه عدم الترك.

"এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোনো বিষয়ের নিষিদ্ধতার জন্য সরাসরি তার নিষেধ থাকা শর্ত। তিনি যেহেতু করতে বলেন নি তাই এটি নিষেধ, এমনটি বলা সঠিক হবে না"।[৩৪]

নবীজি ﷺ বলেন,

وما أمرتكم به فأتوا منه ماستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوه...

" যখন কোনো ব্যাপারে আদেশ করি তখন তা সাধ্যমতো আদায় করার চেষ্টা করো আর যখন আমি তোমাদের কোনো কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করি তখন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো"[৩৫]

৩৩. সূরা হাশর: ৭
৩৪. রুহুল মাআনী- ১৪/২৪৪
৩৫. বুখারী- ৭২৮৮

www.muslimdm.com

আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

ولم يقل: وما تركته فانتهوا عنه، فالترك لا يفيد التحريم.

"এখানে নবীজি ﷺ এ কথা বলেননি যে, আমি যা ছেড়ে দিয়েছি তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং, 'তারক' নিষিদ্ধতার দলিল নয়"।[৩৬]

যেসকল ইমাম তারকুন নবীকে কোনো কাজের নিষিদ্ধতার দলিল নয় বলে ঘোষণা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

১. ইমাম আবূ জা'ফর তহাভী রহ. (৩২১ হি.)[৩৭]
২. ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. (৩৭০ হি.)[৩৮]
৩. ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.)[৩৯]
৪. ইমাম ইবনু কুদামা রহ. (৬২০ হি.)[৪০]
৫. ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. (৭০২ হি.)[৪১]
৬. ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.)[৪২]
৭. ইমাম ইবনু মুফলিহ রহ. (৭৬৩ হি.)[৪৩]
৮. ইমাম মানসুর বিন ইউনুস আল বুহুতী রহ. (১০৫১ হি.)[৪৪]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: একটি ভুল চিন্তার সংশোধন

অনেকেই মনে করেন, বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ দু'ভাবে হতে পারে।

এক. ভিন্ন ধর্মের কোনো সংস্কৃতি হুবহু তাদের মতো করে পালন করা বা সরাসরি তাদের উৎসবে যোগ দেয়ার মাধ্যমে। যেমন বিধর্মীদের মতো থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করা, হিন্দুদের কোনো ধর্মীয় উৎসবে কিংবা খ্রিষ্টানদের বড়দিন উৎসবে যোগ দেয়া।

দুই. ভিন্ন ধর্মের কোনো সংস্কৃতির বিপরীতে মুসলিমদের জন্য নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি তৈরি করা। যেমন ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপনের খ্রিষ্টীয় রীতির বিপরীতে নবীজি ﷺ এর জন্মদিন উদযাপনের সংস্কৃতি তৈরি করা।

অথচ এই ক্ষেত্রে সঠিক চিন্তা হলো, উপরোল্লিখিত প্রথম সূরতটি বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হিসেবে গণ্য হলেও, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। সপ্তম হিজরী শতাব্দির মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদ দুররুল মুনাযযাম' কিতাবের ভূমিকায় এই পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

খ্রিষ্টনদের উদযাপিত উৎসবের সাথে মুসলিমদের মীলাদ উদযাপনের পার্থক্য বর্ণনা করে ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. বলেন,

أما ميلاد النبي ﷺ عند المسلمين فإنه موسم يعتنى به في الحواضر تعظيما له ﷺ على حد لا يقع فيه الناس بالعبودية كما فعلته النصارى.

---

৩৬. হুসনুত তাফাহ্হুম ওয়াদ দারক- পৃ. ১২
৩৭. শরহু মাআনিল আছার: ১/৩৮৯
৩৮. আল ফুসূল ফিল উসূল। ৩/২২৩
৩৯. উসূলুস সারাখসী: ২/৮৮
৪০. আল মুগনী: ১/১০৪
৪১. ইহকামুল আহকাম: ১/২১১
৪২. ফাহহুল বারী: ৩/৫৪৭
৪৩. আন নুকাতু ওয়াল ফাওয়াইদ: ১/১৬৩
৪৪. কাশফুল কিনা': ১/১০৬

"আর মুসলিমদের নিকট মীলাদুন্নবী ﷺ একটি উৎসবের দিন। নবীজির ﷺ প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শহর ও নগরসমূহে এটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে তারা খ্রিষ্টানদের মতো তাদের নবীকে উলূহিয়্যাতের পর্যায়ে নিয়ে যায় না।"[৪৫]

ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. বলেন,

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة، وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان، ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة

এসব কাজকে বেদআত বলা, মুসলিমদের জন্য এই দিনকে বৈধ উৎসবের দিন নয় বলে দাবি করা এবং একে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন উৎসবের সাথে তুলনা করা চরম আপত্তিকর বিষয়। প্রতিটি কলবে সালীম এমন সিদ্ধান্তকে ঘৃণা করে। প্রতিটি সুস্থ বিবেক এমন কথাকে প্রত্যাখ্যান করে।"[৪৬]

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ঈদে মীলাদুন্নবী: ঈদ শব্দের ব্যবহার

মূলত মীলাদুন্নবী সা. উদযাপনকে ঈদ শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা যেমন শাব্দিকভাবে প্রমাণিত, তেমনি বরেণ্য ইমামদের বক্তব্যের মাধ্যমেও প্রমাণিত।

মুজামুর রায়েদের ভাষ্যমতে,

كل يوم يحتفل فيه بتذكار أحد الصالحين أو أحد الأبطال أو حدث وطني أو حادثة هامة: «عيد الاستقلال، عيد الأضحى، عيد الميلاد

"প্রত্যেক ঐ দিনকে ঈদ বলা হয়, যে দিনে কোনো বুযুর্গ, দুঃসাহসী বীর, জাতীয় বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণ উদযাপন করা হয়।"[৪৭]

যেসকল ইমাম মীলাদুন্নবী উদযাপনের ক্ষেত্রে ঈদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অথবা ব্যবহার করাকে সমর্থন করেছেন-

- ইমাম ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. (৭৯২ হি.)[৪৮]
- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুর রাসসা (৮৯৪ হি.)[৪৯]
- ইমাম ইবনু জাযারী রহ. (৮৩৩ হি.)[৫০]
- শাইখুল ইসলাম ইমাম খারাশী রাহিমাহুল্লাহ (১১০১ হি.)[৫১]
- আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.)[৫২]
- ইমাম আহমাদ যাররুক আল ফাসী রহ. (৮৯৯ হি.)[৫৩]
- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল কাউরী রহ. (৮৭২ হি.)[৫৪]
- ইমাম সাখাভী রহ. (৯০২ হি.)[৫৫]
- ইমাম কাসতাল্লানী রহ. (৯২৩ হি.)[৫৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪৫. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৩/৫৭৩
৪৬. আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)
৪৭. মুজামুর রায়েদ: (عيد)
৪৮. আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)
৪৯. তাযকিরাতুল মুহিব্বীন: ১৫৪
৫০. আত তিবরুল মাসবুক: ১৪
৫১. আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল খলীল: ২/২৪১
৫২. মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ: ২৭৪
৫৩. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১
৫৪. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১
৫৫. আত তিবরুল মাসবুক: ১৪
৫৬. আল মাওয়াহিব: ১৪৮

www.muslimdm.com

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল আযাফী রহ. এর হাত ধরে বিলাদুল মাগরিবে (উত্তর আফ্রিকা) মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের সূচনা হয়। তিনি তৎকালীন মাগরিবের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য 'সাবতা'র কাযী ছিলেন। বিলাদুল মাগরিবে তিনিই সর্বপ্রথম মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ধারণা প্রদান করেন, এবং নিজ রাজ্য সাবতায় তা বাস্তবায়ন করেন।

তার এই চিন্তার পেছনে বিলাদুল মাশরিক (ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান ও লেবানন) বা ইরাকের ইরবিলে পালিত হওয়া মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং তৎকালীন সাবতা ও আন্দালুসের মুসলিমদেরকে চলমান সাংস্কৃতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করার জন্য, একান্তই নিজস্ব চিন্তা থেকে তিনি এই সংস্কৃতির ধারণা প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম আযাফী রহ. সাবতার আমীর হন। তার মাধ্যমে ৬৪৮ হিজরীতে বিলাদুল মাগরিবে সর্বপ্রথম প্রশাসনিকভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের সূচনা হয়। এখান থেকেই সমগ্র বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই সংস্কৃতিটি পালিত হতে থাকে। সূচনার শুরু থেকেই মাগরিবের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এটিকে সমর্থন করেন।[৫৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

৩৬২ হিজরীতে বিলাদুল মাশরিকে সর্বপ্রথম মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের প্রথা চালু করেন মিশরের তৎকালীন ফাতেমী শাসক মুইয লি দ্বীনিল্লাহ।

আইউবী শাসনামলে ফাতেমীদের সকল উৎসব বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। ফলে এগুলোর সাথে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনও মিশর থেকে মুছে যায়। ফাতেমী শাসনামলের একেবারে শেষ দিকে সুলতান নূরুদ্দীন যিনকী রহ. এর শাসনাধীন অঞ্চল ইরাকের মুসেলে শাইখ উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লাহ রহ. মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন শুরু করেন। তিনি আহলুস সুন্নাহর আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে বিলাদুল মাশরিকে আহলুস সুন্নাহর মধ্যে সর্বপ্রথম এই উদযাপনের সূচনাকারী হিসেবে তাঁর নামই স্মরণীয় হয়ে আছে।

শাইখ উমর মাল্লা রহ. কর্তৃক উদযাপিত মীলাদ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল তথা মুসেলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৫৮৬ হিজরীতে মুজাফফরুদ্দীন কুকুবুরী ইরাকের ইরবিলের শাসনভার গ্রহণ করার পর বাদশা মুজাফফরুদ্দীন রাষ্ট্রীয়ভাবে মাল্লাহ রহ. এর অনুসরণে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন শুরু করেন। এভাবে বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন একটি নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে।[৫৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শুরু থেকেই হিজাযে (সউদি আরব) মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন হয়ে আসছে। ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. (৯৭৩ হি.) বলেন,

"আর এ রাতকে কেন্দ্র করে মক্কাবাসীদের একটি ঐতিহ্যবাহী শিআ'র বা প্রথা রয়েছে। তারা এ রাতকে উদযাপন করে, সবচে বড় ঈদ বা উৎসব হিসেবে বিবেচনা করে। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন ও দাস প্রত্যেকেই তাদের সবচে দামী পোশাক পরিধান করে। প্রত্যেকেই তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়। তারপর মাগরিবের নামাজ শেষে মাশায়েখে কেরাম, তালিবে ইলমগণ, কাযীগণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মক্কার আমীরসহ সকলেই একসাথে তাহলীল ও যিকরের সাথে সম্মানিত জন্মস্থানের দিকে রওনা হন।"[৫৯]

---

৫৭. 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফি মাউলিদিন নাবিয়্যিল আ'যম'; ১-১২ (মাখতূতা)। সংক্ষেপে খুলাসা দেখার জন্য দেখুন: 'আত তাআলিফুল মাউলুদিয়্যাহ'; মাজাল্লাতু যাইতুনা- প্রথম ভলিউম: ৪৮৩-৪৮৫; উসূলুল ইহতিফাল:

৫৮. আল মাওয়াইজ: ১/৪৯০; আর রাওযাতাইন: ২/১৭২; আল বাইছ: ২১

৫৯. ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২২-২৩

তৃতীয় অধ্যায়
মীলাদ উদযাপনের দলিল

যুগ যুগ ধরে যেসকল ইমাম ও মনীষী মীলাদ উদযাপনকে বৈধ ও বেদআতে হাসানা আখ্যা দিয়েছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ-

১. ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী মালেকী রহ. (৬৩৩ হি.)[৬০]
২. ইমাম ইসমাঈল বিন যফার হাম্বলী রহ. (৬৩৯ হি.)[৬১]
৩. ইমাম আবু শামাহ দিমাশকী শাফেয়ী রহ. (৬৬৫ হি.)[৬২]
৪. ইমাম সদরুদ্দীন মাওহুব আল জাযারী শাফেয়ী রহ.(৬৬৫ হি.)[৬৩]
৫. ইমাম নাসিরুদ্দীন বিন তব্বাখ রহ. (৬৬৭ হি.)[৬৪]
৬. ইমাম যহীরুদ্দীন আততাযমানতী রহ. (৬৮২ হি.)[৬৫]
৭. ফকীহ আবুত তায়্যিব মুহাম্মদ আল মালেকী রহ. (৬৯৫ হি.)[৬৬]
৮. ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম তিউনীসি রহ. (৭৪৯ হি.)[৬৭]
৯. ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রহ. (৭৪৯ হি.)[৬৮]
১০. শাইখুল ইসলাম শামসুদ্দীন ফানারী হানাফী রহ. (৭৫১ হি.)[৬৯]
১১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মারযূক আল খতীব রহ. (৭১১-৭৮১ হি.)[৭০]
১২. ইমাম ইবনু আব্বাদ আল মালেকী রহ. (৭৯২ হি.)[৭১]
১৩. শাইখুল ইসলাম ইবনু আরাফা আল মালেকী রহ. (৮০৩ হি.)[৭২]
১৪. শাইখুল ইসলাম ইবনু রাসলান বুলকীনি রহ.(৮০৫ হি.)[৭৩]
১৫. বিশিষ্ট দার্শনিক ইমাম ইবনু খালদুন রহ. (৮০৮ হি.)[৭৪]
১৬. ইমাম ইবরাহীম বিন যুক্কাআ' আশ শাফেয়ী রহ. (৮১৬ হি.)[৭৫]
১৭. শাইখুল ইসলাম জালালুদ্দীন বুলকীনি শাফেয়ী রহ. (৮২৪ হি.)[৭৬]
১৮. ইমাম ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআ ইরাকী শাফেয়ী রহ. (৮২৬ হি.)[৭৭]
১৯. শাইখুল ইসলাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. (৮৪৪ হি.)[৭৮]
২০. ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. (৮৮৩ হি.)[৭৯]
২১. হাফিয ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. (৮৫২ হি.)[৮০]

---

৬০. আদ দুররুল মুনাযযাম: ১-১২ (মাখতূতা) আযহারুর রিয়ায: ১/৩৯
৬১. সুবুলুল হুদা: ১/৪৪০
৬২. আল বাইস: ২১
৬৩. সুবুলুল হুদা: ১/৪৪৩
৬৪. সুবুলুল হুদা: ১/৪৪১
৬৫. সুবুলুল হুদা: ১/৪৪২
৬৬. আত তালিউস সাঈদ: ৪৭৭-৪৭৮
৬৭. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৬/৪২৬-৪২৭
৬৮. জানাল জান্নাতাইন: ২১১
৬৯. আস সুলুক লি মা'রিফাতি দুআলিল মুলুক: ৭/৮; ইনবাউল গুমার: ৩/২১৬
৭০. জানাল জান্নাতাইন: ২১১; আল মুসনাদুস সহীহিল হাসান: ১৫২-১৫৪
৭১. আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)
৭২. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৬/৪২৬
৭৩. আল মাওয়াঈয ওয়াল ই'তেবার: ৩/১৯৫; ইনবাউল গুমার: ৩/৪১৮; আন নুজুমুয যাহিরা: ১২/৭৩; আস সুলূক: ৫/৪০৯ (৮০০ হি.)
৭৪. তারিখে ইবনু খালদুন: ৭/৫৪৯-৫৫১
৭৫. ইনবাউল গুমার: ২/৪৪৯; আস সুলূক: ৬/২৫৯-৫/৪০৯
৭৬. ইনবাউল গুমার: ২/২১
৭৭. আস সুলূক: ৭/৭৫ ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২৪; তাশনীফুল আযান: ১৮৯-১৯০
৭৮. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৩/৫৭৩-৫৭৪; ৬/৪২৬-৪২৭
৭৯. আরফুত তা'রীফ: ২২-২৩; আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৬- ১১১৭

২২.শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.)[৮১]
২৩.ইমাম আলামুদ্দীন বিন সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ. (৮৬৮ হি.)[৮২]
২৪.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল কাউরী রহ.(৮৭২ হি.)[৮৩]
২৫.ইমাম আবুল মাহাসিন ইবনু তাগরী বিরদী হানাফী রহ. (৮৭৪ হি.)[৮৪]
২৬.ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুর রাসসা' রহ. (৮৯৪ হি.)[৮৫]
২৭.ইমাম আহমাদ যাররুক ফাসী আল মালেকী রহ. (৮৯৯ হি.)[৮৬]
২৮.ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী আশ শাফেয়ী রহ. (৯০২ হি.)[৮৭]
২৯.ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী রহ. (৯১১ হি.)[৮৮]
৩০.ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. (৯২৩ হি.)[৮৯]
৩১.ইমাম জামালুদ্দীন বাহরাক হাদরামী রহ. (৯৩০ হি.)[৯০]
৩২.ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী রহ. (৯৪২ হি.)[৯১]
৩৩. হাফিয শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইতামী রহ. (৯৭৩ হি.)[৯২]
৩৪.শাইখুল ইসলাম ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ. (৯৮৪ হি.)[৯৩]
৩৫. ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.)[৯৪]
৩৬. ইমাম আবুল আব্বাস আল মাক্কারী মালেকী রহ. (১০৩৭ হি.)[৯৫]
৩৭. ইমাম ইসমাঈল হাক্কী রহ. (১১৩৭ হি.)[৯৬]
৩৮. ইমাম আব্দুল ওয়াহিদ শরীফ আল মালেকী রহ. (১০৪০ হি.)[৯৭]
৩৯. ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ. (১০৪৪ হি.)[৯৮]
৪০. মুহাদ্দিসুল হিন্দ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.)[৯৯]
৪১. ইমাম আব্দুস সালাম লাক্কানী মালেকী রহ. (১০৭৮ হি.)[১০০]
৪২. শাইখুল ইসলাম ইমাম আবু আব্দুল্লাহ খারাশী রহ. (১১০১ হি.)[১০১]
৪৩.ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী যুরকানী রহ. (১১২০ হি.)[১০২]
৪৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (১১৭৬ হি.)[১০৩]

www.ilmdm.com

৮০. জামেউল আছার: ১/৬৩-৬৮
৮১. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৭-১১১৮; আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/১৯৬
৮২. আস সুলূক ফি মা'রিফাতি দুআলিল মুলূক: ৭/৭৫
৮৩. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১
৮৪. আল মানহুলুস সাফী: ১২/৭২-৭৩
৮৫. তাযকিরাতুল মুহিব্বীন: ১৫২-১৫৬
৮৬. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১
৮৭. আল আজবিবাহ: ১১১৬-১১২০; আততিবরুল মাসবূক: ১৪
৮৮. আলহাভী লিল ফাতাওয়া: ১/২২১
৮৯. আলমাওয়াহিব: ১/১৪৮
৯০. হাদাইকুল আনওয়ার: ১০৫
৯১. সুবুলুল হুদা: ১/৩৬২-৩৭৪
৯২. ইতমামুন নি'মাতিল কুবর: ২১-২৩
৯৩. বাহজাতুস সামিয়ীন ওয়ান নাজিরীন: ৬৫-৭৬
৯৪. আল মাওরিদুর রাভী: ১২-১৮
৯৫. নাফহুত তীব: ৫/৩৫০
৯৬. রুহুল বায়ান: ৯/৫৬-৫৭
৯৭. রওযাতুল আস আল আতিরাহ: ৩-৬
৯৮. আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১২৩-১২৪
৯৯. মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ: ২৭৪
১০০. নিহায়াতুল ঈজায ফী সীরাতি সাকিনিল হিজায: ১/৬০-৭১
১০১. আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল খলীল: ২/২৪১
১০২. শরহুল মাওয়াহেব লিযযুরকানী: ১/২৬১
১০৩. ফুয়ূযুল হারামাইন: ৩৩-৩৪;

৪৫.ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান বান্নানী রহ. (১১৯৪ হি.)[১০৪]
৪৬.শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আরাফা দুসূকী (১২৩০ হি.)[১০৫]
৪৭. ইমাম মুহাম্মাদ আল আমীর আল কাবীর মালেকী রহ. (১২৩২ হি.)[১০৬]
৪৮.ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ সাভী আল মালেকী রহ. (১২৪১ হি.)[১০৭]
৪৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ উলাইশ আল মালেকী রহ. (১২৯৯ হি.)[১০৮]
৫০.ইমাম আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. (১৩০৪ হি.)[১০৯]
৫১. আহমাদ বিন যাইনী দাহ্লান রহ. (১৩০৪ হি.)[১১০]
৫২.ফকীহ আল্লামা আহমাদ ইবনু আবিদীন রহ. (১৩০৭ হি.)[১১১]
৫৩. ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী রহ. (১৩৪৫ হি.)[১১২]
৫৪.আল্লামা বাখীত আল মুতীঈ রহ.(১৩৫৪ হি.)[১১৩]
৫৫.ইমাম যাহেদ আল কাউসারী রহ. (১৩৭১হি.)[১১৪]
৫৬. শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ তাহির বিন আশুর রহ. (১৩৯৩ হি.)[১১৫]
৫৭.হাফিয আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ.(১৪১৩ হি.)[১১৬]
৫৮. সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী রহ. (১৩৯৫ হি.)[১১৭]
৫৯.শাইখ আব্দুল হালীম মাহমুদ রহ. (১৩৯৭ হিজরী)[১১৮]
৬০. হাফিয আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী রহ. (১৪২২ হি.)[১১৯]
৬১.মুহাদ্দিসুল হারামাইন মুহাম্মাদ আলাভী রহ. (১৪২৫ হি.)[১২০]
৬২.শায়েখ মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আলবূতী রহ. (১৪৩৪ হি.)[১২১]
৬৩. আল্লামা ওয়াহবাহ জুহাইলী শাফেয়ী রহ. (১৪৩৬ হি.)[১২২]
৬৪.ডক্টর ওমর আব্দুল্লাহ কামেল রহ. (১৪৩৭ হি.)[১২৩]

চতুর্থ অধ্যায়
মীলাদ উদযাপনের দলিল

www.mustundm.com

১০৪. আল ফাতহুর রব্বানী: ২/৩৫১; ৮/৩১৭
১০৫. হাশিয়াতুত দুসূকী আলাশ শারহীল কাবীর: ১/৫১৮ , হাশিয়াতুত দুসূকী আলাশ শারহীল কাবীর: ৪/৪২৭
১০৬. দাউওশ শুমু' আলা শরহিল মাজমু': ১/৬৩৫
১০৭. বুলগাতুস সালিক লি আকরাবিল মাসালিক: ১/৫৯৩
১০৮. ফাতহুল আলী: ১/২০৫; আল কাউলুল মুনজী: ৭৩-৭৪; মিনাহুল জালীল: ২/১২৩
১০৯. মাজমুআ' ফাতাওয়া মাওলানা আব্দুল হাই: ১১০-১১১।
১১০. আদদুরারুস সানিয়্যাহ: ৬৪; আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ১/৫৩-৫৪
১১১. নাসরুর দুরার; জাওয়াহিরুল বিহার: ৩/৩৬০
১১২. আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দ: ১৬-২৫
১১৩. আহসানুল কালাম: ৫৯-৭৪
১১৪. মাকালাতুল কাউসারী: ৩১১
১১৫. আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ৪২-৪৩
১১৬. হুসনুত তাফাহহুম ওয়াদ দারক লি মাসআলাতিত তারক: ৩১-৩৩
১১৭. সিরাজুম মনীর: ২৯-৩০; রিজালুন সানাউত তারীখ: ২৩১
১১৮. ফাতাওয়া আল ইমাম আব্দুল হালীম মাহমুদ: ১/২৬৩
১১৯. সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ : ৪৭২-৪৭৬
১২০. আল ই'লাম বি ফাতাওয়া আইম্মাতিল ইসলাম: ১৯
১২১. https://shorturl.at/Ce5Bk , https://youtu.be/-lidm7Rt0z0
১২২. https://www.youtube.com/watch?v=q4Q1vHBAYRY
حلقة "البدعة ومجالاتها المعاصرة" مع الدكتوروهبة الزحيلي على قناة الجزيرة
১২৩. আল ইনসাফ ফী মা উছীরা হাওলাহুল খিলাফ-৩৮৯

দলিল নং-০১: হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. প্রদত্ত দলিল[১২৪]
যেসকল ইমাম উক্ত দলিলটিকে সমর্থন করেছেন-
ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী রহ. (আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ:)
ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ. (বাহজাতুস সামিয়ীন ওয়ান নাজিরীন: ৭১-৭২)
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/১৯৬)
ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. (ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২৩-২৪

দলিল নং-০২: ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. প্রদত্ত দলিল[১২৫]
যেসকল ইমাম উক্ত ঘটনাটিকে দলিলযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন-

- ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ.[১২৬]
- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.[১২৭]
- ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ.[১২৮]
- ইমাম আব্দুল বাকী যুরকানী রহ.[১২৯]
- ইমাম ইবনু কাসীর রহ.[১৩০]
- ইমাম সুহাইলী রহ. [১৩১]

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. উক্ত ঘটনাটিকে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১৩২]

দলিল নং-০৩: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল[১৩৩]
তানবীহ: অনেকেই মনে করেন, সুয়ূতী রহ. বর্ণিত হাদীসটি মাউযূ বা জাল।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. বলেন,
“নবীজি ﷺ নবুওতের পর নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করার হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. বলেন, এটি বাতিল বা জাল। মূলত তিনি এক্ষেত্রে ইমাম বায়হাকি রহ. ও অন্যান্যদের তাকলীদ করেছেন। বায়হাকী রহ. একে মুনকার বলেছেন। তবে হাদীসটির প্রত্যেকটি সনদের ক্ষেত্রেই ইমাম নববী রহ. ও বায়হাকী রহ. এর বক্তব্যটি প্রযোজ্য হবে না। কেননা ইমাম আহমাদ, ইমাম বাযযার ও তবারানী রহ. বেশ কয়েকটি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এসকল সনদের একটির ব্যাপারে হাফিয নুরুদ্দীন হায়সামী রহ. বলেন, এই সনদের রাভীগণ প্রত্যেকেই বুখারীর রাভী। শুধুমাত্র একজন ছাড়া। আর সেও সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।”

তাই ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. উক্ত হাদীসটির ব্যাপারে বলেন,

إنه حديث حسن.

“এটি হাসান হাদীস।”[১৩৪]

দলিল নং-০৪: ইমাম ইবনু আশুর রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল

---

১২৪. আল আজবিবাহ: ৩/১১১৭-১১১৮; আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/১৯৬
১২৫. আরফুত তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ: ২২
১২৬. (মাওরিদুস সাদী: ২৫-২৬)
১২৭. (হুসনুল মাকসিদ: ৬৫-৬৬)
১২৮. (আল মাওয়াহিব: ১/১৪৭)
১২৯. (শরহুল মাওয়াহিব: ১/২৬২)
১৩০. (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/২৭৩)
১৩১. (আর রাওযুল ওনফ: ৫/১৯২)
১৩২. (ফাতহুল বারী: ৯/১৪৫)
১৩৩. হুসনুল মাকসিদ:৬৪-৬৫
১৩৪. তুহফাতুল মুহতাজ: ৯/৩৭১; ফাতহুল জাওয়াদ: ২/৩৬২; মাজমাউয যাওয়াইদ: ৪/৫৯; আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব: ৮/৪৩১

তিনি তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ আত তাহরীর ওয়াত তানভীর- এর মধ্যে شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... فمن شهد منكم الشهر فليصمه... ও وذكرهم بأيام الله এই আয়াতদ্বয় থেকে মীলাদ উদযাপনের দলিল দিয়েছেন।[১৩৫]

পঞ্চম অধ্যায়

মীলাদ-কিয়াম: পরিচিতি ও বরেণ্য ইমাম মনীষীদের বক্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়

মুনকারাতমুক্ত মীলাদ-কিয়াম বলতে আমরা যা বুঝি-

এক. কিছু মানুষ একত্রিত হওয়া

দুই. সূরা ফাতিহা ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা।

তিন. দরূদ পাঠ করা।

চার. তাওয়াল্লুদ পড়া।

পাঁচ. তাওয়াল্লুদ শেষে কিয়াম করা

ছয়. নবীজি ﷺ এর শানে বিভিন্ন কাসীদা ও সালাম পাঠ করা।

সাত. কিয়াম শেষে দুআ-মুনাজাত করা।

আট. মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু বিতরণ করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম

যেসকল ইমাম ও মনীষী মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন, তাদের তাদের মধ্যে অন্যমত হলেন-

১. ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ.।[১৩৬]
২. ইমাম আবুস সাউদ রহ.।[১৩৭]
৩. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রহ.।[১৩৮]
৪. মক্কার প্রধান কাযী ফকীহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান সিরাজ রহ.।[১৩৯]
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী আল ইয়ামানি রহ.।[১৪০]
৬. ইমাম বারযানজী রহ.।[১৪১]
৭. মুহাম্মদ বিন আলাভী মালেকী রহ.।[১৪২]
৮. ইমাম আহমাদ বিন যাইনী দাহলান রহ.।[১৪৩]
৯. শাইখুল আযহার ইমাম সালিমুল বিশরী মালেকী রহ।[১৪৪]
১০. ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ বিন খলীল হিজরসী মিসরী শাফেয়ী রহ.।[১৪৫]
১১. ইমাম আহমাদ উলাইশ মালেকী রহ.।[১৪৬]
১২. আল্লামা শাইখ মাহমুদ আল আত্তার দিমাশকী রহ.।[১৪৭]

---

১৩৫. আত তাহরীর ওয়াত তানভীর: ২/১৭
১৩৬. আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১২৩-১২৪
১৩৭. তাহযীবুল ফুরুক: ৪/২৭৭; আল আজবিবাতুল মাক্যিয়্যাহ। সূত্র, আল ই'লাম: ১৭৭; মাজাল্লাতুল হাকায়িক: ১৭/৬
১৩৮. রুহুল বায়ান: ৯/৫৬
১৩৯. আল আজবিবাতুল মাক্কিয়্যাহ। সূত্র: আল ই'লাম: ১৭৬-১৭৭
১৪০. আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দ: ২০
১৪১. মাউলিদুল বারযানজী: ১০৬
১৪২. আল ই'লাম: ২৫
১৪৩. আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ১/৫৪; ইআ'নাতুত তালিবীন: ৩/৪১৪
১৪৪. আল মুহান্নাদ: ১৫৭-১৫৮
১৪৫. আল মানযারুল বাহি: ১৮
১৪৬. আল কাউলুল মুনজী: ৬৫

১৩. কারামত আলী জৌনপুরী রহ. ।[১৪৮]
১৪. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ।[১৪৯]
১৫. মুসনিদুল হিন্দ শাইখ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. ।[১৫০]
১৬. আব্দুল হক মুহাদ্দিসে ইলাহাবাদী রহ. ।[১৫১]
১৭. শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ. ।[১৫২]

হিন্দুস্তানের অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফতোয়া

মীলাদ-কিয়ামের পক্ষে লেখা হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ হলো- **এক.** মাওলানা আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. এর খাস মুরীদ ও হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল হক ইলাহাবাদী রহ. কৃত 'আদ দুররুল মুনাযযাম'। **দুই.** হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর অন্যতম খলীফা মাওলানা আব্দুস সামী' রামপুরী রহ.। হিন্দুস্তানের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম এই দুই কিতাবের ওপর তাকরীয ও সন্তুষ্টি পেশ করেছেন। নিম্নে আমরা তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

১. শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী রহ.
২. শাহ রফীউদ্দীন মুজাদ্দেদী রহ.
৩. মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী রহ.
৪. মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী রহ.
৫. মাওলানা গোলাম দস্তগীর কসুরী রহ.
৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইরশাদ হুসাইন রামপুরী রহ.
৭. মাওলানা মুহাম্মদ ই'যাজ হুসাইন রামপুরীর রহ.
৮. মাওলানা আব্দুল কাদের বাদায়ূনী রহ.
৯. মাওলানা উবাইদুল্লাহ হানাফী বাদায়ূনী রহ.
১০. মাওলানা সাইয়্যিদ ইমাদুদ্দীন রিফায়ী রহ.
১১. মাওলানা ওয়াকিল আহমাদ সেকান্দারপুরী রহ.
১২. মাওলানা নযীর আহমাদ খান রামপুরী রহ.
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক চিরয়াকুটী রহ.
১৪. বাহরুল উলূম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মাজীদ লাখনভী রহ.
১৫. মাওলানা সাঈদ সাহারানপুরী রহ. (লাখনভী রহ. এর খাস শাগরিদ)
১৬. মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আব্দুল গফুর ফতেহপুরী রহ.
১৭. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আদেল কানপুরী রহ.
১৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী রহ.
১৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহলভী রহ.

দেখুন: আদ দুররুল মুনাযযাম। আনওয়ারে সাতেআ': ৫১৫-৫৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বেদআতী মীলাদের স্বরূপ

যে সকল কারণে মীলাদ-কিয়াম বেদআত হয়ে যায়

- নবীজি ﷺ মীলাদ মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন- এ বিশ্বাস রাখা।
- রাসূল এর জন্য চেয়ার রাখা

১৪৭. মাজাল্লাতুল হাকায়িক: ১৭/১-৬
১৪৮. আল মুলাখখাস: ৮৯-১৩৮
১৪৯. ফয়সালায়ে হাফতে মাসআলা, আদ দুররুল মুনাযযাম কিতাবের তাকরীয অংশ, আনওয়ারে সাতেআ': ৫৬৫-৫৬৯
১৫০. আদ দুররুল মুনাযযাম এর ভূমিকা।
১৫১. আদ দুররুল মুনাযযাম: ৭
১৫২. আনওয়ারে সাতেআ': ৫৬৩-৫৬৪

www.muslimdm.com

- বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা।
- বেপর্দা।
- ইসলামী আকীদাবিরোধী কাসিদা পাঠ করা।
- এ কাজকে হক-বাতিলের মানদণ্ড মনে করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মীলাদকে বেদআত বলেছেন যারা

১. ফকীহ আবু হাফস তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. (৭৩৪ হি.)।[১৫৩]
২. ইমাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম শাতেবী রহ. (৭৯০ হি.)।[১৫৪]
৩. শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাফফার রহ।[১৫৫]
৪. মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী রহ. (১২৫০ হি.)।[১৫৬]
৫. আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.)।[১৫৭]
৬. শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায।[১৫৮]
৭. শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন।[১৫৯]
৮. শাইখ সালেহ আল ফাউযান।[১৬০]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর ফতোয়াটি পরিপূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন।

শাতেবী রহ. যেমনিভাবে মীলাদ উদযাপনকে বেদআত বলেছেন, তেমনি সম্মিলিত যিকরের মজলিসসহ বিভিন্ন স্বীকৃত আমলকেও বেদআত বলেছেন। তাই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম তার বেদআতের মাফহুমকে গ্রহণ করেননি। ইবনুল হাফফার রহ. মালেকী মাযহাবের ভালো মানের ফকীহ হলেও, তিনি ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. কিংবা ইমাম ইমাম ইবনু আব্বাদ মালেকী রহ. এর সমমানের নন। তাই মুতাআখখিরীন মুহাক্কিক মালেকী ফকীহগণ ইবনুল হাফফারের মতটি গ্রহণ করেননি।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া ও শাওকানী দু'জনই বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে শিরক ও বেদআতের মাফহুমের ক্ষেত্রে।

উম্মতের জুমহুর ইমামদের খেলাফে এই কয়েকজনের ফতোয়াকে পরবর্তীতে সালাফী আলেমগণ অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেন। এবং উম্মাহর প্রায় সকলেই মেনে নেয়া একটি মাসআলায় নতুন করে ফিতনা সৃষ্টি করতে শুরু করেন।[১৬১]
ইমাম ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর আংশিক বক্তব্য উল্লেখ করে অনেকেই বলেন, তিনি মীলাদ উদযাপনের বিপক্ষে বলেছেন। অথচ পূর্ণ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি রবিউল আউয়াল আউয়াল মাসে বেশি বেশি নেক আমল করতে বলেছেন। যদিও তার কিছু কথা থেকে বুঝে আসে, তিনি মীলাদ উদযাপনের বিপক্ষে বলেছেন। তাই হয় তিনি স্ববিরোধী

১৫৩. আল মাওরিদ ফী আমালিল মাওলিদ
১৫৪. আল ই'তিসাম: ১/৫৩
১৫৫. আল মি'য়ারুল মু'রাব: ৭/৯৯
১৫৬. আল ফাতহুর রব্বানী: ২/৮৮
১৫৭. ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম: ২/১২৩
১৫৮. https://shorturl.at/7PDGH
১৫৯. https://shorturl.at/nMTlF
১৬০. মাজমু ফাতাওয়া সালেহ আল ফাওযান: ২/৫৯০
১৬১. দেখুন- বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ উদযাপন: ষষ্ঠ অধ্যায়

কথা বলেছেন, নয়তো তিনি মৌলিকভাবে মীলাদ উদযাপনের পক্ষে, মুনকারাতযুক্ত মীলাদ উদযাপনের বিপক্ষে বলেছেন।[১৬২]

ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. যদিও মীলাদ উদযাপনকে বেদআতে হাসানা বলেছেন, কিন্তু মীলাদ-কিয়ামকে বেদআত বলেছেন।[১৬৩]

যেসকল বোর্ড থেকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে বৈধতার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে

১. দারুল ইফতা, মিশর।
২. আলজেরিয়ার ধর্ম ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. মরক্কো ওয়াকফ মন্ত্রণালয়।
৪. ইরাকের গ্র্যান্ড মুফতি রাফে আর রেফায়ী।
৫. জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের গ্র্যান্ড মুফতি এবং উচ্চতর ফতোয়া বোর্ডের প্রধান মুহাম্মদ হুসাইন।
৬. ফতোয়া বোর্ড, শিসান।
৭. ফতোয়া বোর্ড, কুয়েত ওয়াকফ মন্ত্রণালয়।
৮. ইসলাম ও ওয়াকফ বিষয়ক উচ্চতর পর্ষদ, আরব আমিরাত।
৯. দারুল ইফতা, জর্ডান।
১০. ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, সিরিয়া।
১১. ফতোয়া বোর্ড, লেবানন।
১২. মুহাম্মদ হুসাইন, গ্র্যান্ড মুফতি, বসনিয়া।
১৩. ধর্ম ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আম্মান।
১৪. ধর্ম ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাহরাইন।
১৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তুরস্ক।
১৬. ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, মালোশিয়া।
১৭. ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ইন্দোনেশিয়া
১৮. ইসলাম বিষয়ক উচ্চতর পর্ষদ, চাঁদ (আফ্রিকার একটি দেশ)
১৯. আহমদ নূর মুহাম্মদ, গ্র্যান্ড মুফতি, চাঁদ।
২০. ইসলাম বিষয়ক উচ্চতর পর্ষদ, সেনেগাল।
২১. ড. আহমাদ, গ্র্যান্ড মুফতি, সেনেগাল।
২২. ফতোয়া বোর্ড, তিউনিশিয়া।
২৩. উচ্চতর ফতোয়া বোর্ড, মৌরিতানীয়া।
২৪. ধর্ম ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুদান।
২৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পাকিস্তান।
২৬. ইসলাম ওয়াকফ বিষয়ক উচ্চতর পর্ষদ, লিবিয়া।

www.muslimdm.com

১৬২. হুসনুল মাকসিদ; শরহুল মাওয়াহিব: ১/১৪৮ এবং
সুবুলুল হুদা: ১/৪৫৩; মা সাবাতা: ২৭৪
১৬৩. ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ: ৫৮

প্রথম অধ্যায়
বেদআত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ
বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ: ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মান সান্না ফিল ইসলামি সুন্নাতান হাসানা: ব্যাখ্যা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কুল্লু বিদআতিন দালালাহ: ব্যাখ্যা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
তারকুন নবী: হুজ্জিয়্যাত ও দালালত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: একটি ভুল চিন্তা নিরসন

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ঈদে মীলাদুন্নবী: ঈদ শব্দের ব্যবহার

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ

বেদআত: কিছু বাস্তবতা

প্রথম বাস্তবতা: বেদআত নির্ণয়ে তাড়াহুড়ো নয়, ধীরস্থিরতা কাম্য

হাফিয উসমান বিন সাঈদ আদ দারিমী[১৬৪] বলেন,

وَالْبِدْعَةُ أَمْرُهَا شَدِيدٌ، وَالْمَنْسُوبُ إِلَيْهَا سَيِّءُ الْحَالِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا تَعْجَلُوا بِالْبِدْعَةِ حَتَّى تَسْتَيْقِنُوا

"বেদআত অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। আর একজন বেদআতী মুসলিমদের মাঝে খুবই খারাপ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পায়। তাই নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে কোনো জিনিসকে বেদআত বলার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না।"[১৬৫]

মুতলাক ইবাদতের কোনো বিশেষ পদ্ধতিকে বেদআত সাব্যস্ত করার মূলনীতি কী হবে, এ ব্যাপারে আলোচনা করে ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. বলেন,

فَهَذَا مَا أَمْكَنَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، مَعَ كَوْنِهِ مِنْ الْمُشْكِلَاتِ الْقَوِيَّةِ، لِعَدَمِ الضَّبْطِ فِيهِ بِقَوَانِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا لِلسَّابِقِينَ. وَقَدْ تَبَايَنَ النَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ تَبَايُنًا شَدِيدًا.

"এ ব্যাপারে আমার পক্ষে যতটুকু আলোচনা করা সম্ভব, ততটুকু আলোচনা করলাম। তবে এটি অত্যন্ত জটিল মাসআলা। কারণ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি উল্লেখ করে যাননি। ফলে এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের অবস্থানসমূহ অত্যন্ত মতবিরোধপূর্ণ।"[১৬৬]

দ্বিতীয় বাস্তবতা: বেদআতের পরিচয়ে উলামায়ে কেরামের মানহাজগত পার্থক্য

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

إنما نشأ النزاع من جهة قوم ظَنُّوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي ﷺ وأصحابه، والتابعون، أولم يقولوه. فتراهم تارة يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، وتارة يَضُمُّونَ إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً يَضُمون إليه البدريّن، وتارة الصحابة، وتارةً الأئمةَ، وتارة السَّلف.

فقوم يرونها كلَّها سيئة، أخذاً بعموم النص في قوله" :كل بدعة ضلالة. وهذه الطريقة أغلب على الأثريَّةِ، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك. لكن قد يُغَلِّظُون في مسمى البدعة.

وقوم قسموها إلى :محرم، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب، قال الشافعي" :البدعة بدعتان،

لكنهم لا يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة. وبعضهم قال" :البدعة هي: ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة."

"বেদআতের পরিচয়ে একদল এই ধারণা করেন যে, নবীজি ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ যে কাজ করেননি বা যে কাজ করতে বলেননি, তাই বেদআত। তবে কখনও কখনও তারা বিষয়টি শুধুমাত্র নবীজি ﷺ এর সাথে খাস করেন। আবার কখনো প্রথম চার খলীফাকে যুক্ত করেন, কখনও বদরী সাহাবীদেরকে যুক্ত করেন। কখনও আবার ইমাম ও সালাফদেরকেও যুক্ত করেন।

---

১৬৪. বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস ও ফকীহ। 'আর রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' ও 'নাকযু উসমান বিন সাঈদ আলাল মিররীসি' তার দিকে নেসবতকৃত দুটি কিতাব। কিতাবদুটি অত্যন্ত জঘন্য দেহবাদী আকীদায় পরিপূর্ণ। যদিও অনেকেই কিতাবদুটিকে তার দিকে নিসবত করেছেন, তবে তা শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত নয়। অবশ্য এমনটাও হতে পারে যে, কিতাবদুটি তারই। তবে তাতে কাররামিয়ারা এসব দেহবাদী বক্তব্য প্রবিষ্ট করেছে। কাররামিয়াদের সাথে তার দ্বন্দ অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। আর রদ্দুল ইসলামী আল মুমতায: ২০৯-২১১

১৬৫. আর রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ: ১৯৩

১৬৬. ইহকামুল আহকাম: ১/২০১

একদল মনে করেন, বেদআত মানেই নিন্দনীয়। যেহেতু হাদীসে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা'। এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মানহাজ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মতামতও অনুরূপ। তবে তারা কোনো কাজকে বেদআত বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরতা করতেন। (অর্থাৎ, তারা সহজে কোনো কাজকে বেদআত বলতেন না)।

একদল বেদআতকে হারাম, মাকরুহ, মুবাহ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব এসব ভাগে বিভক্ত করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, বেদআত দু'প্রকার। তবে তারা বেদআতে হাসানাহ ও বেদআতে সাইয়্যেআহ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য উল্লেখ করতে পারেননি। কেউ কেউ বলেন, শরীয়া যেসকল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তাই বেদআত। যে ক্ষেত্রে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা নেই, তা সুন্নতও নয়, বেদআতও নয়।"[১৬৭]

বোঝা গেল, বেদআতের পরিচয় ও প্রকরণে উলামায়ে কেরামের একাধিক মানহাজ রয়েছে। সুতরাং এসবের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মানহাজ আলাদা করা এবং মানহাজগুলোর মধ্যে পার্থক্যের প্রকৃত অবস্থা বোঝা ছাড়া বেদআতের মূল পরিচয় ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় বাস্তবতা: বেদআত সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে উলামায়ে কেরাম একমত

বেদআতের পরিচয় ও প্রকরণ নিয়ে যদিও উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে, তবে তারা প্রত্যেকেই এ বিষয়ে একমত যে, নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা মুবাহ ও প্রশংসনীয়। যেমন, ইলমী গ্রন্থ রচনা করা, আযানের জন্য মাইক ব্যবহার করা, মসজিদের মধ্যে মিহরাব থাকা ও জুমার নামাজের প্রথম আযান ইত্যাদি।

ঠিক তেমনিভাবে তারা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারেও একমত যে, নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা নিন্দনীয়। হাদীসের ভাষায় যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামী হওয়ার কারণ। যেমন, খারেজী ও বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা।

www.muslimon.com

বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

আমরা যে বেদআতের আলোচনা করতে চাই

আমরা পূর্বেই একটি সর্বস্বীকৃত বিষয় উল্লেখ করেছি। সেটি হলো, প্রত্যেক নতুন সৃষ্টই প্রত্যাখ্যাত নয়, আবার প্রত্যেক নতুন সৃষ্টই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কিছু গ্রহণযোগ্য আর কিছু অগ্রহণযোগ্য। আর এখানে আমরা বেদআতের পরিচয়ে কেবল অগ্রহণযোগ্য নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহকেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এসকল বেদআত বা অগ্রহণযোগ্য নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রেই নবীজি ﷺ বলেছেন,

ক. (شر الأمور): এটি সর্বনিকৃষ্ট বিষয়।

খ. (ضلالة): এটি পথভ্রষ্টতা।

গ. (في النار): এটি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

ঘ. (رد): এটি প্রত্যাখ্যাত

এ ধরনের বেদআতের ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. বলেন,

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً - ﷺ - خان الرسالة

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো বেদআত সৃষ্টি করে সেটিকে ভালো মনে করল, সে যেন এই দাবি করল যে, নবীজি ﷺ রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে খেয়ানত করেছেন।"[১৬৮]

বেদআতের পরিচয় ও ব্যাখ্যা পরিচয়:

البدعة (يعني: المحدثة التي هي مذمومة شرعا) هي كل أمريتدين بذاته، ويقطع بعدم صحة نسبته إلى الدين

১৬৭. আত তামাস্সুক বিস সুনান: ১০১
১৬৮. আল ই'তিসাম: ১/৫৪

"বেদআত হচ্ছে এমন প্রত্যেক বিষয়, যাকে সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় মনে করা হয়। অথচ তা সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় না হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত।"[১৬৯]

ব্যাখ্যা: (এমন প্রত্যেক বিষয়)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেকোনো বিষয়ই বেদআত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। সেটা হতে পারে আকীদা বা বিশ্বাগত বিষয়, কর্মজাতীয় বিষয় কিংবা কোনো কথা বা বক্তব্য। এ বিষয়গুলো করার মাধ্যমে বেদআত হতে পারে, আবার ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমেও বেদআত হতে পারে। সুতরাং সামনে বর্ণিত শর্তানুযায়ী যদি কেউ কোনো বিশ্বাস লালন করে, কোনো কাজ করে কিংবা কোনো কথা বলে, তাহলে তার প্রত্যেকটিই বেদআত হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি এসব শর্তানুযায়ী কোনো বিশ্বাস, কাজ বা বক্তব্য ত্যাগ করে, তাহলেও তার এই ছেড়ে দেয়া বা ত্যাগ করাটাও বেদআত হতে পারে।

(যাকে সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় মনে করা হয়)

দ্বীনি বা ধর্মীয় বিষয়, তথা যেসকল বিষয়কে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের
কারণ মনে করা হয়, তা মোট দু'প্রকার।

এক. বিষয়টি সত্ত্বাগতভাবেই দ্বীনি বিষয় বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয় হবে। যেমন, নামাজ, রোযা ও হজ্জ ইত্যাদি। অর্থাৎ, এগুলোর প্রবর্তনই হয়েছে দ্বীনি বিষয় হিসেবে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য।

দুই. যেসব কাজ সরাসরি দ্বীনি বিষয় বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয় নয়, তবে কোনো ভালো নিয়তের কারণে তা নৈকট্য লাভের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম ও হাঁটা। এগুলো মৌলিকভাবে দ্বীনি বিষয় নয়। তবে কেউ যদি ইবাদতে শক্তি পাওয়ার নিয়তে খাওয়া-দাওয়া করে, জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যায়াম করে ও মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য হাঁটে, তাহলে এ কাজগুলোও দ্বীনি বিষয় হয়ে যায় এবং ব্যক্তি সাওয়াবের অধিকারী হয়।

তো কোনো বিষয় বেদআত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, ব্যক্তি সেই বিষয়টিকে সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় মনে করতে হবে। যেমন কেউ মনে করল, প্রতিদিন কিছু সময় রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা সত্তাগতভাবে নৈকট্য লাভের মাধ্যম, তাহলে তার এই কাজটি বেদআত হবে। কিন্তু যদি উষ্ণ অঞ্চলসমূহে জিহাদ করার প্রস্তুতি হিসেবে এমন করে থাকে, তাহলে তা বেদআত হবে না। বরং সে তার এই নিয়তের কারণে সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। এবং কাজটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হবে। ওপরের আলোচনা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, দুনিয়াবি বিষয়সমূহ, যেগুলোকে দ্বীনি বিষয় মনে করা হয় না, সেসব বেদআতের আওতাধীন নয়। কেবল দ্বীনি বিষয়ই বেদআতের আওতাধীন, এ বিষয়টি অসংখ্য ইমাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে ইমামদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

ইমাম সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. (৭৯২ হি.) বলেন,

الْبِدْعَة المذمومة هِيَ الْمُحدث فِي الدّين من غير أَن يكون فِي عهد الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَا عَلَيْهِ دَلِيل شَرْعِي

"নিন্দনীয় বেদআত হলো, এমন কোনো দ্বীনি বিষয় নতুন আবিষ্কার করা, যা সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যামানায় ছিল না। এবং কোনো শরয়ী দলিলও এটিকে প্রমাণ করে না।[১৭০]

ইমাম ইবনু বাদীস রহ. (১৩৫৮ হি.) বলেন,

البدعة كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن النبي ﷺ فعله

---

১৬৯. এ সংজ্ঞাটি বর্তমান যামানার বিখ্যাত মুহাক্কিক আলেম শাইখ শরীফ হাতিম বিন আরিফ আল আউনী মা. জি. আ. কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা। বেদাআতে মাযমূমার মূল বিষয় ও বক্তব্যের ব্যাপারে অধিকাংশ ইমাম একমত হলেও, তা একেকজন একেক শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া তারা মূল উদ্দেশ্য বা বক্তব্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শব্দের সূক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন না। ফলে প্রয়োজন ছিল এমন একটি সংজ্ঞা নির্বাচন করার, যা পূর্ববর্তী ইমামদের দেয়া পরিচয়সমূহের উপর দীর্ঘ গবেষণা করে, সেসব পরিচয়সমূহের যে মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে উল্লেখ করতে সক্ষম হবে। আর শাইখ শরীফ হাতেম আল আউনী মা. জি. আ. সেই কাজটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে করতে সক্ষম হয়েছেন। নিম্নে আমরা ইমামদের বক্তব্যসমূহ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করব যে, তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞা উক্ত সংজ্ঞার বিরোধী নয়।

১৭০. শরহুল মাকাসিদ; সূত্র: দুসতুরুল উলামা: ১/১৫৭

"বেদআত হলো প্রত্যেক ঐ বিষয়, যা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয় হিসেবে আবিষ্কার করা হয়েছে, অথচ তা নবীজি ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।"[১৭১]

ইমাম মুযহিরী রহ. (৭২৭ হি.) বলেন,

قوله" :أحدث :"إذا أتى بشيءٍ جديدٍ "في أمرنا"؛ أي :في دِيننا يعني :مَن فعلَ فعلًا أو قالَ قولًا في الدِّين

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'আহদাসা', অর্থাৎ, যে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে এলো। তাঁর বাণী- 'ফি আমরিনা', অর্থাৎ, আমাদের দ্বীনি বিষয়ে। অর্থাৎ,
যে দ্বীন বিষয়ক কোনো নতুন কথা বা কাজ নিয়ে এলো"[১৭২]

(অথচ তা সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় না হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত)

কোনো জিনিসকে বেদআত বলার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো, সেটি
সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি বিষয় না হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত বা মুত্তাফাক আলাইহি হতে হবে। যে কাজটি দ্বীনি বিষয় হওয়ার ব্যাপারে যন্নী দলিল বা ইখতিলাফ রয়েছে, সেটিকে বেদআত বলার সুযোগ নেই। যেমন, মাগরিবের আগে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া আমাদের মতে জায়েয নয়। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে জায়েয। তারা এটিকে নৈকট্য লাভের কারণ মনে করে। তো যদিও এ কাজটিকে আমরা জায়েয মনে করি না, তারপরও এটিকে বেদআত বলতে পারব না। কেননা, বিষয়টি মুখতালাফ ফীহ বা এর স্বপক্ষে যন্নী দলিল রয়েছে।

বি. দ্র. এখানে ইখতিলাফ বলতে স্বীকৃত ইখতিলাফকে বোঝা নো হয়েছে। পরিভাষায় যাকে 'খিলাফে মুতাবার' বলে। এমন নয় যে, যে কেউ ইখতিলাফ করলেই তা মুখতালাফ ফীহ হয়ে যাবে।

কোনো ফতোয়া বা বক্তব্য খিলাফে মুতাবার হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে:

এক. ফতোয়াটি কোনো মুজতাহিদ আলেম কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া।

দুই. ফতোয়াটি প্রমাণিত ইজমা বিরোধী না হওয়া।

তিন. সালাফ ও দীনের মান্যবর ইমামদের বক্তব্যের বাহিরে না যাওয়া।

চার. বক্তব্যটি কোনো গ্রহণযোগ্য আসল বা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

পাঁচ. প্রমাণিত ও কাতয়ী দালালাতের বিপরীত না হওয়া।[১৭৩]

মুখতালাফ ফীহ বিষয়কে বেদআত না বলার যৌক্তিক শরয়ী কারণসমূহ:

এক. যদি কোনো কাজ দ্বীনি বিষয় হওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও সেটিকে বেদআত বলা সঠিক হয়, তাহলে অনেক মুজতাহিদ ইমামই একে অপরের দৃষ্টিতে বেদআতের প্রবক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

দুই. বেদআত নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা, সর্বনিকৃষ্ট বিষয় ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। অথচ খিলাফে মুতাবারের ক্ষেত্রে উভয় মতামতই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। প্রত্যেক মুজতাহিদই মনে করেন, তার মতামতটি সঠিক না হয়ে, অন্যের মতামতটিই বরং সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তিন. মুখতালাফ ফীহ বিষয়ে উভয়পক্ষ সাওয়াবের অধিকারী হয়। অথচ বেদআতের প্রবক্তা কখনো উক্ত বেদআতের কারণে সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে না। সুতরাং মুখতালাফ ফীহ বিষয়ে একে অপরের মতামতকে বেদআত বলার সুযোগ নেই।

চার. নবীজি ﷺ বেদআতকে প্রত্যাখ্যাত বা বাতিল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। অথচ মুখতালাফ ফীহ বিষয়সমূহের উভয় মতামতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে ।

১৭১. আসারু ইবনি বাদীস: ৫/১৫৪

১৭২. আল মাফাতীহ: ১/২৩৭

১৭৩. বিস্তারিত দেখুন: ইখতিলাফুল মুফতীন: ৪৬-১৩০

মুখতালাফ ফীহ বিষয়সমূহকে বেদআত না বলার ক্ষেত্রে ইমামদের নির্দেশনা:

হাফিয উসমান বিন সাঈদ আদ দারিমী (২৮০ হি.) বলেন,

وَالْبِدْعَةُ أَمْرُهَا شَدِيدٌ، وَالْمَنْسُوبُ إِلَيْهَا سَيِّءُ الْحَالِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا تَعْجَلُوا بِالْبِدْعَةِ حَتَّى تَسْتَيْقِنُوا

"বেদআত অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। আর বেদআতী মুসলিমদের মাঝে খুবই খারাপ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পায়। তাই ইয়াকিন বা নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে কোনো জিনিসকে বেদআত বলার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না।"[১৭৪]

ইমাম আবুল কাসিম কিওয়ামুস সুন্নাহ আসবাহানী রহ. (৫৩৫ হি.) বলেন,

وَأما مَا اخْتلفُوا فِيهِ من الْمَسَائِل الاجتهادية وَالْفُرُوع الدِّينِيَّة، فَإِن الْإِنْسَان لَا يصير بِهِ مبتدعا، وَلَا مذموما متوعدا.

ইজতিহাদী বিষয়সমূহ ও দীনের যেসকল ফুরূয়ী বা শাখাগত বিষয় রয়েছে, এসব বিষয়ে ইখতিলাফ করার কারণে ব্যক্তি বেদআতী হবে না। বেদআতের ব্যাপারে যে নিন্দা ও সতর্কবাণী রয়েছে, ব্যক্তি সেই নিন্দা ও সতর্কবাণীর আওতায় পড়বে না।[১৭৫]

ইমাম শাতেবী রহ. (৭৯০ হি.) বলেন,

إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيقِيَّةَ :هِيَ الَّتِي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ؛ لَا مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا اسْتِدْلَالٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لَا فِي الْجُمْلَةِ وَلَا فِي التَّفْصِيلِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً

"বেদআতে হাকীকিয়্যাহ বলা হয় ঐ সকল বিষয়কে, যে ব্যাপারে কোনো ধরনের শরয়ী দলিল নেই। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসেও যে ব্যাপারে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। যে কাজের পক্ষে যোগ্য কোনো আহলুল ইলমও গ্রহণযোগ্য দলিল পেশ করেননি। না আছে সরাসরি কোনো দলিল, আর না আছে সার্বিক কোনো দলিল। আর এজন্যই একে বেদআত বলা হয়।"[১৭৬]

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবিদ আবু সাঈদ খাদিমী রহ. (১১৫৬ হি.) বলেন,

فَالْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عَلَى أَصْلٍ وَسَنَدٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ أَوْ مُسْتَنْبَطٍ

"বেদআতে হাসানার জন্য অবশ্যই স্পষ্ট, অস্পষ্ট কিংবা কিয়াসী কোনো আসল বা দলিল আবশ্যক।"[১৭৭]

ইমাম মুহাম্মদ তাহির ইবনু আশুর রহ. (১৩৯৩ হি.) বলেন,

المحدث المردود ما كان غير متصل بالدين، ومن المعلوم أن ليس المراد بكون الشيئ من الدين أن يكون وقع التنصيص عليه في الدين، لأنه لو كان كذلك لم يتصور أن يكون محدثا، فتعين أن المراد بكون "ليس منه"، أن لا يأوي إليه بوجه.

"ঐ নতুন আবিষ্কৃত বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত, যা দীনের সাথে কোনো ভাবেই স্পৃক্ত নয়। আর এটা তো স্পষ্ট যে, বিষয়টি দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানে এটা নয় যে, উক্ত বিষয়ে সরাসরি নস থাকতে হবে। কেননা, নসে উল্লেখ থাকলে তো বিষয়টি নতুন সৃষ্ট হওয়ার সুযোগই নেই। সুতরাং 'দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়' মানে, যা কোনোভাবেই (হোক সেটা কিয়াস কিংবা ইস্তিহসানের আলোকে) বিষয়টিকে শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।" [১৭৮]

ওপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নবসৃষ্ট দ্বীনি কোনো বিষয় তখনই প্রত্যাখ্যাত বেদআত হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন তা দ্বীনি বিষয় হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম যন্নী বা দূর্বল কোনো দলিলও থাকবে না। সুতরাং যে বিষয়টির স্বপক্ষে কেয়াস বা অন্যকোনো দলিল থাকবে, সেটিকে বেদআত বলার সুযোগ নেই। যদিও সেই দলিলটি মতবিরোধপূর্ণ হয়।

ইমামগণ কর্তৃক বেদআতের পরিচয় ও তুলনামূলক আলোচনা

১৭৪. আর রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ: ১৯৩
১৭৫. আল হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ: (২/৪১১)
১৭৬. আই ই'তিসাম: ১/৩৬৭
১৭৭. আল বারীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ: ১/৮৭
১৭৮. জামহারাতু মাকালাতি ওয়া রাসাইল: ৭৮২-৭৮৩

উম্মতের অধিকাংশ ইমামই বেদআত বা বেদআতে মাযমূমার পরিচয়ে তাই উল্লেখ করেছেন, যা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। তবে এ বিষয়টি একেকজন একেক ভাষা ও শব্দে প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ইমামের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আর কতেকের বক্তব্য ততটা স্পষ্ট নয়। নিম্নে আমরা কয়েকজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪ হি.) বলেন,

المحدثات من الأمور ضربان: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه بدعة ضلالة.

“নবসৃষ্ট বিষয়সমূহ দু’ধরনের । নবসৃষ্ট বিষয়মূহের মধ্যে যা কোরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ও ইজমা বিরোধী, তা ভ্রষ্টতাপূর্ণ বেদআত।”[১৭৯]

প্রথমত: এখানে তিনি ‘মা উহদিসা’ বলেছেন। আমরা জানি, ‘মা’ শব্দটি ব্যাপক। সুতরাং এর অর্থ হবে, নবসৃষ্ট বিষয়টি বিশ্বাসজাতীয়, কর্মজাতীয় কিংবা বক্তব্যজাতীয় যাই হোক না কেন, সবকিছুই বেদআত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: নবসৃষ্ট বিষয়টি শুধুমাত্র দুনিয়াবি বিষয় হলেও কি তা বেদআতের আওতাধীন থাকবে? নাকি শুধু দ্বীনি বিষয়গুলোই বেদআত হয়ে থাকে, সেটি তিনি স্পষ্ট করেননি। মূলত দুনিয়াবি বিষয়গুলো বেদআত না হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ হওয়ায়, তিনি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করেননি।

শাফেয়ী মাযহাবের ভাষ্যকার ইমাম আবু শামাহ রহ. বলেন,

“ইরাকের এক লোক হজ্জের দিনে মিনায় কুরবানী করার জন্য পশু পাঠাল। এবং নিজে হজ্জ না করা সত্ত্বেও ইহরামের কাপড় পরিধান করলেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. উক্ত কাজটিকে বেদআত বলে আখ্যায়িত করলেন। আমার -আবু শামাহ- কথা হলো, আব্দুল্লাহ রা. এই কাজটিকে বেদআত বলেছেন। কারণ বাহ্যিকভাবে এটিকে দ্বীনি কাজ বা নৈকট্য হাসিলের কাজ বলে মনে হয়।”[১৮০]

তৃতীয়ত: বেদআত হওয়ার জন্য নবসৃষ্ট বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহর খেলাফ হতে হবে। তবে তিনি এটা স্পষ্ট করেননি যে, খেলাফ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে, নাকি যন্নী বা ইজতিহাদী হলেও হবে। তবে এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি যন্নী খিলাফকে বেদআত বলবেন না। কেননা, কিতাবুল উম্মে তিনি এমন অনেক মাসআলার আলোচনা করেছেন, অথচ সেগুলোকে বেদআত বলেননি।

ইমাম মুহাম্মদ বিন উযাইর সিজিসতানী রহ. (৩৩০ হি.) বলেন,

فالبدعة في الدين كل أمر أحدث بعد رسول الله مما ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله. فكل أمر من أمور الدين تقدمت به سنة وإمام ومثال يقال له سنة.

وما أحذ الناس به من غير إمام ولا مثال بعد رسول الله فهو بدعة... فالمبتدع في الدين ضال هالك.

“দীনের মধ্যে বেদআত হলো এমন প্রত্যেক কাজ, যা রাসূল ﷺ এর পর উদ্ভাবিত হয়েছে, অথচ এর স্বপক্ষে কোরআন ও সুন্নাহর কোনো দলিল নেই। সুতরাং যদি কোনো দ্বীনি বিষয়ের পক্ষে সুন্নাহর দলিল থাকে, বা গ্রহণযোগ্য ইমামের বক্তব্য থাকে, অথবা পূর্বে এই কাজের সাদৃশ কোনো কাজের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তাকে সুন্নত বলা হবে। কিন্তু যদি কোনো ইমাম না থাকে, পূর্বে এই কাজের সাদৃশ কোনো কাজের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে তা বেদআত হবে। আর দীনের ক্ষেত্রে এই বেদআত সৃষ্টিকারী পথভ্রষ্ট, ধ্বংস।”[১৮১]

এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, যেকোনো কাজই বেদআত হতে পারে, যদি তা দ্বীনি বিষয় হয়। এবং এর স্বপক্ষে কোনো ইমামের ইজতিহাদও না থাকে। অর্থাৎ যখন কোনো ধরনের দলিল থাকবে না, তখনই তা বেদআত হবে।

---

১৭৯. মানাকিবুশ শাফেয়ী: ১/৪৬৯; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৯/১১৩; মাজমুউল ফাতাওয়া: ২০/১৬৩

১৮০. আল বাঈস আলা ইনকারিল বিদাঈ ওয়াল হাওয়াদিস: ২১

১৮১. মা'রিফাতু ইশতিকাকি আসমা নাতাকা বিহাল কোরআন: ৬১ (মাখতূত)

www.muslimdm.com

আহমাদ বিন আব্দুল কাদের রুমী আল হানাফী রহ. (১০৪৯ হি.) বলেন,

البدعة لها معنيان...والثاني شرعي خاص، وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة، بغير إذن الشرع لا قولا ولا فعلا، ولا صريحا، ولا إشارة،

“বেদআতের দুটি অর্থ রয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শরয়ী অর্থ। আর তা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের পর, শরীয়তের কাওলী, ফে'লী ও স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট কোনো ধরনের দলিল ছাড়া, দ্বীনি কোনো বিষয় বাড়ানো কিংবা কমানো।”[১৮২]

ইমাম আহমাদ রুমি রহ. এই পরিচয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ বেদআত হবে দ্বীনি বিষয়ে। এবং তখনই কোনো কাজকে বেদআত আখ্যা দেয়া যাবে, যখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে, এর স্বপক্ষে কোনো ধরনের দলিল বিদ্যমান নেই।

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫ হি.) বলেন,

فكل من أحدث شيئًا، ونسبه إلى الدِّين، ولم يكن له أصلٌ من الذين يرجع إليه، فهو ضلالةٌ، والدِّينُ بريءٌ منه، وسواءٌ في ذلك مسائلُ الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة

সুতরাং কেউ যখন কোনো নতুন জিনিস আবিষ্কার করল এবং তা দীনের দিকে সম্পৃক্ত করল, অথচ তার স্বপক্ষে শরয়ী কোনো আসল বা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেল না, তাহলে তা বেদআত হবে। দ্বীন তার এই কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নতুন সৃষ্ট বিষয়টি বিশ্বাসজাতীয় হোক, আমল সংক্রান্ত হোক কিংবা বক্তব্য জাতীয় হোক।[১৮৩]

দেখুন, ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর বক্তব্যটি কতটা স্পষ্ট! যেকোনো ধরনের জিনিসই বেদআত হতে পারে। শর্ত হলো, সেটিকে দ্বীনি বিষয়ের দিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এবং এর স্বপক্ষে শরয়ী কোনো দলিলই থাকতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, শরয়ী গ্রহণযোগ্য দলিলসমূহের একটি হলো কিয়াস। আর কিয়াস সাধারণত অকাট্য হয় না। বোঝা গেলো, কোনো কাজকে বেদআত বলতে হলে, সে কাজের স্বপক্ষে সম্ভাবনাময় দলিলও থাকতে পারবে না।

ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ. এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন,

البدعة ما لم يكن في القرون الثلاثة، ولا يوجد له أصل من الأصول الأربعة

“বেদআত হলো যা তিন যুগে ছিল না, এবং যার স্বপক্ষে শরীয়তের চার দলিলের কোনো দলিলই থাকবে না।”

শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন,

أي القرآن والسنة والإجماع والقياس

“চার দলিল বলতে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস উদ্দেশ্য।”[১৮৪]

ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. (৮৭০ হি.) বলেন,

قوله - ﷺ" :- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة

“নবীজি ﷺ এর বাণী- ‘কেউ আমাদের বিষয়ে নতুন কোনো বিষয় সৃষ্টি করলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে’। অর্থাৎ, যদি কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে সেটিকে দ্বীনি বিষয় বলে অভিহিত করা হয়, অথচ এর স্বপক্ষে শরয়ী কোনো দলিলই বিদ্যমান নেই, তাহলে তা ভ্রষ্টতা হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৮৫]

ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ আফেন্দী রুমী রহ. (৯৮১ হি.) বলেন,

للبدعة...معنى شرعي خاص، هو الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع، لا قولا، ولا فعلا، ولا صريحا، ولا إشارة، فلا يتناول العادات أصلا، بل يقتصر على بعض الإعتقاد وبعض صور العبادات.

---

১৮২. মাজালিসুল আবরার: ১৯

১৮৩. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম: ২/১২৮

১৮৪. ইকামাতুল হুজ্জাহ: ১২

১৮৫. ফাতহুল কারিবিল মুজিব: ১/৫৩৫

www.muslimum.com

"বেদআত একটি বিশেষ শরয়ী পরিভাষা। আর তা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের পর, শরীয়তের কাওলী, ফে'লী ও স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট কোনো ধরনের দলিল ছাড়া, দ্বীনি কোনো বিষয় বাড়ানো কিংবা কমানো।"[১৮৬]

ইমাম হাফিয আব্দুর রউফ আল মুনাভী রহ. (১০৩১ হি.) বলেন,

(من أحدث في أمرنا) شأننا أي دين الإسلام (ما ليس منه) أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط.

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'যে আমাদের বিষয়ে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করলো', অর্থাৎ, ইসলাম ধর্মে। তাঁর বাণী- 'যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়', অর্থাৎ, এমন কোনো চিন্তা উপস্থাপন করল, যার স্বপক্ষে কোরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট, সরাসরি কিংবা ইজতিহাদী কোনো দলিলই বিদ্যমান নেই। সেটি প্রত্যাখ্যাত ও বেদআত হবে[১৮৭]

আবুল আব্বাস নাফরাভী রহ. (১১২৫ হি.) বলেন,

فَكُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَوْ اسْتَنَدَ إلَى قِيَاسٍ أَوْ إلَى عَمَلِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَهُوَ دِينُ اللَّهِ، وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَبِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ

"প্রত্যেক ঐ জিনিস, যার স্বপক্ষে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও **কিয়াস** অথবা সাহাবায়ে কেরামের আমল রয়েছে, তা আল্লাহর দ্বীন হিসেবেই গণ্য হবে। যদি কোনো কাজ এগুলোর বিরোধী হয়, তাহলে তা বেদআত ও ভ্রষ্টতা। এবং এ অনুযায়ী আমল করা বৈধ হবে না।"[১৮৮]

উপরে বর্ণিত প্রত্যেক ইমামই তাদের বেদআতের সংজ্ঞায় দুটি বিষয় অত্যন্ত জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন। এক. বেদআত হতে হলে জিনিসটিকে দ্বীনি বিষয় হতে হবে। দুই. এর স্বপক্ষে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, কিয়াস বা মতবিরোধপূর্ণ কোনো দলিলই বিদ্যমান থাকবে না।

ইমাম শাতেবী রহ. (৭৯০ হি.) ও বেদআত

সালাফী ঘরানার আলেমগণসহ অনেকেই বেদআতের পরিচয়ে ইমাম শাতেবী কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করে থাকেন। মূলত বেদআত নির্ণয়ে জুমহুর ইমামদের বিপরীতে ইমাম শাতেবী রহ. এমন কিছু অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে সালাফদের থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের প্রচলিত স্বীকৃত অনেক আমল বেদআত সাব্যস্ত হয়। আর বেদআতের ক্ষেত্রে ওয়াহাবী ও সালাফী আলেমদের বাড়াবাড়ি তো অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাই এ ক্ষেত্রে শাতেবীর আলোচনাকে তারা অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করে থাকে। বেদআতের পরিচয়ে শাতেবীর আলোচনার অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধীতার কথা ড. শরীফ হাতেম বিন আরেফ আল আউনী মা. জি. আ. সহ বর্তমান বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা মুহাক্কিক আলেমও স্বীকার করেছেন।

অবশ্য বেদআতের পরিচয়ে শাতেবী রহ. এমন অনেক কথাও বলেছেন, যা জুমহুর ইমামদের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যা বেদআতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার অনেক পথ রূদ্ধ করে দেয়। কিন্তু সালাফী ও ওয়াহাবীগণ সাধারণত সেসব উল্লেখও করে না এবং গ্রহণও করে না।

ইমাম শাতেবী রহ. (৭৯০ হি.) কর্তৃক বেদআতের পরিচয় ও প্রকরণ

শাতেবী রহ. কর্তৃক বেদআতের পরিচয়:

বেদআতের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

فَالْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ :طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ.

"বেদআত মানে, দ্বীনি বিষয়ে এমন পদ্ধতি ও প্রচলন চালু করা, যা সম্পূর্ণ দলিলবিহীন, যদিও তা বাহ্যিকভাবে অন্যান্য শরয়ী বিষয়ের সাথে মিল রাখে। যে পথে চলার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বা ইবাদত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।"[১৮৯]

---

১৮৬. আত তারীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ- সূত্র: ইকামাতুল হুজ্জাহ: ২১-২২

১৮৭. ফাইযুল কাদীর: ৬/৩৬

১৮৮. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী: ১/১০৯

শাতেবী রহ. কর্তৃক বেদআতের প্রকরণ:
ইমাম শাতেবী রহ. এর মতে বেদআতী বিষয়গুলো সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে।
এক. এমন বিষয় যার মূল ও পদ্ধতি উভয়ই বেদআত। একে তিনি 'আল বিদআতুল হাকীকিয়্যাহ' নামে নামকরণ করেছেন।

দুই. এমন বিষয় যার মূল শরীয়া দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু পদ্ধতি বেদআত। একে তিনি 'আল বিদআতুল ইযাফিয়্যাহ' নামে নামকরণ করেছেন।
'আল বিদআতুল হাকীকিয়্যাহ' এর সংজ্ঞায় ইমাম শাতেবী রহ. বলেন,

إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيقِيَّةَ :هِيَ الَّتِي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ؛ لَا مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا اسْتِدْلَالٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لَا فِي الْجُمْلَةِ وَلَا فِي التَّفْصِيلِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً

"বেদআতে হাকীকিয়্যাহ বলা হয় ঐ সকল বিষয়কে, যে ব্যাপারে কোনো ধরনের শরয়ী দলিল নেই। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসেও যে ব্যাপারে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। যে কাজের পক্ষে যোগ্য কোনো আহলুল ইলমও গ্রহণযোগ্য দলিল পেশ করেননি। না আছে সরাসরি কোনো দলিল, আর না আছে সার্বিক কোনো দলিল। আর এজন্যই একে বেদআত বলা হয়।"

'আল বিদআতুল ইযাফিয়্যাহ' এর সংজ্ঞায় ইমাম শাতেবী রহ. বলেন,

وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْإِضَافِيَّةُ؛ فَهِيَ الَّتِي لَهَا شَائِبَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا :لَهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ مُتَعَلِّقٌ، فَلَا تَكُونُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ بِدْعَةً.
وَالْأُخْرَى :لَيْسَ لَهَا مُتَعَلِّقٌ إِلَّا مِثْلَ مَا لِلْبِدْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى :أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ قَائِمٌ، وَمِنْ جِهَةِ الْكَيْفِيَّاتِ أَوِ الْأَحْوَالِ أَوِ التَّفَاصِيلِ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ.

"-আল বিদআতুল ইযাফিয়্যাহ- এর দুটি দিক রয়েছে। **এক.** একদিক থেকে এর সাথে দলিলের সম্পৃক্ততা রয়েছে। **দুই.** অপরদিক থেকে দলিলের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

বেদআতে হাকীকিয়্যার সাথে ইযাফিয়্যার পার্থক্য হলো, ইযাফিয়্যার ভিত্তি বা আসল শরয়ী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হলেও, এর কাইফিয়্যাত ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অথচ এগুলোও শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে হয়।"[১৯০]

www.muslimdm.com

শাতেবী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত বেদআতের পরিচয়: বিশ্লেষণ ও কিছু আপত্তি
সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ: ইমাম শাতেবী রহ. থেকে বেদআতের যে পরিচয় ও প্রকরণ উল্লেখ করেছি, তাতে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,
এক. বেদআত হতে হবে দ্বীনি বিষয়ে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে।
দুই. বেদআত বলার জন্য শর্ত হলো, উক্ত কাজটির স্বপক্ষে কিয়াস ও ইজতিহাদ বা যন্নী ও ধারণামূলক কোনো দলিলও থাকতে পারবে না। যা থাকবে তা কেবলই নিছক ওয়াসওয়াসা ও শুবুহাত।

---

১৮৯. এখানে তিনি আরো একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। যা দ্বীনি বিষয়সমূহ ছাড়াও দুনিয়াবি বিষয়গুলোকেও শামিল করে। তবে তিনি তার কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়াবি বিষয়গুলো সাধারণত বেদআতের আওতায় আসবে না। তাই আমরা তা উল্লেখ করিনি। দেখুন: আল ই'তিসাম: ১/৫১

১৯০. আল ই'তিসাম: ১/৫১; ১/৩৬৭-৩৬৮

বর্তমানে কোনো কাজকে বেদআত হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তটি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কোনো কাজকে নিজেদের দৃষ্টিতে অপ্রমাণিত মনে হলেই বেদআত বলে দেই। যদিও সে কাজটির পক্ষে গ্রহণযোগ্য ইমামদের বক্তব্য থাকে!!

কিছু আপত্তি:

শাতেবী রহ. এর বেদআতের পরিচয় ও প্রকরণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা তার মূল বক্তব্যটুকু উল্লেখ করেছি। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করেছেন, বিভিন্ন মাসআলায় বেদআতের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তার প্রদত্ত সংজ্ঞায় আপত্তিকর কিছু না দেখা গেলেও, পরবর্তীতে তিনি এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, প্রয়োগ দেখিয়েছেন, তাতে বেশকিছু আপত্তির জায়গা তৈরি হয়েছে। ফলে সংজ্ঞার সাথে ব্যাখ্যার, ব্যাখ্যার সাথে প্রায়োগিক দিকগুলো কিছুটা পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়েছে। কিছু অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। নিম্নে আমরা দুটি আপত্তি উল্লেখ করছি।

আপত্তি-০১: সালাফের কিছু কাজকেও বেদআত আখ্যা দেওয়া:

তিনি বলেন,

قَدْ فَهِمَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَهْلِ الِانْقِطَاعِ إِلَى اللهِ مِمَّنْ ثَبَتَ وِلَايَتُهُمْ :أَنَّهُمْ كَانُوا يُشَدِّدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيُلْزِمُونَ غَيْرَهُمُ الشِّدَّةَ أَيْضًا وَالْتِزَامَ الْحَرَجِ دَيْدَنًا فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ، وَعَدُّوا مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ هَذَا الِالْتِزَامِ مُقَصِّرًا مَطْرُودًا وَمَحْرُومًا، وَرُبَّمَا فَهِمُوا ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فَرَشَّحُوا بِذَلِكَ مَا الْتَزَمُوهُ، فَأَفْضَى الْأَمْرُ بِهِمْ إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ إِلَى الْبِدْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوِ الْإِضَافِيَّةِ.

"সালাফে সালিহীন ও আহলে দিল বুযুর্গ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একদল এমন ছিলেন যে, তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজেদের ওপর অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করতেন। অন্যদেরকেও তা করতে বলতেন। এই কঠোরতা গ্রহণ করাকে আখেরাতের পথের সম্বল মনে করতেন। যারা এভাবে আমল করত না, তাদেরকে মাহরুম ও দূর্ভাগা মনে করতেন। সম্ভবত শরীয়তের মুতলাক কিছু দলিল থেকে তারা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। ফলে বিষয়টি সুন্নাহ থেকে বেদআতে হাকীকিয়্যাহ বা ইযাফিয়্যার দিকে গড়াল।"[১৯১]

আপত্তি-০২: বেদআত নির্ণয়ে অগ্রহণযোগ্য ও অস্পষ্ট শর্তারোপ করা

যেসব পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে শরয়ী কাজের মতো মনে হয়, অথচ তা শরীয়ত বিরোধী, এমন বিষয়সমূহের বর্ণনায় তিনি বলেন,

وَمِنْهَا :الْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَ اتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

"শরীয়াবিরোধী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সিস্টেম মেনে চলা। যেমন একসাথে এক আওয়াজে যিকির করা।

নবীজি ﷺ এর জন্মদিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা, ইত্যাদি।"

এখানে তিনি মুতলাকভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করাকে বেদআত বলে দিলেন। অথচ তিনি নিজেও অন্য জায়গায় একে বেদআত বলার ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। সেগুলো এখানে উল্লেখ না করেই উদাহরণে উল্লিখিত মাসআলাদুটির ওপর সরাসরি বেদআতের হুকুম দিয়ে দিলেন!!

সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহীনের মাঝে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে তারা নিজেদের জন্য ইবাদতের বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বেলাল রা. অযূর পর নিয়মিত দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। একজন সাহাবী তার নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখলাস যোগ করতেন। তাছাড়া এই নীতি অনুযায়ী বর্তমান প্রচলিত নতুন উদ্ভাবিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির বিভিন্ন দ্বীনি কাজ, যেমন- সূফী তরীকাসমূহের যিকিরের মজলিস ও প্রচলিত তাবলীগ ইত্যাদি সবই বেদআত হবে। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটিতেই নির্দিষ্ট কাইফিয়্যাতের অনুসরণ করা হয়।

১৯১. আল ই'তিসাম: ১/৪৪০

শাইখ ড. শরীফ হাতিম বিন আরেফ আল আউনী হা. ও ড. সাইফ বিন আলী আসরী মা. জি. আ. সহ সমকালীন বিশ্ববরেণ্য অনেক মুহাক্কিক আলেম ও বেদআত প্রসঙ্গে শাতেবীর আলোচনার এই দূর্বল দিকগুলোর কথা স্বীকার করেছেন।

শাইখ ড. সাইফ আলী আসরী হা বলেন,

ومع التقسيم والتطويل إلا أنه لم يزل الإشكال قائما في إدراك مقصد الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، فلو حاولنا تنزيل ضوابطه على ما كان يفعله كثير من الصحابة والتابعين لكانت تلك الأفعال بدا مرفوضة. وهذا ما لا أظن الشاطبي برضاه ولا يلتزمه...

"বেদআত বিষয়ে প্রকরণ ও দীর্ঘ আলোচনা করার পরও ইমাম শাতেবী রহ. 'আল বিদআতুল ইযাফিয়্যাহ' দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন, তা স্পষ্ট নয়। বেদআত সংক্রান্ত যে শর্তাবলি তিনি উল্লেখ করেছেন, তা যদি আমরা প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে সাহাবা ও তাবেয়ীদের অনেক আমলও বেদআত ও পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে। অথচ শাতেবী রহ. নিজেও এই ফলাফল মানতে রাজি হবেন না।"[১৯২]

বি. দ্র. আমাদের দেশের অনেকেই মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে বেদআত প্রমাণের জন্য ইমাম শাতেবীর 'ইলতিযামুল কাইফিয়্যাত' শর্তটি ও এর আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ বেদআত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। অথচ এই শর্তের ভিত্তিতে একসাথে সমস্বরে যিকির করাকেও শাতেবী রহ. বেদআত বলেছেন, এটি উল্লেখ করেন না!!!। (**تلك إذا قسمة ضيزا**)

বেদআতের প্রকরণ: একটি সরল বিশ্লেষণ

অনেকেই মনে করেন বেদআতের কোনো ভাগ নেই। ফলে বেদআতকে 'আল বিদআতুল হাসানাহ' ও 'আল বিদআতুস সাইয়্যেআহ' এই দু'ভাগে ভাগ করাকে তারা মারাত্মক অপরাধ ও ভুল হিসেবে বিবেচনা করেন। অথচ কয়েকজন ছাড়া উম্মাহর জুমহুর ইমাম বেদআতের প্রকরণকে স্বীকার করেছেন। মূলত বেদআতের প্রকরণ করা বা না করা একটি শাব্দিক ইখতিলাফ। মৌলিক নয়। যারা বেদআতের প্রকরণকে অস্বীকার করেন, তারাও বিভিন্ন যুক্তি ও দলিলের আলোকে অনেক নবসৃষ্ট বিষয়কে জায়েয মনে করেন। যেমন, মসজিদে মিহরাব তৈরি করা, মাইক ব্যবহার করা ও মসজিদে কাতার সোজা করার জন্য দাগ টানা ইত্যাদি। আবার যারা বেদআতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন, তারাও দলিলবিহীন নবসৃষ্ট জিনিসের বৈধতা দেন না।

এই ইখতেলাফটি তৈরি হয়েছে মূলত বেদআত শব্দের শাব্দিক ও শরয়ী দালালত নির্ণয়ে ইখতিলাফের কারণে। যারা বেদআতকে শাব্দিক বা শরয়ী দিক থেকে আমভাবে তথা যে কোনো নবসৃষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রবক্তা, তারা বেদআতের প্রকরণ করে থাকেন। দালীলিকভাবে প্রমাণিত বিষয়সমূহকে বেদআতে হাসানাহ ও অপ্রমাণিত বিষয়সমূহকে সায়্যিআহ বলেন। আর যারা বেদআতকে কেবল দলিলহীন নবসৃষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রবক্তা, তারা বেদআতের কোনো প্রকরণ করেন না। দালীলিকভাবে প্রমাণিত নবসৃষ্ট বিষয়সমূহকে তারা বেদআতে হাসানাহ না বলে, সেগুলোকে আল মাসালিহুল মুরসালা বা অন্যকোনো আসলের ওপর ভিত্তি করে মুবাহ, জায়েয বা মুস্তাহাব ইত্যাদি বলে থাকেন।

ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ. (১৩০৪ হি.) বলেন,

اختلاف العلماء في أن حديث "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص البعض أو عام غير مخصوص: اختلاف لفظي، فإن من أخذ البدعة بمعنى عام- وهو ما لم يوجد في العهد النبوي فحسب- قسمه إلى أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. فلزمه تخصيص عموم الحديث، وإخراج الأقسام الثلاثة الأول منها. ومن أخذه بالمعنى الشرعي –وهو ما لم يعهد في القرون الثلاثة، وليس له أصل من أصول الشرع- أجرى الحديث على العموم.

"নবীজি ﷺ এর বাণী-'কুল্লু বিদআতিন দালালাহ' এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ এটাকে 'আমে মাখসূস' মনে করেন। আবার কেউ এটাকে সাধারণ আম বা ব্যাপকভাবেই বহাল রাখেন। এই ইখতিলাফটি একান্তই শাব্দিক, মৌলিক না। কেননা যারা বেদআতকে আমভাবে তথা প্রত্যেক নবসৃষ্টের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন, তারা বেদআতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ

১৯২. আল বিদআতুল ইজাফিয়্যাহ: ১১৭-১১৮

করেন। যেমন বেদআতে ওয়াজিবাহ, বেদআতে মুস্তাহাব্বাহ, মুবাহাহ, মাকরুহাহ ও মুহাররামাহ। ফলে হাদীসে বর্ণিত 'কুল্লু বিদআতিন' শব্দটিকে তাখসীস করা তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। আর যারা বেদআতকে একান্ত শরয়ী অর্থে তথা যা কুরুনে ছালাছায় ছিল না এবং যার স্বপক্ষে কোনো দলিলও নেই, এই অর্থে ব্যবহার করেন, তারা হাদীসটিকে ব্যাপকভাবেই বহাল রাখেন।"[১৯৩]

যারা বেদআতের প্রকরণ ও বেদআতে হাসানার স্বীকৃতি দিয়েছেন

যদিও বেদআতের প্রকরণ সংক্রান্ত ইখতিলাফটি একান্তই শাব্দিক, তারপরও অনেকেই এই প্রকরণকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ ও ভুল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। 'বেদআতে হাসানা' পরিভাষাকে একটি জঘন্য উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করেন। অথচ জুমহুর ইমাম বেদআতের প্রকরণের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো-

১. ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪ হি.)[১৯৪]
২. ইমাম ইবনু হাযম যাহেরী রহ. (৪৫৬ হি.)[১৯৫]
৩. ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.)[১৯৬]
৪. ইমাম ইবনু আব্দিল বার: (৪৬৩ হি.)[১৯৭]
৫. ইমাম গাজালী রহ. (৫০৫ হি.)[১৯৮]
৬. হাফিয ইবনুল আরাবী আল মালেকী রহ. (৫৪৩ হি.)[১৯৯]
৭. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (৫৯৭ হি.)[২০০]
৮. ইমাম ইবনুল আসীর রহ. (৬০৬ হি.)[২০১]
৯. ইমাম ইয্যুদ্দীন ইবনু আব্দিস সালাম রহ. (৬৬০ হি.)[২০২]
১০. ইমাম আবু শামাহ রহ. (৬৬৫ হি.)[২০৩]
১১. ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.)[২০৪]
১২. ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.)[২০৫]
১৩. ইমাম কারাফী রহ. (৬৮৪ হি.)[২০৬]
১৪. ইমাম শামসুদ্দীন কিরমানী রহ. (৭৮৬ হি.)[২০৭]
১৫. ইমাম সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. (৭৯২ হি.)[২০৮]
১৬. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হি.)[২০৯]
১৭. ইমাম ফাইয়ূমী রহ. (৮৩৪ হি.)[২১০]
১৮. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.)[২১১]

---

১৯৩. ইকামাতুল হুজ্জাহ: ৫৬
১৯৪. মানাকিবুশ শাফেয়ী লিল ইমাম বাইহাকী: ১/৪৬৮-৪৬৯
১৯৫. আল ইহকাম: ১/৪৭
১৯৬. শরহু ইবনু বাত্তাল: ৪/১৪৭
১৯৭. আল ইসতিযকার: ২/৬৭
১৯৮. ইহইয়াউ উলুম: ১/২৭৬)
১৯৯. আরিদাতুল আহওয়াযী: ১০/১৪৭)
২০০. তালবীসু ইবলীস: ০৭
২০১. নিহায়াহ: ১/১০৬-১০৭
২০২. কাওয়াইদুল আহকাম: ২/২০৪
২০৩. আল বাইস: ৯১-৯৩
২০৪. আলজামে লি আহকামিল কোরআন: ২/৮৭)
২০৫. শরহু মুসলিম: ২/১১১৪; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ৩/২২
২০৬. আল ফুরুক: ৪/২১৯
২০৭. শরহুল বুখারী: ৯/৫৪
২০৮. শরহুল মাকাসেদ ২/২৭১; সূত্র- দুসতুরুল উলামা: ১/১৫৭
২০৯. আত তাওযীহ: ১৩/৫৫৪-৫৫৫
২১০. ফাতহুল কারীব আল মুজীব: ১/৫৩৫
২১১. ফাতহুল বারী: ৬/২৯২

www.muslimdm.com

১৯. ইমাম বদরুদ্দী আইনী রহ. (৮৫৫ হি.)[২১২]
২০. ইমাম সুয়ূতী রহ. (৯১১ হি.)[২১৩]
২১. ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.)[২১৪]
২২. ইমাম যুরকানী রহ. (১০৯৯ হি.)[২১৫]
২৩. ইমাম ইবনু আবেদীন শামী রহ. (১২৫২ হি.)[২১৬]
২৪. ইমাম শিহাবুদ্দীন আলূসী রহ. (১২৭০ হি.)[২১৭]
২৫. আল্লামা বাখীত আলমুতীঈ রহ. (১৩৫৪ হি.)[২১৮]
২৬. ইমাম যুরকানী রহ. (১১২২ হি.)[২১৯]
২৭. ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ. (১৩০৪ হি.)[২২০]
২৮. শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ তাহির বিন আশুর রহ. (১৩৯৩ হি.)[২২১]

বেদআত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

কোনো জিনিস বেদআত হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত দালীলিক আলোচনা করেছি। এবার আমরা দেখব শর্তদুটি মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কিনা?

বেদআতের প্রথম শর্ত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

কোনো জিনিস বেদআত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, কাজটিকে সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি কাজ বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করতে হবে। কিন্তু যদি জিনিসটিকে সত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি কাজ মনে করা না হয়, বরং কোনো দ্বীনি কাজের সহায়ক বা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা রিয়াযত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে তা বেদআত হবে না। বরং এই নতুন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি বেদআতে হাসানা অথবা আল মাসালিহুল মুরসালাহ হিসেবে বৈধ পরিগণিত হবে। যেমন, প্রচলিত তাবলীগ, পীর-মুরীদি ও যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি, ইসলাহী জোড়, বিশ্ব ইজতিমা, হালকায়ে যিকির, আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতা[২২২]

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবীদ খাদিমী রহ. বলেন,

البدعة الحسنة ما يكون له إعانة لأمر ديني

"কোনো দ্বীনি কাজের সহায়ক হিসেবে যা করা হয়, তা বেদআতে হাসানা।"[২২৩]

---

২১২. উমদাতুল কারী: ১১/১২৬
২১৩. হুসনুল মাকসিদ: ৪১
২১৪ . মিরকাতুল মাফাতীহ: ১/২৭৬
২১৫. শরহুল মুআত্তা: ১/৩৪০
২১৬. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন: ১/৫৬০
২১৭. রুহুল মাআ'নী: ২০/৩৪৬
২১৮. আহসানুল কালাম: ৫৯
২১৯. আলমুনতাকা শরহুল মুআত্তা: ১/২৩৮
২২০. ইকামাতুল হুজ্জাহ: ৩৩
২২১. আত তাহরীর ওয়াত তানভীর: ১৪/৪২৬
২২২. এছাড়াও উক্ত আপত্তির মধ্যে রয়েছে: ছয় তাসবীহ, বারো তাসবীহ, إلّا الله যিকির, ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল, সীরাত মাহফিল, শানে রেসালাত মাহফিল, ইসলামী সম্মেলন, ইসলামী মহা সম্মেলন, দস্তরবন্দী মাহফিল, খতমে বুখারী মাহফিল, শুকরানা মাহফিল, সবক অনুষ্ঠান, কেরাত মাহাফিল, ইছালে ছাওয়াব মাহফিল, মাইয়্যেতকে কেন্দ্র করে তিন দিন- ৪০ দিন ও ওফাত বার্ষিকী নামে দুআ অনুষ্ঠান, তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, কর্মশালা, সাংগঠনিক স্তর বিন্যাস, সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন, ঈদ পূণর্মিলনী, সংবর্ধনা, মিছিল-মিটিং, রিপোর্ট ফরম, বাইতুল মাল সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, বিজয় দিবস উদযাপন, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, সমাবেশ, মহা সমাবেশ, লংমার্চ আন্দোলন, বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দৈনিক-পাক্ষিক-মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা, রমযানের ২৭ তারিখে হারামাইন শরীফাইনে মুনাজাতের মহা সমাবেশ, ইত্যাদি। (সম্পাদক)
২২৩. আল বারীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যা: ৪/৯৪

www.muslimdm.com

এখন প্রশ্ন হলো, প্রচলিত মীলাদ উদযাপনকে আমরা সরাসরি স্বত্ত্বাগতভাবে দ্বীনি কাজ মনে করি কি না? উত্তর হলো, না। বরং একে আমরা বেশকিছু কল্যাণকর ও সাওয়াবের কাজের সহায়ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করি। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুগে যুগে ইমামগণ এটিকে বেদআত না বলে, বেদআতে হাসানা বলেছেন।

বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদ আবু শামাহ রহ. বলেন,

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل، ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم المو افق لمولد النبي ﷺ، من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور؛ فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكر الله تعالى، على مامن به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين

"আমাদের সময়ে এ জাতীয় উত্তম বেদআতের মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রতিবছর নবীজির জন্মদিনে দান-খয়রাত, নেক আমল এবং সাজসজ্জা ও খুশি প্রকাশের ন্যায় যে কাজগুলো করা হয়, যা পূর্বে ইরবিল শহরে করা হতো। কেননা এ কাজগুলো প্রমাণ করে যে, এগুলো আদায়কারীর অন্তরে নবীজি ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে; পাশাপাশি এতে রয়েছে দরিদ্রদের প্রতি এহসান এবং এটি আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। যিনি তার রাসূল ﷺ কে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত হিসেবে সৃষ্টি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"[২২৪]
এখানে ইমাম আবু শামাহ রহ. মীলাদ উদযাপনকে বেদআতে হাসানা আখ্যা দিয়েছেন। এটিকে বেশকিছু কল্যাণ ও সাওয়াবের কাজের সহায়ক হিসেবে দেখেছেন। তাই ইমাম আবু শামাহ রহ. ছাড়াও অসংখ্য ইমাম এটিকে বেদআতে হাসানা ও বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের বক্তব্য উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

আমরা এখানে শুধু প্রচলিত মীলাদ উদযাপনের আয়োজন, রেওয়াজ বা পদ্ধতিকে বেদআতে হাসানা বলেছি। তবে যেসব কাজের সমন্বয়ে এটি উদযাপন করা হয়, সেসব কাজের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে মুস্তাহাব ও মুবাহ হতে পারে।

মীলাদ উদযাপন যেসব দ্বীনি কাজের সহায়ক:

- এর মাধ্যমে নবীজি ﷺ এর জন্মের মহান নেআমতের শুকরিয়া আদায় করা হয়।
- দান-সদকা ও গরিব-মিসকিনদেরকে প্রচুর সহায়তা করা হয়।
- নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত ও সীরাত চর্চার এক চমৎকার পরিবেশ গড়ে ওঠে।
- নবীজি ﷺ এর জন্মের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলা যায়।
- বিশ্বব্যাপী এটি উদযাপনের মাধ্যমে নবীজি ﷺ এর জন্ম ও রিসালাতের বার্তা বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে যায়।
- নবীজি ﷺ এর জন্মের মহা ফযীলতপূর্ণ দিন ও মাসে বিভিন্ন নেক আমলের পরিবেশ গড়ে ওঠে।
- খ্রিষ্টানদের বড় দিন উদযাপন অনুসরণের পরিবর্তে মুসলিমগণ একান্তই নিজস্ব একটি সংস্কৃতি পালনের সুযোগ পায়। (এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে 'বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও প্রেক্ষাপট' অংশটি দেখা যেতে পারে।
- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হয়।
- নবীজি ﷺ এর আগমনে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

এছাড়াও আরও অনেক ফায়দা রয়েছে, যা আমি আমার ভাষার দূর্বলতার কারণে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি।

বেদআতের দ্বিতীয় শর্ত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

বেদআত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো, বিষয়টি দ্বীনি কাজের অন্তর্ভুর্ক্ত না হওয়ার বিষয়টি অকাট্য বা নিশ্চিত হতে হবে। বিষয়টি দ্বীনি কাজ হওয়ার স্বপক্ষে কিয়াস বা অন্যকোনো যন্নী দলিল বা গ্রহণযোগ্য কোনো ইখতিলাফ থাকলে সেটিকে বেদআত বলা যাবে না। অথচ মীলাদ উদযাপন বৈধ ও উত্তম কাজ হওয়ার স্বপক্ষে অসংখ্য ইমাম ও বেশ কয়েকজন

---

২২৪. আল বাইস: ২১

www.muslimdm.com

মুজতাহিদ ফকীহসহ জুমহুরের ফতোয়া রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রায় সত্তরজনের ফতোয়া উল্লেখ করেছি। সুতরাং কোনো কাজকে বেদআত সাব্যস্ত করার জন্য যে দুটি শর্তের উপস্থিতি প্রয়োজন, তার কোনোটিই এখানে বিদ্যমান নেই।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে ইবাদত বলা যাবে কি?

আমরা প্রথমেই বলেছি, প্রচলিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সত্ত্বাগতভাবে ইবাদত নয়। তবে যেহেতু এর মাধ্যমে অনেক ইবাদত ও দ্বীনি কাজের পরিবেশ গড়ে ওঠে, তাই একেও ইবাদত বলা যেতে পারে। যেমন ব্যায়াম করা ইবাদত নয়। তবে জিহাদের জন্য ব্যায়াম করাকে ইবাদত বলা যায়। (আল্লাহু আ'লাম)

www.muslimdm.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"الأصل في العبادة التوقيف" "القياس في العبادة"

‘আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ’ ও ‘আল কিয়াস ফিল ইবাদাহ’

উসূলুল ফিকহের আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

পরিভাষা পরিচিতি

আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ: অর্থাৎ, কোনো কাজকে শরয়ী ইবাদত বলতে হলে এ ব্যাপারে সরাসরি নস লাগবে। কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা যাবে না।

আল কিয়াস ফিল ইবাদাত: অর্থাৎ, ইবাদতের বিষয়সমূহে কিয়াস করা যাবে কিনা। নসে বর্ণিত ইবাদতের ওপর কিয়াস করে অন্যকোনো বিষয়কে ইবাদত সাব্যস্ত করা যাবে কিনা। মূলত এটি ‘আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ’ এই মূলনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ, যদি বলা হয়, ইবাদত জাতীয় কোনো কিছুতেই কিয়াস চলে না। এর মানে হলো, ইবাদতের প্রত্যেকটি দিকই তাওকীফি। আর যদি বলা হয়, কিছু ইবাদতে কিয়াস করা যায়, আর কিছু ইবাদতে কিয়াস করা যায় না। এর মানে হলো, ইবাদতের কিছু অংশ তাওকীফি, কিছু অংশ তাওকীফি নয়।

ইবাদত: তাওকীফ ও কিয়াস

ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াস: উসূলুল ফিকহের আলোকে

ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াসের স্থান কী, এ বিষয়টি বোঝর জন্য উসূলুল ফিকহের আলোকে কিয়াসের শর্তসমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন। এসব শর্ত বোঝার মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে, ইবাদতে কিয়াস চলবে কি না। আমরা এখানে হানাফী মাযহাবের আলোকে কিয়াসের শর্তসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

কিয়াসের শর্তসমূহ

হানাফী মাযহাবে কিয়াসের জন্য মুত্তাফাক আলাইহি চারটি শর্ত বিদ্যমান।[২২৫]

১. নস বা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত কোনো হুকুমের সম্পূর্ণ বিপরীতে কিয়াস করা যাবে না। এমন কিয়াসও করা যাবে না, যার মাধ্যমে নসের হুকুম আংশিকভাবেও পরিবর্তিত হয়ে যায়।
২. শরীয়তের যেসকল হুকুম বা বিধানের ইল্লত বা যৌক্তিকতা স্পষ্ট নয়, সেসব বিষয়েও কিয়াস করা যাবে না।
৩. কিয়াস হতে হবে শরয়ী ইল্লত ভিত্তিক, শাব্দিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক নয়।
৪. সম্পূর্ণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ইল্লত বের করতে হবে।

এছাড়াও মুখতালাফ ফীহ কিছু শর্ত রয়েছে। তবে সেখানেও ‘কিয়াসটি ইবাদত বিষয়ক হতে পারবে না’ এমন কোনো শর্ত উল্লেখ নেই।[২২৬]

যেসব বিষয়ে কিয়াস চলে না

কিয়াসের শর্তসমূহের কোথাও এটা বলা হয়নি যে, ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে কিয়াস করা যাবে না। তবে তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে, যেসকল শরয়ী বিষয়ের ইল্লত বা কারণ স্পষ্ট নয়, সেসকল বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না। পরিভাষায় এসকল বিষয়কে ‘তাআব্বুদ’ বলা হয়।

ইমাম ইবনু আব্দিস সালাম রহ. বলেন,

المشروعات ضربان: أحدهما: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة... ويعبر عنه بأنه معقول المعنى. الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة، ويعبر عنه بالتعبد.

---

২২৫. হানাফী মাযহাবের কিয়াস সম্পর্কে সংক্ষেপে তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য

‘তাহকীকুল কাওল ফী মুখালাফাতি বা’দি ফুরূঈ হানাফিয়্যাতি উসূলিল মাযহাব’ প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে। https://shorturl.at/lAcYt

২২৬ . উসূলুস সারাখসী: ২/১৪৯-১৫০; আল ফুসূল ফিল উসূল: ৪/১০৫; উসূলুশ শাশী: ৩১৪; হাশিয়াতু ইবনু মালাক: ২/৭৭৫; কাশফুল আসরার: ৩/৩২৯

www.muslimalm.com

শরীয়তের বিধিবিধানসমূহ দু’প্রকার।

এক. এমন বিধান, যা প্রবর্তনের যৌক্তিক কারণ বা ইল্লত আমাদের কাছে স্পষ্ট। অর্থাৎ, এটি হয়তো বাস্তব কোনো উপকার টেনে আনে, নয়তো কোনো অপকার রোধ করে। এটিকে পরিভাষায় “মাকুলুল মা’না” বলে।

দুই. এমনকিছু বিধান, যা প্রবর্তনের যৌক্তিক কোনো কারণ বা ইল্লত আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এ ধরনের বিধানসমূহকে বলা হয় “তাআব্বুদ”।[২২৭]

সুতরাং ইবাদতে কিয়াস চলে না, এর পরিবর্তে বলা উচিত- তাআব্বুদী বিষয়সমূহে কিয়াস চলে না। আর যেসকল বিষয়ে কিয়াস চলে না, সেগুলোকে তাওকীফি বিষয় বলে। সুতরাং তাআব্বুদী বিষয়সমূহ তাওকীফি। মুতলাকভাবে যেকোনো ইবাদত তাওকীফি নয়।

তাআব্বুদী ও তাওকীফি বিষয়সমূহ

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যেসকল বিষয় তাআব্বুদী বা তাওকীফি-

এক. হুদুদ: অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অপরাধের বিপরীতে নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা। যেমন, যিনার কারণে একশ বেত্রাঘাত করা। কযফের কারণে আশি বেত্রাঘাত করা। এগুলো সম্পূর্ণ তাওকীফি। এগুলো কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি। এগুলোর ওপর কিয়াস করে অন্য কোনো বিষয়েও নির্দিষ্ট পরিমাণ হদ নির্ধারণ করা যাবে না।

দুই. কাফফারাত: যেমন রোযা ও শপথ ভঙ্গের কাফফারা। এগুলোও তাআব্বুদী। নস ছাড়া কিয়াসের মাধ্যমে কোনো কাফফারা নির্ধারণ করা যাবে না।

তিন. মাকাদির: যেমন যাকাত আবশ্যক হওয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণ নেসাবের মালিক হওয়া, নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

চার. রুখাস: অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শরীয়ত যেসব বিষয়ের মূল বিধানকে হালকা বা সহজ করে ভিন্ন বিধান দিয়েছে। এগুলো যেমন কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি, তেমনি এগুলোর ওপর কিয়াস করে শরীয়তের অন্যকোনো বিধানে রুখসতের হুকুম দেয়া যাবে না।[২২৮]

ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী রহ. বলেন,

الثاني :ما شُرِع ابتداءً غير معقول المعنى؛ كأعداد الركعات، ونصب الزكوات، وتقادير الحدود، والكفَّارات، وغير ذلك مما لا يُعقَل معناه...

“কিয়াস জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- মাকীস আলাইহি কিয়াস বহির্ভূত হতে পারবে না, এই শর্তটি চারটি বিষয়কে শামিল করে।...

দুই. যেসব বিধানের যৌক্তিক কোনো কারণ বা ইল্লত স্পষ্ট নয়। যেমন, নামাজের রাকাত সংখ্যা, যাকাতের নেসাবের পরিমাণ, হদসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণ ও কাফফারাতসমূহ ইত্যাদি।...”[২২৯]

আলোচনার নতীজা

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, মূলত তাআব্বুদী বিষয়সমূহ তাওকীফি। কাফফারাত, হুদুদ, রুখাস ও মাকাদির এগুলো তাআব্বুদী বিষয়। এছাড়া ইবাদত সংক্রান্ত কিছু বিষয়ও তাআব্বুদী হতে পারে। যেমন নামাজের রাকাত সংখ্যা। সুতরাং সার্বিকভাবে সকল ইবাদত তাওকীফি নয়। যেসকল ইবাদতের কোনো যৌক্তিক কারণ বা ইল্লত আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, সেগুলোকে তাআব্বুদ বলা যাবে। এবং এসব ইবাদতে কোনো কিয়াস চলবে না। আর যেসকল ইবাদতের ইল্লত স্পষ্ট, সেসব ইবাদতকে তাআব্বুদ বলা যাবে না। এবং এসব ইবাদতে কিয়াস করতেও কোনো বাধা থাকবে না।

---

২২৭. কাওয়াইদুল আহকাম: ১/২২

২২৮. আল ফুসূল ফিল উসূল: ৪/১০৬-১০৭; তাইসিরুত তাহরীর: ৪/১০৩; উসূলুশ শাশী: ৩৮৫

২২৯. কাশফুল আসরার: ৩/৩০৫ (এখানে আমরা বাকী তিনটি শর্ত উল্লেখ করিনি, কারণ তা আমাদের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত নয়।)

www.muslimdm.com

ফায়দা: কোনো বিষয় তাআব্বুদী হওয়া বা না হওয়া ইজতিহাদী বিষয়

কোনো বিষয় তাআব্বুদ হওয়া বা না হওয়া যেহেতু একান্তই সেই বিধানের যৌক্তিক কারণ স্পষ্ট হওয়া বা না হওয়ার ওপর নির্ভর করে, তাই এক্ষেত্রে ইখতিলাফ হতে পারে। অর্থাৎ, কোনো ইবাদতের কারণ বা ইল্লত একজন ইমামের কাছে স্পষ্ট মনে হতে পারে, অন্যজনের কাছে অস্পষ্ট মনে হতে পারে। যার কাছে স্পষ্ট মনে হবে, তিনি একে তাআব্বুদ বলবেন না। যার কাছে অস্পষ্ট মনে হবে, তিনি একে তাআব্বুদ মনে করবেন।

ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াস: তাতবীকি বাস্তবতার আলোকে

নুসূসে শরঈয়্যাতে নাজাসাতে হাকীকি ও নাজাসাতে হুকমী উভয় ক্ষেত্রেই নাজাসাত দূর করে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক পবিত্র পানি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, নাজাসাতে হাকীকি দূর করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পানি ছাড়াও ফলের জুস ও অন্য যেকোনো তরল জিনিস ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু নাজাসাতে হুকমী দূর করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পানি না পেলে তায়াম্মুম করতে হবে। স্বাভাবিক পানি ছাড়া ফলের জুস বা অন্যান্য তরল জিনিস দ্বারা অজু করলে, অজু হবে না।

মাসআলাদ্বয়ের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হিসেবে তারা বলেন, নাজাসাতে হাকীকি দূর করার জন্য, শরীয়া কর্তৃক পানি ব্যবহারের হুকুম দেয়ার ইল্লত বা কারণটি স্পষ্ট। কেননা, এতে স্পষ্টতই অপবিত্র বস্তুটি দূর হয়ে যায়। সুতরাং পানি ছাড়াও যেসব জিনিসের মধ্যে এই ইল্লতটি পাওয়া যাবে, অর্থাৎ, অপবিত্র বস্তু দূর করার ক্ষমতা থাকবে, সেসব জিনিসের মাধ্যমেও নাজাসাতে হাকীকি দূর করা যাবে। আর সাধারণত প্রত্যেক তরল জিনিসের মধ্যেই অপবিত্র বস্তু দূর করার ক্ষমতা থাকে।

বিপরীতে নাজাসাতে হুকমী, যেমন হদস দূর করার জন্য শরীয়া কর্তৃক নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহে পানি ব্যবহারের হুকুম দেয়ার কারণটি স্পষ্ট নয়। কেননা, এতে বাহ্যিকভাবে কোনো অপবিত্র বস্তু দূর হতে দেখা যায় না। সুতরাং হদস দূর করার জন্য পানি ব্যবহার তাআব্বুদী বিষয়। আর তাআব্বুদী বিষয়ে কোনো কিয়াস চলে না। তাই নসে যেহেতু শুধু পানি ব্যবহারের কথা আছে, তাই আমরা শুধু পানিই ব্যবহার করব। পানির ওপর কিয়াস করে অন্য কোনো তরল জিনিস ব্যবহারের বৈধতা দেয়া যাবে না।

সাহিবে হিদায়া ইমাম মারগিনানী রহ. বলেন,

ولا يجوز (الوضوء) بما اعتصر من الشجر والثمر، لأنه ليس بماء مطلق. والحكم عند فقده منقول إلى التيمم، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية، فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه

“গাছ বা ফলের নিংড়িত পানি দ্বারা অযু করা যাবে না। কেননা এটি স্বাভাবিক পানি নয়। আর স্বাভাবিক পানি না পেলে তায়াম্মুম করতে হবে। (নাজাসাতে হাকীকি দূর করার ক্ষেত্রে যেমন স্বাভাবিক পানি ছাড়াও অন্যান্য তরল জিনিস ব্যবহার করা যায়, এখানে সেটা করা যাবে না। কেননা হদস দূর করার জন্য) এসকল অঙ্গ ধৌত করা তাআব্বুদী বিষয়। আর তাআব্বুদী বিষয় যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবেই পালন করতে হয়। এর ওপর কিয়াস করা যায় না।[২৩০]

লক্ষ্য করুন, নাজাসাতে হাকীকি দূর করা যেমন ইবাদত, হুকমী দূর করাও ইবাদত। অথচ একটিতে কিয়াস করা যাচ্ছে, অন্যটিতে করা যাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে ইমাম মারগীনানি রহ., ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. ও হুসামুদ্দীন সিগনাকি রহ. সহ হিদায়ার ব্যাখ্যাকারদের প্রত্যেকেই বলছেন, যে বিষয়টির ইল্লত স্পষ্ট, সেটিতে কিয়াস করা যাবে। আর যেটিতে ইল্লত স্পষ্ট নয়, সেটি তাআব্বুদী বিষয়, এতে কিয়াস করা যাবে না। আপাতত আমরা একটি উদাহরণই পেশ করলাম। তবে ফিকহের কিতাবসমূহে এসবের প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান।

তাই সমকালীন বিখ্যাত আলেম শাইখ সাইফ আলী আসরী হা. বলেন,

ومن تتبع القياس في كتب الفروع، أمكنه أن يستخرج مئات المسائل المبنية على القياس في العبادات.

২৩০. হিদায়া: ১/৭৫-৭৬; ফাতহুল কাদীর: ১/৭৬ (‘ওয়াল ওযিফাতু’ শব্দের টিকা); নিহায়া: (‘আল ওযিফাতু’ ও ‘ফালা তাতাআ’দ্দা’ শব্দদ্বয়ের টিকা)।

"কেউ যদি ফিকহী মাসায়েলের কিতাবসমূহে কিয়াসী বিষয়গুলো তালাশ করে, তাহলে সে এমন শত শত ইবাদত বিষয়ক মাসআলা পাবে, যা কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছে।"[২৩১]

'আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ': মর্মকথা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, 'ইবাদতের ক্ষেত্রে কিয়াস নয়, তাওকীফ জরুরী', একথাটি মূলত ব্যাখ্যাযোগ্য। এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। **এক.** এখানে ইবাদত বলতে সবধরনের ইবাাদত উদ্দেশ্য নয়।

দুই. ইবাদত দ্বারা তাআব্বুদ উদ্দেশ্য। সুতরাং 'আল আসলু ফিল ইবাদাহ আত তাওকীফ' এর আসল রূপ হলো- 'আল আসলু ফিত তাআব্বুদি আত তাওকীফ'।

'আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ' ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রচলিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের রেওয়াজ বা পদ্ধতি স্বতন্ত্র কোনো সত্ত্বাগত ইবাদত নয়। 'তাআব্বুদী' হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এক্ষেত্রে 'আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ' এই কায়দাটি প্রযোজ্য হবে না।

মীলাদুন্নবী উদযাপন মূলত কিছু দ্বীনি কাজের সহায়ক, যেমনটা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর বিভিন্ন দ্বীনি কাজ সর্বোত্তমভাবে আনজাম দেয়ার জন্য নতুন কোনো পদ্ধতি প্রচলন করার বিষয়টি তাওকীফি নয়।[২৩২] বরং সময় ও পরিস্থিতির চাহিদ অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম তাদের নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে এটি করতে পারেন। যেমন প্রচলিত তাবলীগ, সূফি তরীকাসমূহ ও আন্তর্জাতিক কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতাসহ ধর্মীয় বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি। তবে এ সকল নতুন পদ্ধতিতে শরীয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো বিষয় থাকতে পারবে না। আর মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন একটি চমৎকার রেওয়াজ ও পদ্ধতি, এ ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে ইমাম ও ফকীহগণ ফতোয়া দিয়ে আসছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের ফতোয়া উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.muslimdm.com

২৩১. আল বেদআতুল ইযাফিয়্যাহ: ১৬২

২৩২. হ্যাঁ, শরীয়া কর্তৃক যেসব দ্বীনি কাজের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে, সেসব বিষয়ে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা যাবে না। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"مَن سن في الإسلام سنة حسنة"

যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের ভাষ্য ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

বেদআতে হাসানার পক্ষে যখন 'মান সান্না ফিল ইসলামী সুন্নাতান হাসানাহ' এই হাদীসটি পেশ করা হয়, তখন বেদআতে হাসানাবিরোধীগণ এই হাদীসের কিছু অগ্রণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করেন। যাতে করে হাদীসটি থেকে বেদআতে হাসানার ইস্তিদলাল নেওয়া সম্ভব না হয়। এক্ষেত্রে তারা দুটি ব্যাখ্যা পেশ করেন।

এক. হাদীসটিতে মৃত সুন্নত জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। নতুন সুন্নত সৃষ্টি করতে বলা হয়নি।

দুই. হাদীসটিতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শরীয়া স্বীকৃত কোনো বিষয় সূচনা করার ফযীলত বলা হয়েছে। যেমন, দান করা। এটি শরীয়া স্বীকৃত বিষয়। তো যদি কখনো জিহাদের প্রয়োজনে, কিংবা গরীব-দুঃখীদের জন্য দান উঠানো হয়, তখন সর্বপ্রথম যে দান করবে, তার ফযীলত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে কখনোই প্রচলিত ছিল না, এমন কোনো বিষয় নতুন করে সৃষ্টি করতে বলা হয়নি।

আমাদের কথা হলো, হাদীসটির প্রেক্ষাপট যদিও দ্বিতীয় বিষয়টির সাথে মিলে যায়, তবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম এটিকে ব্যাপক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সম্পূর্ণ নতুন কোনো বিষয় প্রচলন বা বেদআতে হাসানার ক্ষেত্রেও তারা এই হাদীসটিকে ব্যবহার করেছেন। স্বয়ং নবীজি ﷺ ও এ ধরনের নতুন প্রচলন তৈরি করার ক্ষেত্রে 'সান্না' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

www.muslimum.com

মুআজ রা. (১৮ হি.) কর্তৃক সুন্নতে হাসানার উদ্ভব

وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ، فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلَاتِهِ. وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ، وَرَاكِعٍ، وَقَاعِدٍ، وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ... فَقَالَ: لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، قَالَ :فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا، قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا .

"(কেউ যখন -একটু দেরি করে- নামাজে আসত, তখন সে জানতে চাইত, এখন কত রাকাত হয়েছে। -তো যত রাকাত তার মিস হয়েছে, সেটা প্রথমে আদায় করে তারপর নবীজির সাথে একত্রিত হতো-। ফলে অবস্থা এমন হতো যে, সবাই তো নবীজির সাথেই নামাজ পড়ছে, কিন্তু কেউ আছে দাঁড়িয়ে, কেউ রুকু অবস্থায়, কেউ বৈঠকরত অবস্থায়, আর কেউ নবীজির সাথে ইকতিদা করছে।

তো এই অবস্থায় মুআজ রা. আসলেন। তিনি বললেন, আমি এভাবে ছুটে যাওয়া রাকাত প্রথমে আদায় না করে, ইমামকে যে অবস্থায় পাব সে অবস্থায় তার সাথে শরীক হব। (এবং ছুটে যাওয়া রাকাত ইমামের সালাম ফিরানোর পর আদায় করব)। <u>তখন নবীজি ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মুআজ তোমাদের জন্য একটি সুন্নত বা পন্থা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। তোমরা তার দেখানো পদ্ধতিতেই নামাজ আদায় করো</u>।"[২৩৩]

ইমাম ইবনু রাসলান রহ. বলেন,

قَال رَسول الله - ﷺ -: إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً (فيه منقبَة عَظيمة لمعَاذ، حيث سَنَّ هذه السنة الحسنة، كما قال - ﷺ" -: مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَة فلهُ أجرهَا...

"নবীজি ﷺ বলেন, 'মুআজ তোমাদের জন্য একটি সুন্নতের প্রবর্তন করেছেন', এই হাদীসে মুআজ রা. এর মহান কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে, <u>যেহেতু তিনিই এই সুন্নতে হাসানার প্রবর্তন করেছেন।</u> নবীজি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি সুন্নতে হাসানা প্রচলন করবে সে এর সাওয়াব পওয়ার পাশাপাশি..."

---

২৩৩. সুনানু আবি দাউদ: ১/১৩৮ (৫০৬);

বোঝা গেল, এখানে নবীজি ﷺ এমন একটি কাজের সূচনাকে সুন্নতে হাসানা দ্বারা বিশেষায়িত করলেন, যে কাজটি আগে কখনো করা হয়নি। এবং এই পদ্ধতির কথা অন্যকোনো সাহাবী চিন্তাও করেননি। বরং মুআজ রা. শরয়ী দলিলের আলোকে নিজস্ব ইজতিহাদে এটি করেছেন।[২৩৪]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. (৩২ হি.) ও সুন্নতে হাসানা
ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন,

عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ في قول الله عزَّوجلَّ : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

قال :ما قدَّمت من سُنّةٍ صالحةٍ يُعملُ بها من بعدِه، فله أجرُ مَن عمِل بها من غيرِ أن يَنقُصَ من أجُورِهم شيئًا، وما أخَّرت من سُنّةٍ سيِّئةٍ يُعمَلُ بها بعدَه، فإنّ عليه مثلَ وِزْرِ مَن عمِل بها...

"আল্লাহ তাআলার বাণী, 'প্রত্যেকেই জানতে পারবে, দুনিয়াতে সে কী রেখে এসেছে', এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, অর্থাৎ সে জানতে পারবে, দুনিয়াতে যেসব সুন্নতে সালিহা বা উত্তম কাজের প্রচলন করে এসেছে, আর মানুষ তার অবর্তমানে সে অনুযায়ী আমল করেছে। ফলে সে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। এবং সে জানতে পারবে, দুনিয়াতে যেসব বদ আমলের প্রচলন করে এসেছে, এবং মানুষ তার অবর্তমানে সে অনুযায়ী কাজ করেছে। ফলে সে তাদের সমপরিমাণ গুনাহের ভাগিদার হবে।"[২৩৫]

এখানে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সুন্নতে হাসানা বা সালিহা হিসেবে মৃত সুন্নত জীবিত করার কথা বলেননি। কিংবা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাল কাজে অগ্রগামী হওয়ার কথাও বলেননি। বরং এমন স্থায়ী সুন্নত প্রচলনের কথা বলেছেন, যে অনুযায়ী তার মৃত্যুর পরও আমল হতে থাকবে।

ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

"مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا" إِلَى آخِرِهِ، فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ، وَسَنِّ السُّنَنِ الْحَسَنَاتِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ اخْتِرَاعِ الْأَبَاطِيلِ وَالْمُسْتَقْبَحَاتِ... وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَذْمُومَةُ.

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম কাজের সূচনা করল, সে এর সাওয়াব পাওয়ার পাশাপাশি, পরবর্তীতে যারা এই অনুযায়ী কাজ করবে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও তার জন্য লিখা হবে।...' এই হাদীসের মধ্যে কোনো কল্যাণকর কাজের সূচনা করতে এবং নতুন কোনো সুন্দর প্রচলন তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। নিকৃষ্ট, বাতিল বা মুনকার কাজ আবিষ্কার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এই হাদীস দ্বারাই বোঝা যায়, নবীজি ﷺ এর বাণি- 'প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃতই বেদআত, আর প্রত্যেক বেদআত ভ্রষ্টতা' এটি মূলত ব্যাপক বা আ'ম অর্থে নয়। বরং এখানে ঐসকল মুহদাসাত ও বেদআতকে ভ্রষ্টতা বলা হয়েছে যা মুনকার ও নিন্দনীয়।"

তিনি আরো বলেন,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً. الْحَدِيثُ. وَفِي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة... هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَرِيحَانِ فِي الْحَثِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَنِّ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ، وَتَحْرِيمِ سَنِّ الْأُمُورِ السَّيِّئَةِ... سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْهُدَى وَالضَّلَالَةُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَهُ أَمْ كَانَ مَسْبُوقًا إِلَيْهِ. وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيمُ عِلْمٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

"হাদীসের বাণী- 'যে ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করল...' এবং হাদীসের বাণী- 'যে কোনো কল্যাণের দিকে আহ্বান করল', এই হাদীসদ্বয়ে বিভিন্ন উত্তম কাজ প্রচলন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এই কাজটি একেবারেই নতুন হতে পারে অথবা পূর্বের কোনো বিষয়কে নতুন করে প্রচার করার মাধ্যমেও হতে পারে। এটি হতে পারে শিক্ষা বিষয়ক, ইবাদত বিষয়ক,

২৩৪. শরহু ইবনি রাসলান আলা সুনানি আবি দাউদ: ৩/৪১৮
২৩৫. আত তামহীদ: ১৬/২৭৫

আদাব বিষয়ক ও অন্যান্য যেকোনো ভালো কাজ। এবং হাদীসদ্বয়ে নিন্দনীয় কাজ প্রচলন করা হারাম করা হয়েছে। এই কাজটি একেবারেই নতুন হতে পারে অথবা পূর্বের কোনো বিষয়কে নতুন করে প্রচার করার মাধ্যমেও হতে পারে।[২৩৬]

এখানে ইমাম নববী রহ. অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বেশকিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন:-
এক. 'মান সান্না সুন্নাতান হাসানা' নতুন বিষয় প্রবর্তন করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
দুই. সুন্নতে হাসানা যেমন তালীম তরবিয়াতের বিষয়ে হতে পারে, তা ইবাদতের বিষয়েও হতে পারে।
তিন. সুন্নতে হাসানা ও বেদআতে হাসানা একই জিনিস। কেননা তিনি 'কুল্লু বিদআ'তিন দালালাহ' কে উক্ত হাদীস দ্বারা খাস করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বলছেন, সকল বেদআত ভ্রষ্টতা নয়। কেননা হাদিসে কিছু বেদআতকে সুন্নতে হাসানা বলা হয়েছে। আর সেই বেদআতটি নিঃসন্দেহে হাসানা হবে।

ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

من سن سنة أي يأتي بطريق مرضية يقتدي به فيها

"তিনি বলেন, নবীজির বাণী- 'যে কোনো সুন্নতের প্রচলন করল', অর্থাৎ এমন একটি পথ বা পন্থা প্রবর্তন করল, যা (শরীয়া অনুযায়ী) সন্তোষজনক। এবং পরবর্তীতে লোকজন তার অনুসরণে উক্ত পন্থা অবলম্বন করল।"[২৩৭]

এখানে ' সুন্নত প্রচলন করা' এর ব্যাখ্যায় 'তরীক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর তরীক মানে কোনো পথ, পন্থা, পদ্ধতি। সুতরাং দ্বীনি কোনো বিষয়ে কল্যাণকর নতুন কোনো পদ্ধতি অবশ্যই সুন্নতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তা সরাসরি শরিয়া বিরোধী না হয়।

আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.) বলেন,

وقوله :(من سن في الإسلام سنّة حسنة)؛ أي :من فعل فعلاً جميلاً فاقتدي به فيه، وكذلك إذا فعل قبيحًا فاقتدي به فيه.

"তিনি বলেন, নবীজি ﷺ এর বাণী- 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম বিষয়ের প্রচলন ঘটালো'। অর্থাৎ, যে একটি সুন্দর কাজ করল অতঃপর লোকজন তার অনুসরণ করল। অনুরূপভাবে যে খারাপ কাজ করল, অতঃপর লোকজন তার অনুসরণে এই খারাপ কাজের পথে হাঁটল।"[২৩৮]

ইমাম হাসদান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. (৮৭০ হি.) বলেন,

قوله - " :-من سن في الإسلام سنة حسنة "الحديث، أي :أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها فله أجره... فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম বিষয়ের প্রচলন ঘটালো' অর্থাৎ এমন একটি পথ বা পন্থা প্রবর্তন করল, যা (শরীয়া অনুযায়ী) সন্তোষজনক। এবং পরবর্তীতে লোকজন তার অনুসরণে উক্ত পন্থা অবলম্বন করল। তাহলে সে এ কাজের সাওয়াব পাওয়ার পাশাপাশি...। এই হাদীসে নেক কাজের সূচনা করা ও উত্তম কাজের প্রচলন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।"[২৩৯]

ইমাম ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪ হি.) বলেন,

مَن سَنَّ في الإسلام سُنةً حسنةً"؛ أي :أتى بطريقةٍ مَرضيةٍ يُقتدَى به فيها.
"فله أجرُها"؛ أي :أجرُ عملِه.
"وأجرُ مَن عملَ بها"؛ أي :ومثلُ أجرِ مَن عملَ بتلك السُّنة.

২৩৬. শরহে মুসলিম: ৭/১০৪; ১৬/২২৭
২৩৭. শরহুত তীবি: ২/৫৭১
২৩৮. আল মুফহিম: ৩/৬৩
২৩৯. ফাতহুল কারীবিল মুজিব: ১/৫০২

"بعدَه"؛ أي :بعد ممات مَن سَنَّها، قُيِد به دفعاً لِما يُتوهَّم أن ذلك الأجر يُكتب له ما دام حيّاً

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম বিষয়ের প্রচলন ঘটালো' অর্থাৎ, এমন একটি পথ বা পন্থা প্রবর্তন করল, যা (শরীয়া অনুযায়ী) সন্তোষজনক। এবং পরবর্তীতে লোকজন তার অনুসরণে উক্ত পন্থা অবলম্বন করল। তাঁর বাণী- 'সে এটার সাওয়াব পাবে', অর্থাৎ সে তার উক্ত কাজের সাওয়াব পাবে। তাঁর বাণী- এবং যারা সে অনুযায়ী কাজ করবে', অর্থাৎ যারা তার প্রবর্তিত পন্থা অনুযায়ী কাজ করবে। তাঁর বাণী- 'সে পরবর্তীতেও এর সাওয়াব পাবে', অর্থাৎ, সে মৃত্যুর পরও এর সাওয়াব পাবে। এমন নয় যে, মৃত্যুর পর সাওয়াব বন্ধ হয়ে যাবে।"[২৪০]

ইমাম ইবনু আল্লান রহ. (১০৫৭ হি.) বলেন,

من سن في الإسلام سنة حسنة (أي: طريقة مرضية، وإن لم يكن حسنها بالنص بل بالاستنباط بأن دعا لفعلها بقول أو فعل أو أعان عليها أو فعلها فاقتدى به في فعلها

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম বিষয়ের প্রচলন ঘটালো' অর্থাৎ এমন একটি পথ বা পন্থা প্রবর্তন করল, যা (শরীয়া অনুযায়ী) সন্তোষজনক। যদিও সেই কাজের উত্তমতা নস দ্বারা সাব্যস্ত না হয়ে, কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া। আর একজন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে উত্তম কাজের প্রচলন করতে পারে। সেই কাজের প্রতি কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে আহ্বান করে অথবা সহযোগিতা করে, অথবা নিজে সেই কাজ করে।"[২৪১]

আমরা এখানে বেশ কয়েকজন হাদীস ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা উল্ল্যেখ রলাম। তারা কেউই বলেননি যে, হাদীসে মৃত সুন্নত জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। বরং প্রত্যেকেই বলেছেন, হাদীসের উদ্দেশ্য হলো- বিভিন্ন নেক আমলের নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি তৈরি করা বা বেদআতে হাসানার প্রচলন করা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেও সাওয়াবের অধিকারী হবে, যারা তার অনুসরণ করবে তারাও সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা হাবিল-কাবিলের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন কিয়ামত পর্যন্ত যত অবৈধ খুন হবে সবগুলোর গুনাহের ভাগ পাবে কাবিল। বোখারী শরীফে এসেছে,[242] لأنه أول من سن القتل অর্থ: কেননা সেই প্রথম অবৈধ হত্যার প্রচলন শুরু করেছিল।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পূর্বে যত মানুষ দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে ততজনের সওয়াব পাবেন হযরত খুবাইব রা.। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম এই প্রথা চালু করেন। বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাজিতে এসেছে,

فكان أَول من سن الركعتين عند القتل هو. صحيح البخاري (كتاب المغازي): ৩০৪৫

২৪০. শরহুল মাসাবীহ: ১/২০০

২৪১. দালীলুল ফালিহীন: ২/৪৪৬

২৪২ সহীহুল বুখারী: ৩৩৩৫

www.muslimdm.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"كل بدعة ضلالة"

বিশ্ববরেণ্য ইমামদের ভাষ্য ও একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

প্রচলিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সাহাবা, তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ী কারো যামানাতেই ছিল না। বরং এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি। তাই এটিকে শাব্দিকভাবে বেদআত বলা যায়। যেসকল ইমাম উক্ত আমলকে উত্তম বলেছেন, তারাও প্রথমে একে বেদআত বলে থাকেন। তারপর বলেন, এটি বেদআতে হাসানা।

কিন্তু মীলাদুন্নবী উদযাপনকে অবৈধ ও বেদআত ফতোয়া প্রদানকারী হযরতগণ বলেন, মীলাদ উদযাপনকে বেদআত বলে স্বীকার করে নেয়ার পর, একে বেদআতে হাসানা বলা হাদীস বিরোধী সিদ্ধান্ত। কেননা নবীজি ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা'।

তাই আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব, 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ কী বলেছেন। তারা কি হাদীসটিকে বেদআতে হাসানার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, নাকি হাদীসটির ব্যাপকতাকে সংকুচিত করেছেন। নিচে আমরা বিখ্যাত কয়েকজন হাদীস বিশারদদের বক্তব্য তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

(وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص والمُراد غالب البِدع... قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة... وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات. فإذا عرف ما ذكرته، علم أن الحديث من العام المخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب ﷺ في التراويح: "نعمت البدعة" ولا يمنع من كون الحديث عاماً مخصوصاً قوله "كل بدعة مؤكداً بكل"، بل يدخله التخصيص مع ذلك،

"হাদিসে উল্লেখিত 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অধিকাংশ বেদআতই ভ্রষ্টতা। এটি আ'মে মাখসূস। উলামায়ে কেরাম বলেন, বেদআত পাঁচ প্রকার। ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। এ বিষয়টি আমি 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত' কিতাবে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

তো বোঝা গেলো, হাদীসটি আ'মে মাখসূস[২৪৩]। অনুরূপভাবে এ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি হাদীসই আ'মে মাখসূস। তারাবীহের ব্যাপারে উমর রা. এর বক্তব্যটি বেদাআতের প্রকরণকে শক্তিশালী করে। তিনি বলেছেন, 'কতইনা সুন্দর বেদআত'। (অর্থাৎ, এখান থেকে বোঝা যায়, বেদআত সুন্দর হয়, আবার খারাপও হয়।) যদিও হাদীসটিতে 'কুল' শব্দটি এসেছে, তথাপি এটি মাখসূস হতে কোনো সমস্যা নেই, কেননা 'কুল' এর মধ্যেও তাখসীস হয়।"
অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَذْمُومَةُ

"হাদীসে 'প্রত্যেক বেদআত' এর মানে হলো, প্রত্যেক বাতিল ও নিন্দনীয় বেদআত।"[২৪৪]

হাফিজ ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী রহ. (৩৮৮ হি.) বলেন,

وقوله: "كل محدثة بدعة" فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض. وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه. وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة والله أعلم

"নবীজির ﷺ বাণী- 'প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃতই বেদআত' এটি নির্দিষ্ট কিছু নতুন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ নতুন জিনিস যা শরয়ী কোনো দলিল, ভিত্তি বা উসূল ও কিয়াসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু যদি সেই নতুন আবিষ্কৃত জিনিসটি শরয়ী কাওয়ায়েদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা বেদআত হবে না। ভ্রষ্টতাও হবে না।"[২৪৫]

---

২৪৩. স্বাভাবিকভাবে ব্যাপকতার অর্থ প্রদানকারী শব্দ যখন নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় বিভিন্ন দলিলের আলোকে সীমিত অর্থ প্রদান করে, তখন তাকে আ'মে মাখসূস বলে।

২৪৪. শরহু মুসলিম: ৬/১৫৪-১৫৫; ৭/১০৪

২৪৫. মাআ'লিমুস সুনান: ৪/৩০১

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বগভী রহ. (৫১৬ হি.) বলেন,

وَأَرَادَ بِمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ :مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مَرْدُودًا إِلَى أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، فَلَيْسَ بِضَلالَةٍ.

"হাদীসে 'মুহদাসাতুল উমূর' (নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ যেসবকে নবীজি ﷺ বেদআতও ভ্রষ্টতা বলেছেন।) এর দ্বারা ঐসকল নতুন আবিষ্কৃত বিষয় উদ্দেশ্য যা শরয়ী উসূল বা দলিলের ওপর কিয়াস করে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যদি তা শরয়ী উসূলের ওপর ভিত্তি করে বা কিয়াস করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে ভ্রষ্টতা হবে না।"[২৪৬]

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.) বলেন,

وقوله :شر الأمور محدثاتها: يعني: المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة والجواز، وهي المسمّاة بالبدع؛ ولذلك حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة .وحقيقة البدعة

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'নতুন আবিষ্কৃত জিনসই নিকৃষ্ট এবং প্রত্যেক নতুন জিনিসই বেদআত' এখানে ঐসকল নতুন জিনিস উদ্দেশ্য, যার বৈধতার পক্ষে শরয়ী কোনো দলিল নেই। আর এ ধরনের নতুন জিনিসকেই বেদআত বলা হয়। আর এ বেদআতকে কেন্দ্র করেই নবীজি ﷺ বলেছেন 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা'।"[২৪৭]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন,

كُلُّ بِدْعَةٍ صَدَرَتْ مِنْ مَخْلُوقٍ، فَلَا يخلو أَنْ يَكُونَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ أَوَّلَا، فَإِنْ كَانَ لَهَا أَصْلٌ كَانَتْ وَ اقِعَةً تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَخَصَّ رَسُولَهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالُهُ مَوْجُودًا كَنَوْعٍ مِنَ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ، فَهَذَا فِعْلُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفَاعِلُ قَدْ سُبِقَ إِلَيْهِ... وَإِنْ كانت في خلاف ما أمر الله بِهِ وَرَسُولُهُ فَهِيَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، قَالَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ : وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ...

"প্রত্যেক বেদআত বা নব আবিষ্কৃত জিনিস, হয়তো তার কোনো শরয়ী কোনো ভিত্তি থাকবে অথবা থাকবে না। যদি তার স্বপক্ষে শরয়ী ভিত্তি থাকে, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং এরূপ বেদআতগুলো প্রশংসনীয়। যদিও এসবের কোনো উদাহরণ পূর্বে না থাকে। যেমন, কোনো নির্দিষ্ট প্রকার নেক কাজ, দান ও বদান্যতা। তো এই নির্দিষ্ট প্রকার নেক কাজটি যদিও পূর্বে কেউ করেনি, তথাপি তা প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি এসব নতুন আবিষ্কৃত জিনিসের কোনোটি সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর নির্দেশনার বিরোধী হয়, তাহলে তা মুনকার ও নিন্দনীয় হবে। যেমনটা খাত্তাবী ও অন্যান্যরা বলেছেন। আর এটিই হচ্ছে নবীজি ﷺ এর বাণী- 'প্রত্যেক বেদআত ভ্রষ্টতা' এর ব্যাখ্যা।"

অর্থাৎ, প্রত্যেক ঐ বেদআত ভ্রষ্টতা, যার কোনো শরয়ী দলিলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং তা শরয়ী নসের সাথে সুস্পষ্ট বিরোধী। কিন্তু যদি তার স্বপক্ষে শরয়ী ভিত্তি থাকে, তাহলে তা ভ্রষ্টতাপূর্ণ নিন্দনীয় বেদআত হবে না।[২৪৮]

ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

قوله : "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص... والمراد بها غالب البدعة.

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা', এটি আ'মে মাখসূস। এখানে সকল বেদআত উদ্দেশ্য নয়, বরং অধিকাংশ বেদআত উদ্দেশ্য।"[২৪৯]

হাফিয ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫ হি.) বলেন,

((كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ)) ، والمراد بالبدعة : ما أُحْدِثَ ممَّا لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه ، فأمَّا ما كان له أصلٌ مِنَ الشَّرع يدلُّ عليه ، فليس ببدعةٍ شرعاً ، وإنْ كان بدعةً لغةً. إنتهى

---

২৪৬. শরহুস সুন্নাহ: ১/২০৮

২৪৭. আল মুফহিম: ২/৫০৮

২৪৮. আল জামি' লি আহকামিল কোরআন: ২/৮৭

২৪৯. শরহুল মিশকাত: ২/৫০৫

www.muslimbd.com

"হাদীসের ভাষ্য- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এখানে ঐসকল বেদআত উদ্দেশ্য, যা নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ তার পক্ষে শরয়ী কোনো দলিল বা ভিত্তি নেই। যদি সেই নতুন জিনিসের শরয়ী দলিল পাওয়া যায়, তবে তা শরয়ী বেদআ'ত হবে না (অর্থাৎ, তা হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত বেদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না)। যদিও তাকে লুগাহ বা শাব্দিক বিবেচনায় বেদআ'ত বলা যাবে।"[২৫০]

সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হি.) বলেন,

فمُرادُ الحديثِ :كُلُّ بِدعَةٍ لا يُسَاعِدُها دَلِيلٌ شَرْعِي، لأَنَّ الحَقَّ فيما جاء به؛ فمَا لَا يَرْجِعُ إليه بوجهٍ يكونُ ضلالة، إذ ليسَ بعدَ الحَقِّ إلَّا الضَّلالُ.

"হাদীসের বাণী- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা', এখানে প্রত্যেক ঐ বেদআত উদ্দেশ্য, যা শরয়ী দলীলের আলোকে প্রমাণ করা যায় না। কেননা নবীজি ﷺ এর আনীত শরীয়তই হক। সুতরাং যেসকল জিনিসকে কোনোভাবেই শরীয়ার দিকে ফিরানো যায় না, তা ভ্রষ্টতা। কারন শরীয়ার বাইরে সবকিছুই ভ্রষ্টতা।"

তিনি আরো বলেন,

وقوله" :وَ إِيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأُمُور "... والمراد :مَا أُحدِث غير راجع إلى أصل -كما سلف- أو دليل شرعي... فحينئذ الحديثُ عامٌّ أُرِيدَ به الخَاصُّ،

"নবীজির ﷺ বাণী- 'তোমরা নতুনসৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক'। এখানে ঐসকল নতুনসৃষ্ট বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য, যা শরয়ী কোনো মূলনীতি কিংবা শরয়ী দলীলের আলোকে প্রমাণ করা যায় না। বোঝা গেলো হাদীসটি আ'মে মাখসূস। (অর্থাৎ, পত্যেক নতুনসৃষ্ট বিষয়ই নিন্দনীয় নয়)"[২৫১]

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

والمُراد بقوله: "كل بدعة ضلالة" ما أَحَدث، ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام.

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এর দ্বারা ঐসকল বেদআত উদ্দেশ্য, যা নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ তার পক্ষে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনো শরয়ী দলিল নেই।"[২৫২]

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

قوله "بدعة" وهي إحداث أمر لم يكن في زمن النبي - عليه السلام.- فإن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار، وإن كان و اقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحضَّ عليه أورسوله فهو في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجودا؛ كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهذا فعل من الأفعال المحمودة لم يكن الفاعل قد سُبِقَ إليه،

ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد به الشرع؛ لأن رسول الله - عليه السلام - قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: "من سنَّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها".

"নবীজির ﷺ বাণী- 'বেদআত', বেদআত মানে এমন কাজ সৃষ্টি করা, যা নবীজি ﷺ এর জামানায় ছিল না। তো এই বেদআতটি যদি আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিপরীত হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় হবে। আর যদি তা আল্লাহ তাআলা কিংবা তাঁর রাসূল ﷺ যেসব বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, সেসবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা প্রশংসনীয় হবে। যদিও সে কাজটির কোনো নমুনা বা উদাহরণ পূর্বে না থাকে।

এই প্রকার নতুন বিষয়কে শরীয়ার আনিত বিধানসমূহের বিপরীত বলার কোনো সুযোগ নেই। কেননা নবীজি ﷺ তো এমন নতুন বিষয়ের জন্য সাওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো উত্তম কাজের সূচনা করল, সে তা

২৫০. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম: ২/১২৭
২৫১. আল মুঈন আলা তাফাহহুমিল আরবাঈন: ৩৩৭; ৩৪২
২৫২. ফাতহুল বারী:১৩/ ২৫৪

সূচনা করার সাওয়াব তো পাবেই, পাশাপাশি উক্ত কাজ করে যারা সাওয়াব লাভ করবে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও তার জন্য লিখা হবে।' [২৫৩]

ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. (৮৭০ হি.) বলেন,

قوله" :وكل بدعة ضلالة "هذا الحديث من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله - ﷺ" :- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা', এটি অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য। কোনোকিছুই এর বাহিরে নয়। এটি দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এই হাদীসের ব্যাখ্যা নবীজি ﷺ এর অন্য একটি বাণীর অনুরুপ। যেখানে তিনি বলেছেন, 'যে দীনের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় সৃষ্টি করলো, তা প্রত্যাখ্যাত হবে'। অর্থাৎ যদি ব্যক্তি এমন কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করা হয়, যা দ্বীনি বিষয় বলে অভিহিত করা হলো, অথচ দীনের কোনো মূলনীতিই এটিকে সমর্থন করে নাা, তাহলে তা ভ্রষ্টতা হিসেবে বিবেচিত হবে।"[২৫৪]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (৯১১ হি.) বলেন,

<<وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا>> قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: يَعْنِي الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلٌ يَشْهَدُ لَهَا بِالصِّحَّةِ. وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْبِدَعِ.
<<وكل بِدعَة ضَلَالَة>> قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا عَام مَخْصُوص. وَالْمرَاد غَالب الْبدع. فَإِن الْبِدْعَة خَمْسَة...

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ নিকৃষ্ট'। কুরতুবী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ঐসকল নতুন জিনিস উদ্দেশ্য, যার বৈধতার পক্ষে শরয়ী কোনো দলিল নেই। আর এ ধরনের নতুন জিনিসকেই বেদআত বলা হয়। নবীজি ﷺ এর বাণী- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা'। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, এটি আ'মে মাখসূস। অর্থাৎ, অধিকাংশ বেদআতই নিকৃষ্ট। (সর্বপ্রকার বেদআতই নিকৃষ্ট নয়) কেননা, বেদআ'ত তো পাঁচ প্রকার।"[২৫৫]

ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. (৯২৩ হি.) বলেন,

وهي (البدعة) خمسة واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث "كل بدعة ضلالة "من العام المخصوص

"বেদআত পাঁচ প্রকার। ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। আর হাদীসের ভাষ্য- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এটি আমে মাখসূস।"[২৫৬]

শাইখুল ইসলাম যাকারিয়্যা আনসারী রহ. (৯২৬ হি.) বলেন,

البدعة قد تكون مندوبة وأما خبر كل بدعةٍ ضلالةٌ فمن العام المخصوص

"বেদআত কখনো কখনো মুস্তাহাবও হয়। আর হাদীসের বাণী: 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এটি মূলত আ'মে মাখসূস।"[২৫৭]

ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

وَقَوْلُهُ " :كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " عَامٌ مَخْصُوصٌ. قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْقَوَاعِدِ :" الْبِدْعَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ... وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ... وَإِمَّا مَنْدُوبة...

"নবীজি ﷺ এর বাণী- 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা', এটি আ'মে মাখসূস। ইজ্জুদ্দীন ইবনু আব্দিস সালাম রহ. তার 'আল কাওয়াইদ' কিতাবের শেষ দিকে বলেন, বেদআত কখনও ওয়াজিব হয়, কখনও হারাম হয়, আবার কখনও মুস্তাহাব হয়।"[২৫৮]

---

২৫৩ . নুখাবুল আফকার: ২/১৫২
২৫৪. ফাতহুল কারিবিল মুজিব: ১/৫৩৫
২৫৫. হাশিয়াতুস সুয়ূতী আলা সুনানিন নাসাঈ: ৩/১৮৮-১৮৯; শরহুস সুয়ূতী আলা মুসলিম: ২/৪৪৫
২৫৬. ইরশাদুস সারী: ৩/৪২৬
২৫৭. মিনহাতুল বারী: ৪/৪৪১
২৫৮. মিরকাতুল মাফাতীহ: ১/২২৩

www.muslimmm.com

www.muslimdm.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
তারকুন নবী ﷺ: হুজ্জিয়্যাত ও দালালাত

উসূলবীদদের বক্তব্য ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন বেদআত প্রমাণ করার জন্য অনেকেই বলে থাকেন, এ কাজতো নবীজি ﷺ বা তাঁর সাহাবীদের কেউ করেননি। অর্থাৎ, তারা নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করাকে বা 'তারকুন নবী'কে সে কাজের নিষিদ্ধতার দলিল মনে করেন। অথচ জুমহুর উসূলবীদদের মতে তারকুন নবী কোনো কাজের নিষিদ্ধতার দলিল নয়। তো এই পরিচ্ছেদে আমরা এ ব্যাপারে উসূলবীদ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যাতঃ খোলাসা বক্তব্য

নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা সে কাজের নিষিদ্ধতার দলিল হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তহাভী রহ. (৩২১ হি.), ইমাম আবু বকর আল জাস্সাস রহ. (৩৭০ হি.), ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.), ইমাম ইবনু কুদামা রহ. (৬২০ হি.), ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. (৭০২ হি.), ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.), ইমাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.), ইমাম ইবনু মুফলিহ রহ. (৭৬৩ হি.), ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানী মালেকী রহ. (১০৯৯ হি.), ইমাম মানসুর বিন ইউনুস আল বুহুতী রহ. (১০৫১ হি.), ইমাম শাওকানী রহ. (১২৫০ হি.) ও ইমাম সানআনী রহ. (১১৮২ হি.) সহ উম্মতের জুমহুর ইমামের মতে তা নিষিদ্ধতার দলিল নয়। বরং ভিন্ন দলীলের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করতে হবে যে, কাজটি নিষিদ্ধ বলেই তিনি এটি ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা, নবীজি ﷺ অনেক সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক উত্তম কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অপেক্ষাতর 'কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম উত্তম' এমন অনেক কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তো নবীজি ﷺ কোনো কাজ ছেড়ে দিলেই যদি সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তো এসব অপেক্ষাতর 'কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম উত্তম' এমন অনেক কাজই নিষিদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হবে।

অন্যদিকে ইমাম সামআনী রহ. (৪৮৯ হি.), আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.) ও ইমাম যাহাবী রহ. (৭৫২ হি.) সহ কয়েকজন ইমাম মনে করেন, নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করলে বা ছেড়ে দিলে তা ঐ কাজের নিষিদ্ধতার দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

ইখতিলাফের মূল প্রতিপাদ্য

'তারকুন নবী'র প্রকারভেদঃ

নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা বা তারকুন নবী দু'ধরনের-

এক. বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই নবীজি ﷺ এর সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছেন। একে বলা হয়, **আত তারকুল মাকসুদ**। যেমন, সফরে নবীজি ﷺ বাহনের ওপর নফল পড়তেন। কিন্তু কখনও ফরয পড়েননি। আর এমনটি তো সম্ভব নয় যে, নবীজি ﷺ সফরে বাহনে থাকাবস্থায় কখনোই ফরয নামাজের সময় হয়নি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সফরে বাহনের ওপর ফরয নামাজ আদায়ের বিষয়টি তিনি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছেন। আবার, যখন মদ পান হালাল ছিল তখন রাসূল ﷺ তা পান করা থেকে বিরত থেকেছেন। এটিও তিনি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছেন। কেননা, এমনটি তো সম্ভব নয় যে, তিনি আসলে মদ হালালের বিষয়টি জানতেন না কিংবা নবীজি ﷺ এর সামনে মদ নামক কোনো জিনিস উপস্থিত ছিল না।

দুই. বিষয়টি নবীজি ﷺ এর সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা এড়িয়ে গেছেন, এমনটি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বরং বিষয়টি কোনো কারণে নবীজির সামনে উপস্থিত ছিল না বা তিনি এ ব্যাপারটি নিয়ে ভাবেননি, এমনটিই অনুমেয়। যেমন, বেলাল রা. অযূ করে নিয়মিত দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। অথচ এর পূর্বে নবীজি ﷺ কখনোই এ আমল করেননি এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ কাজ করতে বলেননি। তো অযু করার পর দু'রাকাত নামাজ পড়ার ব্যাপারটি নবীজির সামনে

www.muslimdm.com

উপস্থিত ছিলো বা এ বিষয়টি তার মনে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেও করেননি এবং অন্যদেরও করতে বলেননি, এমনটি নিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যাবে না।

আবার, তিনি একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে তিনি মিম্বারে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন। তো যতদিন তিনি গাছের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিয়েছেন ততদিন মিম্বারে খুতবা না দেওয়ার কারণ এই নয় যে, সেটি নিষিদ্ধ ছিল। বরং মিম্বারে খুতবা দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে তিনি ভাবেননি।

যে ধরনের তারকুন নবীর ব্যাপারে ইখতিলাফ:

আমরা জানি, ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস চারটি। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। নবীজি ﷺ এর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহ শিরোনামের অধীনে তিনটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত । তার কাওল, ফে'ল ও ইকরার। 'তারকুন নবী' মূলত ফে'লের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু বকর আল জাস্সাস রহ. বলেন,

أن أفعاله عليه الصلاة و السلام يعتورها معنيان: الأخذ و الترك.

"নবীজি ﷺ এর ফে'ল" এ শিরোনামের অধীনে দুটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়। **এক.** কোনো কিছু করা বা ঘটানো। **দুই.** কোনো কিছু ত্যাগ করা বা ছেড়ে দেয়া।"[২৫৯]

এখন প্রশ্ন হলো, কোন ধরনের 'তারক' ফে'লের অন্তর্ভুক্ত হবে? এ ব্যাপারে ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. বলেন,

الترك فعل إذا قصد.

"কোনো কাজ না করা তখনই ফে'লের অন্তর্ভুক্ত হবে যখন তা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া হবে।"[২৬০] অর্থাৎ, আত তারকুল মাকসুদ বা প্রথম প্রকার তারক-ই ফে'লের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম ইবনু আমিরিল হাজ্জ রহ. (৮৭৯ হি.) বলেন,

الترك فعل إذا طلبته النفس.

"কোনো কাজ না করা তখনই ফে'লের অন্তর্ভুক্ত হবে যখন তা মনের চাহিদার মধ্যে থাকবে"।[২৬১] অর্থাৎ, কোনো বিষয় যদি হৃদয়ে উদ্রেক না হওয়ার কারণে ছুটে যায়, তাহলে তা ফে'লের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বোঝা গেলো, যে কাজ নবীজি ﷺ এর সামনে উপস্থিত না থাকা, বা না ভাবার কারণে তিনি করেননি, সেটি ফে'লের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কওল ও তাকরীরের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং যে কাজ নবীজির সামনে উপস্থিত না থাকার দরুন তিনি করেননি, তা না করা আমাদের জন্য সুন্নাহ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মূলকথা: নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা দু প্রকার। **এক.** উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছেড়ে দেয়া। একে **আত তারকুল মাকসুদ** বলে। এটি নিয়েই মূলত ইখতেলাফ। জুমহুরের মতে তা নিষিদ্ধতার দলিল নয়। **দুই.** কাজটির অস্তিত্ব না থাকার কারণে বা সেটি নিয়ে না ভাবার দরুন তা না করা। এটি কারও মতেই নিষিদ্ধতার দলিল নয়। কেননা, তা সুন্নাহের অন্তর্ভুক্তই নয়।

তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যাত: জুমহুরের মতামত

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...

"রাসূল ﷺ তোমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করো এবং যেসব জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তি দাতা"।[২৬২]

---

২৫৯. আল ফুসূল ফিল উসূল: ৩/২২৩
২৬০. আল মানসূর ফিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ: ১/২৮৪
২৬১. আত তাকরীর: ২/৮২
২৬২. সূরা হাশর: ৭

ইমাম আলূসী রহ. (১২৭০ হি.) বলেন,

واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي، ولا يكفي فيه عدم الترك.

"এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোনো বিষয়ের নিষিদ্ধতার জন্য সরাসরি তার নিষেধ থাকা শর্ত। তিনি যেহেতু করতে বলেননি তাই এটি নিষেধ, এমনটি বলা সঠিক হবে না"।[২৬৩]

নবীজি ﷺ বলেন,

وما أمرتكم به فأتوا منه ماستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوه...

"যখন আমি তোমাদের কোনো কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করি তখন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আর যখন কোনো ব্যাপারে আদেশ করি তখন তা সাধ্যমতো আদায় করার চেষ্টা করো"।[২৬৪]

আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. (১৩৮০ হি.) এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

ولم يقل: وما تركته فانتهوا عنه، فالترك لا يفيد التحريم.

"এখানে নবীজি ﷺ এ কথা বলেননি যে, আমি যা ছেড়ে দিয়েছি তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং, 'তারক' নিষিদ্ধতার দলিল নয়"।[২৬৫]

ইমাম আবু জা'ফর তহাভী রহ. (৩২১ হি.) বলেন,

وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها – أي داخل الكعبة- دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها...

"নবীজি ﷺ কা'বা অভ্যন্তরে নামাজ না পড়া, তাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল নয়।[২৬৬]

ইমাম আবূ বকর আল জস্‌সাস আল হানাফী রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

ليس في ظاهر الترك دلالة على حكمه في نفسه: من وجوب، أو ندب، أو إباحة.

"নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা, সে কাজ না করা বা ছেড়ে দেয়ার আবশ্যকতা, উত্তমতা কিংবা বৈধতা কোনোটিই নির্দেশ করে না।"[২৬৭]

ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

الفعل قسمان أخذ وترك، ثم احد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا إلا بدليل، فكذلك القسم الآخر.

"ফে'ল দু প্রকার। কোনো কিছু ঘটানো এবং কোনো কিছু ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয়া। তো রাসূল ﷺ কোনো কাজ ছেড়ে দেয়াটা যেমন আমাদের জন্যও সে কাজ ছেড়ে দেয়াটা আবশ্যক করে না, ঠিক তেমনিভাবে রাসূল ﷺ কোনো কাজ করা আমাদের জন্যও সে কাজ করাকে আবশ্যক করে না"।[২৬৮]

ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. (৭০২ হি.) বলেন,

وليس الترك بدليل على الامتناع.

"নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা সে কাজের নিষিদ্ধতার দলিল নয়"।[২৬৯]

ইমাম ইবনু কুদামা আল হাম্বলী রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

২৬৩. রুহুল মাআনী: ১৪/২৪৪
২৬৪. বুখারী: ৭২৮৮
২৬৫. হুসনুত তাফাহ্হুম ওয়াদ দারক: ১২
২৬৬. শরহু মাআনিল আছার: ১/৩৮৯
২৬৭. আল ফুসূল ফিল উসূল। ৩/২২৩
২৬৮. উসূলুস সারাখসী: ২/৮৮
২৬৯. ইহকামুল আহকাম: ১/২১১

www.muslimdm.com

ترك النبي لا يدل على الكراهة فإن النبي قد يترك المباح كما يفعله.

"নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা উক্ত কাজের কারাহাতকে আবশ্যক করে না। নবীজি ﷺ মুবাহ কাজ কখনও করতেন, কখনও করতেন না"।[২৭০]

ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجرد عن القرائن، وكذا تركه لا يدل على وجوب ولا تحريم.

"সাধারণত রাসূল ﷺ কোনো কাজ করা বা না করা সরাসরি সে কাজের আবশ্যকতা কিংবা নিষিদ্ধতা কোনোটিই নির্দেশ করে না"।[২৭১]

ইমাম ইবনু মুফলিহ হাম্বলী রহ. (৭৬৩ হি.) বলেন,

ووجه كراهة التطوع قبلها – أي صلاة العيد- وبعدها ما هو صحيح مشهور أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وفيه نظر، لأن عدم الفعل لا يدل على الكراهة، وترك المستحب لمستحب أولى منه، لا يدل على أن المتروك ليس مستحب.

"ঈদের নামাযের আগে বা পরে নফল নামায পড়া মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে সাধারণত এই দলিল পেশ করা হয় যে, তিনি ﷺ ঈদের নামাজের আগে বা পরে কোনো নামায পড়েননি। তো এ দলিলের মধ্যে আপত্তির জায়গা রয়েছে। কেননা, তাঁর ﷺ কোনো কাজ না করা সে কাজের কারাহাতকে নির্দেশ করে না। আর অপেক্ষাতর শ্রেষ্ঠ মুস্তাহাবের জন্য অন্য মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়ার মানে এই নয় যে, ছেড়ে দেওয়া মুস্তাহাব বিষয়টি আসলে মুস্তাহাবই নয়"।[২৭২]

ইমাম মানসূর বিন ইউনুস আল বুহুতী রহ. (১০৫১ হি.) বলেন,

وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح.

"নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা সে কাজের কারাহাতকে আবশ্যক করে না। কেননা, নবীজি ﷺ অনেক সময় অনেক মুবাহ কাজ করতেন না"।[২৭৩]

এছাড়াও আরো অনেক ইমাম একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, নবীজি ﷺ কোনো কাজ না করা সরাসরি সে কাজের নিষিদ্ধতার দলিল নয়।

তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যত: কতিপয় ইমামের মতামত

ইমাম সামআনী রহ. (৪৮৯ হি.) বলেন,

إذا ترك النبي ﷺ شيئا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه. ألا ترى أنه لما قدم إليه الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن قال لهم: إني أعافه، وأذن لهم في تناوله.

"নবীজি ﷺ যখন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন তখন আমাদের জন্যও সে কাজ করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তার অনুসরন করা আবশ্যক হবে। কেননা, যখন নবীজি ﷺ এর সামনে দাব্ব -এক ধরনের বিশেষ প্রাণী, যা দেখতে অনেকটা গুইসাপের মতো- রাখা হলো তখন তিনি তা খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। এটা দেখে সাহাবায়ে কেরামও তা খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। তখন নবীজি ﷺ তাদেরকে খেতে বললেন এবং নিজে না খাওয়ার কারণ দর্শিয়ে বললেন, আসলে এটি খেতে আমি অভ্যস্ত নই"।[২৭৪]

---

২৭০. আল মুগনী: ১/১০৪
২৭১. ফাতহুল বারী: ৩/৫৪৭
২৭২. আন নুকাতু ওয়াল ফাওয়াইদ: ১/১৬৩
২৭৩. কাশফুল কিনা': ১/১০৬
২৭৪. কাওয়াতিউল আদিল্লাহ: ১/৩১১

এখানে ইমাম সামআনী রহ. এ ঘটনা দিয়ে দলিল দিচ্ছেন যে, -কোনো কাজ থেকে নবীজি ﷺ বিরত থাকার মানে সে কাজটি নিষিদ্ধ- এমনটি যদি না হতো তাহলে সাহবায়ে কেরাম কেন বিরত ছিলেন?। বোঝা গেলো কোনো কাজ থেকে তাঁর বিরত থাকার মানে সে কাজটি নিষিদ্ধ।

ইমাম সামআনী রহ. তার দাবীর স্বপক্ষে যে দলিলটি পেশ করেছেন, সেই দলীলের পর্যালোচনা করতে গিয়ে হাফিয আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. বলেন,

قلت: جوابه عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بحرام، يدل على أن تركه لا يقتضي التحريم، فلا حجة له في الحديث، بل الحجة فيه عليه.

"আমি বলব, -নবীজি ﷺ দাব্ব খাওয়া থেকে বিরত থাকার দরুন সাহাবায়ে কেরামও যখন তা খাওয়া থেকে বিরত রইলেন তখন নবীজি বললেন, তোমরা খাও,- এটা হারাম নয়। নবীজি ﷺ এর এই কথা থেকে স্পষ্ট এটিই বুঝে আসে যে, তিনি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা সে জিনিসের নিষিদ্ধতাকে আবশ্যক করে না। সুতরাং এ হাদীসের মধ্যে ইমাম সামআনীর দাবীর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বরং হাদীসটি তার বিপক্ষেই যায়"।[২৭৫]

অর্থাৎ, নবীজির বিরত থাকার কারণে সাহাবায়ে কেরাম ভেবেছিলেন যে, খাদ্যটি হয়তো নিষিদ্ধ তাই তিনি খাচ্ছেন না। তখন নবীজি ﷺ তাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এটি খাওয়া থেকে বিরত থাকার মানে এ নয় যে তা নিষিদ্ধ, যেমনটা তোমরা মনে করছো। বরং আমার মন চায় না বলে খাই না। আর জুমহুর তো এ কথাই বলেন যে, নবীজি ﷺ কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা সে কাজের নিষিদ্ধতার দলিল নয়। সুতরাং হাদীসটি জুমহুরের মতকেই শক্তিশালী করে। আর ইমাম সামআনী রহ. সহ কতিপয় ইমাম যে রায় পেশ করেন। (অর্থাৎ, নবীজি ﷺ কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার মানে সেটি নিষিদ্ধ) হাদীসটি উক্ত রায়কে ভুল বলে প্রমাণ করে।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (৮৫২ হি.) বলেন,

أن يكون ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت مقتضيات فعله، ومع ذلك لم يفعله.

চাহিদা বা দাবি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নবীজি ﷺ যা করেননি, সেটি করা আমাদের জন্যও জায়েয হবে না।[২৭৬]

আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার এই মূলনীতিটি কোনোভাবেই সঠিক নয়। কেননা, এমন অসংখ্য আমল রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরাম করেছেন কিন্তু নবীজি করেননি। অথচ এসব আমলের মূল দাবি ও তা পূরণের আগ্রহ নবীজি ﷺ এর মাঝে পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আবার এমন অসংখ্য আমল রয়েছে যা তাবেয়ীগণ করেছেন কিন্তু সাহাবী বা নবীজি ﷺ কেউ করেননি। অথচ এসব আমলের মূল দাবী ও তা পূরণের আগ্রহ নবীজি ﷺ ও সাহাবাদের মাঝে পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন: বেলাল রা. অযুর পর দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। উসমান রা. সবসময় টানা রোযা রাখতেন ও এক রাকাতে কোরআন খতম করতেন । আর তামীম আদ দারী রা. সারারাত জেগে ইবাদত করতেন এবং এক রাকাতে কোরআন খতম করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ভয় ও ভালোবাসার দাবি এবং তা পূরণে বেশি বেশি তার পছন্দনীয় কাজ করার আগ্রহ নবীজি ﷺ এর মধ্যে সবচে বেশি থাকা সত্ত্বেও তিনি এসব করেননি।

আবার ইমাম আহমাদ রহ. দৈনিক তিনশ রাকাত নামাজ পড়তেন। উমাইর বিন হানী রহ. দৈনিক এক হাজার রাকাত নামাজ পড়তেন। ওয়াইস আল কারনী রহ. সারারাত ধরে কখনও সিজদাতে কাটিয়ে দিতেন, আবার কখনও রুকুতে কাটিয়ে দিতেন। এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. টানা পঞ্চাশ বছর ইশার অযু দিয়ে ফযরের নামাজ পড়েছেন।

২৭৫. হুসনুত তাফাহহুমি ওয়াদ দারক: ১৩
২৭৬. ইকাতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম: ২/১০২

www.muslimdm.com

অথচ বেশি বেশি আল্লাহর পছন্দনীয় কাজের আগ্রহ নবীজি ﷺ এবং সাহাবাদের মধ্যে বেশি থাকা সত্ত্বেও তারা এসব করেন নি। এখন কেউ যদি বলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি তার পছন্দনীয় কাজ করার আগ্রহ নবীজি ﷺ এর মাঝে পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি এগুলো করেননি, তাই সাহাবীদের এসকল কাজ বেদআত। অনুরূপভাবে তাবেয়ীদের এসব কাজও বেদআত- তাহলে কেউ এটা মেনে নেবে না।[২৭৭]

স্বয়ং আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এমন অনেক আমল করতেন যা তার পূর্বে কেউ করেননি। ইমাম উমর বিন আলী আল বায্যার রহ. বলেন,

فر أيته يقرأ الفاتحة، ويكررها، ويقطع ذلك الوقت كله، أعني: من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها.

আমি তাকে -ইবনু তাইমিয়াকে- দেখলাম তিনি সূরা ফাতিহা পড়ছেন। তিনি এটি বার বার পড়তে লাগলেন। এমনকি ফযরের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এটি আওড়াতে লাগলেন। -এটি তার নিয়মিত আমল ছিল- ।[২৭৮]

তারকুন নবী ও সুকূতুন ফি মাকামিল বায়ান: সাদৃশ্য ও পার্থক্য

السكوت في مقام البيان يفيد الحصر- এটি একটি প্রসিদ্ধ কায়দা। অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, কোনো কাজ করা বা বলার সময়, যেসব কাজ করা বা বলা থেকে বিরত থাকা হবে, সেসব কাজ ঐ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই ধরা হবে।

এই ধরনের সুকূত দলিল যোগ্য। মুজতাহিদ ইমামগণ যখন এ ধরনের সুকুতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন অনেকে মনে করে, তারা স্বাভাবিক তরককে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হাফিয আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. (১৩৮০ হি.) বলেন,

وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان.

"অর্থাৎ, অনেকেই 'সুকুতুন ফি মাকামিল বায়ান' এ মাসআলাটিকে সাধারণ
'আত তারকুল মাকসূদ' এর সাথে গুলিয়ে ফেলে"।[২৭৯]

সুতরাং, কোনো কোনো ইমাম দলিল হিসেবে যদিও মুতলাকভাবে আত তারকুল মাকসুদ কে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারা এর মাধ্যমে 'সুকুতুন ফি মাকামিল বায়ান' এ কায়দাকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

সিদ্ধান্তঃ পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা গেলো, স্বাভাবিকভাবে তারকুন নবী হুজ্জত নয়। এবং তা কোনো কাজের বৈধতা, অবৈধতা, কারাহাত কিংবা হুরমত কোনো কিছুর উপরই দালালাত করে না। যেমনটা জাস্সাস রহ. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নবীজি ﷺ মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন না করা, এর নিষিদ্ধতাকে আবশ্যক করে না।

---

২৭৭. সহীহ মুসলিম:২২৩; হিলয়াতুল আউলিয়া:১/৫৬; ৯/১৮১; ২/৮৭; ২/১৬৩; ফাতহুল মুবীন: ১০৮; সুনানে তিরমীযি: ১২/২৯৮

২৭৮. আল আ'লামুল আলিয়্যাহ: ৩৮

২৭৯. হুসনুত তাফাহহুমি ওয়াদ দারক: ২৪

www.muslimdm.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"من تشبه بقوم فهو منهم"

বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: একটি ভুল চিন্তার সংশোধন

অনেকেই মনে করেন, বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ দু'ভাবে হতে পারে।

এক. ভিন্ন ধর্মের কোনো সংস্কৃতি হুবহু তাদের মতো করে পালন করা বা সরাসরি তাদের উৎসবে যোগ দেয়ার মাধ্যমে। যেমন বিধর্মীদের মতো থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করা, হিন্দুদের কোনো ধর্মীয় উৎসবে কিংবা খৃষ্টানদের বড় দিন উৎসবে যোগ দেয়া।

দুই. ভিন্ন ধর্মের কোনো সংস্কৃতির বিপরীতে মসলিমদের জন্য নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি তৈরি করা। যেমন ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপনের খ্রিষ্টীয় রীতির বিপরীতে নবীজি ﷺ এর জন্মদিন উদযাপনের সংস্কৃতি তৈরি করা।

অথচ এই ক্ষেত্রে সঠিক চিন্তা হলো, উপরোল্লিখিত প্রথম সূরতটি বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হিসেবে গণ্য হলেও, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। সপ্তম হিজরী শতাব্দির মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদ দুররুল মুনাযযাম' কিতাবের ভূমিকায় এই পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

প্রথম সূরতটি বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু সকলেই একমত, তাই এ ব্যাপারে দলিল পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি না। দ্বিতীয় সূরতটি বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হিসেবে গণ্য না হওয়ার স্বপক্ষে দুটি উদাহরণ পেশ করছি।

উদাহরণ-০১: আনাস রা. বলেন,

قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و لهم يومان يلعبون فيهما. فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى و يوم الفطر.

"নবীজি ﷺ মদিনায় এসে দেখলেন, মদিনবাসিরা বিশেষ দুটি দিনে আনন্দ উদযাপন করে। তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা মদিনায় ইসলাম আগমনের পূর্ব থেকেই এ উৎসব করে আসছি। তখন নবীজি ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এর পরিবর্তে নতুন দুটি দিন নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা আনন্দ উদযাপন করবে। সে দুটি দিন হলো: ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহা।"[২৮০]

এখানে নবীজি ﷺ বছরের নির্দিষ্ট দু'দিন উৎসব পালন করার জাহিলী সংস্কৃতির বিপরীতে মুসলিমদের জন্য নতুন একটি সংস্কৃতি জারি করে দিলেন। যদি বিজাতীয় সংস্কৃতির বিপরীতে ভিন্ন কোনো সংস্কৃতি তৈরি করাও তাদের অনুসরণই হয়, তাহলে তো আমাদের ঈদ দুটিও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হিসেবে গণ্য হবে!! (নাউযুবিল্লাহ)

উদাহরণ-০২: ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى و بني إسرائيل من عدوهم، فصامه، فقال: أنا أحق بموسى منكم فصامه و أمر بصيامه.

"নবীজি ﷺ মদিনায় আগমন করে দেখলেন যে, তারা আশুরার দিন রোযা রাখছে। এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, এটি এক মোবারাক দিন। এ দিনে আল্লাহ তাআলা মুসা আ. ও বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মুসা আ. ও এ দিনে রোযা রাখতেন। নবীজি ﷺ তখন বললেন, মুসা আ. এর ব্যাপারে আমিই অধিক হকদার। এরপর থেকে নবীজি ﷺ নিজে এ দিনে রোযা রাখতেন এবং সাহাবাদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।"[২৮১]

ইবনু আব্বাস রা. আরো বলেন,

---

২৮০. আবু দাউদ: ১১৩৪

২৮১. সহীহুল বুখারী: ২০০৪;

حين صام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم عاشوراء، و أمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود و النصارى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فإذا كان العالم القابل-إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"যখন রাসূল ﷺ এ দিনে রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকে রোযা রাখতে বল্লেন, তখন সাহাবারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এটি এমন দিন যে দিনকে ইহুদি-নাসারারা সম্মান করে। -অর্থাৎ, আমাদের কাজটি তো বিজাতির সাথে মিলে যাচ্ছে- তখন নবীজি ﷺ বললেন, আগামি বছর ইনশাআল্লাহ আমরা নয় তারিখে একটি রোযা বৃদ্ধি করে রাখব।"[২৮২]

এখানে নবীজি ﷺ আশুরার দিনের রোযা রাখার ইহুদী সংস্কৃতিকে নিজস্ব সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। এবং যখন দেখলেন যে, এটা হুবহু তাদের সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন দশ তারিখের রোযার সাথে আরো একটি রোযা বৃদ্ধি করে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার আদেশ দিলেন। কিছু বর্ণনা মতে, আশুরার দিনের রোযা নবীজি ﷺ মদীনায় আগমনের পূর্বেও রেখেছেন। সুতরাং এতে ইহুদিদের অনুসরণ হয় না। এখানে বেশকিছু জবাব দেয়া যায়। তবে আমরা কেবল দুটি ফায়দা উল্লেখ করছি।

ফায়দা-০১: মদীনায় এসে যখন দেখলেন যে, আশুরার দিন রোযা রাখা ইহুদিদের সংস্কৃতি, তখন কিন্তু নবীজি ﷺ আশুরার রোযা ত্যাগ করেননি। বোঝা গেলো, মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত কোনো সংস্কৃতি যদি কাকতালীয়ভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে মিলে যায়, তাহলে তা বিজাতীয় অনুসরণ হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

ফায়দা-০২: যেসকল বর্ণনায় নবীজি ﷺ মদীনায় আগমনের পূর্বেই আশুরার রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে, সেখানে এটাও রয়েছে যে, এই রোযা জাহিলী যুগেও রাখা হতো। তারপর নবীজি ﷺ তা রাখা শুরু করেন এবং কখনোই তা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেননি। তো এখানে ইহুদিদের অনুসরণ না হলেও, জাহিলী প্রথার অনুসরণ হয়ে যাচ্ছে না?! বোঝা গেলো, বিজাতীয় সংস্কৃতির বিপরীতে নিজস্ব সংস্কৃতি রচনা করা নিন্দনীয় তাশাব্বুহ নয়।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন বনাম ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপন

অনেকেই দাবি করেন, মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন মূলত খৃষ্টানদের ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপনের অনুসরণে সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হয়ে থাকে। তাই আমরা এখন বোঝা র চেষ্টা করব, সত্যিই কি এতে বিজাতিদের অনুসরণ হয় কি না?

প্রথমত: মীলাদ উদযাপন প্রচলনের শুরু থেকে ইমাম শাতেবী রহ., ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ., ইবনুল হাফফার রহ. ও আল্লামা শাওকানী সহ যারাই এর বিরোধিতা করেছেন, তাদের কেউই একে খৃষ্টানদের অনুসরণ বলে অভিযোগ করেননি । আর ইমাম ও মুজতাহিদ আবু শামাহ রহ., সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ., ইবনু হাজার আসকালানী রহ., সাখাভী রহ. ও সুয়ূতী রহ. সহ প্রায় সত্তরজন ইমাম ও মনীষিদের প্রত্যেকেই একে বৈধ বলেছেন। তাদের মধ্য থেকেও কেউ একে বিজাতীদের অনুসরণ হিসেবে গণ্য করেননি। আমাদের জানামতে এই অভিযোগ সর্বপ্রথম উত্থাপন করেছেন সালাফী ও ওয়াহাবী আলেমগণ।

দ্বিতীয়ত: আমরা প্রথমেই প্রমাণ করেছি, বিজাতীদের অনুসরণ হয় তাদের সংস্কৃতি হুবহু তাদের মতো করে পালন করা বা সরাসরি তাদের উৎসবে যোগ দেয়ার মাধ্যমে। ভিন্ন ধর্মের কোনো সংস্কৃতির বিপরীতে মুসলিমদের জন্য নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি তৈরি করা তাদের অনুসরণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং আমরা যদি সরাসরি খ্রিষ্টানদের মীলাদে ঈসা আ. উৎসবে যোগদান করতাম, তাহলে সেটা তাদের অনুসরণ হিসেবে গণ্য হতো।

তৃতীয়ত: বিলাদুল হিজায ও বাদশা মুজাফফরুদ্দীনের বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ঠিক কোন পরিপ্রেক্ষিতে সূচনা হয়েছিল, তার কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা নেই। সুতরাং কোনো প্রমাণ ছাড়া তাদের উদযাপিত মীলাদকে খৃষ্টানদের অনুসরণে সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করা অত্যন্ত অযৌক্তিক কাজ। অনেকে ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. এর

২৮২. সহীহ মুসলিম: ১১৩৪

একটি উক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মূলত খ্রিষ্টানদের অনুসরণেই এটি তৈরি হয়েছে। অথচ তিনি মীলাদের সূচনাকারী নন। বরং মীলাদ সূচনার দুইশত বছর পরের ব্যক্তিত্ব।

তাছাড়া তিনি এখানে সূচনার ইতিহাস বলেননি, বরং একটি ফায়দা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। এবং এটি তার একান্তই ব্যক্তিগত মতামত। তাই মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ফতোয়া প্রদানকারী ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ.নিজেও ইবনুল জাযারী রহ. এর ওপর আপত্তি করেছেন। বোঝা গেলো, এটি ইবনুল জাযারী রহ. এর একান্ত নিজস্ব বক্তব্য। মীলাদ সূচনার ক্ষেত্রে এটিই মূল কারণ ছিল, এমনটা বলার সুযোগ নেই।

চতুর্থত: বিলাদুল মাগরিবে মীলাদের সূচনা করেছেন ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ.। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম আযাফী রহ. তার অনবদ্য গ্রন্থ 'আদ দুররুল মুনাযযাম' কিতাবের শুরুতে মীলাদ উদযাপনের সূচনার প্রেক্ষাপট ও কারণ বর্ণনা করেছেন। মূলত তৎকালীন আন্দালুস ও আযাফী রহ. এর নিজ অঞ্চল মরক্কোর ঐতিহাসকি শহর 'সাবতা'সহ মাগরিবের বিভিন্ন এলাকার মুসলিমগণ খৃষ্টানদের মীলাদে ঈসা আ. সহ তাদের বিভিন্ন উৎসবে নিয়মিত যোগদান করত।

ইমাম আবু বকর তরতুশী রহ. তার 'কিতাবুল হাওয়াদিসি ওয়াল বিদা' ও আযাফী রহ. তার 'আদ দরুরুল মুনাযযাম' কিতাবের ভূমিকায় তাদের এমন কাজকে বেদআত ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ বলে অভিযোগ করেন, এবং মুসলিমদেরকে সতর্ক করেন। কিন্তু যুগের পর যুগ এভাবে তাদের সংস্কৃতিতে যোগদানের ফলে মুসলিমগণ ভয়ংকরভাবে এসবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই মুসলিমদেরকে এমন গর্হিত বেদআত ও খৃষ্টানদের অনুসরণ থেকে মুক্ত করার জন্য ইমাম আযাফী রহ. মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতি হিসেবে মীলাদুন্নী ﷺ উদযাপনের সূচনা করেন। তিনি বলেন,

فأمعنت النظر وأمعنت الفكر فيما يشغل عن هذه البدع ويدفع في صدور هذا المنكر ولو بأمر مباح ليس على فاعله جناح مما تطمئن إليه نفوسهم... فنبهتهم على ميلاد المصطفى سيد ولد آدم خاتم النبيين.

"তাই আমি গভীরভাবে এটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, কোন জিনিসটি তাদেরকে এসব বেদআত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, এগুলোকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে পারে?! এটা হতে পারে এমন একটি ভিন্ন সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে, যা শরীয়ত অনুমোদিত থাকবে। এবং মানুষের অন্তরও অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে এটি গ্রহণ করবে। অতঃপর আমি তাদেরকে সর্বশেষ নবী, সকল আদম সন্তানের নেতা হযরত মুস্তফা ﷺ এর মীলাদের ব্যাপারে ধারণা দিলাম, উৎসাহিত করলাম।"[২৮৩]

ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. এর ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম রহ. মীলাদ উযাপন সূচনার কারণ ব্যাক্ত করতে গিয়ে 'আদ দুররুল মুনাযযাম' কিতাবের তাকমিলায় বলেন,

ليتخذوا مولده الكريم موسما يتركون به ما كانوا يقيمونه من أعياد النصارى وعوائدهم التي يجب لمغانيها أن تعطل، ولمبانيها أن تهدم

"মীলাদ উদযাপনের সূচনা করা হয়েছে, যাতে মুসলিমগণ নাসারাদের বিভিন্ন
উৎসব ও রীতি পালন ত্যাগ করে নবীজি ﷺ এর মীলাদকে নিজেদের উৎসব
হিসেবে গ্রহণ করে।"[২৮৪]

বোঝা গেলো, খৃষ্টনাদের অনুসরণের জন্য নয়, বরং তাদের অনুসরণ থেকে মুসলিমদেরকে মুক্ত করার জন্যই মীলাদ উদযাপনের সূচনা হয়েছে।

খ্রিষ্টনদের উদযাপিত উৎসবের সাথে মুসলিমদের মীলাদ উদযাপনের পার্থক্য বর্ণনা করে ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. বলেন,

أما ميلاد النبي صلى الله عيله وسلم عند المسلمين فإنه موسم يعتنى به في الحواضر تعظيما له ﷺ على حد لا يقع فيه الناس بالعبودية كما فعلته النصارى.

---

২৮৩. আদ দুররুল মুনাযযাম কিতাবের ভূমিকা
২৮৪. আল মুসান্নাফাতুল মাগরিবিয়্যাহ: ১/১৭৮

"আর মুসলিমদের নিকট মীলাদুন্নবী ﷺ একটি উৎসবের দিন। নবীজির ﷺ প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শহর ও নগরসমূহে এটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে তারা খ্রিস্টানদের মতো তাদের নবীকে উলূহিয়্যাতের পর্যায়ে নিয়ে যায় না।"[২৮৫]

ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. (৪৮৮ হি.) বলেন,

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة، وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان، ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة

এসব কাজকে বেদআত বলা, মুসলিমদের জন্য এই দিনকে বৈধ উৎসবের দিন নয় বলে দাবি করা এবং একে নাইরুজ ও মেহরাজানের সাথে তুলনা করা চরম আপত্তিকর বিষয়। প্রতিটি কলবে সালীম এমন সিদ্ধান্তকে ঘৃণা করে। প্রতিটি সুস্থ বিবেক এমন কথাকে প্রত্যাখ্যান করে।"[২৮৬]

খ্রিষ্টানদের মীলাদ উদযাপনের সাথে মুসলিমদের মীলাদ উদযাপনের পার্থক্য থাকার কারণেই মাগরিবের জুমহুর উলামায়ে কেরাম একে সমর্থন করেছেন, প্রশংসা করেছেন।

ইমাম ইবনু মারযুক রহ. (৭৮১ হি.) বলেন,

سمعت شيخنا الإمام أبا موسى بن الإمام رحمة الله عليه وغيره من مشيخة المغرب يحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب وما وضعه العزفي في ذلك واختياره، وتبعه في ذلك فيه ولده الفقيه أبو القاسم _وهما من الأئمة- فاستصوبوه واستحسنوا مقاصده فيه والقيام بها، وقد كان نقل عن بعض علماء المغرب إنكاره.

"মাগরিবে মীলাদের রাতে যেসকল কাজের উদ্ভব হয়েছে এবং আবুল আব্বাস আযাফী যে পথ ও পদ্ধতি তৈরি করেছেন এবং পরবর্তীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম তার বাবার অনুসরণে যা করেছেন, এ ব্যাপারে আমি আমাদের শাইখ ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রাহিমাহুল্লাহ সহ মাগরিবের অনেক মাশায়েখকে আলোচনা করতে শুনেছি। তারা একে অনুমোদন করেছেন। মীলাদ উদযাপন প্রচলনের পিছনে আযাফীর উদ্দেশ্য ও সেটির বাস্তবায়নকে তারা ভালোকাজ হিসেবে দেখেছেন। তবে মাগরিবের কিছু আলেম থেকে এই বর্ণনা আছে যে, তারা একে অপছন্দ করেছেন। -আবুল আব্বাস আযাফী ও তার ছেলে আবুল কাসিম দু'জনই ইমাম ছিলেন-।"[২৮৭]

ইমাম সাখাভী রহ. (৯০২ হি.) বলেন,

وأما ملوك الأندلس والمغرب فلهم فيه ليلة يسير بها الركبان، يجمع فيها أئمة العلماء من كل مكان.

"আর মাগরিব ও আন্দালুসের সুলতানগণ মীলাদের রাতে এমন আয়োজন করেন যে, সেখানে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে হাজির হয়। সকল জায়গা থেকে বড় বড় ইমামগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন।"[২৮৮]

www.muslimdm.com

২৮৫. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৩/৫৭৩
২৮৬. আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)
২৮৭. জিনাল জান্নাতাইন: ২১১
২৮৮. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ঈদ শব্দের ব্যবহার

অনেকে মনে করেন, নবীজির ﷺজন্মদিনকে ঈদ হিসেব গ্রহণ করা বেদআত। তাদের এই কথার কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. নবীজির জন্মদিনকে কোনো ধরণের উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করাই বেদআত। দুই. নবীজির জন্মদিনকে উৎসব বা শুকরিয়া আদায়ের দিন হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হলেও, ঈদের দিনের মতো বড় কোনো উৎসবের দিনে হিসেবে গ্রহণ করা বেদআত। তিন. মীলাদুন্নবী সা. উদ্যাপন বৈধ হলেও একে ঈদ শব্দে আখ্যায়িত করা বেদআত।

তো যারা প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাদের জন্যই আমাদের এই বইটি লেখা হয়েছে। তাই তাদেরকে বইটি পূর্ণ মনোযোগের সাথে পড়ার অনুরুধ রইল। আশাকরি মীলাদ উদ্যাপন বেদআত না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

যারা দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাদেরকে অনুরুধ করব এই বইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ার। সেখানে প্রমাণ করা হয়েছে- সূচনাকাল থেকেই মীলাদ উদ্যাপন অত্যন্ত মহাসমারোহে হয়ে আসছে। এবং যুগ যুগ ধরে ইমামগণ এই ধরণের উৎসবকেই বৈধ ফতওয়া দিয়েছেন।

যারা তৃতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাদের সাথে আমাদের মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। একান্তই শব্দগত ইখতিলাফ।

মূলত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে ঈদ শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও বরেণ্য ইমামদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত।

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ: শাব্দিক বিশ্লেষণ

আল মুজামুল ওয়াসিতের ভাষ্যমতে-

كل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة

“প্রত্যেক ঐ দিনকে ঈদ বলা হয়, যেদিনে প্রিয় কিংবা সম্মানীত স্মৃতি চারণে লোকজন একত্রিত হয়ে তা উদযাপন করেন।”[২৮৯]

মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল মুআসিরার ভাষ্যমতে-

يوم سرور يُحتفل فيه بذكرى حادثةٍ عزيزة أو دينيَّة

“ঈদ মানে খুশির দিন, যে দিনে দ্বীনি বা প্রিয় কোনো ঘটনার বা প্রেক্ষাপটের স্মৃতি চারণ উদযাপন করা হয়।”[২৯০]

মুজামুল গণীর ভাষ্যমতে-

يَوْمٌ لِلاحْتِفَالِ وَالتَّذْكَارِبِحَادِثٍ دِينِيٍّ أَوْ تَارِيخِيٍّ مُهِمٍّ.

“গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বা দ্বীনি কোনো ঘটনার স্মৃতিচারণ উদযাপন করা।”[২৯১]

মুজামুর রায়েদের ভাষ্যমতে,

كل يوم يحتفل فيه بتذكار أحد الصالحين أو أحد الأبطال أو حدث وطني أو حادثة هامة: «عيد الاستقلال، عيد الأضحى، عيد الميلاد

“প্রত্যেক ঐ দিনকে ঈদ বলা হয়, যে দিনে কোনো বুযুর্গ, দুঃসাহসী বীর, জাতীয় বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণ উদযাপন করা হয়।”[২৯২]

---

২৮৯. আল মুজামুল ওয়াসিত: (عيد)

২৯০. মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ: (عيد)

২৯১.মুজামুল গণী: (عيد)

www.muslimdm.com

ওপরে বর্ণিত অভিধানগ্রন্থসমূহের ভাষ্যমতে, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্মৃতিচারণ উদযাপন করাকে শাব্দিকভাবে ঈদ বলা হয়। বোঝা গেলো, পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণে বার রবিউল আউয়ালে আমরা যে উদযাপন করে থাকি, সেটিকে শাব্দিকভাবে ঈদ বলতে কোনো সমস্যা নেই।

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ: উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

বহুকাল পূর্ব থেকেই উলামায়ে কেরাম মীলাদ উদযাপনকে ঈদ হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছেন।

ইমাম ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. (৭৯২ হি.) বলেন,

أما المولد: فالذي يظهرلي أنه عيد من أعياد المسلمين، وموسم من مواسيمهم

"আর মাওলিদের ব্যাপারে কথা হলো, আমার মতে এটি মুসলিমদের ঈদ বা খুশির দিন, উৎসবের দিন।[২৯৩]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুর রাসসা (৮৯৪ হি.) রহ. বলেন,

ويتجمل في ذلك اليوم بما أمكن من اللباس الحسن. ويعتقد أنه عيد.

"প্রত্যেকেই এই দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করবে। এই বিশ্বাস রাখবে যে, আজ ঈদ বা উৎসবের দিন।"[২৯৪]

ইমাম ইবনু জাযারী রহ. (৮৩৩ হি.) বলেন,

فرحم الله إمرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا

"আল্লাহ তাআলা রহম করুন ঐ ব্যক্তিকে যে এ মাসের রাত্রিগুলোকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে।"[২৯৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম খারাশী রাহিমাহুল্লাহ (১১০১ হি.)

وَكَرِهَ بَعْضٌ صَوْمَ يَوْمِ الْمَوْلِدِ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ

"ফুকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ মীলাদের দিন রোযা রাখা মাকরুহ বলেছেন। কেননা, এটি মুসলিমদের ঈদের দিন।"[২৯৬]

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.) বলেন,

فرحم الله إمرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا

আল্লাহ তাআলা রহম করুন ঐ ব্যক্তিকে যে এ মাসের রাত্রিগুলোকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে।[২৯৭]

এছাড়াও যেসকল ইমাম মীলাদ উদযাপনকে ঈদ হিসেব আখ্যায়িত করেছেন বা এই ব্যবহার সমর্থন করেছেন-

- ইমাম আহমাদ যাররুক আল ফাসী রহ. (৮৯৯ হি.)[২৯৮]
- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল কাউরী রহ. (৮৭২ হি.)[২৯৯]
- ইমাম সাখাভী রহ. (৯০২ হি.)[৩০০]
- ইমাম কাসতাল্লানী রহ. (৯২৩ হি.)[৩০১]

---

২৯২. মুজামুর রায়েদঃ (عيد)

২৯৩. আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)
২৯৪. তাযকিরাতুল মুহিব্বীন: ১৫৪
২৯৫. আত তিবরুল মাসবুক: ১৪
296 .আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল খলীল: ২/২৪১
২৯৭. মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ: ২৭৪
২৯৮. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১
২৯৯. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১
৩০০. আত তিবরুল মাসবুক: ১৪
৩০১. আল মাওয়াহিব: ১৪৮

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও ধরন: উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

www.muslimdm.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

www.muslimdm.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল আযাফী রহ. এর হাত ধরে বিলাদুল মাগরিবে[৩০২] মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের সূচনা হয়। তিনি তৎকালীন মাগরিবের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য 'সাবতা'র[৩০৩] কাযী ছিলেন। বিলাদুল মাগরিবে তিনিই সর্বপ্রথম মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ধারণা প্রদান করেন, এবং নিজ রাজ্য সাবতায় তা বাস্তবায়ন করেন। তার এই চিন্তার পেছনে বিলাদুল মাশরিক বা ইরাকের ইরবিলে পালিত হওয়া মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং তৎকালীন "সাবতা" ও আন্দালুসের মুসলিমদেরকে চলমান সাংস্কৃতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করার জন্য, একান্তই নিজস্ব চিন্তা থেকে তিনি এই সংস্কৃতির ধারণা প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম আযাফী রহ. সাবতার আমীর হন। তার মাধ্যমে ৬৪৮ হিজরীতে বিলাদুল মাগরিবে সর্বপ্রথম প্রশাসনিকভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের সূচনা হয়। এখান থেকেই সমগ্র বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই সংস্কৃতিটি পালিত হতে থাকে। সূচনার শুরু থেকেই মাগরিবের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এটিকে সমর্থন করেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য

ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. বলেন,

أبو يعقوب المريني أول ملك قام بالمغرب بإقامة ليلة المولد الشريف؛ وكان العزفي ﷺ قد أقامه بسبتة، وبه وقع الإقتداء

"আবু ইয়াকুব আল মারীনি হলেন প্রথম মাগরিবের সুলতান, যিনি মীলাদ উদযাপনের আয়োজন করেছেন। মূলত আযাফী রহ. সাবতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীতে সবাই তারই অনুসরণ করেছে।"[৩০৪]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হাফিয আবুল আব্বাস আহমাদ আল মাক্কারী রহ. বলেন,

المولد السعيد، الذي سنه ببلاد المغرب الشيخ أبو العباس العزفي، وتلك السنة باقية إلى الآن بحسن نيته، واعتنائه بالجناب العلي، نفعه الله بذلك.

"মীলাদুন্নবী উদযাপনের ব্যাপারটি বিলাদুল মাগরিবে সর্বপ্রথম শাইখ আবুল আব্বাস আল আযাফী প্রচলন করেন। তার সুন্দর নিয়্যত ও নবীজির শান-মানের প্রচারে এমন পদক্ষেপের কারণে, এই সুন্নত বা প্রচলন আজও বিদ্যমান। আল্লাহ তাকে এই কাজের উত্তম প্রতিদান দিন।"[৩০৫]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমাদ বিন খালেদ আন নাসিরী বলেন,

www.muslimdm.com

---

৩০২. সাবতা (সেউটা) রাজ্য ভৌগলিকভাবে আল মাগরিবুল আকসা বা বর্তমান মরক্কোর অন্তর্ভূক্ত। যা উত্তর আফ্রিকার উপকূল এবং জিব্রাল্টার প্রণালিতে অবস্থিত। বিখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের হাতে এটি মুসলিমদের কতৃত্বাধীন হয়। ঐতিহাসিক এই উপকূলীয় শহর থেকেই তারিক বিন যিয়াদ স্পেন অভিমুখে রওনা হন। জিব্রাল্টার প্রণালি পার হয়ে জাবালে তারেকের পাদদেশে নোঙর করেন। ইমাম কাযী ইয়ায রহ. এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে এটি স্পেন শাসনাধীন রয়েছে। দেখুন, আল ইস্তিকসা: ১/১৫২-১৫৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২০/২১২; https://shorturl.at/UnRyL

৩০৩. তৎকালীন বিলাদুল মাগরিব বা আল মাগরিবুল ইসলামী বা আল মাগরিবুল আরাবী বলতে আধুনিক কালের তিনটি দেশকে বোঝা নো হতো। মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া। ঐতিহাসিকগণ প্রথমটিকে আল মাগরিবুল আকসা, দ্বিতীয়টিকে আল মাগরিবুল আওসাত ও তৃতীয়টিকে আল মাগরিবুল আদনা বলে থাকেন। আধুনিক কালে লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও মাগরিবের দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এসব দেশ মূলত মালেকী মাযহাব প্রধান দেশ।

৩০৪. আল মানাকিবুল মারযুকিয়্যাহ: ২৬৮

৩০৫. আযহারুর রিয়ায: ১/৩৯

وَاعْلَم أَنه قد كَانَ سبق السُّلْطَان يُوسُف إِلَى هَذِه المنقبة المولدية بَنو العزفي أَصْحَاب سبتة فهم أول من أحدث عمل المولد الْكَرِيم بالمغرب

"এটা জেনে রাখুন যে, এই মহান মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে সুলতান ইউসুফ থেকে আযাফী পরিবার অনেক এগিয়ে রয়েছে। কেননা, তারাই সর্বপ্রথম মাগরিবে মীলাদ উদযাপন প্রবর্তন করেছেন।"[৩০৬]

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ আল আযাফী রহ.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

পূর্ণ নাম, জন্ম ও বেড়ে উঠা: আবুল আব্বাস আহমাদ বিন কাযী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল লাখমী আল আযফী আস সাবতী আল মালেকী। 'ইবনু আবী আযফা' নামে প্রসিদ্ধ। ৫৫৭ হিজরী সালে রমযান মাসে ঐতিহাসিক সাবতা অঞ্চলে আরবীয় লাখমী গোত্রের বিখ্যাত আযাফী[৩০৭] পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত এই ইলমী পরিবারেই তার অধ্যয়নের সূচনা হয়। বাবা ফকীহ কাযী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ রহ. এর কাছে পড়াশোনা শুরু করেন।

ইলম অর্জন: শাইখুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবু মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ রহ. (৫৯১ হি.) এর কাছে কিরাআ'তে সাবআ'র উপর বিশবার পূর্ণ কোরআনের দারস নেন। এছাড়াও তার কাছে তিনি শাইখুল ইসলাম হাফিয আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব রহ. (১৯৩ হি.) কৃত 'মুআত্তা', আবুল হাসান কাবিসী রহ. কৃত 'আল মুলাখ্খাস' ও ইবনু আব্দিল বার রহ. এর 'আত
তাক্বাস্সী'সহ হাদীসের অনেক 'মুসনাদ' ও 'আজযা' এর দারস গ্রহণ করেন।

আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন হুবাইশ রহ. (৫৮৪ হি.), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জা'ফর রহ. (৫৮৬ হি.) ও আবুল কাসিম আব্দুর রহমান আস সুহাইলী রহ. (৫৮১ হি.) এর মতো ইমামদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনু বাশকুয়াল রহ. (৫৭৮ হি.), হাফিয আবু বকর মুহাম্মদ আল ইশবীলি রহ. (৫৭৫ হি.), হাফিয আব্দুল হক ইশবীলি রহ. (৫৮১ হি.) ও মাশরিকের অনেক ইমাম থেকে তিনি হাদীসের ইযাজত লাভ করেন।

দারস-তাদরীস: ইলম অর্জন শেষে নিজ অঞ্চল সাবতায় হাদীস ও ফিকহের তাদরীসের কাজে নিয়োজিত হন। ফলে তার থেকে ইলম অন্বেষণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে উলামা-তলাবার আগমন ঘটতে থাকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ আল ইশবীলি রহ. (৬৬৬ হি.), প্রখ্যাত নাহুবিদ ইমাম আবুল হুসাইন আল ইশবীলি রহ. (৬৮৮ হি.) ও হাফিয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল কুযায়ী ইবনুল আব্বার রহ. (৬৫৮ হি.) ছাড়াও অনেক বরেণ্য ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে অঞ্চলটি ইলম ও মা'রেফাতের শহরে পরিণত হয়। বেদআতের বিরোধিতা এবং সালাফ ও সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তাসনীফাত: তার রচিত 'বারনামাজ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব, যেখানে তিনি তার শুয়ূখ ও তাদের থেকে রেওয়ায়েতসমূহ উল্লেখ করেছেন। যদিও কিতাবটি এখনও মাফকুদ। 'আদ দুররুল মুনাযযাম' তার মাওলিদ বিষয়ক ঐতিহাসিক অমর গ্রন্থ। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এর মতো বিখ্যাত ইমামও নিজস্ব সনদে উক্ত কিতাবটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও "মিনহাজুর রুসূখ ফি ইলমীন নাসিখ ওয়াল মানসূখ" সহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে তার।

ইমামদের দৃষ্টিতে আবুল আব্বাস আযাফী রহ.

---

৩০৬. আল ইস্তিকসা: ৩/৯০

৩০৭. আরবীয় লাখম গোত্রের একটি ঐতিহাসিক পরিবার হচ্ছে আযাফী পরিবার। এই পরিবার ছিল সাবতার সবচেয়ে প্রভাবশালী ইলমী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেন্দ্র। ৬৪৭ হিজরীতে ফকীহ আবুল কাসিম মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল আযাফী রহ. সাবতার শাসনভার গ্রহণের মধ্যদিয়ে সাবতায় আযাফী পরিবারের শাসনের সূচনা হয়। ৮২৮ হিজরী পর্যন্ত মোট ৮০ বছর তারা এটি শাসন করেন। আবুল কাসিম আযাফী রহ. এর পূর্বে তার বাবা ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. প্রায় ২০ বছর সাবতার কাযী ছিলেন। **তথ্যসূত্র:** *মাজাল্লা দিয়ালী-২০১৮, সংখ্যা-৭৫ (আল আযাফিয়্যুন ওয়া দাউরুহুম)*

ইমাম যাহাবী রহ. (৭৪৮ হি.), ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.), হাফিয ইবনু মাসদী আল গারনাতী রহ. (৬৬৩ হি.), আবুল হাসান আলী ইশবীলি রহ. (৬৬৬ হি.) ও আবুল কাসিম ইবনু শাত রহ. (৭২৩ হি.) এর ভাষায় তিনি-

كان إماما، مفننا،فقيها، معتمد بلده بفقهه وسنده، من خاتمة أهل العلم بالسنة والإنتصار لها. بقية المحدثين. وكان ذا فضل وصلاح، وجلالة وإتقان. صنف كتابا في المولد وجوده. وكان على طريقة شريفة من التسنن، و اقتفاء السلف والإكباب على سلوك سبل الخيركلها.

"ইমাম, বহুশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, ফকীহ, ফিকহ ও সনদের ক্ষেত্রে তিনি নিজ দেশেরে সবচে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন সুন্নাহর আলেম। সুন্নাহ সংরক্ষণে অগ্রগামী। প্রকৃতঅর্থেই অনেক বড় মুহাদ্দিস। অত্যন্ত দক্ষ, মর্যাদাবান ও নেককার। মাওলিদ বিষয়ক অত্যন্ত উঁচু মানের একটি কিতাব লিখেছেন। সালাফের অনুসরণ ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার মর্যাদাপূর্ণ পন্থার উপর সর্বদা অটল ছিলেন।"[৩০৮]

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও প্রেক্ষাপট

প্রাককথন: বিলাদুল মাগরিব বা উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে মীলাদুলন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ধারণা দেন ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ আস সাবতী আল আযাফী রহ.।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হাফিয আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল মাক্কারী রহ. এর ভাষায়-

المولد السعيد، الذي سنه ببلاد المغرب الشيخ أبو العباس العزفي، وتلك السنة باقية إلى الآن بحسن نيته، واعتنائه بالجناب العلي، نفعه الله بذلك.

"মীলাদুন্নবী উদযাপনের ব্যাপারটি বিলাদুল মাগরিবে সর্বপ্রথম শাইখ আবুল আব্বাস আল আযাফী প্রচলন করেন। তার সুন্দর নিয়্যত ও নবীজির শান-মানের প্রচারে এমন পদক্ষেপের কারণে, এই সুন্নত বা প্রচলন আজও বিদ্যমান। আল্লাহ তাকে এই কাজের উত্তম প্রতিদান দিন।"[৩০৯]

মীলাদ উদযাপনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেন তার ঐতিহাসিক বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফি মাউলিদিন নাবিয়্যিল আ'যম'।[৩১০] এই কিতাবের শুরুতে তিনি বেদআত ও ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে তাশাব্বুহ ও তাদের অনুকরণের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিসানা মানহাজে বেশ মজবুত আলোচনা করেন। তারপর তিনি মীলাদ উদযাপন প্রচলন করার কারণ ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। এবং কিভাবে তিনি এর বাস্তবায়ন শুরু করলেন, কোন কোন আপত্তির সম্মুখীন হলেন, তাও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কিতাবটি মোট ৪৫ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত জানার আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট: মূলত তৎকালীন যামানার 'সাবতা' ও 'আন্দালুসের' মুসলিমগণ চরম সাংস্কৃতিক অধঃপতনের স্বীকার হয়েছিলেন। এই অঙ্গনে তারা সম্পূর্ণরূপে সেখানকার খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করছিলেন। ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপনসহ তাদের বড় বড় সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোতে মুসলিমগণ হুবহু তাদের মতো করে অংশগ্রহণ করত। এই দিনগুলোতে নিজেদের দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ সবধরনের কার্যক্রম বন্ধ রাখত। বিশাল ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। সবসময় তারা এই উৎসবগুলোর জন্য অপেক্ষা করত। যতই সময় ঘনিয়ে আসত, তত বেশি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করত।

আর এই উৎসবগুলো যেহেতু ঈসা আ. ও ইয়াহইয়া আ. এর জন্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাই খ্রিষ্টানদের মতো মুসলিমরাও কেবল এই দু'জন নবীরই জন্মবৃত্তান্ত চর্চা করত। হিজরী সন গণনার পরিবর্তে খ্রিষ্টানদের অনুসরণে তারা খ্রিষ্টীয় সন গণনায়

৩০৮. (উপরের প্রত্যেকটি তথ্য নিম্নের গ্রন্থে রয়েছে) বারনামাজু শুয়ূখির রাঈনী: ৪২-৪৩; বারনামাজু ইবনু আবির রাবী: ২৬০; তারীখুল ইসলাম: ১৪/১০০, ৪৬/১৪১;

তাওযীহুল মুশতাবিহ:৬/২৩২; নাইলুল ইবতিহাজ: ৭৭; কিফায়াতুল মুহতাজ:৩৩; আযহারুর রিয়াজ: ২/৩৭৪;

আত তাআলীফুল মাউলুদিয়্যাহ, মাজাল্লাতু যাইতুনা: প্রথম ভলিউম: ৪৮৪; তাবসীরুল মুনতাবিহ: ৩/৫; আল ওয়াফী বিল ওফায়াত: ৭/২২৮; আল মুশতাবিহ: ৪৫৩

৩০৯. আযহারুর রিয়ায: ১/৩৯

৩১০. হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. সহ যুগের অনেক ইমাম তাদের নিজস্ব সনদে কিতাবটি বর্ণনা করেছেন। কিতাবটি তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পরর্তীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম আযাফী রহ. তা পূর্ণ করেন।

অধিক উৎসাহী ছিল। বিপরীতে নিজেদের নবী ﷺ এর মীলাদ ও সীরাত চর্চায় তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না!! এককথায়, খ্রিষ্টানদের এই উৎসবগুলো উদযাপনের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ হুবহু তাদের অনুসরণ করছিল। আর এই অধঃপতনগুলো ঘটেছিল মূলত দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমগণ সেখানকার স্থানীয় খ্রিষ্টানদের সাথে সহাবস্থানের কারণে।

এ বিষয়টি ব্যক্ত করে ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. বলেন,

وإن تعجب –أيها الناصح لنفسه- فعجب من إحصائهم لتواريخها (السنة المسيحية) والإعتناء بمو اقيتها، فكثيرا ما يتسائلون عن ميلاد عيسى على نبينا وعليه السلام، وعن يناير سابع ولادته، وعن العنصرة ميلاد يحيى على نبينا وعليه السلام. وما أعانهم التوفيق، ولا العزيز المرشد ولا الرفيق أن يكون سؤالهم عن ميلاد نبيهم محمد ﷺ خيرة الله من خلقه... وأضافوا التحفى عنها بالسؤال والمحافظة عليها والإقبال، من بدع وشنع ابتدعوها وسنن واضحة أضاعوها... وقد شاهدت في بعض الأعوام سد الحو انيت ممن لا يبيع ما يحتاجون إليه. ويطلقون الأطفال من المكاتيب، ويشربون بذلك قلوبهم حب البدع الرو اتب. وكان هذا يناير، ثم صنعوا نحوا منه في العنصرة وفي الميلاد. فكيف ينشأ من هذه الفتنة إلا مصر عليها ومائل إليها من الأولاد...يقولون: إنه من عمل مثل هذا العمل لم يخل عمله ذلك من رغد العيش وسعة الرزق وبلوغ الأمل.

"আপনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হবেন খ্রিষ্টীয় সন গণনার প্রতি তাদের আগ্রহ দেখে! খ্রিষ্টীয় সনের দিন তারিখের প্রতি তাদের অতি গুরুত্বারোপ দেখে। তারা প্রায়ই ঈসা আ. এর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, তাঁর জন্মের সপ্তম দিনের বৃত্তান্ত জানতে চাইত। আরো জিজ্ঞেস করত ইয়াহইয়া আ. এর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে। অথচ নিজেদের নবী, আল্লাহর সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে চাওয়ার তাওফীক তাদের হলো না! কেউ তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করল না!!!

এসব বিষয় ছাড়াও (এ উৎসবকে কেন্দ্র করে) তারা বিভিন্ন বেদআত ও অপকর্মের উদ্ভব ঘটায়।... (এখানে তিনি তাদের এসব বেদআতী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন। তারপর বলেন,) আমি কয়েকবছর দেখেছি যে, (উৎসবের দিনগুলোতে) তারা তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখে, ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রিও বন্ধ থাকে। বাচ্চাদের মকতবগুলোও বন্ধ থাকে, এভাবে তাদের মনেও এসব চলমান বেদআতের ভালোবাসা প্রবেশ করানো হয়।

তাদের এসব কর্মকাণ্ড প্রথম প্রথম শুধু ঈসা আ. এর জন্মের সপ্তম দিন উপলক্ষে হওয়া উৎসবের মধ্যে সিমাবদ্ধ থাকলেও, পরবর্তীতে তাঁর ও ইয়াহইয়া আ. এর জন্মদিন উপলক্ষে হওয়া উৎসবও তারা এভাবে উদযাপন করতে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এই ভয়াবহ ফেতনার ব্যাপারে পরবর্তী প্রজন্ম হবে আরো যত্নবান, আরো বেশি আগ্রহী। তারা বলে থাকে, যারা এসব উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে, তারা রিযিকের প্রশস্ততা, আশা-আকাংখা পূরণ হওয়া ও সাচ্ছন্দ জীবন লাভ করে।"

সূচনা: মুসলিমদের এই সাংস্কৃতিক অধঃপতনে তিনি খুবই বিচলিত ছিলেন। কেননা একদিক থেকে এটা যেমন শরীয়ত গর্হিত 'কুফফারদের অনুসরণ' এর মধ্যে পড়ে, অপরদিকে এর মাধ্যমে মাগরিবের মাটিতে খ্রিষ্টানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে তুলে। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, বাস্তব ও প্রায়োগিক কোনো সমাধান ছাড়া তাদেরকে এই বেদআত ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ থেকে ফিরানো সম্ভব না। তাই এমন কোনো সমাধান বের করতে হবে, যা তারা আন্তরিক প্রশান্তির সাথে গ্রহণ করবে, এবং যা শরীয়ার মূলনীতি ও দলিল অনুযায়ী বৈধ হবে।

দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর তিনি এই সমাধানে পৌঁছলেন যে, তাদেরকে নিজেদের নবী ﷺ এর জন্ম উদযাপনের প্রতি উৎসাহিত করা হবে। কেননা এটি তাদের এতদিন ধরে পালন করে আসা সংস্কৃতির কাছাকাছি ভিন্ন আরেকটি সংস্কৃতি। ফলে একদিকে যেমন এটি গ্রহণ করা তাদের জন্য সহজ হবে। অপরদিকে মুসলিমদের নিজেদের একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি তৈরি হবে। খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি অনুসরণের পরিবর্তে তারা উদযাপন করবে নিজস্ব সংস্কৃতি। ঈসা আ. ও ইয়াহইয়া আ. এর জন্মবৃত্তান্ত চর্চার পরিবর্তে চর্চা করবে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত।

এই নতুন চিন্তার উদ্ভব ও এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

فأمعنت النظر وأمعنت الفكر فيما يشغل عن هذه البدع ويدفع في صدور هذا المنكر ولو بأمر مباح ليس على فاعله جناح مما تطمئن إليه نفوسهم... فنبهتهم على ميلاد المصطفى سيد ولد آدم خاتم النبيين. وأن من العجب الإقبال عما لا يعني والإعراض عما وجب، فكثيرا ما يسألون عن ميلاد عيسى على نبينا وعليه السلام، وينتظرون الإنتهاء إليه من الأيام. فيا أمة محمد! ويا خيرة الأمم! كفى بنا جفاء أن لا نعرف ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نتعرفه وهو أهم، ونتعرف ميلاد غيره من الأنبياء كميلاد عيسى ويحيى بن زكريا...

"তাই আমি গভীরভাবে এটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, কোন জিনিসটি তাদেরকে এসব বেদআত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, এগুলোকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে পারে?! এটা হতে পারে এমন একটি ভিন্ন সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে, যা শরীয়ত অনুমোদিত থাকবে। এবং মানুষের অন্তরও অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে এটি গ্রহণ করবে। অতঃপর আমি তাদেরকে সর্বশেষ নবী, সকল আদম সন্তানের নেতা হযরত মুস্তফা ﷺ এর মীলাদের ব্যাপারে ধারণা দিলাম, উৎসাহিত করলাম।

কেননা এটা তো খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, অযথা কাজে গুরুত্ব দিয়ে আবশ্যকীয় কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। মানুষ প্রায়ই ঈসা আ. এর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। তার জন্মদিন আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকত। হায় উম্মতে মুহাম্মদী! হায় সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত! আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে যে, আমরা আমাদের নবী ﷺ এর জন্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না, জানার চেষ্টাও করছি না। অপরদিকে ঈসা আ., ইয়াহইয়া আ. এর জন্ম সম্পর্কে জানার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি!!!"

তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন, কীভাবে এই চিন্তা মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন করা যায়। তিনি দেখলেন, মকতবের শিশুদের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা অধিক সহজতর। কেননা বড়রা ইতোমধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে তারা খুব সহজে এই নতুন সংস্কৃতি গ্রহণ করবে না। বিপরীতে বাচ্চাদের হৃদয়-মন স্বচ্ছ, ফলে নতুন কোনো সংস্কৃতি খুব সহজেই তারা গ্রহণ করে নিতে পারবে। এই প্রজন্ম যখন বড় হবে, তখন একটি সুস্থ, বৈধ ও বরকতময় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে বড় হবে। ফলে এদের মাধ্যমেই এতদিন যাবত পালিত হয়ে আসা বেদআত গুলো মুছে যাবে। তাছাড়া তাদেরকে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত, জন্মকালীন ঘটনাবলী ও জীবনী খুব সহজে মুখস্ত করানো সম্ভব হবে।

তাই তিনি নিজে বিভিন্ন মকতবে গিয়ে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনে মকবগুলোর নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনা বন্ধ রেখে তাদের জন্য খেলা-ধুলার আয়োজন করলেন। এবং এরই মাঝে তাদেরকে নবীজি ﷺ এর জীবণি মুখস্ত করাতে লাগলেন। ফলে হাসি-আনন্দ এবং নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনী চর্চা করার মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হতে থাকল। এভাবে মুসলিমদের জন্য খ্রিষ্টানদের বিপরীতে একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠল।

www.muslimgn.com

এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

ثم رأيت تلقين ذلك للنشأ الصغار أنجح وأنفع ممن غلب عليه سيئ العوائد من الكبار إلا بتبيان بالغ وتكرار ، ولا ريب أنهم أوعى للحفظ و أقبل للوعظ. وعلمت أن مكاتب المعلمين تجمعهم وأن سواي لا يبلغهم ذلك كما أبلغهم، ولا يسمعهم إياه كما أسمعهم. فاحتسبت ذلك بنفسي بقصدي مكاتب البلد التي في أيام عمارتها تجمعهم، وبينت لهم السنن من أعمال أهل زمانهم في ذلك والبدع... حتى تبين ذلك لآبائهم وأمهاتهم. ولما ثبت بما أوردناه بعد هذا من أن الأعياد محل السرور والأفراح واللعب الجائز، واللهو المباح، ومن المعلوم أن الصبيان بالأفراح أولى وأجدر واستقرار ما يفرحون به في كالنقش في الحجر...

"আমি ভেবে দেখলাম, এ বিষয়টি প্রথমে ছোটদেরকে শেখানো অধিক সহজতর ও উপকারী। কেননা বড়রা ইতোমধ্যে ভিন্ন অপসংস্কৃতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে তারা খুব সহজে এই নতুন বিষয়ের দীক্ষা গ্রহণ করবে না। তাছাড়া বাচ্চারা খুব সহজেই মুখস্ত করতে পারে, ওয়াজ নসীহতে প্রভাবিত হয়।

আমি জানতাম যে, মকতবগুলোতে তারা একত্রিত হয়। আর আমি ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে এই দাওয়াহ আমার মতো করে শুনাতে পারবে না, আমার মতো করে বোঝা তে পারবে না। তাই সাওয়াবের প্রত্যাশায় আমি নিজেই মকতবগুলোতে যেতে লাগলাম, যখন মকতবগুলো খোলা থাকত। তাদেরকে এই যামানার সুন্নাহ ও বেদআতের বিষয়গুলো বর্ণনা করলাম, যাতে তাদের বাবা-মায়ের কাছেও বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর সামনে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় (এই আলোচনার পরপরই তিনি এ ব্যাপারে বেশকিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন), ঈদ বা উৎসব হচ্ছে আনন্দ-উচ্ছাস ও বৈধ খেলাধুলার জায়গা। আর এটাতো জানা কথা যে, বাচ্চারা এই আনন্দ প্রকাশ ও খেলাধুলার ব্যাপারে অধিক হকদার। এবং এ আনন্দ-ফুর্তির মাঝে তারা যা শিখে, তা পাথরে খোদাই করার মতো তাদের অন্তরে গেঁথে যায়। (তাই আমি মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনে তাদের মকতব ছুটির ব্যবস্থা করলাম। খেলাধুলা, আনন্দ ও ফুর্তির আয়োজন করলাম। এরই মাঝে তাদেরকে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত শেখাতে শুরু করলাম।)"

নতুন সংস্কৃতির শরঈ ভিত্তি: ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. নিজেই এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, যদি এটি বলা হয় যে, আপনার এই কাজটি খুব ভালো হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বেদআতী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ধাবিত করেছেন। কিন্তু এভাবে অপসংস্কৃতির বিপরীতে নতুন কাছাকাছি সংস্কৃতি তৈরি করা, যেখানে ইবাদতের সাথে আনন্দ-ফুর্তির ব্যবস্থাও থাকবে, এর কোনো শরয়ী ভিত্তি আছে কি?

উত্তরে তিনি বলেন,

قلنا: أجل... إن التلطف بالقلوب وتنسيتها بهداها هواها هو المطلوب. يشهد ما حدثنا به الشيخ... عن أنس ﷺ "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة، يلعبون فيهما. وقد أبدلكم الله بهما خيرا، يوم االفطر ويوم النحر...

"জবাবে আমরা বলব, অবশ্যই (শরঈ ভিত্তি আছে)। মানুষের অন্তর ও মানসিকতার সাথে কোমলতা প্রদর্শন করা (অর্থাৎ, চলমান মানসিকতা ও প্রবণতাকে হঠাৎ করে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন না করে, সহজ কোনো বিকল্পের মাধ্যমে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করা) এবং ভালোকিছু উপস্থাপনের মাধ্যমে খারাপ জিনিসগুলোকে বিলুপ্ত করাই হচ্ছে শরীয়ার উদ্দেশ্য। আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস এটিই প্রমাণ করে। আনাস রা. বলেন, জাহিলী যুগে প্রতিবছর দুটি দিন ছিল যে দিনে তারা উৎসব উদযাপন করত। আল্লাহ তাআলা এর বিপরীতে তোমাদের জন্য নতুন দুটি দিন নির্ধারণ করেছেন। ফিতরের দিন ও কুরবানীর দিন।" এরপর তিনি এই মর্মে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন।

আপত্তি ও জবাব: নতুন এই সংস্কৃতির সূচনাতে তিনি সামগ্রিকভাবে মোট তিনটি আপত্তির সম্মুখীন হন। এ আপত্তিগুলো কী এবং এর জবাব কী, তা নিজেই বিস্তারিত উল্লেখ করে তিনি বলেন,

فبلغني أنه انتقد على بعض من أراد أن يتكلم قبل أن يتعلم ووجدت ذلك كلها راجعا إلى ثلاثة... أولها: أنه أنكر تعطيل قرائة الصبيان في المساجد وتعقيلهم من المكاتب في يوم هذا المولد العظيم، وظن أن الناس لا يفعلونه في غير هذه الأرض، وقد شهد الحجاج الفضلاء والسفار الخيار أن يوم المولد بمكة لا يقام فيه شغل ولا يشترى ولا يباع إلا مشتغلين بزيارة مسقط رأسه الكريم مهرعين إلى ذلك، وتفتح الكعبة وتزارفيه.

الثاني: عطلة الصبيان عن الكتابة و انقلابهم عن لزوم القراءة. وفي عادتهم يوم الإثنين والخميس، ما كان أولى بالانتقاض وأحق بالاعتراض، إذ ليس لهم هنالك وجه يقتضي بطالتهم ولا حرفة تقتضي تعطيلهم...

الثالث: أنه لم يكن له شنعه أكثر من إنها بدعة، لوكان له من السنن والعلم حظ يزاحم به أهله لعلم من إطلاق السلف رضي الله عنهم للبدع صعبة وسهلة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض نعمت البدعة هذه... قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة غير محمودة فما و افق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج على ذلك يقول عمر ﷺ في قيام رمضان؛ نعمت البدعة هذه.

"অতঃপর আমি সংবাদ পেলাম যে, পড়াশোনা করা ছাড়াই কথা বলতে আগ্রহী এমন কিছু লোক আমার এই কাজের সমালোচনা করছে। মূলত তাদের এই সমালোচনাগুলো মোট তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে।

এক. তাদের মতে, নবীজি ﷺ এর জন্মদিনে মসজিদ ও মকতবের বাচ্চাদের নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনা না করানো, একটি নতুন ও অস্বাভাবিক কাজ। তারা ভাবল, এমন কাজ পৃথিবীর আর কোথাও করা হয় না। অথচ হাজী সাহেবগণ ও নেককার মুসাফিরগণ সাক্ষ্য দিলেন যে, মক্কায় নবীজি ﷺ এর মীলাদের দিনে নিয়মতান্ত্রিক কোনো কাজকর্ম করা হয় না, কোনো ক্রয়-বিক্রয় হয় না। সকলেই নবীজি ﷺ এর জন্মস্থান যিয়ারতের জন্য বের হয়ে পড়ে। সেদিন কাবা শরীফ খুলে দেয়া হয় এবং যিয়ারাত করা হয়।

দুই. এই দিনে নিয়মতান্ত্রিক দারস বন্ধ থাকায় বাচ্চাদের লেখা-পড়ার ব্যাঘাত ঘটে। অথচ এ আপত্তি করা উচিত ছিল সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়ে। কেননা, এ দিনগুলোও বন্ধ থাকে, অথচ এ সময়ে বন্ধ থাকার মৌলিক কোনো কারণ নেই। তাদের এমন কোনো পেশা নেই, যার কারণে এদিনগুলোতে বন্ধ থাকতে হবে।

তিন. সবচে বেশি এটিই বলা হত যে, এই কাজটি বেদআত।
তো কথা হলো, এদের যদি আহলুল ইলমদের স্তরে যাওয়ার মতো ইলম ও সুন্নতের জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা জানতে পারত যে, সালাফ কিছু বেদআতকে যেমন গর্হিত মনে করত, তেমনি কিছু বেদআতকে উত্তমও মনে করত। (অর্থাৎ, কোনো কাজ বেদআত বা নব আবিষ্কৃত হওয়াই সেটিকে সমালোচনার যোগ্য করে তোলে না)

ওমর রা. বলেন, "এটি কতইনা চমৎকার বেদআত"। হারমালা বিন ইয়াহইয়া রহ. বলেন, আমি শাফেয়ী রহ. কে বলতে শুনেছি- "বেদআত দুই প্রকার। প্রশংসনীয় বেদআত ও নিন্দনীয় বেদআত।"[৩১১]

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: ক্রমবিকাশ

সাবতার আমীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: নতুন দিগন্তের সূচনা

ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. এর মীলাদ উদযাপন একটি নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এই দিনে মকতবগুলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের জন্য আনন্দ ফুর্তির আয়োজন করা হতো, এবং এর মাঝে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত শিক্ষা দেয়া হতো। যেহেতু তিনি সাবতার কাযী আমীর ছিলেন না, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আরো বড় পরিসরে এর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

---

৩১১. 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফি মাউলিদিন নাবিয়্যিল আ'যম'; ১-১২ (মাখতূতা)। সংক্ষেপে খুলাসা দেখার জন্য দেখুন: 'আত তাআলিফুল মাউলুদিয়্যাহ'; মাজাল্লাতু যাইতুনা- প্রথম ভলিউম, পৃ: ৪৮৩-৪৮৫

পরবর্তীতে ৬৪৭ হিজরীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম আযাফী রহ.[৩১২] সাবতার আমীর হন। এবং পরের বছরই ৬৪৮ হিজরীতে বাবার আকাংখা বাস্তবায়নে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের আয়োজন করেন। ৬৭৭ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছরের রাজত্বকালের প্রত্যেক বছরই তিনি এই আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন একটি নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে।

আবুল কাসিম আযাফী রহ. কর্তৃক উদযাপিত মীলাদুন্নবী ﷺ এর বর্ণনা দিয়ে তৎকালীন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস ইবনু আযারী বলেন,

ومن مآثره العظام قيامه بمولد النبي ﷺ من هذا العام، فيطعم فيه أهل بلده ألوان الطعان، ويؤثر على أولادهم ليلة المولد السعيد بالصرف الجديد[313] من جملة الإحسان عليهم والإنعام، وذلك لأجل ما يطلقون المحاضر والصنائع والحوانيت، يمشون في الأزقة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طول اليوم المذكور يسمع المسمعون لجميع أهل البلد مدح النبي ﷺ بالفرح والسرور، والإطعام للخاص والعام، جار ذلك على الدوام، في كل عام من الأعوام، وتوفي رحمه الله عام سبعة وسبعين، فكانت مدته نحو ثلاثين سنة.

“"তার (আবুল কাসিম আযাফী) অন্যতম বড় কীর্তি হলো, ঐ বছর (৬৪৮ হি.) থেকেই মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের আয়োজন করা। এই দিনে তিনি তার জনগনকে বিভিন্ন প্রকার খাবার খাওয়াতেন। বাচ্চাদেরকে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে বিশেষভাবে তৈরি করা নতুন মুদ্রা হাদিয়া দিতেন। এভাবে নিজ দেশের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন প্রকার অনুদান-উপঢৌকন প্রদান করতেন। কারণ এ দিনে তারা নিজেদের দোকান-পাট, কাজকর্ম ও মকতব বন্ধ রাখত। গলিতে গলিতে হেঁটে তারা একসাথে নবীজি ﷺ এর ওপর দরুদ পড়ত। সারাদিন ধরে শিল্পী ও আবৃত্তিকারগণ তাদেরকে নবীজি ﷺ এর প্রশংসা শুনাত। এভাবে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ এবং বিশেষ ও সাধারণ সবাইকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে (দিনটি উদযাপিত হতো)। আর এটি এভাবেই প্রত্যেক বছর চলমান ছিল। তিনি ৬৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার রাজত্বের সময়কাল ছিল প্রায় ৩০ বছর।”[৩১৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সাবতা থেকে মাররাকেশ

---

৩১২. তার সম্পর্কে ইমাম আবুল আব্বাস মাক্কারী রহ. বলেন,

وكان الرئيس الفقيه أبو القاسم العزفي المذكور فقيها أصوليا نحويا لغويا محدثا عارفا بالرواية

“আমীর আবুল কাসিম আযাফী ছিলেন ফকীহ, উসূলী, নাহুবিদ, ভাষাবিদ ও মুহাদ্দিস।”

তথ্যসূত্র: *আযহারুর রিয়ায: ২/৩৭৭*

তার ব্যক্তিত্ব ও রাজত্ব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রহ. আবু হায়্যান আন্দালুসী রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

إن أبا القاسم هذا لم يؤد طاعة لأحد من الملوك، وساس بلده أحسن سياسة بحيث لم يختلف عليه إثنان، ولم يتسم بألقاب الملوك، إنما يقال الفقيه. ولا قتل ولا قطع إلا في حد. . وكان شهما عاقلا متواضعا، قريبا، يمر في الأزقة ويسلم ويسأل العامة عن أحوالهم ويؤانس صبيانهم ويسأل عما يشتغلون به من علم أو صنعة. بقي الغرباء يرغبون في بلده ويشترون به العقار. وكان عسكره أهل بلده، قد جعلهم يتعلمون الرمي، وأجرى عليهم رزقا، ولهم صنائع.

“এই আবুল কাসিম স্বাধীন শাসক ছিলেন, কোনো বাদশাহর অধীন ছিলেন না। এত চমৎকারভাবে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেছেন যে, কেউই তার উপর আপত্তি তুলতে পারেনি। তিনি নিজের জন্য বাদশাহী কোনো লকব ব্যাবহার করেননি। বরং তাকে ফকীহ বলে অভিহিত করা হত। তার শাসনামলে কোনো অন্যায় হত্যা বা কিসাস হয়নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী, বিচক্ষণ, বিনয়ী ও জনগনের খুবই নিকটভাজন। তিনি তার জনপদের অলিতে গলিতে হেঁটে বেড়াতেন, জনসাধারণের হাল-হাকীকাত জানতে চাইতেন। তাদের বাচ্চাদের সাথে মিশে যেতেন। কে কোন পেশা বা ইলম অর্জনে ব্যস্ত তা জানতে চাইতেন। (এমন চমৎকার পরিবেশের কারণে) বহিরাগত মুসাফিরগণ তার রাজ্যেই স্থাবর সম্পত্তি কিনে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। তার সেনাবাহিনী ছিল তার দেশের সকল জনগন। তাদেরকে তিনি অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতেন। এর বিনিময়ে তাদেরকে ভাতা দিতেন। এছাড়াও তারা অন্যান্য পেশাও অবলম্বন করতেন।” *তারীখুল ইসলাম: ৫০/৩৮৬*

৩১৩. لعله يقصد عملة جديدة تسك خصيصا لهذه الليلة، كما كان يفعله أبو عنان المريني في مثل هذه المناسبة. قاله المنوني في الورقات- 519

৩১৪. আল বায়ানুল মুগরিব: ৩/৫৩৪

www.muslimdm.com

মাগরিবের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও মুহাক্কিক আল্লামা মুহাম্মদ আল মান্নুনী রহ. বলেন,

"আমীর ফকিহ আবুল কাসিম আযাফী রহ. শুধুমাত্র তার নিজ শাসনাধীন সাবতাতেই মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হননি। বরং তৎকালীন মুওয়াহহীদিন খলীফা উমর মুরতাযীকে তিনি তার বাাবার বিখ্যাত গ্রন্থ "আদ দুররুল মুনাযযাম' হাদিয়া পাঠান। এবং তাকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের আয়োজন করতে আহ্বান করে চিঠি লিখেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে উমর মুরতাযী মাররাকেশে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের আয়োজন করেন।"[৩১৫]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: মরক্কোর প্রতিটি শহরে

'আদ দাওলাতুল মারীনিয়্যাহ'র সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফ আন নাসির এর নির্দেশে ৬৯১ হিজরীতে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ আল মাগরিবুল আকসা বা মরক্কোতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপিত হয়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমাদ আন নাসিরী বলেন,

وَفِي سنة إِحْدَى وَتسْعين وسِتمِائَة أَمر السُّلْطَان يُوسُف بن يَعْقُوب بن عبد الْحق بِعَمَل المولد النَّبَوِيّ وتعظيمه والاحتفال لَهُ وصيره عيدا من الأعياد فِي جَمِيع بِلَاده وَذَلِكَ فِي شهر ربيع الأول من السّنة الْمَذْكُورَة. وَاعْلَم أَنه قد كَانَ سبق السُّلْطَان يُوسُف إِلَى هَذِه المنقبة المولدية بَنو العزفي أَصْحَاب سبتة فهم أول من أحدث عمل المولد الْكَرِيم بالمغرب

"৬৯১ হিজরীতে সুলতান ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন আব্দুল হক মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের নির্দেশ দেন। তিনি একে তার দেশের[৩১৬] সর্বত্র ঈদ বা মহা উৎসবের দিন হিসেবে প্রবর্তন করেন। আর এই নির্দেশ ছিল উক্ত বছরের রবিউল আউয়াল মাসে।

এটা জেনে রাখুন যে, এই মহান মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে সুলতান ইউসুফ থেকে আযাফী পরিবার অনেক এগিয়ে রয়েছে। কেননা, তারাই সর্বপ্রথম মাগরিবে মীলাদ উদযাপন প্রবর্তন করেন।"[৩১৭]

মূলত সুলতান ইউসুফের এই নির্দেশ ছিল সাবতার তৎকালীন আমীর ফকীহ আবু তালিব আযাফী রহ. এর ইশারায়। যিনি ফকীহ আবুল কাসিমের পুত্র।[৩১৮]

ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. বলেন,

أبو يعقوب المريني أول ملك قام بالمغرب بإقامة ليلة المولد الشريف؛ وكان العزفي ﷺ قد أقامه بسبتة، وبه وقع الإقتداء

"আবু ইয়াকুব আল মারীনি (ইউসুফ বিন ইয়াকুব) হলেন মাগরিবের প্রথম সুলতান, যিনি মীলাদ উদযাপনের আয়োজন করেছেন (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে)। মূলত আযাফী রহ. সাবতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীতে সবাই তার ইকতিদা করছে।"[৩১৯]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সমগ্র বিলাদুল মাগরিবে

আবুল আব্বাস আযাফী রহ. সাবতায় যেই মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের প্রচলন করেছিলেন, তা একসময় ছড়িয়ে যায় তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াসহ বিলাদুল মাগরিবের সমগ্র আঞ্চলে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনু দীনার আবুল কাসিম কাইরাওয়ানী রহ. বলেন,

৩১৫. ওয়ারাকাত: ৫২০

৩১৬. সুলতান ইউসুফের রাজত্ব সম্পূর্ণ মাগরিবুল আকসা বা মরক্কোয় বিস্তীর্ণ ছিল।

৩১৭. আল ইস্তিকসা: ৩/৯০

৩১৮ . সাবতা আল ইসলামিয়্যাহ: ১৯৩

৩১৯. আল মানাকিবুল মারযুকিয়্যাহ: ২৬৮

www.muslimdm.com

وأول من اعتنى بتعظيم المولد في البلاد الغربية وأظهر فيه شعائر الولادة المحمدية، أبو عنان المريني، ثم اقتدى به بنو أبي حفص في الديار التونسية، وأولهم أمير المؤمنين أبو فارس عبد العزيز.

“মাগরীবিয় অঞ্চলে সর্বপ্রথম মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারুপ করেন আবু ইনান মারীনি।[৩২০]

আর তারই অনুসরণে তিউনীসিয় অঞ্চলেও এটি শুরু হয়। আর তিউনীসিয়ায় সর্বপ্রথম এটি শুরু করেন আমরিুল মুমিনীন আবু ফারেস আব্দুল আযীয।”[৩২১]

মরক্কো আর তিউনিসিয়ার মতো মীলাদ উদযাপনের এই ধারা পৌঁছে যায় আলজেরিয়াতে। সুলতান দ্বিতীয় আবু হামুর কর্তৃক তিলমিসানে মীলাদ উদযাপনের মাধ্যমে আলজেরিয়ায় এই উদযাপনের সূচনা হয়।

ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস মাক্কারী রহ. বলেন,

وكان السلطان أبو حمو يحتفل لليلة مولد رسول الله صل الله عليه وسلم عاية الإحتفال، كما كان المغرب والأندس في ذلك العصروما قبله يعتنون بذلك.

“সুলতান আবু হামু মহাসমারোহে মীলাদ উদযাপন করতেন। যেমনটা মাগরিব ও আন্দালুসে তারও অনেক পূর্বে থেকেই এটি পালিত হয়ে আসছিল।”[৩২২]

উল্লেখ্য যে, সুলতান আবু হামু ছিলেন বানু যাইয়্যান সালতানাতের সুলতান। যারা আলজেরিয়া শাসন করতেন। তারা তিলমিসানকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: বিলাদুল মাগরিব পেরিয়ে আন্দালুসে

সাবতায় শুরু হওয়া মীলাদ উদযাপনের এই ধারা একসময় মাগরিব পেরিয়ে আন্দালুসেও পৌঁছে যায়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ইবনু খালদুন রহ. ৭৬৪ হিজরীতে আন্দালুসের গ্রানাডায় সুলতান ইবনুল আহমারের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন।

ইবনু খালদুন রহ. বলেন,

ثم خرجت منه إلى غرناطة وكتبت للسلطان ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب بشأني... ثم أصبحت من الغد قادما على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أربعة وستين وسبعمائة وقد اهتز السلطان لقدومي... ثم حضرت ليلة المولد النبويّ لخامسة قدومي، وكان يحتفل في الصنيع فيها والدعوة و إنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب، فأنشدته ليلتئذ...

তারপর আমি সেখান থেকে গ্রানাডার উদ্দ্যেশ্যে রওয়ানা হলাম। আর আমার আগমনের ব্যাপারটি সেখানকার সুলতান ইবনুল আহমার ও তার ওযীর ইবনুল খতীবকে পত্র মারফত জানিয়ে দিলাম।... অতঃপর পরদিন সকালবেলা শহরে (গ্রানাডা) প্রবেশ করলাম। আর এটা ছিল ৭৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারীখ। সুলতান আমার আগমনে খুবই অনন্দিত হলেন।... আগমনের পঞ্চম দিনে (১২ রবিউল আউয়াল) মীলাদুন্নবী উদযাপন সন্ধায় উপস্থিত হলাম। সুলতান (ইবনুল আহমার) মাগরিবের সুলতানদের অনুকরণে কবিতা আবৃত্তি, দাওয়াত ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে এই রাতটি উদযাপন করতেন।[৩২৩]

---

৩২০. আবু ইনান মারীনির বহু পূর্বে থেকেই মাগরীবে রাষ্ট্রীয়ভাবে মীলাদুন্নবী উদযাপিত হয়ে আসছে। মাগরিবের সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এটি করেন মারীনি সালাতানের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব বিন আব্দুল হক। তবে এটি কেবল ফাস নগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে তার ছেলে আবু ইয়াকুব ইউসুফ সর্বপ্রথম একে সমগ্র মাগরীবে রাষ্ট্রীয় উদযাপনে পরিণত করেন। তবে আবু ইনান মারীনি এই উদযাপনে বেশকিছু নতুনত্ব নিয়ে আসেন। দেখুন: *নুসহু মুলুকিল ইসলাম: ২৯*

৩২১. (আল মু'নিস: ৩০৬) অবশ্য তার পূর্বেও সুলতান আবু ইয়াহইয়া হাফসী মাগরিবের অনুসরণে তিউনিসিয়ায় ছোট পরিসরে হলেও এই ধারা শুরু হয়েছিল। তারপর তার দুই ছেলেও এটি বজায় রাখেন। দেখুন: *ওয়ারাকাত: ৫৩৭; তুহফাতুন নাযযার: ২/১৭৯*

৩২২. নাফহুত তীব: ৪/১৯৩; আযহারুর রিয়ায: ১/২৪৩

৩২৩. তারিখে ইবনু খালদুন: ৭/৫৪৯-৫৫১

উপসংহার:

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে, বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসের মীলাদ উদযাপনের প্রচলন শুরু হয়েছে ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. এর মাধ্যমে। সম্পূর্ণ নতুনভাবে তিনি এটি শুরু করেন। মিসর বা ইরাকে উদযাপিত হওয়া মীলাদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিলনা। ইমাম আবুল আব্বাস রহ. এর মাধ্যমে শুরু হওয়া এই মীলাদ উদযাপন অবিচ্ছিন্ন ধারায় এখনো চলমান আছে। বৃহত্তর মাগরিবের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি ইলমী মারকাযে আজও মহাসমারোহে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপিত হয়ে থাকে।

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: উলামায়ে কেরামের অবস্থান

মাগরিবের জুমহুর উলামায়ে কেরাম শুরু থেকেই আবুল আব্বাস আযাফী রহ. উদ্ভাবিত মীলাদ উদযাপনকে বৈধ ও সুন্দর মাসলাক হিসেবে অভিহিত করে আসছেন। এসবে তাদের উপস্থিতি সবসময়ই বিদ্যমান ছিল।

বিলাদুল মাগরিবে অনুষ্ঠিত হওয়া মীলাদ মজলিসগুলোতে উলামায়ে কেরামের উপস্থিতির বিষয়ে ইমাম সাখাভী রহ. বলেন,

وأما ملوك الأندلس والمغرب فلهم فيه ليلة يسير بها الركبان، يجمع فيها أئمة العلماء من كل مكان.

"আর মাগরিব ও আন্দালুসের সুলতানগণ মীলাদের রাতে এমন আয়োজন করেন যে, সেখানে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে হাজির হয়। সকল জায়গা থেকে বড় বড় ইমামগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন।"[৩২৪]

ইমাম ইবনু মারযুক রহ. বলেন,

سمعت شيخنا الإمام أبا موسى بن الإمام رحمة الله عليه وغيره من مشيخة المغرب يحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب وما وضعه العزفي في ذلك واختياره، وتبعه في ذلك فيه ولده الفقيه أبو القاسم _وهما من الأئمة- فاستصوبوه واستحسنوا مقاصده فيه والقيام بها، وقد كان نقل عن بعض علماء المغرب إنكاره.

"মাগরিবে মীলাদের রাতে যেসকল কাজের উদ্ভব হয়েছে, এবং আবুল আব্বাস আযাফী যে পথ ও পদ্ধতি তৈরি করেছেন, এবং পরবর্তীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম তার বাবার অনুসরণে যা করেছেন, এ ব্যাপারে আমি আমাদের শাইখ ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রহ.সহ মাগরিবের অনেক মাশায়েখকে আলোচনা করতে শুনেছি। তারা একে অনুমোদন করেছেন। মীলাদ উদযাপন প্রচলনের পিছনে আযাফীর উদ্দেশ্য ও সেটির বাস্তবায়নকে তারা ভালোকাজ হিসেবে দেখেছেন। তবে মাগরিবের কিছু আলেম থেকে এই বর্ণনা আছে যে, তারা একে অপছন্দ করেছেন। -আবুল আব্বাস আযাফী ও তার ছেলে আবুল কাসিম দু'জনই ইমাম ছিলেন- ।" [৩২৫]

ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. বলেন,

نقل شيخنا الإمام أن الأمير أبا الحسن المريني صنع المولد، وعادة المغاربة يعتنون به كثيرا، وحضره الشيخ ابن عبد السلام وغيره. ولم يزل الشرفاء إلى الآن بتونس يصنعونه، ويعينهم عليه الأمراء، ويذبحون البقر ويحضره كل من يريد الحضور من عامة المسلمين وخاصتهم. ولا منكر، دليل على أنهم استخفوه.

"আমাদের শাইখ ইমাম ইবনু আরাফা রহ. বলেছেন যে, আমীর আবুল হাসান মারীনি মীলাদ উদযাপন করতেন। আর মাগরিব অঞ্চলের সবাইসাধারণত মীলাদের ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করে। আর সেই মীলাদুন্নবী উদযাপনে ইবনু আব্দুল সালাম[৩২৬] সহ অন্যান্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

আর তিউনিসিয়ার উঁচু মর্যাদাশীল ব্যাক্তিবর্গ এখনও এটি করে আসছেন। উমারাগণ তাদেরকে এসবে সহযোগিতা করছেন। গরু জবাই করে ভোজের আয়োজন করছেন। এতে সাধারণ ও বিশেষ সব ধরনের লোকজন উপস্থিত হচ্ছেন। অথচ কোনো আলেম এটিকে মুনকার বলছেন না। বোঝা গেলো, তারা এটিকে ছাড়ের নজরে দেখছেন।"[৩২৭]

---

৩২৪. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৭

৩২৫. জিনাল জান্নাতাইন: ২১১

৩২৬. শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম আল হাওয়্যারি তিউনীসি রহ.।

৩২৭. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৬/৪২৬-৪২৭

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাসসা' রহ. বলেন,

ولما قدم السلطان المريني استعمل ليلة الميلاد بمحضر العلماء أهل تونس وغيرهم. وحضر فيه مشائخ الخضرة

"যখন সুলতান আবুল হাসান মারীনি আসলেন (তিউনিসিয়ায়), তখন উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তিউনিসিয়াসহ অন্যান্য জায়গার অধিবাসীদের নিয়ে মীলাদ উদযাপন করলেন। সেখানে মাশায়েখে কেরাম উপস্থিত হয়েছেন।"[৩২৮]

যদিও মাগরিবের জুমহুর উলামায়ে কেরাম মীলাদ উদযাপনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তবে কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছেন। যেমনটা ইমাম ইবনু মারযুক রহ. উল্লেখ করেছেন। তবে যারা বিরোধিতা করেছেন তারা সরাসরি মূল মীলাদ উদযাপনের বিরোধিতা করেন নি। বরং যেহেতু এটা করতে গিয়ে কেউ কেউ বিভিন্ন মুনকারাতে জড়িয়ে যেত, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধিতা করেছেন।[৩২৯]

www.muslimdm.com

৩২৮. ফিহরিসতুর রাসসা': ২৪-৩০

৩২৯. আল মি'য়ারুল মু'রাব: ১১/২১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন: সূচনা
সূচনার প্রথম পর্ব:

৩৬২ হিজরীতে বিলাদুল মাশরিকে সর্বপ্রথম মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের প্রথা চালু করেন মিশরের[৩৩০] তৎকালীন ফাতেমী শাসক মুঈজ লি- দ্বীনিল্লাহ। ফাতেমীগণ মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের পাশাপাশি আলী রা. এর জন্মদিন, ফাতেমা রা. এর জন্মদিন ও আশুরার দিনসহ বেশকয়েকটি দ্বীনি উৎসব পালন করত। সময়ের সাথে সাথে তারা আরো অসংখ্য উৎসবের জন্ম দেয়। মূলত এসব উৎসবের ক্ষেত্রে দ্বীনি প্রেরণার চেয়েও রাজনৈতিক ও অন্যান্য চাহিদাই বেশি ছিল। ষষ্ঠ হিজরী শতকের মাঝামাঝি ফাতেমী শাসনের পতনের সময়কাল পর্যন্ত মোট প্রায় দু'শ বছর ধরে তারা এসব উদযাপন করত। তাদের পতনের পর আইউবী শাসনামলে ফাতেমীদের সকল উদযাপন বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। এভাবে বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপনের প্রথম ইতিহাসের সমাপ্তি হয়।[৩৩১]

সূচনার দ্বিতীয় পর্ব:

আইউবী শাসনামলে ফাতেমীদের সকল উৎসব বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। ফলে এগুলোর সাথে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনও মিশর থেকে মুছে যায়। ফাতেমী শাসনামলের একেবারে শেষ দিকে সুলতান নূরুদ্দীন যিনকী রহ. এর শাসনাধীন অঞ্চল ইরাকের মুসেলে শাইখ উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লাহ রহ. মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন শুরু করেন। তিনি আহলুস সুন্নাহর আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে বিলাদুল মাশরিকে আহলুস সুন্নাহর মধ্যে সর্বপ্রথম এই উদযাপনের সূচনাকারী হিসেবে তার নামই স্মরণীয় হয়ে আছে। নিম্নে আমরা
তার ব্যক্তিত্ব ও মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।

আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা আল মুসেলী রহ. (৫৭০ হি.)

পরিচিতি ও ইহতিফাল বিল মাওলিদ: উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন:
ইমামদের দৃষ্টিতে উমর বিন মুহাম্মাদ মাল্লার পরিচয়:

উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা রহ. ছিলেন বিশিষ্ট বুযুর্গ ও আলেম। ইরাকের মুসেলে তার বসবাস ও খানকা ছিল। শহরটি তখন সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. এর শাসনাধীন ছিল। সে যুগের উলামায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম তার সুহবতে আসা-যাওয়া করতেন। এমনকি ইসলামী ইতিহাসের কিংবদন্তি সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ.ও তার দরবারে নিয়মিত আসতেন। তার সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন।[৩৩২]

ইমাম আবু শামাহ মাকদেসী রহ. (৬৬৫ হি.) বলেন,

وَكَانَ بالموصل شيخ صَالح يعرف بعمر الملاء. وَكَانَ ذَا معرفَة بِأَحْكَام الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة. وَكَانَ الْعلمَاء وَالْفُقَهَاء والملوك والأمراء يزورونه فِي زاويته، ويتبركون بهمته، ويتيمنَّون ببركته.

"মুসেলে একজন বুজুর্গ শাইখ ছিলেন, যিনি উমর মাল্লা নামে পরিচিত। <u>কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তার বেশ ভালো জ্ঞান ছিল।</u> উলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম, রাজা-বাদশাহ ও আমীর উমারাগণ তার খানকায় সাক্ষাতের জন্য আসত। তার আমলী হিম্মত থেকে বরকত লাভের আশা করত, তার বরকতে নিজেদেরকে সিক্ত করতে চাইত।"[৩৩৩]

ইমাম সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. (৬৫৪ হি.) বলেন,

৩৩০. ভৌগলিকভাবে মিশর মাশরিক ও মাগরিবের মাঝামাঝি হলেও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মাশরিকের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
৩৩১. আল মাওয়াঈজ: ১/৪৯০; আহসানুল কালাম: ৬০; ওয়ামদাতু ফিকর: ১/২০১

৩৩২. শাযারাতুয যাহাব: ৬/৩৮০
৩৩৩. আর রাওযাতাইন ফি আখবারিত দাওলাতাইন: ২/১৭২;

www.muslimdm.com

وكان عمر الملَّاء من الصَّالحين. وكان لا يملك من الدُّنيا شيئًا، وكان عالمًا بفنون العلوم، وجميع الملوك والعلماء والأعيان يزورونه لأجل صلاحه ويتبركون به

"উমর মাল্লা ছিলেন সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দুনিয়াবী কোনো ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন না। বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তার বুযুর্গির কারণে রাজা-বাদশাহ, উলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার যিয়ারতে আসতেন। বরকত লাভের আশা করতেন।"[৩৩৪]

সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. ও মুহাম্মদ মাল্লা রহ.

ইতিহাসের কিংবদন্তি ইসলামী শাসক সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ যিনকী রহ. এর সাথে উমার মাল্লা রহ. এর ছিল বিশেষ সম্পর্ক। যিনকী রহ. প্রায়ই তার খানকায় যেতেন। তার সাথে সময় কাটাতেন। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

ইমাম আবু শামাহ (৬৬৫ হি.) বলেন,

وَكَانَ نورالدّين من أخص محبيه. يستشيره فِي حُضُوره، ويكاتبه فِي مصَالح أُمُوره.

"উমর মাল্লা নুরুদ্দীন যিনকির বিশেষ মহব্বতের মানুষ ছিলেন। যখন একসাথে থাকতেন, নুরুদ্দীন তার কাছে বিভিন্ন পরামর্শ চাইতেন। দূরে থাকলে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে তার কাছে চিঠি লিখে জানাতেন, পরামর্শ চাইতেন।"[৩৩৫]

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

وقد كان الملك نور الدين صاحبه، ويستشيره في أموره وما يعتمده من المهمات، وهو الذي أشار عليه في مدة مقامه بالموصل بجميع ما فعله من الخيرات

"বাদশাহ নুরুদ্দীন তার (উমর মাল্লা) বিশেষ কাছের ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন কাজে পরামর্শ চাইতেন, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতেন। মুসেলে নুরুদ্দীন যিনকী যেসব কল্যাণমূলক কাজ করেছেন, তা মাল্লার পরামর্শেই করেছেন।"[৩৩৬]

শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ মাল্লা রহ. এর মীলাদ উদযাপন: বর্ণনা ও মূল্যায়ন

বিলাদুল মাশরিকে আহলুস সুন্নাহের মধ্যে উমর মাল্লা রহ. সর্বপ্রথম মীলাদ উদযাপন করেন । এটি ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে। সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. এর শাসনাধীন ইরাকের মুসেলে তিনি এই উদযাপনের আয়োজন করতেন। পরবর্তীতে তার অনুকরণে ইরবিলের বাদশা মুজাফফর সপ্তম হিজরী শতকের শুরু থেকে এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করেন।

ইমাম আবু শামাহ মাকদেসী রহ. (৬৬৫ হি.) বলেন,

وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين. وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمهم الله تعالى.

"শাইখ উমর বিন মুহাম্মদ -যিনি একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন- তিনি সর্বপ্রথম মুসেলে মীলাদ উদযাপন করেন। পরবর্তীতে তারই অনুসরণে ইরবিলের বাদশা ও অন্যান্যরা মীলাদ উদযাপন করেছেন।"[৩৩৭]

তার মীলাদ উদযাপনের বর্ণনা দিয়ে ইমাম আবু শামাহ রহ. বলেন,

وَله كل سنة دَعْوَة يحتفل بهَا فِي أَيَّام مولد رَسُول الله ﷺ يحضرهُ فِيهَا صَاحب الْموصل ويحضر الشُّعَرَاء وينشدون مدح رَسُول الله ﷺ فِي ذَلِك المحفل

---

৩৩৪. মিরআতুয জামান: ২১/২০৮;

৩৩৫. আর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২/১৭২

৩৩৬. ইকদুল জুমান: ১/৫৭

৩৩৭. আর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২/১৭২

"তিনি প্রতিবছর ঘোষণা দিয়ে বা লোকজনকে দাওয়াত দিয়ে নবীজি ﷺ এর জন্মের দিনগুলোতে উদযাপন করতেন। সেখানে মুসেলের প্রশাসক ও কবিগন উপস্থিত হতেন। তারা নবীজি ﷺ এর প্রশংসায় উক্ত মাহফিলে নাত পরিবেশন করতেন।"[৩৩৮]

ইমাম বদরুদ্দীন আহনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

وله في كل سنة دعوة في شهر المولد، يحضر عنده الملوك والأمراء والعلماء، ويحتفل بذلك

"তিনি প্রত্যেক বছর মীলাদের মাসে লোকজনকে দাওয়াত দিতেন। সেখানে উলামায়ে কেরাম, আমীর-উমারা ও বাদশাহগণ উপস্থিত হতেন। এভাবে তিনি এটি উদযাপন করতেন।"[৩৩৯]

একটি মূল্যায়ণ:

প্রথমত: উপরের বর্ণনাসমূহে দেখেছি যে, ইমামগণ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লার মীলাদ উদযাপনে উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন। এমন নয় যে, এই উদযাপনে কেবল তিনি ও তার মুরীদগণ উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রায় সত্তরজন ইমাম ও ফুকাহাদের থেকে মীলাদ উদযাপনের বৈধতার ফতোয়া উল্লেখ করেছি। তারা মীলাদ উদযাপন বৈধ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত দিয়েছেন, সেসবের সবগুলোই তার উদযাপনে বিদ্যমান। সুতরাং উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লার এই কাজটি কেবল 'একজন সূফি কর্তৃক উদযাপিত মীলাদ' এর মধ্যেই সিমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রায় অসংখ্য ইমাম ও ফুকাহাদের ফতোয়ার মাধ্যমে তা শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কোনো ঐতিহাসিক এ কথা বলেননি যে, উমর মাল্লা রহ. ফাতেমীদের অনুসরণে উক্ত কাজটি করেছেন। যেমনটা আমরা মাগরিবের ক্ষেত্রে দেখেছি। সেখানে ঐতিহাসিকগণ একথা বলেছেন যে, আবুল আব্বাস আযাফীর অনুসরণেই সমগ্র মাগরীবিয় অঞ্চলসমূহে মীলাদ উদযাপনের ধারা সূচিত হয়েছিল। সুতরাং ফাতেমীদের অনুসরণেই মাল্লা রহ. মীলাদ উদযাপন শুরু করেছিলেন, এমনটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং হতে পারে যে, আবুল আব্বাস আযাফী রহ. এর মতো তিনিও নিজস্ব চিন্তা থেকেই এটি শুরু করেছেন।

উমর মাল্লার মীলাদ উদযাপন: সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. এর সমর্থন

এ বিষয়টি মুটামোটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা রহ. কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপনে সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। কেননা,

প্রথমত, এই উদযাপনটি তার শাসনাধীন মুসেলে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই কাজটি এমন কেউ করেন নি, যাকে সুলতান চেনেন না, বা যার বৃহৎ কোনো কাজকর্মও সুলতানের নযরে আসেনা। বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি করেছেন, যিনি সুলতানের অত্যন্ত মুহাব্বত ও শ্রদ্ধার পাত্র। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যিনি সুলতানের পরামর্শদাতা। যার ব্যাপারে মুসেলের প্রশাসকের প্রতি সুলতানের এই প্রজ্ঞাপন ছিল যে, প্রশাসক নিজের কোনো সিদ্ধান্ত তার অনুমতি ছাড়া বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।

তাছাড়া এই উদযাপনে মুসেলের প্রশাসক ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকজনও থাকতেন। সুতরাং এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নিয়মিত মহাসমারোহে মীলাদ উদযাপন করবেন, উলামায়ে কেরাম ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হবেন, অথচ সুলতান জানবেন না, এটা হতেই পারেনা।

তৃতীয়ত, যারা সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. সম্পর্কে জানেন, তারা অবশ্যই এটি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবেন যে, তিনি এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নন, যিনি কোনো কাজকে বেদআত জানবেন, অথচ সেটিকে দমন করবেন না। ইমাম যাহাবীর ভাষায় তিনি ছিলেন 'লাইসুল ইসলাম' বা ইসলামের সিংহ।

ইমাম ইবনুল আসীর রহ. বলেন,

৩৩৮. আর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২/১৭২
৩৩৯. ইকদুল জুমান: ১/৫৯

www.muslimdm.com

وَقَدْ طَالَعْتُ سِيَرَ الْمُلُوكِ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَلَمْ أَرَ فِيهَا بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحْسَنَ مِنْ سِيرَتِهِ، وَلَا أَكْثَرَ تَحَرِّيًا مِنْهُ لِلْعَدْلِ.

"আমি ইতিহাসের সকল বাদশাহদের জীবনী পড়েছি, খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমর ইবনু আব্দিল আজীজ রহ. এর পর তার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ন ও সুন্দর বৈশিষ্টের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।" তাছাড়া তিনি হানাফী মাযাহাবের ফকীহও ছিলেন।[৩৪০]

ইমাম ইবনুল আসীর রহ. বলেন,

وَكَانَ عَارِفًا بِالْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ

"তিনি হানাফী মাযহাব সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।"[৩৪১]

ইমাম ইবনুল ইমাদ রহ. বলেন,

ويحضر عنده الفقهاء... ويسأل الفقهاء عما أشكل

"তার কাছে ফুকাহায়ে কেরাম আসতেন, তিনি (তাদের সাথে মুযাকারা করতেন) কোনো ইলমী ইশকাল থাকলে জিজ্ঞেস করতেন"[৩৪২]

অতএব এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। এবং তিনি একে সমর্থন করতেন। কেননা তিনি এটিকে বেদআত মনে করলে অবশ্যই তা উৎখাত করতেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন: ক্রমবিকাশ

শাইখ উমর মাল্লা রহ. কর্তৃক উদযাপিত মীলাদ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল তথা মুসেলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত আয়োজনে উদযাপিত হত। মাল্লাহ রহ. এর ইন্তেকালের পনের বছর পর ৫৮৬ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রহ. তার ভগ্নিপতি ও অত্যন্ত আস্থাভাজন সেনাপতি মুজাফফরুদ্দীন কুকুবুরীকে ইরাকের ইরবিলের শাসক নিযুক্ত করেন। ইরবিলের শাসনভার গ্রহণ করার পর বাদশা মুজাফফরুদ্দীন রাষ্ট্রীয়ভাবে মাল্লাহ রহ. এর অনুসরণে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন শুরু করেন। এভাবে বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন একটি নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে। নিম্নে বাদশাহ মুজাফফর এর পরিচয় ও তার আয়োজিত মীলাদ উদযাপনের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

বাদশা মুজাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকুবুরী (৫৪৯-৬৩০ হি.)
পরিচিতি ও ইহতিফাল বিল মাওলিদ: উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

বাদশা মুজাফফরুদ্দীন: পরিচিতি ও শাসনক্ষমতা:

জন্ম, বেড়ে উঠা ও শাসনক্ষমতা লাভ

মুজাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকুবুরী বিন যাইনুদ্দীন আলী বিন বুকতুতীন বিন মুহাম্মদ। 'কুকুবুরী' মূলত তুর্কি শব্দ, অর্থ-নীল বাঘ। যুদ্ধের ময়দানে অসাধারণ সমরকুশলতার কারণে তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ৫৪৯ হিজরীতে ইরবিলের তৎকালীন আমীর যাইনুদ্দীন আলী এর ঘরে জন্মলাভ করেন।

৫৬৩ হিজরীতে পিতার মৃত্যুর পর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ইরবিলের শাসক হন। তবে বয়স কম থাকার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চাবিকাঠি ছিল নায়েব মুজাহিদুদ্দীন কাইমাযের হাতে। ৫৬৯ হিজরীতে মুজাহিদুদ্দীন কাইমায তাকে শাসনপদ থেকে অপসারণ করেন। এবং তার ভাই যাইনুদ্দীন ইউসুফকে তার স্থলাভিক্তি করেন। ফলে তিনি মুসেলের শাসক সাইফুদ্দীন গাযীর কাছে চলে আসলে তিনি তাকে হাররানের আমীর হিসেবে নিয়োগ করেন।

৩৪০. আল কামিল ফিত তারীখ: ৯/৩৯৪;
৩৪১. আল কামিল ফিত তারীখ: ৯/৩৯৪;
৩৪২. শাযারাতুয যাহাব: ৬/৩৭৯-৩৮০

www.muslimdin.com

এ সময়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রহ. এর উত্থান হলে, তিনি ৫৭৮ হিজরীতে আইউবী রহ. এর আনুগত্যের ঘোষণা দেন। এবং আইউবী রহ. এর অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত লোক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে সম্পর্ক এতই গভীর হয় যে, আইউবী রহ. নিজ বোন "রাবীআ" খাতুনকে তার কাছে বিবাহ দেন। এবং 'রাহা' অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করেন। ৫৮৬ হিজরীতে তার ভাই যাইনুদ্দীন মারা গেলে তিনি আইউবী রহ. এর অনুমতিতে 'হাররান' ও 'রাহা' এর পরিবর্তে 'ইরবিলের' শাসনভার লাভ করেন। ৬৩০ হিজরীতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এর শাসক ছিলেন।[৩৪৩]

জিহাদের ময়দানে

তিনি ছিলেন এক অকুতোভয় মরণজয়ী মুজাহিদ। কুদস বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রহ. এর একজন বিচক্ষণ ও দূর্ধর্ষ সেনাপতি। ৫৮০ হিজরীতে 'কার্ক' দূর্গ বিজয় থেকে শুরু করে আইউবী রহ. এর সাথে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ঐতিহাসিক 'হিত্তীন' যুদ্ধের অন্যতম সমরনায়ক তিনি।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. বলেন,

ولم يزل، رحمه الله تعالى، مؤيدا في مو اقفه ومصافاته مع كثرتها، لم ينقل أنه انكسر في مصاف قط

"যুদ্ধের প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি পর্যায়ে তিনি বিজয়ী ছিলেন। অসংখ্য যুদ্ধে লড়া সত্ত্বেও কখনও কোনো ময়দানে তিনি পরাজিত হয়েছেন বলে শুনা যায়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁ ওপর রহম করুক, আমিন।"[৩৪৪]

ব্যক্তিত্ব ও শাসনামল মূল্যায়ন

বাদশা মুজাফফর এর সমসাময়িক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. থেকে শুরু করে ইমাম যাহাবী রহ., ইমাম ইবনু কাসীর রহ., ইমাম ইউসুফ সিবতু ইবনুল জাওযী রহ., ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ও ইমাম ইবনু কাযী শুহবাহ রহ.সহ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ তার ব্যক্তিত্ব ও রাজত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. বাদশাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যা কিছু লিখেছেন, সবকিছু নিজ চোখে দেখে লিখেছেন। এবং পরবর্তী ইমামগণ তার বরাতেই বাদশাহের আলোচনা করেছেন। তাই আমরা ইমাম ইবনু খাল্লেকান থেকে বাদশাহের ব্যক্তিত্ব ও রাজত্বের মূল্যায়ণ বিস্তারিত তুলে ধরব। এবং অন্যান্য ইমাম থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু মূল্যায়ন উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে কিছু সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন তুলে ধরে শেষে ইবনু খাল্লেকান রহ. এর বক্তব্য পেশ করছি-

ইমাম যাহাবী রহ., জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ও ইমাম ইবনুল ইমাদ রহ. বলেন,

وكان من أدين الملوك وأجودهم و أكثرهم برًا ومعروفًا على صغر مملكته

"তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, দ্বীনদার ও মহান দানবীর বাদশাহদের একজন। অত্যন্ত নেক ও সৎকর্মপরায়ন। যদিও তার রাজত্বের পরিধি ছোট ছিল।"

ইমাম ইবনু কাসীর রহ. বলেন,

أَحَدُ الْأَجْوَادِ وَالسَّادَاتِ الْكُبَرَاءِ وَالْمُلُوكِ الْأَمْجَادِ، لَهُ آثَارٌ حَسَنَةٌ، وَقَدْ عَمَّرَ الْجَامِعَ الْمُظَفَّرِيَّ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْمُودَ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ وَكَانَتْ لَهُ دَارُ ضِيَافَةٍ لِلْوَافِدِينَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ، وَكَانَتْ صَدَقَاتُهُ فِي جَمِيعِ الْقُرَبِ وَالطَّاعَاتِ عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَسْتَفِكُّ مِنَ الْفِرِنْجِ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَلْقًا مِنَالْأُسَارَى، حَتَّى قِيلَ :إِنَّ جُمْلَةَ مَنِ اسْتَفَكَّ مِنْ أَيْدِيهِمْ سِتُّونَ أَلْفَ أَسِيرٍ. قَالَتْ زَوْجَتُهُ رَبِيعَةُ خَاتُونَ بِنْتُ أَيُّوبَ - وَقَدْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا صَلَاحُ الدِّينِ، لَمَّا كَانَ مَعَهُ عَلَى عَكَّا - قَالَتْ :كَانَ قَمِيصُهُ لَا يُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ مِنْ خَامٍ، فَعَاتَبْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ :لُبْسِي ثَوْبًا بِخَمْسَةٍ، وَ أَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي خَيْرٌمِنْ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبًا مُثَمَّنًا، وَأَدَعَ الْفَقِيرَوَالْمِسْكِينَ

তিনি ছিলেন একজন দানবীর ও মহান শাসক। অসংখ্য কল্যাণময় কীর্তির অধিকারী। 'কাসিয়ূন' পাহাড়ের পাদদেশে 'আল জামিউল মুযাফফরী' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, দুঃসাহসী বীরপুরুষ, আকলমান্দ, আলেম ও ন্যায়পরায়ণ।

৩৪৩. ওফায়াতুল আ'য়ান: ৪/১১৩-১২১
৩৪৪. ওফায়াতুল আ'য়ান: ৪/১২০

পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও উত্তম জীবণাচারের অধিকারী। তিনি মুসাফিরদের জন্য মেহমানখানা নির্মাণ করেছিলেন, যেকোনো দেশের যেকোনো স্তরের মুসাফির সেখানে অবস্থান করতে পারতেন। হারামাইন শারিফাইনসহ অন্যান্য জায়গায় প্রতিটি নেক ও কল্যাণময় কাজে তিনি অকাতরে দান করতেন।

প্রতিবছর ফিরিঙ্গিদের থেকে বিশাল সংখ্যক মুসলিম বন্দিদেরকে তিনি মুক্ত করতেন। বলা হয়, তিনি প্রায় ৬০ হাজার মুসলিম নারী ও পুরুষ বন্দিকে মুক্ত করেছেন।

তার স্ত্রী সালাহুদ্দীন আইউবীর বোন রাবিয়া' খাতুন বলেন, "তিনি (মুজাফফর) সূতি কাপড় পরতেন, যার মূল্য মাত্র পাঁচ দিরহামও হবে না। আমি এ ব্যাপারে তাকে কিছু বললে তিনি বলতেন, নিজে দামী কাপড় পরিধান করে গরীব-মিসকিনদেরকে কিছু না দেয়া থেকে, পাঁচ দিরহামের কাপড় ব্যবহার করে বাকি টাকা তাদেরকে দান করে দেয়া বেশি উত্তম।"

ইমাম ইউসুফ সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. বলেন,

كان كثيرَ الصَّدقات، غزير البِرّ والصِّلات وكان قد بنى حيزًا عظيمًا، وقسمه أربعة أقسام :مكان للزمنى، ومكان للعميان، ومكان لليتامى، ومكان للمساكين، وأجرى عليهم الجر ايات والجوامك والكساوي، وكان يركب كلَّ يوم بكرة، فيدخل إليهم، ويقعد اليتيمة والمسكينة على مخدَّة ويهيها، ويقول :أيش تريدين تأكلين؟ أيش تريدين تلبسين؟ فمهما طلبت أحضره، فإذا كبرت اليتيمة زوَّجها، و أقام لكل واحد من الزمنى من يخدمه، قلت: ومع هذه المناقب فما سَلِمَ من ألسنة الناس.

ويقولون: ...وذكروا أشياء أُخر، ومن ذا من ألسنة الناس يسلم

তিনি অকাতরে দান-সদাকা করতেন। অত্যন্ত নেক ও সৎকর্মশীল ছিলেন। তিনি এক বিশাল আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্থ, অন্ধ, ইয়াতিম ও মিসকিনদের জন্য আলাদা আলাদা আবাসন ছিল। তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করতেন। নির্ধারিত ভাতা, প্রয়োজনীয় পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতেন। প্রতিদিন সকালে তাদের কাছে যেতেন। শিশু ইয়াতিম ও মিসকিন মেয়েদেরকে বিভিন্ন উপহার দিতেন। বলতেন, তোমরা কী খেতে চাও? কোন পোশাক পরতে চাও? তারা যা চাইত, তাই উপস্থিত করা হতো। এরা বড় হলে তিনি তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। আবাসনে থাকা প্রত্যেক রোগীর জন্য একজন সেবকের ব্যবস্থা করতেন।
এত মহৎগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানুষের সমালোচনা থেকে রেহাই পান নি। তারা বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আরোপ করে। আসলে মানুষের সমালোচনা থেকে কেইবা রেহাই পায়?!"

ইমাম শামসুদ্দীন ইবনু খাল্লেকান রহ. বলেন,

وأما سيرته الذاتية فلقد كان له في فعل الخيرات غرائب لم يسمع أن أحدا فعل في ذلك ما فعله. لم يكن في الدنيا شيء أحب إليه من الصدقة. كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويج في عدة مواضع من البلد، يجتمع في كل موضع خلق كثير يفرق عليهم في أول النهار.

وكان إذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع عند الدار خلق كثير، فيدخلهم إليه ويدفع لكل واحد كسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف أو غير ذلك، ومع الكسوة شيء من الذهب من الدينار والاثنين والثلاثة و أقل و أكثر.

وكان قد بنى أربع خانقاهات للزمنى والعميان، وملأها من هذين الصنفين. وقرر لهم ما يحتاجون إليه كل يوم، وكان يأتيهم بنفسه في كل عصرية اثنين وخميس ويدخل عليهم. ويدخل إلى كل واحد في بيته، ويسأله عن حاله ويتفقده بشيء من النفقة، وينتقل إلى الآخر، وهكذا حتى يدور على جميعهم، وهو يباسطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبهم.

وبنى دارا للنساء الأرامل، ودارا للصغار الأيتام ودارا للملاقيط، رتب بهم جماعة من المراضع، وكل مولود يلتقط يحمل إليهن فيرضعنه، وأجرى على أهل كل دار ما يحتاجون إليه في كل يوم، وكان يدخل إليها في كل وقت، ويتفقد أحوالهم، ويعطيهم النفقات زيادة على المقرر لهم. وكان يدخل إلى البيمارستان، ويقف على مريض مريض، ويسأله عن مبيته وكيفية حاله وما يشتهيه.

وكان له دار مضيف يدخل إليها كل قادم على البلد من فقيه أو فقير أو غيرهما. وعلى الجملة فما كان يمنع منها كل من قصد الدخول إليها، ولهم الراتب الدار في الغداء والعشاء، وإذا عزم الإنسان على السفر أعطوه نفقة على ما يليق بمثله.
وبنى مدرسة رتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية، وكان كل وقت يأتيها بنفسه، ويعمل السماط بها ويبيت بها ويعمل السماع، فإذا طاب وخلع شيئا من ثيابه، سير للجماعة بكرة شيئا من الأنعام، ولم يكن له لذة سوى السماع، فإنه كان لا يتعاطى المنكر، ولا يمكن من إدخاله إلى البلد.

وبنى للصوفية خانقاهين فيهما خلق كثير من المقيمين والواردين. ويجتمع في أيام المواسم فيهما من الخلق ما يعجب الإنسان من كثرتهم. ولهما أوقاف كثيرة تقوم بجميع ما يحتاج إليه ذلك الخلق، ولا بد عند سفر كل واحد من نفقة يأخذها، وكان ينزل بنفسه إليهم ويعمل عندهم السماعات في كثير من الأوقات.

وكان يسير في كل سنة دفعتين جماعة من امنائه إلى بلاد الساحل، ومعهم جملة مستكثرة من الناس، يفتك بها أسرى المسلمين من أيدي الكفار. فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد شيئا، وإن لم يصلوا فالأمناء يعطونهم بوصية منه في ذلك.

وكان يقيم في كل سنة سبيلا للحاج، ويسير معه جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه في الطريق، ويسير صحبته أمينا معه خمسة أو ستة آلاف دينار، ينفقها بالحرمين على المحاويج وأرباب الرواتب.

وله بمكة حرسها الله تعالى، آثار جميلة وبعضها باق إلى الآن، وهو أول من أجرى الماء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف :وغرم عليه جملة كثيرة، وعمر بالجبل مصانع للماء، فإن الحجاج كانوا يتضررون من عدم الماء، وبنى له تربة أيضا هناك

وكان رحمه الله متى أكل شيئا استطابه لا يختص به، بل إذا أكل من زبدية لقمة طيبة قال لبعض الجنادرة احمل هذا إلى الشيخ فلان أو فلانة ممن هم عنده مشهورون بالصلاح، وكذلك يعمل في الفاكهة والحلوى وغير ذلك من المطاعم.

وكان كريم الأخلاق كثير التواضع حسن العقيدة سالم البطانة شديد الميل إلى أهل السنة والجماعة لا ينفق عنده من أرباب العلوم سوى الفقهاء والمحدثين ومن عداهما لا يعطيه شيئا إلا تكلفا، وكذلك الشعراء لا يقول بهم ولا يعطيهم إلا إذا قصدوه فما كان يضيع قصدهم ولا يخيب أمل من يطلب بره، وكان يميل إلى علم التاريخ، وعلى خاطره منه شيء يذاكر به،

ولو استقصيت في تعداد محاسنه لطال الكتاب، وفي شهرة معروفه غنية عن الإطالة وليعذر الواقف على هذه الترجمة ففيها تطويل، ولم يكن سببه إلا ما له علينا من الحقوق التي لا نقدر على القيام بشكر بعضها، ولو عملنا مهما عملناه، وشكر المنعم واجب، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء، فكم له علينا من الأيادي، ولأسلافه على أسلافنا من الإنعام، والإنسان صنيعة الإحسان.

ومع الاعتراف بجميله فلم أذكر عنه شيئا على سبيل المبالغة، بل كل ما ذكرته عن مشاهدة وعيان، وربما حذفت بعضه طلبا للإيجاز رحمه الله تعالى وعوضه خيرا وتقبل مباره وأحسن منقلبه
"আর তার ব্যক্তিগত আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে কথা হলো, তিনি প্রভূত নেক ও কল্যাণকর কাজের এমন উদহারণ স্থাপন করেছেন, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তার কাছে দান-সদাকা করার চেয়ে প্রিয় জিনিস দুনিয়াতে আর কিছুই ছিলনা। প্রতিদিন দেশের অসংখ্য জায়গায় গরীব মিসকিনদের জন্য খাদ্য বিতরণ করতেন। এসব জায়গায় প্রচুর মানুষ খাবারের জন্য হাজির হতেন। দিনের শুরুতেই তাদের মাঝে এসব ভাগ করে দেয়া হতো।

তিনি যখন সফর থেকে ফিরতেন, তার বাসভবনের সামনে অসংখ্য মানুষ জড়ো হতো। তিনি তাদেরকে ভবনে নিয়ে যেতেন। প্রত্যেককে শীত বা গ্রীষ্মকাল অনুযায়ী বা অন্যকোনো প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পর্যাপ্ত কাপড় দিতেন। কাপড়ের সাথে ব্যক্তিভেদে এক বা একাধিক স্বর্ণমুদ্রা দিতেন।

দেশের অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীদের জন্য আলাদা চারটি বিশাল আবাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। চারটি কেন্দ্রই এসব রোগীদের দ্বারা ভরপুর ছিল। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি নিজে তাদের কাছে আসতেন। প্রত্যেকের রুমে যেতেন, তাদের হাল-হাকীকাত জিজ্ঞেস করতেন। ভরনপোষণের কোনো ঘাটতি আছে কিনা খোঁজ নিতেন, প্রয়োজন থাকলে পূরণ করতেন। তাদের বিছানায় বসে তাদের সাথে খোশগল্প করতেন, তাদের মনের দুঃখ দূর করতেন।

বিধবা নারী, ইয়াতিম ও পথশিশুদের জন্য আলাদা আলাদা আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এসব শিশুদের জন্য সেখানে অসংখ্য ধাত্রীর ব্যবস্থা করেন। যখনই কোনো পরিচয়হীন শিশু পাওয়া যেত, এসব ধাত্রীর কাছে নিয়ে আসা হতো। তারা শিশুদেরকে দুধ পান করাতেন। এভাবে এসব নারী, ইয়াতিম ও পথশিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের আয়োজন করা হতো। তিনি নিজে সেখানে নিয়মিত যেতেন, তাদের খোঁজ খবর নিতেন। নিয়মিত ভাতার পরও আরো অতিরিক্ত ভাতা উপহার দিতেন।

তিনি নিয়মিত বিভিন্ন হাসপাতালে যেতেন। প্রত্যেক রোগীর সাথে কথা বলতেন। তাদের সার্বিক হাল-অবস্থা, হাসপাতালের জীবন সম্পর্কে খোঁজ নিতেন। তাদের চাহিদাসমূহ জানতে চাইতেন, সেগুলোর আয়োজন করতেন।

তিনি মেহমানখানা নির্মাণ করেছিলেন। যেখানে শহরে আগন্তুক কোনো ফকীহ, ফকীর বা যেকোনো মুসাফির প্রবেশ করতে পারতেন। তিনি কাউকেই বাধা দিতেন না। মেহমানদের জন্য সকাল সন্ধার খাবারের ব্যবস্থা করতেন। সেখান থেকে কেউ ভিন্ন কোথাও সফরে বের হলে ব্যক্তি অনুযায়ী সফরের রাহা-খরচের ব্যাবস্থা করতেন।

তিনি মাদরাসা নির্মান করেছেন, যেখানে হানাফী ও শাফেয়ী উভয় মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামদেরকে ধারাবাহিকভাবে নিয়োগ দিতেন। সবসময় তিনি সেই মাদ্রাসায় যেতেন এবং তাদের জন্য খাবারের আয়োজন করে একসাথে খাবার খেতেন। সেখানে রাত্রিযাপন করতেন। সূফি 'সামা'র[৩৪৫] আয়োজন করতেন। কখনো কখানো 'সামা'র মজলিস ভালো লাগলে, সকালে উক্ত মজলিসের লোকদের জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। 'সামা'র মতো তৃপ্তি তিনি অন্য কোথাও পেতেন না। তিনি কখনোই মুনকার বা শরীয়ত গর্হিত কোনো কিছু ভোগ করতেন না। মুনকার কোনো জিনিস নিজ দেশে প্রবেশ করতে দিতেন না।

সূফীদের জন্য তিনি বিশাল দুটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে অনেক মানুষ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে থাকতেন। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এসব খানকায় এত বিশাল সংখ্যক মানুষ জমায়েত হতেন, যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। খানকাদুটির জন্য প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল, সেখান থেকে এসকল মানুষের থাকা, খাওয়া ও সফরের ব্যয়ভারের ব্যবস্থা করা হতো। তিনি নিজে তাদের কাছে যেতেন এবং প্রায়ই সূফি 'সামা'র আয়োজন করতেন।

তিনি প্রতিবছর দু'বার তার দায়িত্বশীলদের বিশাল এটি অংশকে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পাঠাতেন। তারা কাফেরদের বন্দীদশা থেকে মুসলিমদেরকে মুক্ত করতেন। যখন এসব মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলিমগণ তার কাছে আসত, তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় হাদিয়া দিতেন। যদি তাদের কেউ তার কাছে না আসতে পারত, তবে তার নির্দেশে দায়িত্বশীলগণ সেই হাদিয়া দিয়ে দিতেন।

তিনি প্রতিবছর হাজীদের গমনপথে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে তাদের সফরের প্রয়োজনীয় রাহা-খরচ প্রদান করতেন। তাদের সাথে তার কোনো কর্মচারীকে পাঁচ-ছয় হাজার দীনার দিয়ে সেখানে পাঠাতেন, হারামাইনের কোনো প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করার জন্য এবং নিয়মিত ভাতা বা সম্মানীপ্রাপ্তদের সম্মানী দেয়ার জন্য।

মক্কায় তার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে। যার কিছু এখনো বিদ্যমান। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি উকূফের রাত্রের জন্য আরাফা পাহাড়ে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য বিশাল অর্থ ব্যয় করেন। পাহাড়ে পানির জন্য বেশকিছু স্থাপনাও তৈরি করেন। কারণ এখানে পানির অভাবে হাজীদের অনেক কষ্ট হতো। আরাফার পাশে তিনি নিজের জন্য একটি কবরও বানিয়ে ছিলেন।

---

৩৪৫. 'সামা'র পরিচিত ও হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

তিনি কখনও কোনো ভালো খাবার একা খেতেন না। বরং কিছু খেয়ে বাকিটা কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ফল ও মিষ্টান্নজাতীয় খাবারসহ সবধরনের ভালো খাবারের ক্ষেত্রেই তিনি এটা করতেন।

তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী ও অত্যন্ত বিনয়ী। পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী ও সঠিক আকীদার অনুসারী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুরাগী। অকুণ্ঠচিত্তে ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন। পরিস্থিতির শিকার না হলে, অন্যকোনো দুনিয়াবী শিক্ষাবিদদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন না। তিনি কখনোই কবিদেরকে ডাকতেন না, তাদেরকে হাদিয়া দিতেন না। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অর্থের প্রয়োজনে তার কাছে আসত, তাহলে তাদের আশাও পূরণ করতেন। খালি হাতে ফেরত দিতেন না। ইতিহাসের প্রতি তিনি খুবই অনুরাগী ছিলেন। ঐতিহাসিক বিষয়ে তিনি প্রায়ই মতবিনিময় করতেন।

আমি যদি তার সমস্ত ভালদিক একে একে তুলে ধরতে চাই, তাহলে কিতাব খুবই লম্বা হয়ে যাবে। যেহেতু তার এসব মাহাসিন বা সৌন্দর্যগুলো সবার মাঝে প্রসিদ্ধ, তাই এগুলো উল্লেখ করে আলোচনা আরো দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। তবে ইতিমধ্যেই যেহেতু তার জীবনীটি দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই পাঠকবৃন্দের কাছে কৈফিয়ত গ্রহণ করার অনুরোধ করছি। মূলত আমাদের (পরিবার ও দেশের) উপর তার এত বেশি অনুগ্রহ রয়েছে যে, আমরা তার জন্য যাই কিছু করি না কেন, কোনোভাবে তার শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমাদের উপর তার ও আমাদের পূর্বপুরুষের উপর তার পূর্বপুরুষের কতইনা অনুগ্রহ, সাহায্য ও ইনআ'ম রয়েছে!!!

তার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করার সাথে সাথে এও বলছি যে, আমি তার মাহাসিন বা নেক ও কল্যাণকর বিষয়সমূহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করিনি। বরং যা উল্লেখ করেছি, সবই নিজ চোখে দেখে লিখেছি। আর আলোচনা সংক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক মাহাসিনই উল্লেখ করতে পারিনি।

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। উত্তম বিনিময় দান করুন। তার নেককাজসমূহ কবুল করুন। আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করুন।"[৩৪৬]

ইয়াকুত আল হামাভী কর্তৃক বাদশা মুজাফফরের চরিত্রের বর্ণায়ন
একটি বিশ্লেষণ

বাদশা মুজাফফরের সমসমায়িক বিশিষ্ট ভাষাবিদ, কবি ও ঐতিহাসিক ইয়াকুত আল হামাভী বাদশাহের শাসনামলে ইরবিলে গমন করেছিলেন। তিনি বলেন,

وطباع هذا الأمير مختلفة متضادة، فإنه كثير الظلم، عسوف بالرعية، راغب في أخذ الأموال من غير وجهها، وهو مع ذلك مفضل على الفقراء، كثير الصدقات على الغرباء، يسيّر الأموال الجمّة الوافرة يستفكّ بها الأسارى من أيدي الكفار، وفي ذلك يقول الشاعر:

كساعية للخير من كسب فرجها، ... لك الويل! لا تزني ولا تتصدّقي

"এই বাদাশাহের চরিত্র ছিল বিচিত্র ও বৈপরীত্যপূর্ণ। অত্যন্ত জালিম ও প্রজাদের প্রতি খুবই কঠোর। অন্যায়ভাবে সম্পদ কেড়ে নেয়ার প্রবণতা ছিল তার। এতদাসত্ত্বেও তিনি গরীবদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। প্রচুর দান সদকা করতেন। কাফেরদের বন্দীদশা থেকে মুসলিমদের মুক্ত করতে তিনি প্রচুর অর্থ খরচ করতেন। এ প্রসঙ্গেই কবি বলেন- সেই নারীর ন্যায়, যে ব্যাভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করে দান করে। ধ্বংস তোমার! তুমি যিনাও করো না। দানও করো না।"[৩৪৭]

ইয়াকুত আল হামাভীর এই চিত্রায়ণটি ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. ও ইমাম যাহাবী রহ. সহ অন্যান্য ইমামগণের চিত্রায়ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা একজন যালেম হয়ত দানবীর হতে পারেন, কিন্তু মহান চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন না,

---

৩৪৬. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান: ৪/১১৩-১২১ আত তাকমিলা: ৩/৩৫৪; শাযারাতুয যাহাব: ৭/২৪৩-২৪৭; আত তারীখুল মু'তাবার: ৩/১২৭; আল ইবার: ৩/২০৮; তারীখুল ইসলাম: ১৩/৯৩০-৯৩৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৭/২০৪-২০৬; মিরআতুয যামান: ২২/৩২৩-৩২৫; আল ইকদুস সামীন: ৬/১২-১৬

৩৪৭. মু'জামুল বুলদান: ১/১৩৮

www.muslimdm.com

পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী ও ন্যায়পরায়ণ হতে পারেনা না। অথচ যুগের মহান ইমামগণ তাকে এসব অভিধায় ভূষিত করেছেন। এসব ইমামদের বিপরীতে তার বর্ণনা কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়-

এক. ইয়াকুত আল হামাভী যদিও মুজাফফরের শাসনামলে ইরবিলে সফর করেছিলেন, তবে তিনি ছিলেন বিদেশী। বিপরীতে ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. ছিলেন সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী। সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী। আর কোনো দেশের শাসক সম্পর্কে সেই দেশের অধিবাসীরাই বেশি জানেন।

দুই. ইয়াকুত আল হামাভী যদিও একজন ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক। তবে ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি কখনোই ইবনু খাল্লেকান রহ. এর সমপর্যায়ের নন। ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনু খাল্লেকান রহ. এর আমানতদারিতা সর্বজনস্বিকৃত। আর শরঈ ইলমের দিক থেকে তো তাদের মাঝে আসমান-যমীন পার্থক্য।

তিন. পরবর্তী ইমামগণ যারা বাদশাহর জীবনী উল্লেখ করেছেন, তাদের কেউই ইয়াকুত আল হামাভীর এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেন নি। বরং প্রত্যেকেই ইবনু খাল্লেকানের বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। বোঝা গেলো, ইবনু খাল্লেকানের বিপরীতে ইয়াকুত আল হামাভীর বর্ণনাটিকে তারা গ্রহণযোগ্য বা উল্লেখযোগ্য মনে করেননি।

আমাদের পর্যবেক্ষণে ইয়াকুত আল হামাভী কর্তৃক এরূপ বর্ণনার কারণ এটা হতে পারে যে, তিনি যেহেতু বিদেশী ছিলেন, এবং অল্প কিছুদিনের জন্য এই দেশে এসেছিলেন, তাই সরাসরি বাদশাহের কার্যকলাপগুলো অনুধাবন করার জন্য খুব বেশি সুযোগ তিনি পাননি। বরং তিনি যা কিছু জেনেছেন তা সেখানকার কিছু লোকের মন্তব্য থেকেই জেনেছেন। আর পূর্বেই আমরা সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. থেকে জেনেছি যে, বাদশাহ এত মহান হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক তার সমালোচনা করত। বিভিন্ন অপবাদ দিত। তো হতে পারে, বাদশাহের যুলমের ব্যাপারটি তিনি তাদের থেকেই জেনেছেন। আর তার দানসদকা ও প্রজাহিতৈশির ব্যাপারটি যেহেতু অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল যেমনটি ইবনু খাল্লেকান বলেছেন- তাই তিনি বাদশাহকে বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী মনে করেছেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

تنبيه:

قال العلامة مجير الدين العليمي في تاريخه: "الملك المعظم، صاحب إربل، رزق أولادا كثيرة...وملك إربل وبلادا كثيرة بعد وفاة أخيه زين الدين يوسف...وعمر طويلا، يقال: إنه جاوز مئة سنة، وعمي في آخر عمره..."

قلت: هذا منه تسامح، فإنه أتى بأشياء هي لأبي المظفر فجعلها للمظفر. فإن تملك إربل وغيرها من البلاد الكثيرة، والارتزاق بالأولاد الكثيرة، وتجاوز العمر مئة سنة والعمى في آخر العمر، إنما وقع لأبي المظفر.

قال ابن خلكان: "كان والده زين الدين علي المعروف بكجك صاحب إربل، ورزق أولادا كثيرة، وكان قصيرا... وملك إربل وبلادا كثيرة في تلك النواحي... وعمر طويلا، يقال إنه جاوز مائة سنة وعمي في آخر عمره." (وفيات الأعيان: 4\113)

বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
বিবরণ, মূল্যায়ন ও উলামায়ে কেরামের অবস্থান

বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের বিবরণ

বাদশাহের মীলাদ উদযাপন চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হলো ইমাম ইবনু খাল্লেকানের বর্ণনা। কেননা তিনি যা লিখেছেন, তা নিজে দেখে লিখেছেন। অন্যরা হয়তো তার বর্ণনা নকল করেছেন, নয়তো ভিন্ন কোনো সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

আমরা এখানে ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. এর বর্ণনা তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

وأما احتفاله بمولد النبي ﷺ، فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به، لكن نذكر طرفا منه :وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه، فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل - مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي - خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء، ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول، ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب كل قبة أربع أو خمس طبقات، ويعمل مقدار عشرين قبة وأكثر، منها قبة له، والباقي للأمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة، فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة

www.muslimdm.com

المستجملة، وقعد في كل قبة جوق من المغاني وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي، ولم يتركوا طبقة من تلك الطباق في كل قبة حتى رتبوا فيها جوقا، وتبطل معايش الناس في تلك المدة، وما يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم.

وكانت القباب منصوبة من باب القلعة إلى باب الخانقاه المجاورة للميدان، فكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر ويقف على قبة قبة إلى آخرها، ويسمع غناءهم، ويتفرج على خيالاتهم وما يفعلونه في القباب، ويبيت في الخانقاه ويعمل السماع (قال سبط ابن الجوزي: وكان يرقص معهم). ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيد، ثم يرجع إلى القلعة قبل الظهر، هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد، وكان يعمله سنة في ثامن الشهر، وسنة في الثاني عشر، لأجل الاختلاف الذي فيه.

فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئا كثيرا زائدا عن الوصف وزفها بجميع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي حتى يأتي بها إلى الميدان، ثم يشرعون في نحرها، وينصبون القدور ويطبخون الألوان، المختلفة فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة. ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شئ كثير، وفي جملتها شمعتان أو أربع - أشك في ذلك - من الشموع الموكبية التي تحمل كل واحدة منها على بغل، ومن ورائها رجل يسندها وهي مربوطة على ظهر البغل حتى ينتهي إلى الخانقاه.

فإذا كان صبيحة يوم المولد أنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدي الصوفية، على يد كل شخص منهم بقجة، وهو متتابعون كل واحد وراء الآخر، فينزل من ذلك شيء كثير لا أتحقق عدده، ثم ينزل إلى الخانقاه وتجتمع الأعيان والرؤساء وطائفة كبيرة من بياض الناس، وينصب كرسي للوعاظ.

وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه الناس والكرسي، وشبابيك أخر للبرج أيضا إلى الميدان، وهو ميدان كبير في غاية الاتساع، ويجتمع فيه الجند، ويعرضهم ذلك النهار، وهو تارة ينظر إلى عرض الجند وتارة إلى الناس والوعاظ، ولا يزال كذلك حتى يفرغ الجند من عرضهم. فعند ذلك يقدم السماط في الميدان للصعاليك، ويكون سماطا عاما فيه من الطعام والخبز شيء كثير لا يحد ولا يوصف، ويمد سماطا ثانيا في الخانقاه للناس المجتمعين عند الكرسي، وفي مدة العرض ووعظ الوعاظ يطلب واحدا واحدا من الأعيان والرؤساء والو افدين لأجل هذا الموسم ممن قدمنا ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء، ويخلع على كل واحد ثم يعود إلى مكانه.

فإذا تكامل ذلك كله، حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره، ولا يزالون على ذلك إلى العصر أو بعدها، ثم يبيت تلك الليلة هناك، ويعمل السماعات إلى بكرة، هكذا يعمل في كل سنة، وقد لخصت صورة الحال فإن الاستقصاء يطول، فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل إنسان للعود إلى بلده، فيدفع لكل شخص شيئا من النفقة.

“আর তার মীলাদুন্নবী উদযাপনের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে কিছু বিষয় তুলে ধরছি। বিভিন্ন দেশের লোকেরা মীলাদুন্নবী উদযাপনের ব্যাপারে তার চমৎকার উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের কথা শুনেছিল। তাই প্রত্যেক বছর ইরবিলের পার্শ্ববর্তী বহু শহর যথা, বাগদাদ, মোসেল, জাযীরা, সানজার, নাসীবাইন এবং অনারব দেশসমূহ ও পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল থেকে ফুকাহায়ে কেরাম, সূফিগণ, বক্তাগণ, কারী ও কবিগণ উপস্থিত হতেন। মুহাররাম থেকে শুরু করে রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত তারা আসতে থাকতেন।

বাদশাহ মুজাফফর নিজের জন্য ও প্রত্যেক আমীরের জন্য আলাদা আলাদা কাঠের গম্বুজ তৈরি করতেন। সফর মাসের শুরু থেকেই গম্বুজগুলোকে অত্যন্ত উন্নত পদ্ধতিতে সুসজ্জিত করা হত। প্রত্যেক গম্বুজে একদল শিল্পী[৩৪৮], একদল মারেফাতের

৩৪৮. এখানে শিল্পী মানে দুনিয়াবি গান পরিবেশক উদ্দেশ্য নয়। বরং সূফি ধারার গজল বা ‘সামা’ পরিবেশক উদ্দেশ্য। কেননা বাদশা সূফি ধারার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

ভেদ-তত্ত্বের অধিকারী[৩৪৯] ও বাঁদকদল[৩৫০] থাকত। প্রত্যেক গম্বুজের প্রত্যেক তলায় একটি দল ভাগ করে দিতেন। সে সময় মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ বন্ধ থাকত। বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করা, সেখানে যাতায়াত ও গমনাগমন ছাড়া মানুষের আর কোনো ব্যস্ততা থাকত না।

কেল্লার দরজা থেকে শুরু করে ময়দানের পার্শ্বে অবস্থিত খানকার দরজা পর্যন্ত গম্বুজ তৈরি করা হত। বাদশাহ মুজাফফর প্রত্যেহ আসরের নামাযের পর নেমে আসতেন। প্রত্যেক গম্বুজের পাশে দাঁড়াতেন। তাদের গজল বা সামা' শুনতেন। তাদের মারেফতী ভেদ-তত্ত্বমূলক পরিবেশনা ও অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ করতেন। খানকায় রাত্রি যাপন করতেন। এবং 'সামা'র আয়োজন করতেন। (সিবতু ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি সামা'র মজলিসে সূফিদের সাথে 'রাকস' করতেন।)[৩৫১]

---

৩৪৯. মুসান্নিফ এখানে 'আরবাবুল খায়াল' শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। খায়াল মানে কল্পনা। সূফি ধারায় খায়াল মানে- বিশ্বজাহানের বাহ্যিক অবস্থার বাহিরে এমন একটি জগতের কল্পনা করা, যেখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মূল হাকীকাত প্রকাশ পায়। তারা সেই জগতের রুপ ও অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বিভিন্ন ছন্দ লিখেন। সেই ছন্দ পড়ে তারা উক্ত জগতের মধ্যে হারিয়ে যান। যারা সেই জগতের কল্পনা করতে পারেন না, তাদের কাছে এই ছন্দগুলো খুবই দূর্বোধ্য মনে হয়। 'খায়াল' নিয়ে সূফি ইবনে আরাবীর বিশেষ দর্শন রয়েছে। *আল মু'জামুস সূফী: ৪৪৭-৪৫৩*

৩৫০. প্রাচীনকাল থেকেই সূফিদের একাংশ সামা'র মজলিসে হালকা বাদ্যযন্ত্রের ব্যাবহার করে থাকেন। এটি প্রচলিত ব্যান্ড শিল্পিদের বাদ্য নয়, বরং হালকা ও চিকন স্বরের বাদ্য, যা তাদেরকে তাদের কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতে ও বিভোর থাকতে সাহায্য করে। শাওকানী রহ. বলেন,

وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها، فذهب الجمهور إلى التحريم، مستدلين بما سلف. وذهب أهل المدينة ومن و افقهم من علماء الظاهروالصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع.

"স্বাভাবিক কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যাবহার করে বা না করে গান শুনার হুকুম সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে। জুমহুর এটাকে হারাম বলেছেন। আহলে মদীনা, যাহিরী ধারার আলেম গণ ও সূফিগণ এটার বৈধতা দিয়েছেন, যদিও তা সূক্ষ্ম বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে হয়।" *নাইলুল আওতার: ৮/৮৩*

এখানে গান বলতে অশ্লীল গান উদ্দেশ্য নয়, আবার বাদ্যযন্ত্র বলতে এমন বাদ্যযন্ত্র নয়, যা মানুষের সুস্থ মানসিকতাকে নষ্ট করে দেয়। এমন বাদ্যযন্ত্র হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে হারাম। মালেকী মাযহাবে মতানৈক্যপূর্ণ। মালেকী মাযহাবের ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. হালকা বাদ্যযন্ত্র বিশিষ্ট যিকির, গজল ও মীলাদ মজলিসের হুকুম সম্পর্কে বলেন,

وبالجملة، إذا لم يكن فيه منكر إلا الآلات ففيها خلاف

"মোটকথা হলো, যদি এসবে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি থাকে, তাহলে এগুলো ইখতিলাপূর্ণ হয়ে যায়।"
ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৬/৪২৭

৩৫১. 'সামা' ও 'রাকস': একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

'সামা' শব্দটি দিয়ে সাধারণত ছন্দোবদ্ধ কোনো বাক্যের সুরেলা উপস্থাপনকে বোঝা নো হয়। সে অর্থে সুরেলা কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী গজল শুনাও 'সামা', আবার দুনিয়াবি বা অশ্লিল গান শুনাও 'সামা'।

'রাকস' মানে শরীর দোলানো, নাচা বা নেচে উঠা। বাদ্য, গান, গজল বা যিকিরের তালে তালে শরীর নাড়ানোর ক্ষেত্রে 'রাকস' শব্দটি প্রয়োগ হয়। আবার মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও কারাতিতে মুখোমুখি ফাইটিংয়ের সময় একে অপরকে ঘিরে যেই শারীরিক নড়াচড়া প্রদর্শন করে সেটিকেও 'রাকস' বলা হয়।

সূফি ধারার বিশাল একটি অংশের কাছে 'রাকস' ও 'সামা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা সামা' বলতে ঐসকল ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে বুঝিয়ে থাকেন, যেখানে আল্লাহ তাআলার নিগুঢ় মারেফতের জ্ঞান থাকে, নবীজি সা. এর ভালোবাসার বর্ণনা থাকে, দুনিয়ার হাকীকাত ও আখেরাতে বাস্তবতার বর্ণনা থাকে। সূফীগণ একসাথে সমস্বরে এগুলো পাঠ করে থাকেন।
পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সামা'র মধ্যে 'রাকস' অন্তর্ভূক্ত হয়। সামা'র মর্মার্থ অনুধাবন করে সেই জগতে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তারা বিশেষ পদ্ধতিতে ঘুরতে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ার শরীরি সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশাল মারেফাতের জগতে নিজেদেরকে উন্নীত করেন।
ইতিহাসের কিংবন্তি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রহ.ও 'সামা' ও 'রাকস' এর মজলিস করতেন।
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইমাম ইবনুল আসীর রহ. বলেন,

وَكَانَ يَحْضُرُعِنْدَهُ الْفُقَرَاءُ وَالصُّوفِيَّةُ وَيَعْمَلُ لَهُمُ السَّمَاعَ، فَإِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ لِرَقْصٍ أَوْسَمَاعٍ يَقُومُ لَهُ فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى يَفْرَغَ الْفَقِيرُ

"সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে ফকীর-দরবেশগণ উপস্থিত হতেন। তিনি তাদের জন্য 'সামা'র আয়োজন করতেন। তাদের কেউ যখন 'রাকস' বা 'সামা'র জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তিনিও তার সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। যতক্ষণনা ঐ ফকির-দরবেশ বসতেন, ততক্ষণ তিনিও বসতেন না।"

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি রহ. এর অনুসারীগণ -যাদেরকে 'মাওলাভিয়্যাহ' বলা হয়- তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্যই হলো সামা'র মজলিসে 'রাকস' করা।

www.muslimdm.com

ফজরের নামাজের পর শিকারে বের হতেন। যোহরের পূর্বে আবার কেল্লায় ফিরে আসতেন। রাত পর্যন্ত প্রত্যেকদিন এমনি অনুষ্ঠান থাকত। রাসূলের ﷺ জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ থাকার কারণে তিনি একবছর রবিউল আউয়ালের আট তারিখ মীলাদ উদযাপন করতেন, অন্যবছর বার তারিখে করতেন। মীলাদুন্নবী ﷺ এর দু'দিন পূর্বে বর্ণনাতীত রকমের অসংখ্য উট, গরু, মহিষ ময়দানে নিয়ে আসতেন। সাথে থাকত তবলা[৩৫২], গজল ও বাদ্যযন্ত্র। তারপর পশু জবাই শুরু করতেন। বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করতেন।

মীলাদুন্নবী ﷺ এর রাতে কেল্লায় মাগরিবের নামাজের পর বিভিন্ন ধরনের 'সামা'র আয়োজন করতেন। তারপর নেমে আসতেন। তার সামনে থাকত বহু মোমবাতি। তার মধ্য থেকে দুই বা চারটি শোভাযাত্রার মোমবাতি। প্রত্যেকটিকে খচ্চরের পিঠে বহন করা হতো। মোমবাতির পশ্চাতে একজন লোক থাকত, সে তা ধরে থাকত। মোমবাতিটি খচ্চরের পিঠে বাধা থাকত। এভাবে খানকায় গিয়ে উপস্থিত হতেন।

মীলাদুন্নবীর ﷺ দিন সকালে কিল্লা থেকে খানকা পর্যন্ত দাঁড়ানো সকল সূফী-দরবেশদের হাতে পোশাক অর্পন করা হতো। প্রত্যেকের হাতে থাকত নতুন কাপড়। তারা একে অপরের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকতেন। এভাবে অনেক কাপড় দেয়া হতো। যার সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। ওয়েজীন বা বক্তাদের জন্য কুরসী স্থাপন করা হতো। বাদশা মুজাফফরুদ্দীনের জন্য কাঠের বুরুজ স্থাপন করা হতো। তাতে কয়েকটি জানালা সমবেত মানুষ ও কুরসী অভিমুখে খোলা থাকত। আর কয়েকটি জানালা ময়দানের দিকে খুলা থাকত। সে ময়দান সুদূর বিস্তৃত ছিল। সেখানে সৈন্যবাহিনী সমবেত হতো। তারা যুদ্ধের কলাকৌশল দেখাত। বাদশা কখনো সৈন্যবাহিনীকে দেখতেন, আবার কখনো সমবেত মানুষ ও বক্তাদেরকে দেখতেন। সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধের কলাকৌশন প্রদর্শন করা শেষ হওয়া পর্যন্ত এমনিভাবে চলতে থাকত।

তারপর দরিদ্র মানুষদের জন্য ময়দানে দস্তরখানা বিছানো হতো। তাতে অসংখ্য রুটি ও খাবার পরিবেশন করা হত। কুরসীর নিকট সমবেত মানুষের জন্য খানকায় একটি দস্তরখানা বিছানো হতো। সৈন্যদের কলাকৌশল পরিবদর্শনের সময় ও ওয়াজ চলাকালীন সময়ে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে যেসব ফুকাহা, বক্তা, কারী ও কবিরা সমবেত হতেন, তাদের প্রত্যেককে কাপড় উপহার দেয়া হতো। তারপর বাদশা তার স্থানে ফিরে আসতেন।

এসবকিছু হয়ে গেলে তারা দস্তরখানায় উপস্থিত হতেন। আসর বা মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এমনিভাবে চলতে থাকত। সে রাতে তিনি সেখানেই থাকতেন। এবং সকাল পর্যন্ত 'সামা'র আয়োজন করতেন। প্রত্যেকবছর এমনই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। আমি সংক্ষেপে এসবকিছু বর্ণনা করলাম। বিস্তারিত বলতে গেলে তা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। মীলাদুন্নবী ﷺ এ মহা আয়োজন শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেকে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতো। প্রত্যেককে রাহা-খরচ বাবদ অর্থ প্রদান করা হতো।"[৩৫৩]

বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপন
উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত অসংখ্য ইমাম ও মনীষী তার এই মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সুনির্দিষ্টভাবে বাদশাহ মুজাফফরের মীলাদ উদযাপনের বৈধতা বর্ণনা করেছেন। এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

বাদশাহের সমকালীন বিশ্বের ফকীহগণ ও বরেণ্য উলামায়ে কেরাম।

ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ.বলেন,

তথ্যসূত্র: *আল মাউসূয়াতুল মুয়াসসারা: ১/২৬৭; আস সামাউস সূফি ওয়া তাজাল্লিয়াতুহুল উজুদিয়্যাহ; আল কামিল ফিত তারীখ: ১০/১১৯*

সুতরাং সূফী ধারায় 'সামা' মানে কোনো দুনিয়াবি গান নয়, রাকস মানে প্রচলিত ড্যান্স বা নৃত্য নয়।

৩৫২. পূর্বে বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে, এখানেও সেই কথা। তবে সূফী বা মালেকীদের একাংশ যে তবলার বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন তা ঐ তবলা, যার একপাশ খোলা থাকে। আরবীতে একে 'দারবুক্কাহ' বলে।

৩৫৩. ওফায়াতুল আ'য়ান: ৪/১১৭-১১৯

فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل –مثل بغداد، والموصل، والجزيرة، وسنجارونصيبين، وبلاد العجم، وتلك النواحي- خلق كثيرمن الفقهاء و...

"(বাদশাহের মীলাদ উদযাপনে) প্রত্যেক বছর ইরবিলের আশেপাশের বহু শহর যথা, বাগদাদ, মোসেল, জাযীরা, সানজার, নাসীবাইন এবং অনারব দেশসমূহ ও পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল থেকে বিশাল সংখ্যক ফুকাহায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন।"[৩৫৪]

ইমাম ইবনু কাসীর রহ. ইমাম সিবতু ইবনুল জাওযীর বরাতে বর্ণনা করেন,

كان يحضرعنده في المولد أعيان العلماء

"বাদশাহের মীলাদ উদযাপনে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন।"[৩৫৫]

ইমাম আবু শামাহ রহ. (৬৬৫ হি.) বলেন,

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل، ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم المو افق لمولد النبي ﷺ، من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور.

"আমাদের সময়ে এ জাতীয় উত্তম বেদআতের মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রতিবছর নবীজি ﷺ জন্মদিনে দান-খয়রাত, নেক আমল এবং সাজসজ্জা ও খুশি প্রকাশের ন্যায় যে কাজগুলো, যা পূর্বে ইরবিল শহরে করা হতো।"[৩৫৬]

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وأول من أطلع لهم هذا الفعل الأسعد وفازمنه –ان شاء الله- بالأجر السرمد: الملك المظفرأبو سعيد كوكبري...

আর এই মহান কাজটি সর্বপ্রথম তাদের সামনে পেশ করেন এবং অনন্তর সাওয়াবের অধিকারী হন- বাদশা মুজাফফর আবু সাঈদ কুকুবরী।"[৩৫৭]

ইমাম সাখাভী রহ. (৯১১ হি.) বলেন,

وكان للملك المظفرصاحب إربل كذلك فيها أتم عناية واهتماما بشأنه، جاوزالغاية، أثنى عليه به العلامة أبو شامة.

"বিলাদুল মাগরিবের শাসকদের মতো বাদশা মুজাফফরও মীলাদ উদযাপনকে অত্যন্ত গুরুত্বারুপ করতেন। বিশাল মহাসমারোহে আয়োজন করতেন। আর আবূ শামাহ রহ. তার এ কাজের প্রশংসা করেছেন।"[৩৫৮]

ইমাম নাজমুদ্দীন গাইতী রহ. (৯৮৩ হি.)

ولقد كان الملك المظفرصاحب إربل يعتنى بذلك أشد عناية، بحيث أثنى عليه بسبب ذلك الإمام العلامة أبو شامة... فرحمه الله تعالى ورضي عنه و أثابه الجنة بمنه وكرمه آمين.

"ইরবিলের বাদশা মুজাফফর মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারুপ করতেন। ইমাম আবু শামাহ রহ. তার এ কাজের অনেক প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে রহম করুন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। নিজ ফযল ও করমে জান্নাত দান করুন।"[৩৫৯]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (৯১১ হি.) বলেন,

---

৩৫৪. ওফায়াতুল আ'য়ান: ৪/১১৭;
৩৫৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৩৭
৩৫৬. আলবাঈছ আলা ইনকারিল বিদাঈ ওয়াল হাওয়াদিছ: ২১
৩৫৭. জামেউল আছার: ১/৬৩-৬৮
৩৫৮. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৭
৩৫৯. বাহজাতুন নাযিরীন: ৭০-৭১

إنما أحدثه ملك عادل عالم، وقصد به التقرب إلى الله تعالى، وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم... فهؤلاء علماء متدينون ورضوه و اقروه ولم ينكروه.

"এটি প্রচলন করেছেন একজন আলেম ন্যায়পরায়ণ বাদশা (মুজাফফর)। তার অনুষ্ঠানে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গ ব্যক্তিগণ কোনো আপত্তি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতেন। আর এসকল মুত্তাকী উলামায়ে কেরাম এর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, স্বিকৃতি দিয়েছেন। তারা একে মুনকার বলেননি।"[৩৬০]

ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. (৯৭৩ হি.) বলেন,

ومما يدل على أن عمل المولد المشتمل على ما مر من الإحسان الواسع والذكر الكثير، بدعة حسنة؛ إكثار الإمام الكبير أبي شامة شيخ النووي رحمهما لله تعالى الثناء على الملك المظفر صاحب إربل، بما كان يفعله من خيرات في هذه الليلة مما لم يحك بعضه عن غيره. فثناء هذا الإمام على هذا الفعل أدل دليل على أنها بدعة حسنة.

"এ ধরনের নেক আমলে পরিপূর্ণ 'মিলাদ অনুষ্ঠান' যে বিদআতে হাসানাহ এর অন্যতম দলিল হলো, ইরবিলের বাদশাহ মোযাফ্ফর এর ব্যাপারে ইমাম আবু শামাহ রহ. এর প্রশংসা। যিনি সেই রাতে এতোবেশি নেক আমলের আয়োজন করতেন যে, অন্য কারও ব্যাপারে এতোবেশি আমলের বর্ণনা নেই। সুতরাং রবিউল আউয়ালের এই রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইমাম আবূ শামার মতো ব্যক্তিত্বের প্রশংসা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এটি উত্তম বিদআত।"[৩৬১]

ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

মুল্লা আলী কারী রহ. ওপরে বর্ণিত সাখাভী রহ. এর উক্তিটি 'আল মাওরিদুর রাভী' কিতাবে নকল করেছেন এবং সমর্থন করেছেন।[৩৬২]

সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বর্ণনা: কিছু আপত্তি

বাদশা মুজাফফর কতৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপনের ব্যয়ের বর্ণনা দিয়ে সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. বলেন,

"বাদশা মুজাফফরের মীলাদ উদযাপনে শরিক হয়েছেন এমন একজন আমাকে বলেছেন, আমি দস্তরখানের খাবার হিসেব করে দেখেছি যে, সেখানে একশ ঘোড়া, পাঁচ হাজার ভূনা মাথা, দশ হাজার মুরগী, একলাখ মাটির পাত্র ও তিনহাজার ডিস হালুয়া রয়েছে।... ইরবিলে যাওয়ার পর আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি মীলাদ উপলক্ষে তিন লাখ দীনার ব্যয় করতেন।"[৩৬৩]

ইমাম যাহাবী রহ. ও ইমাম ইবনু কাসীর রহ. সহ অনেকেই সিবতু ইবনুল জাওযীর উক্ত বর্ণনাটি নকল করেছেন।[৩৬৪]

সিবতু ইবনুল জাওযীর উক্ত বর্ণনা নকল করে ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

قُلْتُ :مَا أَعْتَقِد وُقُوع هَذَا، فَعُشر ذَلِكَ كَثِيْر جِدّاً

"আমার মনে হয় না, এসব এত অধিক পরিমানে ছিল। এর এক দশমাংশও তো অনেক বেশি!"

মূলত সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. অনেক সময় অসতর্কতাবসত ধারণা করে কথা বলতেন। ফলে তার বিভিন্ন বর্ণনাসমূহ অনেক সময় প্রকৃত অবস্থার বিপরীত হয়ে যেত।

তাই ইমাম যাহাবী উপরোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করার সময় বলেন,

والعهدة عليه فإنه... لا يتورع في مقاله[365]

---

৩৬০. আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/২২৫

৩৬১ . ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা আলাল আলম: ২১-২৩

৩৬২. আর মাওরিদুর রাভী: ৮৮

৩৬৩. মিরআতুয জামান: ২২/৩২৪-৩২৫;

৩৬৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৩৭; তারীখুল ইসলাম: ৪৫/৪০৫-৪০৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২২/৩৩৬-৩৩৭

"ঘটনার সত্য মিথ্যার ভার তার উপরই ন্যাস্ত। কেননা তিনি কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন না।"[৩৬৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: ইরবিল ছাড়িয়ে মিশর ও শামে

ইমাম সাখাভী রহ. বলেন,

ولم يزل ملوك مصر خدام الحرمين الشريفين ممن وفقهم الله لهدم كثير من المناكير والشين، ونظروا في أمر الرعية كالوالد لولده، وشهروا أنفسهم بالعدل، يعتنون به...

"হারামাইন শরীফাইনের সম্মানিত খাদেম মিসরের সুলতানগণ যুগ যুগ ধরে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছেন। যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বহু মুনকার ও খারাপ কাজ মিটিয়ে দিয়েছেন। যারা তাদের জনগণের প্রতি সন্তানের মতো খেয়াল রাখতেন। যারা নিজেদেরকে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বিখ্যাত করেছিলেন।"[৩৬৭]

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. বলেন,

يظهرون لذلك الفرح والسرور في شهر ربيع الأول دون بقية الشهور، وذلك بمكة والمدينة ومصر والشام وغيرها في بلاد الإسلام. (إنتهى باختصار)

"এই মীলাদের পরিপ্রেক্ষিতে রবিউল আউয়াল মাসকে তারা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে উদযাপন করে। আর এটি মক্কা, মাদিনা, মিসর ও সিরিয়াসহ ইসলামী বিশ্বের সবর্ত্রই হয়ে থাকে।"[৩৬৮]

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন: উলামায়ে কেরামের অবস্থান

ফাতেমীদের পর মুসেলের শাইখ উমর বিন মুহাম্মদ বিন মাল্লা রহ. এর মাধ্যমে শুরু হওয়া মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন বাদশা মুজাফফর রহ. এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উৎসবে পরিণত হয়। তারপর থেকে মিশর ও সিরিয়ার শাসনকর্তাগণ প্রায় নিয়মিত এটি উদযাপন করে আসছেন। বিশেষ করে মামলুক সালতানের সুলতানগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এটির আয়োজন করেছেন।

ইমাম আবু শামাহ রহ. থেকে শুরু করে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ., ইমাম সাখাভী রহ., ইমাম সুয়ূতী রহ., ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ., ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ., ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. ও ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ.সহ মাশরিকের অসংখ্য ইমাম ও ফুকাহায়ে কেরাম এই মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

তাছাড়া এসব উৎসবে শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ., শাইখুল ইসলাম জালালুদ্দীন বুলকীনি রহ., ইমাম ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআ' ইরাকী রহ., কাযী যাইনুদ্দীন তাফাহনী রহ., ইমাম ইবরাহীম যুক্কাআ'হ রহ. ও ইমাম শাইখুল ইসলাম আলামুদ্দীন বুলকীনি রহ. এর মতো সালতানাতের বড় বড় ইমাম, আলেম, ফকীহ ও চার মাযহাবের কাযীগণ উপস্থিত থাকতেন।
তৃতীয় অধ্যায়ে তাদের ফতোয়া ও উপস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

---

[365] **قال الإمام الذهبي رحمه الله في التاريخ (45\405): والعهدة عليه، فإنه خساف مجازف لا يتورع في مقاله. وقال في أثناء نقله عنه هذه الأشياء الهائلة: "وعد من هذا الخسف أشياء".**

وقال في الميزان (4\471): سبط ابن الجوزي. روى عن جده وطائفة، وألف كتاب مرآة الزمان، فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات، وما أظنه بثقة فيما ينقله، بل يجنف ويجازف، ثم إنه ترفض. وله مؤلف في ذلك

وقال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج (86): فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث والسمين...

৩৬৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২২/৩৩৭; তারীখুল ইসলাম: ৪৫/৪০৫
৩৬৭. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৬-১১১৭
৩৬৮. জামেউল আছার: ১/৬২-৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দির শুরু থেকেই হিযাজে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন হয়ে আসছে। তবে তাদের মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন মাশরিক ও মাগরিব থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপিত হতো তাঁর জন্মস্থান সহ অন্যান্য পবিত্রতম স্থান যিয়ারাত করার মাধ্যমে।

সেদিন সকলেই নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম বন্ধ রেখে এই স্থানগুলো যেয়ারত করতে বের হতেন। দোকানপাট ও মকতবগুলো বন্ধ থাকত। বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়া হতো। এবং নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত পড়া ও শুনা হতো। অনেক সময় বড় বড় ইমামগণও তাদের সাথে শরীক হতেন, জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করে শুনাতেন। মোটকথা, এ দিনকে তারা ঈদের দিনের চেয়েও বেশি মহাসমারোহে উদযাপন করত। উসমানী খেলাফলতের সময় মক্কার গভর্ণর, প্রধান কাযী, উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতির মাধ্যমে এই উৎসবকে আরো শক্তিশালী করা হয়।

ইবনু জুবাইর আন্দালুসী রহ. (৫৮০ হি.) বলেন,

يفتح هذا الموضع المبارك أي منزل النبي ﷺ فيدخله الناس كافة متبركين به في شهر ربيع الأول ويوم الاثنين منه، لأنه كان شهر مولد النبي ﷺ، وفي اليوم المذكور الذي ولد فيه النبي ﷺ، تفتح المواضع المقدسة المذكورة كلها. وهو يوم مشهود بمكة دائما

"রবিউল আউয়াল মাসে, বিশেষত এ মাসের সোমবারে নবীজি ﷺ এর ঘরটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মোক্ত করে দেয়া হয়। সকলেই তাতে প্রবেশ করে বরকত লাভ করে। যেহেতু রবিউল আউয়াল মাসটি তাঁর জন্মের মাস, এই দিনেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই এ সময় পবিত্রতম জায়গাগুলো উন্মোক্ত করে দেয়া হয়। আর এই দিনটি মক্কাবাসীদের জন্য সবসময়ই একটি বিখ্যাত স্মরণীয় দিন।"[৩৬৯]

ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. (৬৩৩ হি.) বলেন,

أولها: أنه أنكر تعطيل قراءة الصبيان في المساجد وتعقيلهم من المكاتب في يوم هذا المولد العظيم، وظن أن الناس لا يفعلونه في غير هذه الأرض، وقد شهد الحجاج الفضلاء والسفار الخيار أن يوم المولد بمكة لا يقام فيه شغل ولا يشترى ولا يباع إلا مشتغلين بزيارة مسقط رأسه الكريم مهرعين إلى ذلك، وتفتح الكعبة وتزار فيه.

"তারা (মীলাদ উদযাপনে আপত্তিকারীগণ) ভাবল, নবীজি ﷺ এর জন্মদিনে মসজিদ ও মকতবের বাচ্চাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা না করানো, একটি নতুন ও অস্বাভাবিক কাজ। এমন কাজ পৃথিবীর আর কোথাও করা হয় না।
অথচ হাজী সাহেবানগণ ও নেককার মুসাফিরগণ সাক্ষ্য দিলেন যে, মক্কায় নবীজি ﷺ এর মীলাদের দিনে দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। সকলেই নবীজি ﷺ এর জন্মস্থান যিয়ারতের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সেদিন কাবা খুলে দেয়া হয় এবং যিয়ারাত করা হয়।"[৩৭০]

ইবনু বতুতা রহ. (৭৭৯ হি.) বলেন,

وباب الكعبة المعظمة ... ويفتح الباب الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة ويفتح في يوم مولد النبي ﷺ

"আর সম্মানিত কা'বার দরজাটি প্রতি শুক্রবার জুমার পর এবং মীলাদুন্নবীর ﷺ দিন খুলে দেয়া হয়।"[৩৭১]

ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. (৮৩৩ হি.) বলেন,

وكان مولده ﷺ بالشعب، وهو مكان معروف متواتر عند أهل مكة، يخرج أهل مكة كل عام يوم المولد ويحتفلون بذلك أعظم من احتفالهم بيوم العيد، وذلك إلى يومنا هذا. وقد زرته وتبركت به عام حجتي سنة اثنين وتسعين وسبعمئة، ورأيت من بركته

৩৬৯. রিহলাতু ইবনু জুবাইর: ৮২
৩৭০. 'আদ দুররুল মুনাযযাম' এর মুকাদ্দিমা; ওয়ারাকাত: ৫১৭-৫১৮
৩৭১. তুহফাতুন নাযযার: ১৪৭

عظيما، ثم كررت زيارته في مجاورتي سنة ثلاث وعشرين وثمانمئة، وقرئ علي كتابي: التعريف بالمولد الشريف وسمعه خلق لا يحصون، وكان يوما مشهودا.

"আর নবীজি ﷺ এর জন্মস্থানটি মক্কাবাসীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। মক্কাবাসীগণ প্রতি বছর নবীজি ﷺ এর জন্মের দিনে সেখানে যায়। এই দিনটিকে এমন মহাসমারোহে উদযাপন করে, যেভাবে ঈদের দিনকেও তারা উদযাপন করে না। আর এই ধারা আজও চলমান। ৭৯২ হিজরীতে হজ্জের সফরে আমিও এই জায়গাটি জিয়ারত করি এবং বরকত কামনা করি। এর মাধ্যমে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করি। তারপর ৮২৩ হিজরীতে মক্কায় অবস্থানকালে আবারও যিয়ারাত করি। সেখানে আমার নিকট আমার কিতাব 'আত তা'রীফ বিল মাউলিদিশ শারীফ' পড়া হয়। অসংখ্য মানুষ সেটি শ্রবণ করে, আর এটি ছিল এক স্মরণীয় দিন।"[৩৭২]

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

أما بعد، فإن قلوب المؤمنين و أفئدة المتقين ترتاح كل عام إلى سماع حديث مولده أفضل الصلاة والسلام. وقد صار ذلك الهم بدعة حسنة يهيمون بها في كل سنة، يظهرون لذلك الفرح والسرور في شهر ربيع الأول دون بقية الشهور، وذلك بمكة والمدينة ومصر والشام وغيرها في بلاد الإسلام. (إنتهى باختصار)

"প্রতি বছরই মুমিন মুত্তাকিদের হৃদয়-মন নবীজি ﷺ এর মীলাদ সংক্রান্ত হাদীস শুনার জন্য ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠে। আর এই বিষয়টি একটি বেদআতে হাসানায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক বছরই এর প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে উঠে। এই মীলাদের পরিপ্রেক্ষিতে রবিউল আউয়াল মাসকে তারা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে উদযাপন করে। আর এটি মক্কা, মাদিনা, মিসর ও সিরিয়াসহ ইসলামী বিশ্বের সবর্ত্রই হয়ে থাকে।"[৩৭৩]

ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. (৯৭৩ হি.) বলেন,

ولأهل مكة في هذه الليلة شعار مشهود، لا يوجد مثله في بلدة غيرها، بحيث إنهم يحتفلون، ويعدونه من أعظم أعيادهم، ويلبسون فيه الغنى والفقير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير.. أغلى ما يجدونه، ويخرجون بأولادهم إلى المسجد الحرام، ثم يخرجون عقب صلاة المغرب في جمع لا يحصى كثرة من مشائخ الزوايا وتلامذتهم، ثم رؤسائها وقضائها، حتى نقل أن أمير مكة وسلطانها؛ يكون معهم في باب المسجد.. ثم يتوجهون في ضجة عظيمة من التهليل والذكر، إلى أن يدخلوا المولد الشريف.

"আর এ রাতকে কেন্দ্র করে মক্কাবাসীদের একটি ঐতিহ্যবাহী শিআ'র বা প্রথা রয়েছে। তারা এ রাতকে উদযাপন করে, সবচে বড় ঈদ বা উৎসব হিসেবে বিবেচনা করে। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন ও দাস প্রত্যেকেই তাদের সবচে দামী পোশাক পরিধান করে। প্রত্যেকেই তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়। তারপর মাগরিবের নামাজ শেষে মাশায়েখে কেরাম, তালিবে ইলমগণ, কাযীগণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মক্কার আমীরসহ সকলেই একসাথে তাহলীল ও যিকরের সাথে সম্মানিত জন্মস্থানের দিকে রওনা হন।"[৩৭৪]

ইমাম জামালুদ্দীন জারুল্লাহ মাখযূমী রহ. (৯৮৬ হি.) বলেন,

وجرت العادة بمكة في ليلة الاثنين عشر من ربيع الأول في كل عام أن قاضي مكة الشافعي يتهيأ لزيارة هذا المحل الشريف بعد صلاة المغرب في جمع عظيم منهم الثلاثة القضاة، وأكثر الأعيان من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوت بفوانيس كثيرة، وشموع عظيمة، وزحام عظيم"...

৩৭২. আরফুত তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ: ২৩
৩৭৩. জামেউল আছার: ১/৬২-৬৩
৩৭৪. ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২২-২৩

"মক্কায় প্রত্যেক বছর রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে এই প্রচলন চলে আসছে যে, সেদিন শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান কাযী মাগিরবের নামাজের পর এই বরকতময় স্থানটি (নবীজির ﷺ জন্মস্থান) যিয়ারাত করার জন্য বের হন। সাথে থাকে অন্য তিন মাযহাবের কাযীগণ, নেতৃস্থানীয় ফুকাহায়ে কেরাম ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। মানুষের হাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফানুস ও মোমবাতি।"[৩৭৫]

ইমাম কুতবুদ্দীন নাহরাওয়ালী হানাফী রহ. (৯৮৮ হি.) বলেন,

يزار مولد النبي ﷺ المكاني في الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول في كل عام، فيجتمع الفقهاء والأعيان على نظام المسجد الحرام والقضاة الأربعة بمكة المشرفة بعد صلاة المغرب بالشموع الكثيرة والمفرغات والفوانيس والمشاغل وجميع المشائخ مع طوائفهم بالأعلام الكثيرة ويخرجون من المسجد إلى سوق الليل ويمشون فيه إلى محل المولد الشريف بازدحام ويخطب فيه شخص ويدعو للسلطنة الشريفة... ويأتي الناس من البدو والحضر وأهل جدة، وسكان الأودية في تلك الليلة ويفرحون بها

"প্রত্যেক বছর ১২ রবিউল আউয়াল নবীজি ﷺ এর জন্মস্থান যিয়ারাত করা হয়। সেদিন ফুকাহায়ে কেরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মক্কার চার মাযহাবের কাযীগণ ও অন্যান্য শায়েখগণসহ সকলেই একত্রিত হয়ে মসজিদ থেকে 'সূকুল লাইল' এর দিকে বের হন। সেখান থেকে তারা হেঁটে বরকতময় জন্মস্থানের দিকে যান। সাথে থাকে প্রচুর ফানুস, মোমবাতি ও পতাকা। সেখানে একজন কিছু বয়ান পেশ করেন এবং সালতানাতের জন্য দুআ' করেন। বিভিন্ন গ্রাম, শহর ও পাহাড়ি এলাকার মানুষজনসহ সকলেই এখানে আসেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন।"[৩৭৬]

মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

وأما أهل مكة معدن الخير والبركة فيتوجهون إلى المكان المتواتر بين الناس أنه محل مولده، وهو في "سوق الليل" رجاء بلوغ كل منهم بذلك المقصد، ويزيد اهتمامهم به على يوم العيد حتى قلَّ أن يتخلف عنه أحد من صالح وطالح، ومقل وسعيد سيما "الشريف صاحب الحجاز" بدون توارٍ وحجاز. ويتم إطعام غالب الواردين وكثير من القاطنين المشاهدين فاخر الأطعمة والحلوى، ويمد للجمهور في منزلة صبيحتها سماطا جامعا

"আর খায়ের ও বরকতের খাযীনা মক্কার অধিবাসীগণের মীলাদ উদযাপনের বর্ণনা হলো- তারা নবীজি ﷺ এর জন্মস্থানের দিকে যায়। আর এটি 'সূকুল লাইল' এ অবস্থিত। এদিনকে তারা ঈদের দিনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই উদযাপনে সকল ধরনের মানুষ উপস্থিত থাকে। হিজাযের গভর্নরও কোনো ধরনের প্রাটোকল ছাড়াই বেরিয়ে আসেন। বিশাল সংখ্যক দর্শনার্থী ও আগন্তুকদের জন্য উন্নত মানের খাবার ও মিষ্টি জাতীয় জিনিস পরিবেশন করা হয়। সাধারণ জনতার জন্য খাবারের বিশাল আয়োজন করা হয়।"[৩৭৭]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي ﷺ في يوم ولادته، والناس يصلون على النبي ﷺ ويذكرون إرهاصاته التي ظهرت في ولادته ومشاهدة قبل بعثته، فرأيت أنوارا ساطعة دفعة واحدة لا أقول إني أدركتها ببصر الجسد، ولا أقول أدركتها ببصر الروح فقط، والله أعلم كيف كان الأمر بين هذا وذلك، فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة المؤكلين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس، ورأيت يخالطه أنوار الملائكة أنوار الرحمة.

"ইতঃপূর্বে আমি মক্কা মুকাররামায় হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৌভাগ্যপূর্ণ জন্মদিনে তাঁর জন্মস্থানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে মানুষ তাঁর দরবারে দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ সহ জন্মলাভ-মুহূর্তে প্রকাশিত ঘটনাবলি এবং নবুয়ত পূর্ববর্তী পরিদৃষ্ট আলামত-নিদর্শনাবলি বর্ণনা করছিলো। আচানক আমি লক্ষ করলাম, ভরপুরভাবে উক্ত মজলিসে নূর বর্ষিত হচ্ছে। আমি এ কথা বলছি না যে, তা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছি কিংবা কেবল রুহানী দৃষ্টিতেই অবলোকন করেছি।

৩৭৫. আল জামিউল লাতীফ ফি ফাদলী মক্কা: ২৮৫

৩৭৬. আল ই'লাম: ৩৫৫-৩৫৬

৩৭৭. আল মাওরিদুর রাভী: ১৫

এতদুভয়ের মাঝে প্রকৃত বিষয়টি কেমন ছিলো, তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। সে নূর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্ব তালাশের পর আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, এই নূরসমূহ সে সকল ফেরেশতার, যারা এসব মাহফিলে উপস্থিত জনগণের সাথে মিলিত হবার কাজে আদিষ্ট ও নিয়োজিত। সেইসাথে আমি এটাও লক্ষ করেছি যে, ফেরেশতাদের নূরসমূহের সাথে সাথে রহমতের নূরসমূহও বর্ষিত হচ্ছে।"[৩৭৮]

৩৭৮. ফুয়ূযুল হারামাইন: ৩৩-৩৪

www.muslimdm.com

তৃতীয় অধ্যায়

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

www.muslimdm.com

১. ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ আযাফী আল মালেকী রহ. (৬৩৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন কাযী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ আযাফী আল লাখমী আস সাবতী আল মালেকী। 'ইবনু আবী আযাফা' নামে প্রসিদ্ধ। আল মাগরিবুল ইসলামী বা উত্তর আফ্রিকার অন্যতম ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ। বাবা কাযী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল আযাফী রহ.ও ছিলেন একজন উঁচু মানের ফকীহ। ৫৫৭ হিজরী সালে এই মহান ইমাম সাবতা অঞ্চলে বিখ্যাত লাখমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাবতার ইলমী ও রাজনৈতিক বিষয়ে এই পরিবার ছিল নেতৃত্বের কেন্দ্রে।

শাইখুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবু মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ রহ. (৫৯১ হি.) এর কাছে কিরাআতে সাবআর উপর বিশ বার পূর্ণ কোরআনের দারস নেন। আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন হুবাইশ রহ. (৫৮৪ হি.), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জা'ফর রহ. (৫৮৬ হি.) ও আবুল কাসিম আব্দুর রহমান আস সুহাইলী রহ. (৫৮১ হি.) এর মতো ইমামদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনু বাশকুয়াল রহ. (৫৭৮ হি.), আবু বকর মুহাম্মদ আল ইশবীলি রহ. (৫৭৫ হি.) ও মাশরিকের অনেক ইমাম থেকে তিনি হাদীসের ইজাযত লাভ করেন।

ইলম অর্জন শেষে নিজ অঞ্চল সাবতায় হাদীস ও ফিকহের তাদরীসের কাজে নিয়োজিত হন। তার থেকে ইলম অন্বেষণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে উলামা-তলাবাদের আগমন ঘটতে থাকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ আল ইশবীলি রহ. (৬৬৬ হি.), প্রখ্যাত নাহুবিদ ইমাম আবুল হুসাইন আল ইশবীলি রহ. (৬৮৮ হি.) ও হাফিয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল কুযাঈ ইবনুল আব্বার রহ. (৬৫৮ হি.) সহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে অঞ্চলটি ইলম ও মারেফাতের শহরে পরিণত হয়। বেদআতের বিরোধিতা এবং সালাফ ও সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'আদ দুররুল মুনাযযাম' তার মাওলিদ বিষয়ক ঐতিহাসিক অমর গ্রন্থ। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ.- এর মতো বিখ্যাত ইমামও নিজস্ব সনদে উক্ত কিতাবটি বর্ণনা করেছেন।
ইমাম যাহাবী রহ., ইবনু হাজার আসকালানী রহ., হাফিয ইবনু মাসদী আল গারনাতী রহ., আবুল হাসান আলী ইশবীলি রহ. ও আবুল কাসিম ইবনু শাত রহ. এর ভাষায় তিনি-

كان إماما، مفننا، فقيها، معتمد بلده بفقهه وسنده، من خاتمة أهل العلم بالسنة والإنتصار لها. بقية المحدثين. وكان ذا فضل وصلاح، وجلالة وإتقان. صنف كتابا في المولد وجوده. وكان على طريقة شريفة من التسنن، و اقتفاء السلف والإكباب على سلوك سبل الخير كلها.

"ইমাম, বহুশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, ফকীহ, ফিকহ ও সনদের ক্ষেত্রে তিনি নিজ দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন সুন্নাহর আলেম। সুন্নাহ সংরক্ষণে অগ্রগামী। প্রকৃত অর্থেই অনেক বড় মুহাদ্দিস। অত্যন্ত দক্ষ, মর্যাদাবান ও নেককার। মাওলিদ বিষয়ক অত্যন্ত উঁচু মানের একটি কিতাব লিখেছেন। সালাফের অনুসরণ ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার মর্যাদাপূর্ণ পন্থার ওপর সর্বদা অটল ছিলেন।"[৩৭৯]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. বিলাদুল মাগরিব বা উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে সর্বপ্রথম 'মীলাদুলন্নবী ﷺ উদযাপন' প্রচলন করেন। তিনি কেন এ বিষয়টির প্রচলন করলেন, কীভাবে করলেন, এ ব্যাপারে তিনি নিজেই তার 'আদ দুররুল মুনাযযাম' কিতাবের শুরুতে দলিলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি।
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস আল মাক্কারী রহ. বলেন,

المولد السعيد، الذي سنه ببلاد المغرب الشيخ أبو العباس العزفي، وتلك السنة باقية إلى الآن بحسن نيته، واعتنائه بالجناب العلي، نفعه الله بذلك.

---

৩৭৯. বারনামাজু শুয়ূখির রাঈনী: ৪২-৪৩; বারনামাজু ইবনু আবির রাবী': ২৬০; তারীখুল ইসলাম: ১৪/১০০, ৪৬/১৪১; তাবসীরুল মুনতাবিহ: ৩/৫; তাওযীহুল মুশতাবিহ: ৬/২৩২; নাইলুল ইবতিহাজ: ৭৭; আযহারুর রিয়াজ: ২/৩৭৪; আত তাআলীফুল মাউলুদিয়্যাহ, মাজাল্লাতু যাইতুনা: প্রথম ভলিউম: ৪৮৪

"মীলাদুন্নবী উদযাপনের ব্যাপারটি বিলাদুল মাগরিবে সর্বপ্রথম শাইখ আবুল আব্বাস আল আযাফী প্রচলন করেন। তার সুন্দর নিয়ত ও নবীজি ﷺ এর শান-মান প্রচারে এমন পদক্ষেপের কারণে, এই সুন্নত বা প্রচলন আজো বিদ্যমান। আল্লাহ তাকে এই কাজের উত্তম প্রতিদান দিন।"[৩৮০]

ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. বলেন,

أبو يعقوب المريني أول ملك قام بالمغرب بإقامة ليلة المولد الشريف؛ وكان العزفي ﷺ قد أقامه بسبتة، وبه وقع الإقتداء

"আবু ইয়াকুব আল মারীনি হলেন প্রথম সুলতান, যিনি মাগরিবে (রাষ্ট্রীয়ভাবে) মীলাদ উদযাপনের আয়োজন করেছেন। মূলত আযাফী রহ. সাবতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে সবাই তারই অনুসরণে মীলাদ উদযাপন করে আসছেন।"[৩৮১]

www.muslimdm.com

২. ইমাম ইসমাঈল ইবনে যফার হাম্বলী রহ. (৬৩৯ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু তাহের ইসমাইল বিন যফার বিন আহমাদ বিন ইবরাহিম আল মুনযিরী আন নাবলুসী আদ দিমাশকী। হাম্বলী মাযহাবের বড় মাপের একজন ইমাম ও মুহাদ্দিস। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ইবাদতগুজার ও দুনিয়া বিরাগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৫৭৪ হিজরীতে দিমাশকে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীস অন্বেষণে মক্কা, বাগদাদ, হাররান, মিশর, খোরাসান ও নিশাপুরসহ চষে বেড়িয়েছেন ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তর। সেসব এলাকার জগদ্বিখ্যাত ইমামদের থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. ও হাফিয আব্দুল গণী মাকদিসী রহ. অন্যতম। হাফিয যিয়া আল মাকদিসী রহ., হাফিয আব্দুল আযীম মুনযিরী রহ. ও যকীউদ্দীন বিরযালী রহ.- এর মতো যুগের বড় বড় উলামায়ে কেরাম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

ইমাম যাহাবী রহ. ও ইবনু রজব হাম্বলী রহ.সহ বরেণ্য ইমামদের ভাষায়-

الشيخ، الإمام، المحدث الحنبلي، الجوال، ارتحل في طلب الحديث إلى الأمصار. الصالح العابد، صاحب كرامات، ذا مروءة.

---

৩৮০ . আযহারুর রিয়ায: ১/৩৯

৩৮১. আল মানাকিবুল মারযুকিয়্যাহ: ২৬৮

"ইমাম ও হাম্বলী মাযহাবের মুহাদ্দিস। হাদীস অন্বেষণে যিনি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন। একজন নেককার ও ইবাদতগুজার বান্দা। কারামতওয়ালা ব্যক্তিত্ব।"[৩৮২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

وقد عمل المحبون للنبي ﷺ فرحا بمولده الولائم، فمن ذلك ماعمله بالقاهرة المعزية من الولائم الكبار الشيخ أبو الحسن المعروف بابن قفل قدس الله تعالى سره، شيخ شيخنا أبي عبد الله محمد بن نعمان، وعمل ذلك قبل جمال الدين العجمي الهمذاني؛ وممن عمل ذلك على قدروسعه يوسف الحجار بمصروقد رأى النبي ﷺ وهو يحرض يوسف المذكورعلى عمل ذلك...

"নবী প্রেমিকগণ তাঁর ﷺ জন্মের খুশিতে ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যারা কায়রোতে উক্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বড় আকারে করেছেন, তাদের মধ্যে শাইখ আবুল হাসান একজন। তিনি আমাদের শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নোমান এর উস্তাদ ছিলেন। তার পূর্বে জামালুদ্দীন আল আজামী আল হামাদানীও উক্ত অনুষ্ঠান করেছেন।

আর শাইখ ইউসুফ আল হাজ্জার রহ.ও ছিলেন ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজের সামর্থ অনুযায়ী মিশরে উক্ত মীলাদুন্নবী ﷺপালন করেছেন। তিনি নবীজিকে ﷺ স্বপ্নে দেখেছেন, নবীজি ﷺ তাকে এ কাজ করতে উৎসাহিত করছেন।..."[৩৮৩] (এখানে ইউসুফ বিন আল হাজ্জার রহ. এর স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে)

www.muslimdm.com

৩. ইমাম আবু শামাহ দিমাশকী শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ (৬৬৫ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আব্দুর রহমান বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন উছমান শিহাবুদ্দিন আবুল কাসেম আদ দিমাশকী আশ শাফেয়ী। তিনি আবু শামাহ উপনামে পরিচিত। হাফিযে হাদীস, ইমাম ও মুজতাহিদ। শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ। সে যুগের পৃথিবী-বিখ্যাত ইমামদের থেকে ইলম শিক্ষা করেন। তার প্রসিদ্ধ উস্তাদবৃন্দের মধ্যে অন্যতম হলেন সুলতানুল উলামা শাইখুল

৩৮২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২৩/৮১ (৬০); আল ইবার: ৫/১৬০; যাইলু তবাকাতিল হানাবিলা: ৩/৪৮৫- ৪৮৬; শাযারাতুয যাহাব: ৭/৩৫২

৩৮৩. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৪৪০

ইসলাম ইয্যুদ্দিন ইবনু আব্দিস সালাম রহ. (৬৬০ হি.), ইমাম সাইফুদ্দীন আমিদী রহ. (৬৩১ হি.) ও ইমাম ইবনু কুদামা রহ. (৬২০ হি.)। ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) সহ অসংখ্য ছাত্র তার থেকে ইলম হাসিল করেন।

তিনি ইলমে কেরাত, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস ও ইলমুন নাহুতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যুগের ইমামগণ তাকে হাফিযে হাদীস, ইমাম ও মুজতাহিদ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেছেন। "আল বাঈস আলা ইনকারিল বিদাঈ ওয়াল হাওয়াদিস" ও "আর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন" ছাড়াও তার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। দিমাশকের ইতিহাস নিয়ে দুটি কিতাব রয়েছে যার একটি পনেরো খণ্ডের, এবং অন্যটি পাঁচ খণ্ডের।

ইমাম যাহাবী রহ. (৭৪৮ হি.) রহ.সহ বরেণ্য ইমামগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের ভাষায় তিনি-

الإمام الحافظ، العلامة المجتهد، ذو الفنون، المقرئ النحوي، المؤرخ صاحب التصانيف.

"ইমাম, হাফিযে হাদীস, মহাজ্ঞানী, মুজতাহিদ, বহু বিষয়ের পণ্ডিত, ইলমে কিরাত বিশেষজ্ঞ, নাহুবিদ, ঐতিহাসিক এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা"[৩৮৪]।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل، ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق لمولد النبي ﷺ، من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور؛ فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكر الله تعالى، على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين ﷺ، وعلى جميع المرسلين. وكان أول من فعل ذلك بالموصل، الشيخ عمر بن محمد الملا، أحد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل.

"আমাদের সময়ে এ জাতীয় উত্তম বেদআতের মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রতিবছর নবীজি ﷺ এর জন্মদিনে দান-খয়রাত, নেক আমল, সাজসজ্জা ও খুশি প্রকাশের ন্যায় যে কাজগুলো করা হয়, যা পূর্বে ইরবিল শহরে করা হতো। কেননা এ কাজগুলো প্রমাণ করে, এগুলো আদায়কারীর অন্তরে নবীজির ﷺ প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। পাশাপাশি এতে রয়েছে দরিদ্রদের প্রতি এহসান। এবং এটি আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়ারই বহিঃপ্রকাশ, যিনি তাঁর রাসূলকে ﷺ বিশ্বজাহানের জন্য রহমত হিসেবে সৃষ্টি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

সর্বপ্রথম শাইখ উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা মুসেলে এই কাজের সূচনা করেন। যিনি একজন প্রসিদ্ধ দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনুসরণেই ইরবিলের বাদশাহ মুজাফফর এ কাজ শুরু করেন।"[৩৮৫]

৪. ইমাম সদরুদ্দীন মাওহুব বিন ওমর জাযারী শাফেয়ী রহ. (৬৬৫হি.)

৩৮৪. তাযকিরাতুল হুফফায: ৪/১৬৮; আল ইবার ফী খাবারি মান গাবার: ৫/২৮০; আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত: ১৩/১৮; শাযারাতুয যাহাব: ৫/৪৫৮

৩৮৫. আল বাইস আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদিস: ২১

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

কাযী সদরুদ্দীন মাওহুব বিন ওমর বিন মাওহুব বিন ইবরাহিম আল জাযারী। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ফকীহ, উসূলবিদ ও প্রসিদ্ধ মুফতী ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও পরহেজগার। ইমাম আলামুদ্দীন সাখাভী রহ. ও শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনু আব্দিস সালাম রহ. থেকে ইলম অর্জন করেন।

তাজুদ্দীন সুবকী রহ., সুয়ূতী রহ. ও ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. এর ভাষায়-

وكان إماما، عالما، عابدا، فقيها بارعا، أصوليا، أديبا. تفقه وبرع في المذهب، والأصول، والنحو.

"তিনি ছিলেন ইমাম, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও ইবাদতগুজার বান্দা। বড় মাপের ফকীহ, উসূলবিদ, সাহিত্যিক ও নাহুশাস্ত্রবিদ।"[৩৮৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে ইমাম সদরুদ্দীন মাওহুব বিন ওমর রহ. বলেন,

هذه بدعة لا بأس بها، ولاتكره البدع إلا إذا راغمت السنة، وأما إذا لم تراغمها فلا تكره، يثاب الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبي ﷺ.

"এটা এমন বেদআত যা ক্ষতিকর নয়। বেদআত তখনই নিন্দনীয় হয় যখন তা সুন্নত বিরোধী হয়। যদি তা সুন্নাহবিরোধী না হয় তাহলে নিন্দনীয় হবে না। নবীজি ﷺ এর জন্মে খুশি ও আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে তাঁর নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে"[৩৮৭]।

৫. ইমাম নাসিরুদ্দীন আল মুবারাক বিন তব্বাখ রহ. (৬৬৭ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

নাসিরুদ্দীন আল মুবারাক বিন ইয়াহইয়া বিন আবুল হাসান বিন আবুল কাসেম আল মিসরী। তিনি নাসিরুদ্দীন ইবনুত তব্বাখ নামে পরিচিত। অত্যন্ত মেধাবী ও বড় মাপের ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে তার পাণ্ডিত্য ছিল প্রবাদতুল্য। সমান পদচারণা ছিল উলুমুল হাদীসের জগতে। ইমাম যাহাবী রহ. তাকে ফিকহ ও হাদিসের মহাপণ্ডিত হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তকীউদ্দীন সুবকী রহ., ইমাম যাহাবী রহ., ইবনু কাসীর রহ. ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর ভাষায়-

كان إماما، بارعا في الفقه، مشهورالإسم فيه. وكان ذكي القريحة، حاد الذهن. العلامة في الفقه والحديث، درس وأفتى وصنف وانتفع به

"একজন ইমাম, ফিকহ শাস্ত্রের অনেক বড় পণ্ডিত। এই শাস্ত্রে তার প্রসিদ্ধি ছিল দুনিয়াব্যাপী। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ক্ষুরধার মেধার অধিকারী। হাদীস শাস্ত্রে যিনি মহাজ্ঞানী। তার পুরো জীবন কেটেছে দরস-তাদরীস ও তাসনীফের কাজে এবং তালিবুল ইলমদের ইলমী পিপাসা নিবারণে[৩৮৮]।"

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

৩৮৬. তবাকাতুশ শাফেয়ীয়্যাহ: ৮/৩৮৭; হুসনুল মুহাযারা: ১/৪১৫ শাযারাত: ৫/৫৫৭

৩৮৭. সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ: ১/৪৪৩

৩৮৮. তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ আল কুবরা: ৪১৬৮/৩৬৮-৩৬৯; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৭/৪৮৫; হুসনুল মুহাযারা: ১/৪১৬

www.muslimdm.com

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী আশ শামী রহ. বলেন, ইমাম আল্লামা নাসিরুদ্দীন মুবারাক বিন তব্বাখ রহ. নিজ হাতে এই ফতোয়া লিখেছেন যে,

إذا أنفق المنفق تلك الليلة وجمع جمعا أطعمهم مايجوز إطعامه، أسمعهم مايجوز سماعه، ودفع للمسمع المشوق للآخرة ملبوسا، كل ذلك سرورا بمولده ﷺ، فجميع ذلك جائزويثاب فاعله إذا أحسن القصد، ولايختص ذلك بالفقراء دون الأغنياء إلا أن يقصد مؤاساة الأحوج فالفقراء أكثر ثوابا؛ نعم، إن كان الاجتماع كما يبلغنا عن قراء هذا الزمان من أكل الحشيش، واجتماع المردان، و إبعاد القوال إن كان بلحية، و إنشاد المشوقات لشهوات الدنياوية وغيرذلك من الخزي، والعياذ بالله تعالى فهذا مجمع أثام.

"কোনো ব্যক্তি যদি নবীজি ﷺ এর মীলাদে খুশি হয়ে অর্থকড়ি খরচ করে এমন কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের খাবার খাওয়ানো হয়, জায়েয কিছু শুনানো হয় এবং কাপড় হাদিয়া দেওয়া হয়– তাহলে এ সবই জায়েয হিসেবে গণ্য হবে। নিয়ত ভালো থাকলে এর জন্য সাওয়াবও পাওয়া যাবে। ধনী-গরীব সকলকেই দাওয়াত করা যাবে। তবে অভাবীদের সহযোগিতার ইচ্ছা থাকলে, তাদের দাওয়াত করাই বেশি সাওয়াবের কারণ হবে।

আর যদি অনুষ্ঠানে নেশাজাত দ্রব্য সেবন, শ্মশ্রুমণ্ডিত সঙ্গীত শিল্পীদের বাদ দিয়ে কেবল শ্মশ্রুবিহীনদের দ্বারা সঙ্গীত পরিবেশন এবং সেসবের মাঝে দুনিয়ার প্রতি মোহ সৃষ্টিকারী হীন ইত্যাদি বিষয়ের সংমিশ্রণ থাকে– যেমনটা বর্তমানের ভণ্ড পীর-ফকিরদের আয়োজিত মীলাদ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে– তাহলে তো এটা পাপের আখড়া ছাড়া আর কিছুই না। আল্লাহ তাআলা এসব থেকে আমাদের হেফাজত করুন।"[৩৮৯]

www.muslimdm.com

৬. ইমাম যহীরুদ্দীন জা'ফর আততাযমানতী রহ. (৬৮২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

যহীরুদ্দীন জা'ফর বিন ইয়াহইয়া বিন জা'ফর আততাযমানতী আল মাখযুমী রহ.। মিসরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও ইমাম। যার থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন যুগের অন্যতম ফকীহ ইমাম ইবনু রিফআ' রহ. (৭১০ হি.), শাইখ সদরুদ্দীন ইয়াহইয়া বিন আলী আস সুবকী রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। 'শরহু মুশকিলিল ওয়াসিত' নামে তার একটি কিতাব রয়েছে।

তাজুদ্দীন সুবকী রহ. ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.সহ যুগবরেণ্য ইমামদের ভাষায়-

الشيخ الإمام، العلامة. كان شيخ الشافعية بمصر في زمانه.

"ইমাম, মহাপণ্ডিত। তিনি ছিলেন তার যুগের শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব"[৩৯০]।

৩৮৯. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৪৪১

৩৯০. তবাকাতুশ শাফেয়ীয়্যা-৮/১৩৯; হুসনুল মুহাযারাহ-১/ ৪১

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন করা সম্পর্কে তাঁর অভিমত

هذا الفعل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاما ومحبة لايبلغ جمعنا الواحد منه ولا ذرة منه.

هي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلوة على النبي ﷺ وإطعام الطعام للفقراء والمساكين، وهذا القدر يثاب عليه بهذا الشرط في كل وقت.

وأما جمع الرعاء وعمل السماع والرقص وخلع الثياب على القوال بمرودية وحسن صوته فلايندب بل يقارب أن يذم، ولا خير فيما لم يعمله السلف الصالح، فقد قال ﷺ لايصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

"এ কাজ সালাফে সালেহীনের প্রথম সারির কেউ করেনি। অথচ তারা তাঁকে ﷺ এত বেশি মহব্বত ও সম্মান করতেন যে, এর কিয়দাংশও করা আমাদের সম্ভব না।
এটি বেদআতে হাসানাহ। যদি আয়োজকের ইচ্ছা থাকে কেবল বুযুর্গদের একত্র করা, দরূদ পাঠ, ফকীর-মিসকিনদের খাবার খাওয়ানো- তাহলে আমলগুলো সাওয়াবপূর্ণ হবে, চাই তা যে সময়েই করা হোক না কেন।

কিন্তু সাধারণ জনতাকে একত্রিত করে গান পরিবেশন করা, নৃত্য করা এবং কেবল দাড়িবিহীন সুশ্রী ছেলেদের মাধ্যমে গজল পরিবেশন করে তাদের বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দেয়া, এসব কাজ তো মুস্তাহাব হবেই না বরং তা হবে নিন্দনীয়। আর সালাফ যে কাজ করেনি তাতে কোনো কল্যাণ নেই। নবীজি ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের শেষের অংশকে তাই উপকৃত করবে যা প্রথম অংশকে উপকৃত করেছিল।"[৩৯১]

৭. ফকীহ আবুত তায়্যিব মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম মালেকী রহ. (৬৯৫ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমি মাকাম

৩৯১. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৪৪২

আবুত তায়্যিব মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ আস সাবতী আল মালেকী। নাহুবিদ ও মালেকী মাযহাবের ফকীহ। জ্যামিতি শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য শাস্ত্রেও ছিল তার বিশেষ পাণ্ডিত্য। ইমাম তকীউদ্দীন ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. ও হাফিয আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন মূসা রহ.- এর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইমাম কারাফী রহ. কৃত 'আল মাহসূল' এর শরাহসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেছেন।

ইমাম কামালুদ্দীন উদফুবী রহ. ও ইমাম সালাহুদ্দীন সাফাদী রহ. এর ভাষায়-

كَانَ من الْعلمَاء العاملين الْفُقَهَاء الْفُضَلَاء الأدباء كان متورّعا

"তিনি ছিলেন বুযুর্গ আলেমদের একজন। মহান ফকীহ ও সাহিত্যিক। অত্যন্ত তাকওয়াবান।"[৩৯২]

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তার অবস্থান

কামালুদ্দীন উদফুবী রহ. বলেন,

وحكى لى صاحبنا العدل ناصر الدّين محمود ابن العماد محمد :أنّه كان يجتاز بالفقيه عثمان، باليوم الذى مولد فيه النبىّ صلّى الله عليه وسلّم فيقول :يا فقيه هذا يوم سرور، اصرف الصّبيان، فيصرفنا

"আমার নির্ভরযোগ্য সাথী নাসিরুদ্দীন ইবনুল ইমাদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি (আবুত তায়্যিব) নবীজি ﷺ এর জন্মদিনে ফকীহ উসমানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন, হে ফকীহ! আজ আনন্দের দিন। বাচ্চাদেরকে ছুটি দিয়ে দিন। তখন তিনি আমাদেরকে ছুটি দিয়ে দিতেন।"[৩৯৩]

৮. ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম হাওয়্যারি তিউনিসী রহ. (৭৪৯ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম বিন ইউসুফ আল হাওয়্যারি তিউনিসী। অষ্টম শতাব্দিতে মাগরিবের খ্যাতিমান ফকীহ ও ইমাম। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু আরাফা রহ. ও ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন রহ. এর মতো ব্যক্তিত্বগণ তার শিষ্য। ১৮ খণ্ডে প্রকাশিত 'শরহু জামিউল উম্মাহাত' তার অনবদ্য গ্রন্থ। এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে তার। ছিলেন কাযীল কুযাত, তিউনিসিয়ায় ফিকহী জাগরণের মুজাদ্দিদ।

ইবনু ফারহুন মালেকী রহ. এর ভাষায় তিনি-

كان إماماً عالماً حافظاً متفنناً في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيان عالماً بالحديث له أهلية الترجيح بين الأقوال لم يكن في بلده في وقته مثله كان قائماً بالحق ذاباً عن الشريعة المظهرة شديداً على الولاة صارماً مهيباً لا تأخذه في الحق لومة لائم.

"তিনি ছিলেন ইমাম, আলেম, ফিকহের হাফিয। ইলমুল বায়ান, ইলমুল কালাম, আরবি সাহিত্য ও কোরআন-সুন্নাহের জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হাদিসে নববীর সাথে ছিল নিবিড় সম্পর্ক। আসহাবুত তারজীহ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিজ দেশে নিজ যুগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী আলেম। সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ছিলেন। অত্যন্ত প্রভাব সম্পন্ন ও শাসক শ্রেণীর উপর অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ন্যায়ের পথে তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করতেন না।"[৩৯৪]

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তার অবস্থান

মাগরিবের মারীনি সালাতানাতের সবচেয়ে সফলতম সুলতান আবুল হাসান মারীনি রহ. প্রতিবছর মীলাদ উদযাপন করতেন। সেখানে মাগরিবের বড় বড় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত থাকতেন। সেই ধারাবাহিকতায় সুলতানের মীলাদ উদযাপনে শাইখুল

৩৯২. আত তালিউস সাঈদ: ৪৭৭-৪৭৮; আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত: ২/৭

৩৯৩. আত তালিউস সাঈদ: ৪৭৭-৪৭৮

৩৯৪. আদ দিবাজুল মুজহাব: ২/৩২৯-৩৩০

www.muslimdm.com

ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম রহ. ও শরীক হয়েছিলেন। এটি বর্ণনা করেছেন তার ছাত্র ইমাম ইবনু আরাফা রহ.। আর ইবনু আরাফা রহ. থেকে শুনে এটি লিখেছেন ইমাম বুরযুলী রহ.।
ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. বলেন,

نقل شيخنا الإمام أن الأمير أبا الحسن المرني صنع المولد، وعادة المغاربة يعتنون به كثيرا، وحضره الشيخ ابن عبد السلام وغيره

"আমাদের শায়েখ ইমাম (ইবনু আরাফা) বর্ণনা করেছেন, আবুল হাসান মারীনি মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন করেছেন। আর মাগরিব অঞ্চলের সবাই সাধারণত মীলাদের ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করে। আর সেই মীলাদুন্নবী উদযাপনে ইবনু আব্দুল সালামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন।"[৩৯৫]

www.muslimdm.com

৯. ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রহ. (৭৪৯ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইলমী মাকাম

আবু মূসা ঈসা বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল ইমাম তিলমিসানী। ফকীহ ও ইমাম। মুজতাহিদ ইমাম আবু জায়েদ আব্দুর রহমান রহ. এর ছোট ভাই। দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আলেম। তাদের শাইখদের মধ্যে আলাউদ্দীন কুনাভী রহ. ও জালালুদ্দীন কাযভীনি রহ. অন্যমত। মনীষীদের দৃষ্টিতে তিনি-

الإمام العلم الشامخ. الفقيه المجتهد.

'মহান ইমাম। ফকীহ ও মুজতাহিদ।'[৩৯৬]

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

৩৯৫. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৬/৪২৬-৪২৭
৩৯৬. শাযারাতুজ জাহাব: ৮/২৩২; আল আ'লাম: ৫/১০৮

ইমাম আবু মূসা রহ. ইমাম আযাফী রহ. কৃত মীলাদ উদযাপনকে বৈধ ও চমৎকার বলেছেন। তার ছাত্র ইমাম ইবনু মারযুক রহ. বলেন,

سمعت شيخنا الإمام أبا موسى بن الإمام رحمة الله عليه، وغيره من مشيخة المغرب يحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب، وما وضعه العزفي في ذلك واختاره، وتبعه في ذلك ولده الفقيه أبو القاسم وهما من عن الأئمة، فاستصوبوه واستحسنوا ما قصده فيها والقيام بها.

"মাগরিবে মীলাদের রাতে যেসকল কাজের উদ্ভব হয়েছে, এবং আবুল আব্বাস আযাফী যে পথ ও পদ্ধতি তৈরি করেছেন, এবং পরবর্তীতে তার ছেলে ফকীহ আবুল কাসিম তার বাবার অনুসরণে যা করেছেন। এ ব্যাপারে আমি আমাদের শাইখ ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রাহিমাহুল্লাহ সহ মাগরিবের অনেক মাশায়েখকে আলোচনা করতে শুনেছি। তারা একে অনুমোদন করেছেন।
মীলাদ উদযাপন প্রচলনের পেছনে আযাফীর উদ্দেশ্য ও সেটির বাস্তবায়নকে তারা ভালো কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।"[৩৯৭]

১০. শাইখুল ইসলাম শামসুদ্দীন ফানারী আল হানাফী রহ. (৭৫১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ বিন হামযা বিন মুহাম্মদ আল ফানারী রুমী আল হানাফী। উসমানী খেলাফতের প্রথম শাইখুল ইসলাম। প্রখ্যাত ফকীহ, উসূলবিদ, ইমাম ও মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। 'নামুযাজুল উলূম' ও উসূলুল ফিকহের অনবদ্য গ্রন্থ 'ফুসূলুল বাদায়ে ফি উসূলিশ শারায়ে' এর মুসান্নিফ।

ইমামদের স্বীকৃতিতে তিনি-

العالم العامل، أبو الفضائل والكمالات، إمام كبير، علامة نحرير. أوحد زمانه في العلوم النقلية، وأغلب أقرانه في العلوم العقلية. شيخ دهره في العلم والأدب، ومجتهد عصره في الخلاف والمذهب. كان آية في الفتوى، باهرا فيها، لا تأخذ في الله لومة لائم. وهو أحد الرؤساء الذين أفرد كل منهم على رأس القرن الثامن... وشمس الدين الفناري في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية.

"সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার অধিকারী বুযুর্গ আলেম। মহান ইমাম। জ্ঞানের আঁধার। কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহী জ্ঞানের ময়দানে যামানার একক ব্যক্তিত্ব। উলূমে আকলিয়্যাতে সমকালীন আলেমদের সবাইকে ছাড়িয়ে যার অবস্থান। ইলম ও আদবে জামানার কিংবদন্তি শাইখ। সে যুগের মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। ফতওয়ার জগতে অনন্য, বিরল ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দা তিনি পরোয়া করেন না। উলূমে নকলিয়্যাহ ও আকলিয়্যাহর সকল শাখায় পূর্ণ ধারণা রাখার ক্ষেত্রে তিনি অষ্টম শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।"[৩৯৮]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন তার অবস্থান

ইমাম শামসুদ্দীন ফানারী রহ. ৮২৩ হিজরীতে মিসর অবস্থানকালে সুলতান আল মালিকুল মুআইয়্যাদ আবু নসর কর্তৃক অনুষ্ঠিত মীলাদ উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন।

ইমাম তকীউদ্দীন মাকরীযি বলেন,

وَفِي لَيْلَة الْجُمُعَة سابعه :عمل المولد النَّبَوِيّ عِنْد السُّلْطَان على عَادَته. وَحضر الْأُمَرَاء والقضاة ومشايخ الْعلم وَأهل الدولة وَابْن الفنري وَكَانَ وقتا جَلِيلًا

---

৩৯৭. জানাল জান্নাতাইন: ২১১

৩৯৮. শাযারাতুয যাহাব: ১০/৪৩৭, আশ শাকাইকুন নু'মানিয়্যাহ: ১৬-১৭, বুগইয়াতুল উআ'ত: ১/৯৭-৯৮, আল বাদরুত তালি': ২/২৬৬, আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ: ১৬৬

“রবিউল আউয়ালের সপ্তম দিনে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে প্রত্যেকবারের মতো এ বারও সুলতান কর্তৃক মাওলিদুন্নবী উদযাপন করা হয়। উমারা, কাযীগণ, মাশায়েখ ও রাষ্ট্রের লোকজন উপস্থিত হন। আরো উপস্থিত থাকেন ইবনুল ফানারী। সব মিলিয়ে একটি মহান সময় অতিবাহিত হয়।”

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. উক্ত অনুষ্ঠানে ইবনুল ফানারী রহ. উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,

وحضر يوم الخميس للمولد السلطاني بعد أن طلب مرة بعد مرة

“আর বৃহস্পতিবার সুলতানের বারংবার অনুরোধে[৩৯৯] তিনি (ইবনুল ফানারী) রাষ্ট্রীয় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে উপস্থিত হন।”[৪০০]

১১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. (৭৮১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন খতীব শামসুদ্দীন মুহাম্মদ তিলমিসানী। ইবনু মারযুক আল জাদ্দ নামে প্রসিদ্ধ। মাগরিবীয় অঞ্চলের গর্ব। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ফকীহ। ইমাম ইবনু আব্দিস সালাম হাওয়্যারি রহ., ইবনুল ইমাম তিলমিসানী রহ, কুতবুদ্দীন হালাবী রহ., তকীউদ্দীন সুবকী রহ. ও বদরুদ্দীন ইবনু জামাআ’ রহ. সহ প্রায় ২৫০ এর অধিক শাইখের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। বুরহানুদ্দীন ইবনু ফারহুন রহ., শাতেবী রহ. ও ইবনু কুনফুয রহ. তার থেকে ইলম হাসিল করেন।

‘তাইসিরুল মারাম ফী শরহি উমদাতিল আহকাম’, ‘আল মুসনাদুস সহীহুল হাসান’, ‘আল মানাকিবুল মারযুকিয়্যাহ’ ‘উজালাতুল মুসতাওফির’ ও ‘ জানাল জান্নাতাইন’ তার অনবদ্য রচনা।

মুহাম্মদ বিন জা’ফর কাত্তানী রহ. এর ভাষায় তিনি-

الإمام، فخر المغرب على المشرق، نادرة الدنيا... صاحب جنى الجنتين في شرف الليلتين ليلة القدر وليلة المولد، وهو كتاب عظيم ينبيء عن اطلاع واسع.

“ইমাম, বিলাদুল মাশরিকের উপর বিলাদুল মাগরিবের গর্বের জিনিস। সমগ্র দুনিয়ায় যার উদাহরণ অত্যন্ত দূর্লভ। জানাল জান্নাতাইন কিতাবটি তার প্রসস্থ জ্ঞানের অন্যতম নিদর্শক।”[৪০১]

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

ইমাম ইবনু মারযুক রহ. বলেন,

---

৩৯৯. এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, ইবনুল ফানারী রহ. যদিও কাজটিকে বেদআত মনে করতেন, কিন্তু সুলতানকে খুশি করার জন্য তিনি উপস্থিত হয়েছেন। কেননা, এতে প্রথমত বিনা দলিলে তার প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি সুলতানকে খুশি করার জন্য শরীয়া বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তো সেই ব্যক্তি, যিনি উসমানীয় খেলাফতের কাযী থাকা অবস্থায় সুলতান বায়যিদ খানের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেননি। বলেছেন, আপনাকে জামাতে নামাজ পড়তে দেখা যায় না, তাই আপনার সাক্ষ্য আমি কবুল করতে পারব না। সুলতান ও ক্ষমতাবানদের সামনে তার ইস্পাত কঠিন অবস্থানের বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। দেখুন: *শাযারাতুয যাহাব: ১০/৪৩৮, আশ শাকাইকুন নু’মানিয়্যাহ: ১৮, আল বাদরুত তালি’: ২/২৬৬*

৪০০. আস সুলুক লি মা’রিফাতি দুআলিল মুলুক: ৭/৮; ইনবাউল গুমর: ৩/২১৬

৪০১. জানাল জান্নাতাইন: ১৭-৩৭; ফিহরিসুল ফাহারিস: ১/৫২১-৫২২

لا شك أن المسلك الذي سلكه العزفي مسلك حسن...

“এতে সন্দেহ নেই যে, আযাফী যেই কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়েছেন (তথা মীলাদ উদযাপন) তা খুবই সুন্দর কর্মপদ্ধতি।”[৪০২]
ইমাম ইবনু মারযুক রহ. সুলতান আবুল হাসান মারীনি রহ. এর খাস ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান আবুল হাসান মারীনি রহ. প্রত্যেক বছর মীলাদ উদযাপন করেছেন। ইমাম ইবনু মারযুক রহ. প্রত্যেক উদযাপনেই শরীক ছিলেন।

ইমাম ইবনু মারযুক রহ. সুলতান আবুল হাসান মারীনির জীবনচরিত রচনা করেছেন। সেখানে আলাদা পরিচ্ছেদে সুলতানের মীলাদ উদযাপনের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

উক্ত পরিচ্ছেদের শুরুতে তিনি বলেন,

هذه مكرمة خص الله بها هذه المملكة الشامخة والسلطنة المرنية، وان حكاها غيرهم، فما أشبه ولا قرب. أثار الفقيه العزفي رحمه الله صيدها، فصادوه، ونبه على الخير فمضوا عليه، واعتادوه، وزاد فيها هذا المولى، ﷺ، من المحاسن ما صيرها مثلا،

“এটি (মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন) এমন এক মহান উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তাআলা এই মহান দেশ ও মারীনি সালতানাতের সাথে বিশেষভাবে জুড়ে দিয়েছেন। ফকীহ আযাফী রহ. এটি প্রচলন করেছেন, এই কল্যাণকর কাজের ধারণা দিয়েছেন, তারপর সবাই তার অনুসরণে এ পথেই চলেছেন। সকলেই একে আপন করে নিয়েছেন। তারপর এই সুলতান (আবুল হাসান মারীনি) এমনভাবে এর রওনক বাড়িয়ে তুললেন, যা সমৃদ্ধ মীলাদ উদযাপনের উদাহরণ হয়ে রইল।”[৪০৩]

www.muslimdm.com

১২. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. (৭৯২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবু বকর বিন আব্বাদ রুনদী আল মালেকী। দক্ষিণ আন্দালুসের বিখ্যাত ফকীহ, ইমাম ও যুগশ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক। ইতিহাসের ঐসকল বিরল ব্যক্তিদের একজন, যারা একইসাথে ইলম ও তাসাওউফের শ্রেষ্ঠত্বে আরোহন করেছিলেন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তিলমিসানী আল মাক্কারী রহ., ঈসা মাহমুদী রহ. ও ইমাম আবিলী রহ.সহ সেই যামানার বিখ্যাত মাশাইখদের থেকে ইলম অর্জন করেন। বিখ্যাত সূফী ইবনু আশির রহ. ও আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক রহ. এর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন।

মুহাদ্দিস হাফিয আবু যাকারিয়া আস সাররাজ রহ. এর মতো মহান ইমাম তার নিকটতম শিষ্য। তাসাউফ ধারায় শাযেলী তরীকার অন্যতম স্তম্ভ। তার মাধ্যমেই শাযেলী তরীকা আন্দালুস ও মাগরিবে বিস্তৃতি লাভ করে। ‘গাইবুল মাওয়াহিবিল আলিয়্যাহ শরহুল হিকামুল আতাইয়্যাহ’ কিতাবটি তার ঐতিহাসিক বিস্ময়জাগানীয়া গ্রন্থ।

উম্মাহর ইমামদের ভাষায় তিনি-

الفقيه، الإمام، المحقق الرباني، الصالح الكبير، ذو العلوم الباهرة، المحاسن المتظاهرة، نتيجة العلماء، معظما عند الخاصة والعامة، له كلام عجيب في التصوف، ألف فيه تواليف عجيبة وتصانيف بديعة غريبة.

---

৪০২. জানাল জান্নাতাইন: ২১১
৪০৩. আল মুসনাদুস সহীহিল হাসান: ১৫২-১৫৪

"ফকীহ, ইমাম, মুহাক্কিকে রব্বানী, বড় মাপের বুযুর্গ, বহু গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের পণ্ডিত ও সকল উত্তম আখলাকের অধিকারী। আলেমদের উত্তম নমুনা, আম-খাস সকলের কাছেই সম্মানিত। তাসাওউফ শাস্ত্রের বিস্ময়জাগানীয়া আলোচক। এই শাস্ত্রে লিখেছেন অনেক আশ্চর্যজনক, বিরল ও অনবদ্য গ্রন্থ।"[৪০৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার ফতোয়া

নবীজি ﷺ এর জন্মদিনকে মুসলিমদের ঈদ বা খুশির দিন আখ্যা দিয়ে ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. তার কিতাব 'আর রাসাইলুল কুবরা' তে বলেন,

أما المولد: فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد المسلمين، وموسم من مواسيمهم. وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع والتزيين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب، أمر لا ينكر على أحد قياسا على غيره من أوقات الفرح. والحكم بكون هذه الأشياء بدعة، وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان، ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة. لكن المناكر التي ألفت في العادة من اجتماع الرجال والنساء هي التي تكدر صفاء هذه الحالة المرضية...

"আর মাওলিদের ব্যাপারে কথা হলো, আমার মতে এটি মুসলিমদের ঈদ বা খুশির দিন, উৎসবের দিন। সুতরাং এই মোবারক জন্মকে কেন্দ্র করে খুশি ও আনন্দ প্রকাশক কাজকর্ম করা, যেমন আলোকসজ্জা করা, চোখ ও কানের প্রশান্তিদায়ক জিনিসের আয়োজন করা, দামি কাপড়-চোপড় পড়া এবং সুন্দর ও দ্রুতগামী বাহনে চড়ার মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন করা, এসব কাজ করাতে কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু এসব কাজ অন্যান্য খুশির দিনগুলোতে করা জায়েয। (তাই এখানেও করা জায়েয)।

এসব কাজকে বেদআত বলা, মুসলিমদের জন্য এই দিনকে বৈধ উৎসবের দিন নয় বলে দাবি করা এবং একে নাইরুজ ও মেহরাজানের সাথে তুলনা করা চরম আপত্তিকর বিষয়। প্রতিটি কলবে সালীম এমন সিদ্ধান্তকে ঘৃণা করে। প্রতিটি সুস্থ বিবেক এমন কথাকে প্রত্যাখ্যান করে।

তবে এতে সচরাচর যেসব গর্হিত কাজ হয়ে থাকে, যেমন নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়া, এসবই মূলত এমন চমৎকার কাজটিকে কলুষিত করছে।"[৪০৫]

১৩. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু আরাফা আল মালেকী রহ. (৮০৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আরাফা আল ওয়ারগামী আল মালেকী। তিউনিসের বিখ্যাত শাইখুল ইসলাম, ইমাম, ফকীহ, উসূলী ও মানতেকবিদ। দশ খণ্ডে প্রকাশিত ফিকহে মালেকীর তাজদীদি কারনামা "আল মুখতাসারুল ফিকহী" বা "আল মুখতাসারুল কাবীর" তার অমর গ্রন্থ। তিউনিসিয় অঞ্চলের চতুর্থ সালতানাত আদ দাউলাতুল হাফসিয়্যার অত্যন্ত প্রভাবশালী আলেম।

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ. ও ইমাম সুয়ূতী রহ. এর মতো ইমামদের ভাষায় তিনি ছিলেন,

شيخ الإسلام، إمام، علامة، وعلم الأعلام الذي افتخرت به أمة النبي عليه الصلاة والسلام، نهاية العقول في المنقول والمعقول، برع في الأصول، والفروع، والعربية، والمعاني، والبيان، والقراءات، والفرائض، والحساب. رحل إليه الناس وانتفعوا به، ولم يكن بالغرب من يجري مجراه في التحقيق، ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له. وكانت الفتوى تأتي إليه من مسافة شهر، وله من مؤلفات مفيدة.

---

৪০৪. নাফহুত তীব: ৩৪১-৩৫০; আল মুতরিব বি মাশাহিরি আউলিয়াইল মাগরিব: ১৪০

৪০৫. আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)

"শাইখুল ইসলাম, ইমাম, মহাজ্ঞানী। এমন এক মহান ব্যক্তি, উম্মত যাকে নিয়ে গর্ব করে। উলূমে নকলিয়্যাহ ও আকলিয়্যাহ উভয় ময়দানের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। উসূল, ফিকহী মাসায়েল, আরবি ভাষাজ্ঞান, মাআ'নী, বায়ান, ইলমুল কিরাআত, ফারায়েয ও গণিতশাস্ত্রে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তালিবুল ইলমগণ তার কাছে ছুটে আসত, এবং উপকৃত হতো। পুরো মাগরীব অঞ্চল বা উত্তর আফ্রিকায় তাহকীকের ময়দানে তার মতো এত বেশি জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ ছিল না। এক মাসের দূরত্ব থেকেও তার কাছে ফতোয়া আসত। তার বেশকিছু উপকারী গ্রন্থ রয়েছে।"[৪০৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

'মুনকারাত মুক্ত যিকির, গজল ও মীলাদ মজলিসগুলো জুমহুর আলেমদের মতে বৈধ' এ ব্যাপারটি প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম বুরযুলী রহ. বলেন,

ورأيت كثيرا من أشياخنا ليست هي طريقتهم، ولكنهم لا ينكرون على من فعلها، بل نقل شيخنا الإمام أن الأمير أبا الحسن المريني صنع المولد، وعادة المغاربة يعتنون به كثيرا، وحضره الشيخ ابن عبد السلام وغيره.

"আমি আমার অনেক মাশায়েখকে দেখেছি, যারা এসব মজলিস করতেন না। তবে এগুলোকে মুনকারও বলতেন না। আমাদের শাইখ ইমাম ইবনু আরাফা রহ.[৪০৭] বলেছেন, আমীর আবুল হাসান মারীনি মীলাদ উদযাপন করতেন। আর মাগরিব অঞ্চলের সবাই সাধারণত মিলাদের ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আর সেই মীলাদুন্নবী উদযাপনে ইবনু আব্দিস সালামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন।"[৪০৮]

এখানে বুরযুলী রহ. তার শাইখ ইবনু আরাফা রহ. থেকে মীলাদ উদযাপনে শাইখ ইবনু আব্দিস সালাম রহ. এর উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ইবনু আরাফা রহ. এর কোনো ইনকার উল্লেখ করেন নি। অথচ তিনি তার পুরো কিতাবে ইবনু আরাফা রহ. এর মতামতগুলো যত্নসহকারে উল্লেখ করেছেন। কোনো দ্বিমত থাকলে সেগুলোও উল্লেখ করেছেন।[৪০৯] বোঝা গেল ইবনু আব্বাস রহ. এর কাজের ব্যাপারে ইবনু আরাফা রহ. কোনো ইনকার নেই।

তাছাড়া মুনকারাতমুক্ত মজলিসগুলোর বৈধতার ব্যাপারে জুমহুর আলেমগণের অবস্থান বোঝা নোর জন্যই তিনি উক্ত বক্তব্যটি পেশ করেছেন। সুতরাং ইবনু আরাফা রহ. এর আপত্তি থাকলে অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

১৪. শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন ইবনু রাসলান বুলকীনি রহ. (৮০৫ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

সিরাজুদ্দীন আবু হাফস ওমর বিন রাসলান বিন নাসির বিন সালেহ আল বুলকীনি আশ শাফেয়ী। ইলমের এক বিশাল মহীরুহ। অবিসংবাদিত শাইখুল ইসলাম, ফকীহ ও মুজতাহিদ। ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.), ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. (৮৪২ হি.) ও বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. (৭৯৪ হি.) সহ বড় বড় উলামায়ে কেরাম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

---

৪০৬. বুগইয়াতুল উআ'ত: ১/২৯৯; আল হিদায়াতুল কাফিয়াতুশ শাফিয়া: ২; আল মাজমাউল মুআস্সাস: ২/৪৬০; ইবনু আরাফা হায়াতুহু ওয়া মুআল্লাফাতুহু।

৪০৭. ইমাম বুরযুলী রহ. তার কিতাবে "শাইখুনাল ইমাম" বলে তার উস্তাদ ইমাম ইবনু আরাফা রহ. কে বুঝিয়েছেন। ফাতাওয়াল বুরযুলী: ১/২২ (মুকাদ্দিমা)

৪০৮. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৬/৪২৬

৪০৯. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ১/২৫-২৬ (মুকাদ্দিমা)

'মাহাসিনুল ইসতিলাহ' সহ বেশ কিছু অনবদ্য কিতাব রয়েছে তার। তবে গ্রন্থ রচনার চেয়ে দরস-তাদরীস, ফতোয়া প্রদান ও বিচার কার্যে অত্যাধিক ব্যস্ত থাকতেন তিনি। তার এই ফতোয়াগুলোকে ছেলে ইমাম আলামুদ্দীন বুলকীনি রহ. 'আত তাজাররুদ ওয়াল ইহতিমাম' কিতাবের মধ্যে একত্রিত করেছেন।

মহান ইমামদের ভাষায় তিনি-

الإمام، العلامة، شيخ الاسلام، أوحد المجتهدين الأعلام، الحافظ، الفقيه ،شيخ الوقت و إمامه و حجته، أحق الناس بالفتيا في زمانه إنتهت إليه مشيخة الفقه في وقته، وعلمه كالبحر الزاخر، ولسانه أفحم الأوائل والأواخر.

"ইমাম, শাইখুল ইসলাম। অপ্রতিদ্বন্দী মুজতাহিদ, হাফিয ও ফকীহ। সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম, ইমাম ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নিজ যুগে ফতোয়া প্রদানে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। অষ্টম শতাব্দির ফিকহী নেতৃত্য ছিল তারই হাতে ন্যস্ত। যার ইলমী পরিধি স্ফীত সমুদ্রতুল্য। এবং যার ইলমী বিশ্লেষণ হতভম্ব করে দেয় সবাইকে।"[৪১০]

www.muslimdm.com

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

অন্যান্য মামলুক সুলতানদের মতো সুলতান যাহের বারকুক প্রত্যেক বছর মহাসমারোহে মীলাদ উদযাপন করতেন। সেখানে ফুকাহায়ে কেরাম, চার মাযহাবের কাযীগণ ও অন্যান্য বরেণ্য উলামায়ে কেরাম উপস্থিত থাকতেন। ইমাম সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ.ও প্রত্যেক বছর এই উদযাপনে শরীক থাকতেন।

ইমাম তকীউদ্দীন মাকরীযি রহ. (৮৪৫ হি.) বলেন,

فلما كانت أيام الظاهر برقوق، عمل المولد النبوي بهذا الحوض، في أول ليلة جمعة من شهر ربيع الأول في كل عام، فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض، و جلس السلطان وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن ناصر البلقيني.

"অতঃপর যখন সুলতান যাহের বারকুকের[৪১১] যুগ আসলো তখন প্রতি বছর তিনি রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম জুমার রাতে মীলাদুন্নবী উদযাপনের আয়োজন করতেন। উক্ত অনুষ্ঠানের সময় হলে সেই হাউযের পাশে এক বিশাল তাবু স্থাপন করা হতো। সুলতান নিজে সেখানে বসতেন আর তাঁর ডান পাশে বসা থাকতেন শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন বুলক্বীনী"[৪১২]।

১৫. আব্দুর রহমান ইবনু খালদুন রহ. (৮০৮ হি.)

৪১০. আল জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার: ১/২৬৬; আদদাউওল লামি': ২/২১, ৬/৮৫-৮৬, ২/২১; তবাকাতুল ফুকাহা আল কুবরা: ৯২৭; শাযারাতুজ যাহাব: ৭/১৭৭

৪১১. তিনি সাইফুদ্দীন বারকুক বিন আনাস। মিসর ও শামের শাসনকর্তা ছিলেন। অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন বাদশা ছিলেন। শাইখুল ইসলাম বুলক্বীনি রহ. তার বিচারপতি ছিলেন। ১৩৪০ সালে তিনি জন্মগ্রহন করেন এবং ১৩৯৯ সালে তার ইন্তেকাল হয়।

৪১২. আল মাওয়াঈয ওয়াল ই'তেবার: ৩/১৯৫; আরো দেখুন- ইনবাউল গুমার: ৩/৪১৮; আন নুজুমুয যাহিরা: ১২/৭৩; আস সলূক লি মা'রিফাতি দুয়ালিল মুলুক: ৫/৪০৯ (৮০০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হাসান ইশবীলি আল মালেকী। ইবনু খালদুন নামে যিনি প্রসিদ্ধ। মালেকী মাযহাবের ফকীহ। কিংবদন্তি ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ। সুপ্রসিদ্ধ 'মুকাদ্দিমা ইবনু খালদুন' এর রচয়িতা। 'তারিখে ইবনু খালদুন'[৪১৩] তার অমর কীর্তি। তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র মাগরিব ও আন্দালুসে সফর করেন। মাশরিকেও আগমন করেন, এবং সেখানে আল মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ ও মালেকী মাযহাবের অন্য একটি মাদরাসায় দারস-তাদরীসের খেদমত করেন।

বরেণ্য মনীষীদের ভাষায় তিনি ছিলেন,

الإمام، العلامة، المؤرخ، الحافظ، المتبحر في سائر العلوم، الرحال، المطلع، الجهبذ، المفضال، الإخباري العجيب. برع في العلوم، وتقدم في الفنون.

"ইমাম, আল্লামা, ঐতিহাসিক ও হাফিয। সকল শাস্ত্রেই তার পাণ্ডিত্য ছিল সমুদ্রতুল্য। বিশিষ্ট পর্যটক ও ধীমান ব্যক্তিত্ব। বিস্ময়জাগানিয়া ইতিহাসবিদ।[৪১৪]

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ইবনু খালদুন রহ. ৭৬৪ হিজরীতে আন্দালুসের গ্রানাডায় সুলতান ইবনুল আহমারের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন,

ثم خرجت منه إلى غرناطة وكتبت للسلطان ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب بشأني... ثم أصبحت من الغد قادما على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أربعة وستين وسبعمائة وقد اهتز السلطان لقدومي... ثم حضرت ليلة المولد النبويّ لخامسة قدومي، وكان يحتفل في الصنيع فيها والدعوة و إنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب، فأنشدته ليلتئذ...

তারপর আমি সেখান থেকে গ্রানাডার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আর আমার আগমনের ব্যাপারটি সেখানকার সুলতান ইবনুল আহমার ও তার ওযীর ইবনুল খতীবকে পত্র মারফত জানিয়ে দিলাম।... অতঃপর পরদিন সকালবেলা শহরে (গ্রানাডা) প্রবেশ করলাম। আর এটা ছিল ৭৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। সুলতান আমার আগমনে খুবই অনন্দিত হলেন।... আগমনের পঞ্চম দিনে (১২ রবিউল আউয়াল) মীলাদুন্নবী উদযাপন সন্ধায় উপস্থিত হলাম। সুলতান (ইবনুল আহমার) মাগরিবের সুলতানদের অনুকরণে কবিতা আবৃত্তি, দাওয়াত ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে এই রাতটি উদযাপন করতেন। আর আমিও এই রাতে আবৃত্তি করেছিলাম...[৪১৫](এখানে তিনি নিজের স্বরচিত কবিতাটি উল্লেখ করেন)।

৪১৩. কিতাবটির পূর্ণ নাম, 'আল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার ফী আয়্যামিল আরাব ওয়াল আজাম ওয়াল বারবার ওয়ামান আসারাহুম মিন যাউইস সুলতানিল আকবার'

৪১৪. আল ইহাতা: ৩/৩৭৭; আদ দাউওল লামি': ৪/১৪৫; হুসনুল মুহাযারা: ১/৪৬২; শাযারাতুজ জাহাব: ১/৭২; নাইলুল ইবতিহাজ: ২৫১; শাজারাতুন নূর: ১/৩২৭

৪১৫.তারিখে ইবনু খালদুন: ৭/৫৪৯-৫৫১

১৬. ইমাম ইবরাহীম বিন যুক্কাআ' আশ শাফেয়ী রহ. (৮১৬ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন বাহাদুর বিন আহমাদ। ইবনু যুক্কাআ' নামে প্রসিদ্ধ। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ, ইমাম ও সূফী। যদিও তার সম্পর্কে বেশকিছু বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, তবে ইমাম সাখাভী রহ. বলেন,

اوَصفه الْجمال بن ظهيرة -وناهيك بِهِ- بشيخنا، الإِمَام، الْعَلامَة، شيخ الطَّرِيقَة والحقيقة.

"তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম হাফিয জামালুদ্দীন ইবনু যহীরা মক্কী রহ. এর মতো ব্যক্তিত্ব তাকে ইমাম ও আল্লামা অভিধায় ভূষিত করেছেন।"

ইমাম ইবনু তাগরী বারদী রহ. বলেন,

كان إماما بارعا، مفننا في علوم كثيرة.

"তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইমাম। বহু শাস্ত্রে পারদর্শী।"[৪১৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

তিনি প্রায় প্রতি বছরই সুলতান যাহের বারকুক ও তার পরে নাসের বারকুকের মীলাদ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন। ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وخرج السلطان في رابع ربيع الأول بالعسكر بعد أن عمل المولد النبوي في أول ليلة من ربيع الأول، وجلس عن يمينه ابن زقاعة

"এবং সুলতান রবিউল আউয়ালের প্রথম রাতে মীলাদুন্নবী উদযাপন করে, এই মাসের চার তারিখে সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন। উক্ত উদযাপন অনুষ্ঠানে সুলতানের ডান পাশে বসেন ইবনু যুক্কাআ'।"[৪১৭]

১৭. শাইখুল ইসলাম ইমাম জালালুদ্দীন বুলকীনি শাফেয়ী রহ. (৮২৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল ফযল জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন উমর বুলকীনি। শাইখুল ইসলাম, মুজতাহিদ ফকীহ, হাফিয, ইমাম ও কাযীল কুযাত।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এর ভাষায়- "অতি মানবীয় হিফয শক্তি ও অভাবনীয় দ্রুততম ফাহম শক্তির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গোটা দুনিয়ার বিস্ময়জাগানীয়া ব্যক্তিত্ব"।

নিজ পিতা সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ., সুয়ূতী রহ., আলামুদ্দীন বুলকীনি রহ. ও তকীউদ্দীন মাকরীযি রহ. এর মতো যুগের মহান ইমামগণ তার শানে অত্যন্ত উঁচু মানের শব্দ ও লকব ব্যাবহার করেছেন। আমরা এখানে এসব মন্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরছি-

---

৪১৬. আদ দাউওল লামে': ১/১৩১-১৩২; আল মানহালুস সাফী: ১/১৬৫-১৬৬

৪১৭. ইনবাউল গুমার: ২/৪৪৯; আস সুলূক: ৬/২৫৯। আরও দেখুন- আস সুলূক: ৫/৪০৯; আল মানহালুস সাফী: ১২/৭২-৭৩; ইনবাউল গুমার: ২/২১

الإمام العلامة، البحر، الحبر، وشيخ الإسلام حقيقة ورسما، والمجتهد المطلق، والمناضل عن الدين الحنيفي، وطار إسمه إلى أقصى البلاد. إن تكلم في التفسير فهو الإمام، أو في النحو فهو الذي يلقى إليه الزمام، أو في الحديث فهو الحافظ، أو في الفقه فهو الإمام على الإطلاق. لم يخلّف بعده مثله في كثرة علومه بالفقه وأصوله، والحديث، والتفسير، والعربية.

"ইমাম, আল্লামা, ইলমের সাগর। পদ-পদবীতে যেমন শাইখুল ইসলাম, তেমনি আক্ষরিক অর্থেও তিনি শাইখুল ইসলাম। মুজতাহিদে মুতলাক, দীনের পক্ষে লড়ে যাওয়া অকুতোভয় বীর। দেশ বিদেশের সর্বত্র যার নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। ইমাম তিনি তাফসীর শাস্ত্রে, নাহু শাস্ত্রে সকলের অগ্রগণ্য মুহাক্কিক, হাদীসের হাফিয, ফিকহের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দী ইমাম। ফিকহ, উসূল, হাদীস, তাফসীর ও আরবি সাহিত্যের অগাধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।"[৪১৮]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. তার 'ইনবাউল গুমর' কিতাবে ৮০০ হিজরীতে তৎকালীন মিসরের সুলতান কর্তৃক মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন এবং তাতে জালালুদ্দীন বুলকীনি রহ. এর উপস্থিতির ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وفي يوم الخميس أول يوم من شهر ربيع الأول عمل المولد السلطاني وحضر المشايخ والقضاة على العادة، وجلس شيخنا البلقيني رأس الميمنة وإلى جانبه الشيخ برهان الدين بن زقاعة وإلى جنبه القاضي جلال الدين ابن شيخنا، وجلس رأس الميسرة أبو عبد الله الكركي ودونه القاضي الشافعي وبقية القضاة

"আর বৃহস্পতিবার রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিনে রাষ্ট্রীয়ভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন অনুষ্ঠান হয়। এবং সবসময়ের মতো এবারও মাশাইখে কেরাম ও কাযীগণ উপস্থিত হন। আমাদের শাইখ বুলকীনি ডান সারির প্রথমে বসেন। তার পাশে শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবনু যুক্কাআ'হ এবং তার পাশে আমাদের শাইখের ছেলে কাযী জালালুদ্দীন বসেন। আর বাম দিকের সারির প্রথমে বসেন আবু আব্দুল্লাহ কারকী, তার পরে শাফেয়ী কাযী, এবং তার পরে অন্যান্য কাযীগণ।"[৪১৯]

১৮. ইমাম ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআ' ইরাকী শাফেয়ী রহ. (৮২৬ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআ' আহমাদ বিন আবুল ফযল আব্দুর রহিম আল ইরাকী। ইবনুল ইরাকী নামে প্রসিদ্ধ। জগদ্বিখ্যাত হাফিযে হাদীস, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন। শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম ইমাম ও কাযীল কুযাত। "তরহুত তাছরীব"[৪২০], "আল বায়ান ওয়াত তাওযীহ" ও "শরহু সুনানি আবি দাউদ"[৪২১] সহ হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে।

---

৪১৮. তরজমাতু শাইখুল ইসলাম কাযিল কুযাত জালালুদ্দীন বুলকীনি": আলামুদ্দীন বুলকীনি রহ.। শাযারাতুজ যাহাব: ৯/২৪১-২৪২

৪১৯. ইনবাউল গুমর: ২/২১

৪২০. কিতাবটি মূলত তার বাবা আব্দুর রহীম ইরাকী রহ. শুরু করেছিলেন।

৪২১. কিতাবটি তিনি পূর্ণ করে যেতে পারলে তা ত্রিশ খণ্ডেরও বেশি হতো।

ছোটকাল থেকেই বাবা হাফিযে কাবীর আব্দুর রহীম ইরাকী রহ. এর তত্ত্বাবধানে হাদীসের মজলিসসমূহে হাজির হতে থাকেন। প্রথমে হাদীস, তারপর ফিকহে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুলতান যাহের তাতারের আমলে তিনি মিসরের শাফেয়ী মাযহাবের কাযীল কুযাত পদে আসীন হন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ., সুয়ূতী রহ., ইবনুল ইমাদ রহ. ও ইবনু কাযী শুহবাহ রহ.সহ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামদের ভাষায় তিনি-

الإمام بن الإمام، والحافظ ابن الحافظ، وشيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام الشافعي، العلامة، الفقيه الأصولي، كان من خير أهل عصره بشاشة وصلابة في الحكم، وقياماً في الحق.

"ইমাম ইবনুল ইমাম, হাফিয ইবনুল হাফিয ও শাইখুল ইসলাম ইবনু শাইখিল ইসলাম। মহাজ্ঞানী, ফকীহ ও উসূলী। মানুষের সাথে সুন্দর আচরণে ও কাযা বা বিচারে ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তায় তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ।"[৪২২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

ইমাম আবু যুরআ' ইরাকী রহ. ৮২৬ হিজরীতে মিসর, শাম ও হিযাজের সুলতান আল মালিকুল আশরাফ দাকমাকীর মীলাদ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইমাম তকীউদ্দীন মাকরীযি রহ. বলেন,

وفي ليلة الجمعة –سابعه- عمل المولد السلطاني على العادة، في كل سنة، فاستدعى قاضي القضاة ولي الدين أحمد بن العراقي ليحضر، فامتنع من الحضور، فتكرر استدعاؤه حتى جاء فأجلس عن يسار السلطان.

"আর রবিউল আউয়াল মাসের সপ্তম দিনে জুমার রাতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাষ্ট্রীয় মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুলতান কাযীল কুযাত ওয়ালিউদ্দীন আহমাদ ইবনুল ইরাকীকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করেন। প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করলেও সুলতানের বারংবার অনুরুধে তিনি উপস্থিত হন। সুলতান তাকে নিজের বামপাশে বসান।"[৪২৩]

মীলাদ উদযাপনের হুকুম সম্পর্কে ইমাম আবু যুরআ' রহ. কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

الوليمة وإطعام الطعام مستحب في كل وقت، فكيف إذا انضم إلى ذلك السرور بظهور النبوة في هذا الشهر الشريف؟! ولا نعلم ذلك عن السلف، ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها، فكم من بدعة مستحبة بل واجبة.

"মানুষদেরকে দাওয়াত করা ও খাবার খাওয়ানো সবসময়ই একটি ভালো কাজ। আর এই মহান মাসে নবুওতের শুভাগমনের খুশিতে যদি এমনটা করা হয়, তাহলে তো কথাই নেই। তবে সালাফ থেকে এ ধরনের কোনো আমল পাওয়া যায় না। (তাই শাব্দিকভাবে এটি বেদআত) তবে বেদআত হলেই সেটি নিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক নয়। এমন বহু বেদআত রয়েছে, যা মুস্তাহাব বরং ওয়াজিব।"[৪২৪]

১৯. শাইখুল ইসলাম ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী মালেকী রহ. (৮৪৪ হি.)

৪২২. ইনবাউল গুমর: ৩/৩১১; হুসনুল মুহাযারা: ১/৩৬৩; শাযারাতুজ যাহাব: ৯/২৫১; তবাকাতুশ শাফেয়ীয়্যাহ, ইবনু কাযী শুহবা: ৪/১০৩; আদ দাউয়ূল লামি': ১/৩০২

৪২৩. আস সুলূক: ৭/৭৫

৪২৪. ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২৪; তাশনীফুল আযান: ১৮৯-১৯০

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল কাসিম বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল বুরযুলী আল কাইরাওয়ানী। তিউনিসিয়ার বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ ও শাইখুল ইসলাম। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু আরাফা রহ. এর শিষ্য। প্রায় ত্রিশ বছর তার সুহবতে থেকে ইলম অর্জন করেন। এছাড়াও ইমাম আবু আব্দুল্লাহ কাইরাওয়ানী রহ., ইমাম খতীব ইবনু মারযুক রহ. ও ইমাম আবু আব্দুল্লাহ শাবীবি রহ.সহ মাগরিবের বিখ্যাত আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করেন। "নাওয়াজিলুল বুরযুলী" বা "ফাতাওয়াল বুরযুলী" বা "জামিউ মাসাইলিল আহকাম লিমা নাযালা মিনাল কাযায়াল মুফতীন ওয়াল হুক্কাম" তার বিস্ময়জাগানিয়া অমর গ্রন্থ। সাধারণ জনতা থেকে শুরু করে সে যুগের বাদশাহদের কাছেও যিনি মান্যবর।

ইমাম সাখাভী রহ. সহ বরেণ্য ইমামদের ভাষায়-

شيخ الإسلام، الإمام المشهور، الفقيه، الحافظ، أحد الأئمة المالكية ببلاد المغرب، صاحب الفتاوى المتداولة

"শাইখুল ইসলাম, বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ, হাফিয, মাগরিব অঞ্চলের মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম, সুপরিচিত "আল ফাতাওয়া" গ্রন্থের মুসান্নিফ।"[৪২৫]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

أما ميلاد النبي ﷺ عند المسلمين فإنه موسم يعتنى به في الحواضر تعظيما له ﷺ على حد لا يقع فيه الناس بالعبودية كما فعلته النصارى.

"আর মুসলিমদের নিকট মীলাদুন্নবী ﷺ একটি উৎসবের দিন। নবীজির ﷺ প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শহর ও নগরসমূহে এটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে তারা খ্রিস্টানদের মতো তাদের নবীকে উলূহিয়্যাতের পর্যায়ে নিয়ে যায় না।"

বুরযুলী রহ. এটিও সতর্ক করেছেন যে, লোকজন এটি করতে গিয়ে বিভিন্ন বেদআতে জড়িয়ে পড়ে। তাই তিনি সুন্নাহের অনুসরণ ও সবধরনের বেদআত থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন,

لكن وقعت فيه قضايا أخرجته إلى ارتكاب بعض البدع غير المشروعة. والتعظيم له ﷺ هو بالاتباع السنن والاقتداء بالأثر، لا في إحداث بدع لم تكن في السلف الصالح

"তবে এই উৎসবটির মধ্যে কিছু শরীয়া বিরোধী বেদআতী কর্মকাণ্ডের অবতারণা হচ্ছে। অথচ নবীজি ﷺ এর প্রতি তাযীম প্রদর্শন তো হবে নবীজি ﷺ ও সাহাবাদের সুন্নাহ অনুসরণ করার মাধ্যমে। সালাফে সালিহীন যা করেননি, এমন শরীয়া বিরোধী বেদআতী কাজকর্ম করে তো তাযীম হয় না।"

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদ উদযাপন ও উলামায়ে কেরামের অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

ورأيت كثيرا من أشياخنا ليست هي طريقتهم، ولكنهم لا ينكرون على من فعلها، بل نقل شيخنا الإمام أن الأمير أبا الحسن المريني صنع المولد، وعادة المغاربة يعتنون به كثيرا، وحضره الشيخ ابن عبد السلام وغيره. وفيه بعض آلات اللهو. ولم يزل الشرفاء إلى الآن بتونس يصنعونه، ويعينهم عليه الأمراء، ويذبحون البقر ويحضره كل من يريد الحضور من عامة المسلمين وخاصتهم. ولا منكر، دليل على أنهم استخفوه.

"আমি আমার অনেক মাশায়েখকে দেখেছি, যারা এসব মজলিস (মুনকারাত মুক্ত যিকির, গজল ও ওয়াজ-নসীহতের মজলিস) করতেন না। তবে এগুলোকে মুনকারও বলতেন না। আমাদের শাইখ ইমাম ইবনু আরাফা রহ. বলেছেন যে, আমীর আবুল হাসান মারীনি মীলাদ উদযাপন করতেন। আর মাগরিব অঞ্চলের সবাই সাধারণত মিলাদের ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করে। আর সেই মিলদুন্নবী উদযাপনে ইবনু আব্দুল সালাম[৪২৬]সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকতেন। এতে হালকা বাদ্যযন্ত্রও ছিল।

৪২৫. আদ দাউওল লামি': ১১/১৩৩; আল বুসতান: ১৫০-১৫২; নাইলুল ইবতিহাজ: ৩৬৮-৩৭০

৪২৬. ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম আল হাওয়্যারি তিউনিসী রাহিমাহুল্লাহ

www.muslimdin.com

আর তিউনিসের উঁচু মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গ এখনও এটি করে আসছেন। উমারাগণ তাদেরকে এ সবে সহযোগিতা করছেন। গরু জবাই করে ভোজের আয়োজন করছেন। এতে সাধারণ ও বিশেষ সব ধরনের লোকজন উপস্থিত হচ্ছেন। অথচ কোনো আলেম এটিকে মুনকার বলছেন না। বোঝা গেল, তারা এটিকে ছাড়ের নজরে দেখছেন।”

তবে আবুল হাসান মারীনির উৎসবে যেহেতু সাধারণ বাদ্যযন্ত্র থাকত, অথচ মালেকীদের মধ্যে এর বৈধতা নিয়ে ইখতিলাফ আছে, তাই বাদ্যযন্ত্রসহ মীলাদ উৎসবের ব্যাপরটিও ইখতিলাফপূর্ণ হয়ে যায়।

আর এই বিষয়টি উল্লেখ করে বুরযুলী রহ. এসব মজলিস ও উৎসবের ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন,

وبالجملة، إذا لم يكن فيه منكر إلا الآلات ففيها خلاف

“মোটকথা হলো, যদি এসবে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি থাকে, তাহলে এগুলো ইখতিলাপূর্ণ হয়ে যায়।”[৪২৭] (অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি না থাকলে বৈধতার ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ থাকে না। আবার বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও আরও কোনো মুনকার কাজ থাকলে অবৈধতার ব্যাপারেও কোনো ইখতিলাফ থাকেনা।)

www.muslimdn.com

২০. ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. (৮৮৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন ইউসুফ আল জাযারী আদ দিমাশকী আশ শাফেয়ী। উপনাম আবুল খাইর। ইবনুল জাযারী নামে প্রসিদ্ধ। ইলমুল কিরাতে জগদ্বিখ্যাত অবিসংবাদিত এক মহান ইমাম। বিশিষ্ট ফকীহ, মুহাদ্দিস ও হাফিযে হাদীস। মুফাসিসর, উসূলবিদ, ভাষাবিদ ও আকিদাবিদ। এক কথায় উলূমে ইসলামিয়্যার মৌলিক সকল শাখার পণ্ডিত ছিলেন তিনি।

ইমাম ইসনাভী রহ. (৭৭২ হি.) ও ইমাম বুলকিনী রহ. (৮০৫ হি.) এর মতো ইমামদের থেকে তিনি ফিকহ শিক্ষা করেন। 'আন নাশর ফিল কিরাআতিল আশর' ইলমুল কিরাতের জগতে তার অনবদ্য ইলমি কারনামা। ইলমুল কেরাতে প্রায় ত্রিশটির মতো কিতাবসহ হাদীস ও উলূমুল হাদীস, ইতিহাস, ফাযায়েল ও মানাকেবসহ অন্যান্য শাস্ত্রে তার রচিত বহু কিতাব রয়েছে।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ও ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. সহ যুগের বরেণ্য ইমামদের ভাষায় তিনি-

الإمام، الحافظ، مقرئ الممالیك الإسلامیة، وبالجملة كان عدیم النظر، طائر الصیت. انتفع الناس بكتبه

“ইমাম, হাফিযে হাদীস ও গোটা ইসলামি দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় ইলমুল কেরাত বিশেষজ্ঞ। মোটকথা, তিনি ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। প্রসিদ্ধির শীর্ষচূড়ায় উপনীত। পৃথিবীর মানুষ যার গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছে”।[৪২৮]

৪২৭. ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৩/৫৭৩-৫৭৪; ৬/৪২৬-৪২৭

৪২৮. আল বাদরুত তালি': ৮১২; তবাকাতুল হুফফায-৫৪৯; শাযারাতুয যাহাব: ৯/২৯৮-২৯৯; কুযাতু দিমাশক: ১২১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৪৩৯

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইবনুল জাযারী রহ. তার নিজ কিতাব 'আরফুত তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ' এর মধ্যে মক্কাবাসীদের মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও সেখানে অংশগ্রহণ করার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وكان مولده ﷺ بالشعب، وهو مكان معروف متو اتر عند أهل مكة، يخرج أهل مكة كل عام يوم المولد ويحتفلون بذلك أعظم من احتفالهم بيوم العيد، وذلك إلى يومنا هذا. وقد زرته وتبركت به عام حجتي سنة اثنين وتسعين وسبعمئة، ورأيت من بركته عظيما، ثم كررت زيارته في مجاورتي سنة ثلاث وعشرين وثمانمئة، وقرئ علي كتابي: التعريف بالمولد الشريف وسمعه خلق لا يحصون، وكان يوما مشهودا.

"আর নবীজি ﷺ এর জন্মস্থান হলো "শিআবে আবী তালিবে । এটি মক্কাবাসীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। মুতাওয়াতির সূত্রে তাদের কাছে প্রমাণিত। মক্কাবাসীগণ প্রতি বছর নবীজি ﷺ এর জন্মের দিনে সেখানে যায়। এই দিনটিকে এমন মহাসমারোহে উদযাপন করে, যেভাবে ঈদের দিনকেও তারা উদযাপন করে না। আর এই ধারা আজও চলমান। ৭৯২ হিজরীতে হজ্জের সফরে আমিও এই জায়গাটি জিয়ারত করি এবং বরকত কামনা করি। এর মাধ্যমে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করি। তারপর ৮২৩ হিজরীতে মক্কায় অবস্থানকালে আবারো যিয়ারাত করি। সেখানে আমার নিকট আমার কিতাব 'আত তা'রীফ বিল মাউলিদিশ শারীফ' পড়া হয়। অসংখ্য মানুষ সেটি শ্রবণ করে, আর এটি ছিল এক স্মরণীয় দিন।"

তিনি আরো বলেন,

إذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار لفرحه ليلة مولد محمد ﷺ فما حال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبشره بمولده وبذل ماتصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاءه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم.

"কুরআনে যার ভর্ৎসনা ও নিন্দায় সূরা অবতীর্ণ হলো, সেই কাফির আবু লাহাব যদি নবীজি ﷺ এর জন্মের রাতে খুশি হওয়ার কারণে জাহান্নামে থেকেও প্রতিদান পায়, তাহলে তাঁর উম্মতের ঐ তাওহীদবাদী মুসলিমের প্রতিদান কতইনা সুন্দর হবে, যে তাঁর জন্মে খুশি হলো এবং তাঁর ভালোবাসায় সামার্থানুযায়ী খরচ করলো? কসম! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদান এটাই হবে যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে ঐ বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৪২৯]

এছাড়াও তিনি আল মালিকুয যাহির কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপনে শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন,

ولقد حضرت في سنة خمس وثمانين وسبع مئة ليلة مولد عند الملك الظاهر برقوق رحمه الله...

"আমি ৭৮৫ হিজরীতে আল মালিকুজ জাহির বারকূকের আয়োজিত মীলাদ উদযাপনে শরীক ছিলাম।"

তিনি আরো বলেন,

ومن خواصه أنه أمان تام في ذلك العام.

"(অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে) এই উদযাপনটি সেই বছরের পূর্ণ নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে।"[৪৩০]

৪২৯. আরফুত তা'রীফ: ২২-২৩

৪৩০. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৬- ১১১৭

২১. হাফিয ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. (৮৫২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী অবস্থান

শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আবুল বাকা দিমাশকী। ইবনু নাসিরুদ্দীন নামে প্রসিদ্ধ। শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক, ইমাম ও হাফিযে হাদীস। ইবনু হাজার আসকালানী রহ., বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ., সাখাভী রহ. ও ইবনু ফাহদ আল মাক্কী রহ. সহ অসংখ্য ইমাম তার ইমামাত, ফাকাহাত ও ইলমি পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন। লিখেছেন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও রিসালা।[৪৩১]

বরেণ্য ইমামদের ভাষায় তিনি-

الشيخ الإمام، الحافظ، المحدث، الفقيه، المؤرخ، العلامة الأوحد، حافظ بلاد الشام غير منازع، قامع المبتدعين، ناصر السنة والدين، اشتهر اسمه، وبعد صيته، وألف التآليف الجليلة، ولم يخلف بعده مثله

"ইমাম, হাফিযে হাদীস, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী, শাম অঞ্চলের অবিসংবাদিত হাফিযে হাদীস। বেদআতের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সুন্নাহ ও দীনের মুহাফিয। সর্বত্র যার নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মহামূল্যবান বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তার পর তার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেউ আসেনি।"[৪৩২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. তার অনবদ্য 'জামিউল আসার' কিতাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন করাকে 'বেদআতে হাসানা' আখ্যা দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে মীলাদ উদ্‌যাপনকারী বাদশাহ মুযাফফর উদ্দীনের প্রশংসা করেছেন এবং তার এই কাজকে 'উত্তম ও মহান' বলে অভিহিত করেছেন। নবীজি ﷺ এর মীলাদ বিষয়ে তিনি মোট তিনটি কিতাব রচনা করেছেন।

'জামিউল আছার' কিতাব রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন,

أما بعد، فإن قلوب المؤمنين و أفئدة المتقين ترتاح كل عام إلى سماع حديث مولده أفضل الصلاة والسلام. وقد صار ذلك الهم بدعة حسنة يهيمون بها في كل سنة، يظهرون لذلك الفرح والسرور في شهر ربيع الأول دون بقية الشهور، وذلك بمكة والمدينة

---

৪৩১. 'আর রদ্দুল ওয়াফির' তার একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। শাইখুল ইসলাম আলাউদ্দীন বুখারী রহ. এর খণ্ডনে এটি লেখা হয়েছে। কিতাবটিতে জরাহ-তা'দীল ও তাকফীর সংক্রান্ত এবং আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার মানাকেব সংক্রান্ত ভালো আলোচনা রয়েছে। তবে যাকে খণ্ডন করার জন্য কিতাবটি লেখা হয়েছে, তার দাবীগুলো উল্লেখই করা হয়নি, খণ্ডন তো দূরের কথা। মূলত ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. আকীদা বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তাই আকীদাবিদ ইমাম আলাউদ্দীন বুখারী রহ. এর খণ্ডনে কোনো শাস্ত্রীয় আলোচনায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৪৩২. আল ই'লান বিত তাওবীখ: ৮৯/৯০; আল বাদরুত তালি': ২/১৯৮; তাজু তবাকাতিল আউলিয়া: ২/১৯০৯। সূত্র: 'জামিউল আসার' এর মুকাদ্দিমা।

ومصر والشام وغيرها في بلاد الإسلام. وأول من أطلع لهم هذا الفعل الأسعد وفاز منه –ان شاء الله- بالأجر السرمد: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري. (إنتهى باختصار)

"প্রতি বছরই মুমিন মুত্তাকিদের হৃদয়-মন নবীজি ﷺ এর মীলাদ সংক্রান্ত হাদীস শুনার জন্য ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠে। আর এই বিষয়টি একটি বেদআতে হাসানা হয়ে উঠেছে, প্রত্যেক বছরই এর প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে উঠে। এই মীলাদের পরিপ্রেক্ষিতে রবিউল আউয়াল মাসকে তারা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করে। আর এটি মক্কা, মাদিনা, মিসর ও সিরিয়াসহ ইসলামী বিশ্বের সবর্ত্রই হয়ে থাকে। এই মহান কাজটি সর্বপ্রথম তাদের সামনে পেশ করেন এবং অনন্তর সাওয়াবের অধিকারী হন- বাদশা মুজাফফর আবু সাঈদ কুকুবুরী।"[৪৩৩]

২২. শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ। ইবনু হাজার আসকালানী নামে যিনি সবার কাছে পরিচিত। হাফিযে হাদীস, মুজতাহিদ ও আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হিসেবে যিনি দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধ। বুখারী শরীফের সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' তার এক মহান কীর্তি। এছাড়াও প্রায় আড়াইশো ছোট-বড় গ্রন্থ লিখেছেন তিনি।

শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ. (৮০৫ হি.), শাইখুল ইসলাম হাফিয আব্দুর রহিম আল ইরাকী রহ. (৮০৬ হি.), ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হি.) ও ইমাম নুরুদ্দীন হায়তামী রহ. (৮০৭ হি.) এদের মতো মহান ইমামদের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। এ সকল মাশায়েখগণ তার ব্যাপারে ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। হাফিয সাখাভী রহ. (৯০২ হি.), শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী রহ. (৮২৪ হি.) ও ইমাম কাসিম বিন কুতলুবুগা রহ. (৮৭৯ হি.) সহ অসংখ্য ইমাম তার স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন। সাখাভী রহ. বলেন, "তার ব্যাপারে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামদের এত বেশি প্রশংসাবাণী রয়েছে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না।"

ইমামদের ভাষায় তিনি-

شيخ الإسلام، شيخ مشايخ الإسلام خاتمة الأئمة الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، و إمام الحفاظ في زمانه، حافظ الديار المصرية، بل حافظ الدنيا مطلقا. ذو الأوصاف الحميدة، المناقب العديدة.

"শাইখুল ইসলাম, শাইখুল ইসলামগণের মাথার তাজ, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। গোটা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীসদের অন্যতম। অসংখ্য অমর কীর্তির অধিকারী ও প্রশংসনীয় সকল গুণে গুণান্বিত।"[৪৩৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. শুধু মীলাদ উদ্‌যাপনকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং মীলাদ উদ্‌যাপনের পক্ষে হাদীস থেকে দলিলও পেশ করেছেন।

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী রহ. বলেন,

سئلت عن أصل عمل المولد الشريف... خرج شيخنا شيخ مشايخ الإسلام خاتمة الأئمة الأعلام فعله على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أنه ﷺ دخل المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء...

---

৪৩৩. জামেউল আছার: ১/৬৩-৬৮

৪৩৪. আল জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার; যাইলু ত্ববাকাতিল হুফ্ফায: ৫/২৫১; শাযারাতুয যাহাব: ৭/৪০৭-৪০৯

قال شيخنا: فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة و يعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادة، كالسجود والصيام والتلاوة، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي ﷺ في ذلك اليوم، وعلى هذا ينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما ذكر، أما ما يتبعه من السماع واللهو وغيرهما فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحًا بحيث يعين السرور بذلك اليوم، فلا باس بإلحاق ومهما كان حرامًا أو مكروهًا فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى.

"আমাকে মীলাদ উদ্‌যাপনের হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো-...[৪৩৫]
আমি বলি, আমাদের শায়েখ (হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ.) মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপনের স্বপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠিত দলিল পেশ করেছেন। সেটি হলো বুখারী-মুসলিমের ঐ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় প্রবেশ করে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে।...[৪৩৬]।
আমাদের শাইখ (ইবনু হাজার রহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট দিনে যখন আল্লাহ তাআলা কোনো নিয়ামত প্রদান করেন কিংবা মুসিবত উঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন, তখন সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা যাবে এবং প্রতিবছর ঠিক এই দিনে অনুরূপভাবে শুকরিয়া আদায় করা যাবে। আর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় হয় বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে। যেমনঃ সেজদাহ, রোযা, তেলাওয়াত ইত্যাদি।

আর রবিউল আউয়ালের সেই দিনে নবীজি ﷺ এর আগমনের নেয়ামতের চেয়ে উত্তম নেয়ামত আর কী হতে পারে? তাই উচিত হচ্ছে এ দিনে এমন কিছু করা যা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া নির্দেশক। যেমন: পূর্বোক্ত আমলসমূহ (অর্থাৎ, নামাজ, রোযা ও তেলাওয়াত)। আর এই দিনে গজল পরিবেশনা, হাসি-মজা ও অন্যান্য যেসকল কাজ করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ফতওয়া হলো: এ কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো মূলত বৈধ এবং এ দিন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশে সহায়ক, সেগুলো করতে কোনো সমস্যা নেই। আর যে কাজগুলো হারাম, মাকরূহ কিংবা অনুত্তম সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে"[৪৩৭]।

www.muslimdm.com

২৩. ইমাম আলামুদ্দীন সালিহ বিন সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ. (৮৬৮ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আলামুদ্দীন সালিহ বিন সিরাজুদ্দীন উমর বুলকীনি। শাইখুল ইসলাম, ইমাম ও ফকীহ। শাইখুল ইসলাম যাকারিয়্যাহ রহ. ও ইমাম সুয়ূতী রহ. তার শিষ্য।
যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের ভাষায় তিনি ছিলেন-

৪৩৫. এখানে তিনি মীলাদ উদযাপনের কিছু ইতিহাস ও এর পক্ষে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য নকল করেন।
৪৩৬. এখানে তিনি পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন। বুখারীঃ ২০০৪।
৪৩৭. আল আজউইবাতুল মারদিয়্যাহ ফী মা সুইলা আনহু মিনাল আহাদীছিন নাবাবিয়্যাহ: ৩/১১১৭-১১১৮; আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/১৯৬

شيخ الإسلام، قاضي القضاة الشافعي، الإمام، العلّامة، حامل لواء مذهب الشافعي في عصره
"শাইখুল ইসলাম, শাফেয়ী মাযহাবের কাযীল কুযাত। ইমাম ও মহাজ্ঞানী। সে যুগের শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব"[৪৩৮]।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান
ইমাম আলামুদ্দীন সালিহ ইবনুল বুলকীনি রহ. ৮২৬ হিজরীতে সুলতান আল মালিকুল আশরাফ দাকমাকীর মীলাদ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইমাম তকীউদ্দীন মাকরীযি রহ. বলেন,

وفي ليلة الجمعة –سابعه- عمل المولد السلطاني على العادة، في كل سنة، وحضر الأمراء وقضاة القضاة الأربع ومشائخ العلم وجمع كبيرمن القراء والمنشدين... وقام التفهني فجلس عن يمين السلطان، فيما يلي قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني.
"আর রবিউল আউয়াল মাসের সপ্তম দিনে জুমার রাতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাষ্ট্রীয় মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আমীর-উমারাগণ, চার মাযহাবের কাযীল কুযাতগণ, মাশায়েখে কেরাম, কারীগণ ও গজল পরিবেশকদল উপস্থিত হন।...কাযী যাইনুদ্দীন তাফাহনী সুলতানের ডান দিকে কাযীল কুযাত আলামুদ্দীন সালিহ আল বুলকীনির পাশে বসেন।"[৪৩৯]

২৪. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল কাউরী রহ. (৮৭২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইলমী মাকাম
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মাদ আল কাউরী আল লাখমী। ইলম ও ফিকহের ময়দানে আল্লাহ তাআলার এক উজ্জল নিদর্শন। ইমাম আহমাদ যাররুক রহ., ইবনু গাযী রহ. ও শাইখ আব্দুল্লাহ রামূরী রহ. সহ অনেকেই তার শিষ্যত্ব বরণ করেন।

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের কলমে তিনি-

الإمام، الحافظ، القدوة، العلامة المحقق، تاج الأئمة الحفاظ، ممن تكل عن ذكر أوصافه العلمية الألفاظ، الفقيه، المفتي بفاس، آخر حفاظ المدونة بها، الشيخ الفاضل، المتبحر في العلوم، كان آية في التبحر في العلم، الجامع، المشار إليه في سماء تحقيق العلوم العقلية والنقلية، الرفيع القدر والشأن، لم يختلف في فضله وسعة علمه إثنان، حامل راية النص والقياس، رأس العلماء والناس

"ইমাম, হাফিয, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, মুহাক্কিক, আল্লামা, আইম্মাতুল হুফফাজদের মাথার তাজ, যার গুণাগুন বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। ফকীহ, ফাস নগরীর প্রধান মুফতী এবং ফাস শহরের সর্বশেষ 'মুদাওয়ানা'র হাফিয। সম্মানিত শাইখ, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইলমী গভীরতায় যিনি এক উজ্জল নিদর্শন।

উলূমে আকলিয়্যাহ ও নকলিয়্যাহ উভয় শাখার তাহকীকের ময়দানে তিনি সকলের নির্দেশিত ব্যক্তি, আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। উঁচু মর্যাদাশীল, তার ইলমের প্রশস্ততা ও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দ্বিমত করার মতো কেউ নেই। কোরআন, হাদীস এবং ফিকহ বা কিয়াসের ইলমের পতাকাবাহী। সাধারণ জনতা ও উলামাদের কেন্দ্রীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব।"[৪৪০]

---

৪৩৮. শাযারাত: ৯/৪৫৪; হুসনুল মুহাযারা: ২/১৭৪; আদ দাউওল লামি': ৩/৩১২
৪৩৯. আস সুলূক ফি মা'রিফাতি দুআলিল মুলূক: ৭/৭৫ (শামেলা)
৪৪০. নাইলুল ইবতিহাজ: ৫৪৮; আদদাউওল লামি': ৮/২৮০; আত তাআ'ললুল বিরুসুমিল ইসনাদ: ৭০

মীলাদুন্নবী উদযাপন ﷺ সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কাসিম আল কাউরী রহ. এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ যাররুক রহ.। তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, মালেকী মাযহাবের ফিকহের কিতাব 'শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ'তে 'সিয়াম' অধ্যায়ে 'মাকরুহ রোযা'র ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وصيام يوم المولد، كرهه بعض من قرب عصره ممن صح ورعه وعلمه قائلا: "إنه من أعياد المسلمين، فينبغي أن لا يصام فيه". وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يذكر ذلك كثيرا ويستحسنه.

"এবং মীলাদুন্নবীতে ﷺ রোযা রাখা, (অর্থাৎ এই দিনে রোযা রাখা মাকরুহ)। নিকট অতীতের কিছু সত্যিকারের ইলম ও তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ এই দিনে রোযা রাখাকে মাকরুহ বলেছেন, এবং এই ফতোয়ার কারণ হিসেবে তারা বলেন, 'এই দিনটি মুসলিমদের খুশি বা ঈদের দিন। তাই এই দিনে রোযা রাখা উচিত নয়'। আমাদের শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ আল কাউরী রহ. প্রায়ই এই মতামতটি উল্লেখ করতেন এবং ফতোয়াটিকে খুব চমৎকার বলে উল্লেখ করতেন।"[৪৪১]

www.muslimdm.com

২৫. ইমাম আবুল মাহাসিন ইবনু তাগরী বিরদী হানাফী রহ. (৮৭৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন আমীর সাইফুদ্দীন তাগরী বিরদী আতাবেকী আল হানাফী। হানাফি মাযহাবের ফকীহ, ইমাম ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক। বদরুদ্দীন আইনী রহ., ইমাম তকীউদ্দীন মাকরীযি রহ. ও ইমাম ইবনু যহীরা রহ. থেকে ইলম অর্জন করেন। "আল মানহালুস সাফি" ও "আন নুজুমুয যাহিরা" তার ইতিহাস বিষয়ক অনন্য গ্রন্থ।

ইবনুল ইমাদ রহ. সহ যুগের বরেণ্য ব্যক্তিদের ভাষায় তিনি-

الإمام، الفقيه، المؤرّخ، تفقّه وقرأ الحديث على جمهرة من علماء عصره.

"ইমাম, ফকীহ, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক। তার যুগের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন"[৪৪২]।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

ইবনু তাগরী বিরদী রহ. ৭৯২ হিজরীর ঘটনাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

---

৪৪১. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১

৪৪২. শাযারাতুজ যাহাব: ১/৭৫-৭৬, আল আ'লাম: ৮/২২২

وفی ليلة الجمعة ثانی شهر ربيع الأول عمل السلطان المولد النبویّ على العادة فی كلّ سنة. قلت :نذكر صفة ما كان يعمل بالمولد قديما ليقتدى به من أراد تجديده...

“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার রাতে সুলতান (যাহের বারকুক) মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন করেন। আর আমি (ইবনু তাগরী বারদী) বহু বছর আগের এই মীলাদের পরিপূর্ণ তথ্য তুলে ধরব, যেন (ভবিষ্যতে) কেউ এই মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন করতে চাইলে, এটাকে অনুসরণ করতে পারে।...[৪৪৩] ”

২৬. ফকীহ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুর রাসসা’ রহ. (৮৯৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমি মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কাসিম আর রাস্‌সা’ আল আনসারী। তিউনিসের বিখ্যাত ফকীহ ও কাযীল কুযাত। ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. ও আবুল কাসিম আবদুসী রহ.সহ সে সময়কার তিউনিসিয়ার বিখ্যাত আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করেন। ইমাম আহমাদ যাররুক রহ. তার শিষ্য। ‘ফিহরিসতু ইবনুর রাসসা’, ‘তাযকিরাতুল মুহিববীন’ ও ‘আল আজবিবাতুত তিউনিসিয়্যাহ’ সহ তার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে।

যুগবরেণ্য মনীষীদের ভাষায়-

الفقيه الإمام النظار العلامة المؤلف المحقق الشيخ الصالح الفهّامة قصد بالفتاوى من الجهات

“ফকীহ, ইমাম, দার্শনিক, আল্লামা, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, মুহাক্কিক ও বুযুর্গ। ধীমান ব্যক্তিত্ব। দূর-দূরান্ত থেকে তার কাছে ফতোয়া চাওয়া হতো।”[৪৪৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

من آداب المحب لهذا النبي ﷺ أنه يكون معظما لليلة ميلاده، ولليوم الذي أظهره الله فيه، وهي الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول على الصحيح من مذهب الجمهور. فينبغي لكل شائق ومحب أن يظهر السرور والبشارة في تلك الليلة وصبيحتها، ويمتع أولاده وأهله بما أمكن به لحصول بركتها، ويدخل السرور عليهم.

ويذكر لهم صفة رسول الله ﷺ وجماله، وحسنه وكماله، وفضائله وشمائله، وكلامه وفصاحته، وكرمه وجوده، وخلقه وعفوه وصفحه، ومعجزاته وآياته، وكل ما يحببه في قولهم، ويعظمه. ويحفظهم القصائد التي في مدحه والثناء عليه. وينبغي لك أن تزين الأولاد في ذلك اليوم بأحسن زينتهم،وتدخل السرور بما أمكن على معلمهم، وتزين المكاتب بما تجوزبه الزينة شرعا، وتذكر العامة بمحامد صفاته ومعجزاته، ويتجمل في ذلك اليوم بما أمكن من اللباس الحسن المأذون فيه. ويعتقد أنه عيد. واختار جماعة من العلماء الفطر في ذلك اليوم، لأنه يوم سرور، والتوسع على العيال ما أمكن من الميسور. ويحرم استعمال آلات اللهو عند الإجتماع في هذه الليلة.

“প্রত্যেক নবী প্রেমিকের উচিত তাঁর ﷺ জন্মের রাত ও দিনকে সম্মান করা। আর জুমহুরের মতে, এ দিনটি হলো ১২ রবিউল আউয়াল। এই দিন ও রাতে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা উচিত। নিজ সন্তান ও পরিবারকে সাধ্যমত উপভোগ করানো ও আনন্দিত করা উচিত।

৪৪৩. আল মানহুলুস সাফী: ১২/৭২-৭৩

৪৪৪. আদ দাউওল লামি’: ৮/২৮৬-২৮৮; শাজারাতুন নূর: ১/৩৭৫ (৯৭৯); আল বুসতান: ২৮৩; তাওশীহুদ দীবাজ: ২১৬-২১৭; ফিহরিসুল ফাহারিস: ১/৪৩০

এ দিনে তাদের সামনে নবীজি ﷺ এর সৌন্দর্য, তাঁর কামালাত, ফাযায়েল, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর মহাত্মতা ও বদান্যতা, চরিত্র, ক্ষমার দৃষ্টি ও উদারতা, তাঁর মুজিযা ও নিদর্শনসমূহ ও প্রত্যেক ঐসকল জিনিস তুলে ধরবে, যা তাদের কাছে নবীজি ﷺ কে প্রিয় করে তুলবে, তাঁকে মহান করে তুলবে। নবীজির ﷺ প্রশংসা সংবলিত কবিতা মুখস্ত করাবে।

এদিনে নিজের সন্তানদেরকে উত্তমরূপে সাজাবে, তাদের শিক্ষকদেরকে সম্মানিত করবে, মকতবগুলো সাজিয়ে তুলবে। জনসাধারণের সামনে তাঁর গুণাবলি ও মুজিযাসমূহের আলোচনা করবে। প্রত্যেকেই এই দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করবে। এই বিশ্বাস রাখবে যে, আজ ঈদ বা উৎসবের দিন। একদল উলামায়ে কেরাম এই দিনে রোযা রাখাকে অপছন্দ করেন। কেননা এটি উৎসবের দিন। পরিবারে ভালো খাবারের আয়োজন করার দিন। এই রাতের অনুষ্ঠানে কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হারাম।"[৪৪৫]

২৭. ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ যাররুক ফাসী মালেকী রহ. (৮৯৯ হি.)

www.muslimdm.com

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইলমী মাকাম

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আহমাদ আল বুরনুসী আল মালেকী। ইমাম 'যাররুক' নামে তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের স্বীকৃতিতে তিনি ছিলেন শরীয়ত ও তরীকত উভয়ধারার ইমাম। ইমাম মুহাম্মদ বিন কাসিম আল কাউরী রহ., সাখাভী রহ. ও ইমাম সানুসী রহ. এর মতো ইমামদের শিষ্য।

ফিকহে মালেকীতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফকীহ তিনি। 'শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ' ও 'শরহু রিসালাতি ইবনু আবী যাইদ'সহ ফিকহে মালেকীতে তার বেশ সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিছু কিতাব রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার ময়দানে তিনি সমযুগের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাসাউফ বিষয়ে 'কাওয়াইদু ফিত তাসাউফ' ও 'আর হিকামুল আতাইয়্যাহ' এর উপর কয়েকটি শরাহসহ বেশ কিছু অনবদ্য কিতাব লিখেছেন।

যুগের ইমামদের ভাষায় তিনি ছিলেন,

الإمام العلامة الفقيه المحدث الصوفي، برع في معرفة الفقه والتصوف والأصول، الشيخ الكامل الولي العارف بالله الصالح الزاهد العالم العامل، شيخ الطريقة وإمام الحقيقة، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب. الفقيه صاحب التآليف الحسنة في الفقه والتصوف، القطب، الغوث، العارف بالله.

"ইমাম, আল্লামা, ফকীহ, মুহাদ্দিস, সূফী, আরিফ বিল্লাহ, যামানার গাউস ও কুতুব। ফিকহ, তাসাওউফ ও উসূল শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী, তরীকত ও হাকীকতের শাইখ ও ইমাম। মাশরিক ও মাগরিবের ইমামদের থেকে ইলম হাসিলকারী। ফিকহ ও তাসাউফের উপর চমৎকারসব কিতাবের গ্রন্থকার। আরিফ বিল্লাহ, গাউস ও কুতব।"[৪৪৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কাসিম আল কাউরী রহ. এর বিখ্যাত ছাত্র, ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ যাররুক রহ. তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, মালেকী মাযহাবের ফিকহের কিতাব 'শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ'তে 'সিয়াম' অধ্যায়ে 'মাকরুহ রোযা'র ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وصيام يوم المولد، كرهه بعض من قرب عصره ممن صح ورعه وعلمه قائلا: "إنه من أعياد المسلمين، فينبغي أن لا يصام فيه". وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يذكر ذلك كثيرا ويستحسنه.

---

৪৪৫. তাযকিরাতুল মুহিব্বীন: ১৫২-১৫৬

৪৪৬. আদ দাউওল লামি': ১/১২২; শাযারাতুজ জাহাব: ৯/৫৪৭; শাজারাতুন নূর আয যাকিয়্যাহ: ২/২৬৭; জাযওয়াতুল ইকতিবাস: ১২৯-১২৯; দুররাতুল হিজাল: ৯০; কিফায়াতুল মুহতাজ: ১/১২৬-১২৭

"এবং মীলাদুন্নবীতে ﷺ রোযা রাখা, (অর্থাৎ এই দিনে রোযা রাখা মাকরুহ)। নিকট অতীতের কিছু সত্যিকারের ইলম ও তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ এই দিনে রোযা রাখাকে মাকরুহ বলেছেন, এবং এই ফতোয়ার কারণ হিসেবে তারা বলেন, 'এই দিনটি মুসলিমদের খুশি বা ঈদের দিন। তাই এই দিনে রোযা রাখা উচিত নয়'। আমাদের শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল কাউরী রহ. প্রায়ই এই মতামতটি উল্লেখ করতেন এবং ফতোয়াটিকে খুব চমৎকার বলে উল্লেখ করতেন।"[৪৪৭]

এখানে ইমাম যাররুক রহ. মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনটি মুসলিমদের ঈদ বা খুশির দিন হওয়া এবং সে দিনে রোযা রাখা মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন। এর স্বপক্ষে তার শাইখ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল কাউরী রহ. এর মতামত উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে কোনো ইনকার উল্লেখ করেননি। বোঝা গেল, তিনিও এ দিনটিকে মুসলিমদের ঈদের দিন হিসেবে বিবেচনা করেন।

www.muslimdm.com

২৮. ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী আশ শাফেয়ী রহ. (৯০২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনে উসমান বিন মুহাম্মাদ আস সাখাভী আশ শাফেয়ী। ইমাম সাখাভী নামে পরিচিত। উলামায়ে উম্মত তাকে ইমাম, হাফিযে হাদীস, মহাজ্ঞানী ও বহু বিষয়ের পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার প্রসিদ্ধ শায়েখদের মধ্যে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.) ও ইমাম তকীউদ্দীন মাকরিযী রহ. (৮৪৫ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনু হাজার আসকালানী রহ. তাকে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এবং তার ঐ নয় জন ছাত্রের একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন যাদেরকে তিনি হাদীসে নববীর বিশেষজ্ঞ আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার শাইখ ও সমসাময়িকদের প্রত্যেকেই তার ইলমের সুউচ্চ প্রশংসা করেছেন। 'ফাতহুল মুগীস', 'আল মাকাসিদুল হাসানা', 'আল কাওলুল বাদী', 'আল ই'লান বিত তাওবীখ' ও 'আদ দাউওল লামি' সহ লিখেছেন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

যুগের ইমামদের দৃষ্টিতে তিনি-

زين الحفاظ وعمدة الأئمة الأيقاظ، المحدث البارع الأوحد. انتهى اليه علم الجرح والتعديل. شمس الدنيا والدين ممن اعتنى بخدمة حديث سيد المرسلين، واشتهر بذلك في العالمين على طريقة أهل الدين والتقوى فبلغ فيه الغاية القصوى

"হাফিযে হাদীসদের মধ্যমণি, ইমামকুল শিরোমণি, দ্বীন ও দুনিয়ার নক্ষত্রতুল্য ব্যক্তি। তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধীমান মুহাদ্দিস। জরাহ-তা'দীলের বরেণ্য ইমাম। হাদীসের খেদমতে জীবন উৎসর্গকারী। গোটা দুনিয়ায় যার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছে। উলূমে হাদীসের জ্ঞানে যিনি পৌঁছেছিলেন সর্বশীর্ষে"[৪৪৮]।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد، ثم ما زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده ﷺ وشرف وكرم يعملون الولائم البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون في

৪৪৭. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল কুরতুবিয়্যাহ: ২৪১

৪৪৮. আল জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার: ১২০৪; আদ দাউওল লামি': ৬/২-৩২, ২০-২১; আননূরুস সাফির: ৪০; শাযারাতুয যাহাব: ৮/৪৬-৪৭

لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات بل يعتنون بقراءة مولده الكريم وتظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم...

"প্রথম তিন যুগের সালাফে সালেহীন কারও থেকে এ বিষয়টি (মীলাদ উদযাপন) বর্ণিত হয়নি। নিশ্চয়ই এটি পরবর্তীতে আবিষ্কৃত একটি বিষয়। অতঃপর পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমগণ নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসে অনুষ্ঠান করে আসছে। এতে তারা চমৎকার ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, যেখানে চমকপ্রদ আনন্দদায়ক বিষয় থাকে। তারা এ মাসের রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের দান-সদকা, আনন্দ-উল্লাস এবং বেশি বেশি নেক আমল করে। এমনকি তার মীলাদ পাঠে গুরুত্ব দেয়। আর এতে করে তাদের উপর ব্যাপকভাবে উক্ত অনুষ্ঠানের বরকত ও অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।"

আলোচনার শেষদিকে মীলাদ উদযাপনের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

أما قراءة المولد فينبغي أن يقتصر منه على ما أورده أئمة الحديث في تصانيفهم المختصة به وغير المختصة به... ويكتفي بالتلاوة والإطعام والصدقة، و إنشاد شيئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخر.

"হাদীসের ইমামগণ নবীজির ﷺ জন্মসংক্রান্ত বিষয়াবলির বর্ণনা দিয়ে যেসকল স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন, সেসব জায়গা থেকে তাঁর ﷺ জন্মবৃত্তান্ত পড়া উচিত। (বানোয়াট বর্ণনাসমৃদ্ধ কোনো বই পড়বে না, নির্ভরযোগ্য বই না পেলে) শুধু তেলাওয়াত, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ও সদকা করবে। নববী প্রশংসা সম্বলিত, নেককাজ ও আখেরাতের জন্য কাজ করার বাসনা সৃষ্টিকারী গজল পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"[৪৪৯]

২৯. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ (৮৪৯-৯১১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

জালালুদ্দীন আবুল ফযল আব্দুর রহমান বিন আবু বকর আশ শাফেয়ী। তিনি ইমাম সুয়ূতী নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি শাস্ত্রে এত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে, তাকে জ্ঞানের বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করা হতো।

তাফসীরে জালালাইনের প্রথমার্ধসহ তাফসীর, উলূমুত তাফসীর, হাদীস, উলূমুল হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, আকীদা, তাসাওউফ, লুগাহ, নাহু, সরফ, বালাগাত, চিকিৎসা শাস্ত্র, সাহিত্য ও পদ্য শাস্ত্রে তিনি প্রায় সহস্রাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও রিসালা রচনা করেন। তার এসকল গ্রন্থের তালিকা ও প্রাপ্তিস্থান নিয়ে বিভিন্ন কিতাব রচিত হয়েছে।

যুগবরেণ্য ইমামদের ভাষায় তিনি-

شيخ الإسلام، الإمام المحقق، خاتمة الحفاظ، أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه، رجالا، و غريبا، ومتنا، وسندا، واستنباطا للأحكام منه. وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مأتي ألف حديث. صاحب المؤلفات الجامعة والمصنفات النافعة . كان نادرة من نوادر الإسلام في القرون الأخيرة؛ حفظا، و اطلاعا، وكثرة تأليف.

"শাইখুল ইসলাম, মুহাক্কিক ইমাম। কিংবদন্তি হাফিযে হাদীস। নিজ যামানার উলূমুল হাদীসের সকল শাখার সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। হাদীসের সনদ, মতন, রিজাল এবং সেখান থেকে ফিকহী আহকাম বের করার ক্ষেত্রে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি নিজেই তার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি দুই লক্ষ হাদীসের হাফিয। অত্যন্ত উপকারী ও তথ্যবহুল অসংখ্য গ্রন্থের লেখক। মুখস্তের প্রাবল্যতা, সু-গভীর পাণ্ডিত্য ও বিস্তৃত মুতালাআ, অসংখ্য শাস্ত্রে সমান পদচারনা ও অত্যাধিক গ্রন্থ রচনার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শেষ যামানার এক বিরল ব্যক্তিত্ব।"[৪৫০]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

---

৪৪৯. আল আজবিবাহ: ১১১৬-১১২০; আততিবরুল মাসবূক: ১৪

৪৫০. আলকাওয়াকিবুস সাইরাহ: ১/২২৭; শাযারাতুয যাহাব: ৪/৮৭-৮৮; ফিহরিসুল ফাহারিস: ১০১০-১০১১; আল ইমামুল হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী: ইয়াদ খালেদ তাব্বা'; বাহজাতুল আবিদীন: আব্দুল কাদের শাযিলী।

প্রচলিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্যাপনের বৈধতার পক্ষে 'হুসনুল মাকসিদ' নামে একটি রিসালা লিখেছেন। এর স্বপক্ষে একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ইবনুল জাযারী রহ. ও ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য নকল করেছেন। মীলাদ উদযাপনকে বেদআত আখ্যা দিয়ে ফাকেহানী রহ. যে রিসালা লিখেছেন, সুয়ূতী রহ. সেই রিসালা পরিপূর্ণ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন,

عندي أن أصل عمل المولد الذي هو إجتماع الناس، وقرائة ما تيسر من القران، وروا ية الأخبار الواردة في مبدئ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الأيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي ﷺ، وإظهار الفرح والإستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك، صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة.

"আমার মতে, মৌলিকভাবে মীলাদ উদ্যাপন করা বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মানুষজন একত্রিত হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, নবীজি ﷺ এর জন্মসময়কার ঘটনাবলি এবং মুজিযাসমূহ বর্ণনা করা হয়, সর্বশেষে ভোজের আয়োজন করা এবং অতিরিক্ত আর কিছু না করে মজলিস শেষ করে দেয়া হয়। যেহেতু এর মধ্যে রয়েছে নবীজির জন্মের প্রতি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ এবং নবীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তাই এ অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হবে তারা সাওয়াবের অধিকারী হবে।

(রাষ্ট্রীয়ভাবে মহাসমারোহে) সর্বপ্রথম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ইরবিলের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ যিনি ছিলেন একজন সম্মানিত বাদশাহ ও বড় দানবীর। তাঁর অনেক প্রশংসনীয় কর্ম ও অবদান রয়েছে"[৪৫১]।

৩০. ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. (৯২৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কাসতাল্লানী মিশরী শাফেয়ী। ইমাম কাসতাল্লানী নামে পরিচিত। ফকীহ, ইমাম, হাফিযে হাদীস ও ঐতিহাসিক হিসেবে যিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। ইলমুল কিরাতে অর্জন করেছিলেন বিশেষ খ্যাতি। 'ইরশাদুস সারী' নামে বুখারী শরীফের এক বিশ্বখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এটি বুখারী শরীফের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শরাহের একটি।

'আল মাওহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ' তার সীরাত বিষয়ক এক অনবদ্য রচনা। আব্দুল কাদের আইদারুস রহ. (১০৩৮ হি.) এ কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "এটি খুবই শানদার কিতাব। অতুলনীয় এক গ্রন্থ যা অত্যন্ত উপকারী ও পাঠক-মনে প্রভাব সৃষ্টিকারী"। এছাড়াও তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে।

যুগের বরেণ্য মনীষীদের ভাষায়-

الإمام، الحافظ، العلامة، الحجة، الرحلة. الفقيه، المحدث، المسند. جليل القدر، حسن التقدير والتحرير، لطيف الإشارة، بليغ العبارة وكان زينة أهل عصره.

"ইমাম, হাফিযে হাদীস, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, হুজ্জত, ইলম পিপাসুদের গন্তব্যস্থল। ছিলেন ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুসনিদ। সমাদৃত ব্যক্তিত্ব, সুন্দর উপস্থাপক ও লেখক, সুক্ষ্মদর্শী ও অত্যন্ত বাগ্মী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সৌন্দর্য।"[৪৫২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম কাসতাল্লানী রহ. মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। মীলাদ উদযাপনের বরকত ও ফযীলতের কথা উল্লেখ করেছেন। এর স্বপক্ষে ইমামদের বক্তব্য নকল করেছেন।

৪৫১. হুসনুল মাকসিদ; আলহাভী লিল ফাতাওয়া: ১/২২১

৪৫২. আদ দাউওল লামি': ২/১০৩; ইমতাউল ফুদালা বিতারিজিমিল কুররা: ২/৪১; আন নুরুস সাফির: ১৬৬; শাযারাতুয যাহাব: ৮/১৬১; ফিহরিসুল ফাহারিস: ৯৬৭ (৫৪৬)

তিনি বলেন,

لا زال أهل السلام يحتفلون بشهر مولده- عليه السّلام-، ويعملون الولائم، ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون فى المبرات. ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهرعليهم من بركاته كل فضل عميم.

ومما جرب من خواصه أنه أمان فى ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك أعيادا، ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وأعيا داء ولقد أطنب ابن الحاج فى «المدخل» فى الإنكارعلى ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل المولد الشريف، فالله يثيبه على قصده الجليل، ويسلك بنا سبيل السنة.

"মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসটি উদযাপন করে আসছেন। এ রাত্রিগুলোতে তারা ভোজসভা ও বিভিন্ন ধরনের দান-সদকা, আনন্দ প্রকাশ, বেশি বেশি নেক আমল ও মীলাদ পাঠে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এতে করে তাঁদের উপর ব্যাপকভাবে বরকত প্রকাশিত হয়। বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই মীলাদ অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি ঐ বছরের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্রুত পূরণে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসের রাতগুলোকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে। যেন তা হয় অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. তার আল মাদখাল কিতাবে ঐ সকল লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন যারা মীলাদ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেদআত কর্মকাণ্ড, প্রবৃত্তির পূজা ও অবৈধ উপাদান-উপকরণ দ্বারা গান-বাজনা করে থাকে।"[৪৫৩]

www.muslimdm.com

৩১. ইমাম জামালুদ্দীন বাহরাক হাদরামী রহ. (৯৩০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইলমী মাকাম

জামালুদ্দীন বাহরাক মুহাম্মদ বিন উমর আল হিময়ারী আল হাদরামী। ইমাম সাখাভী রহ. এর শিষ্য। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী। ইমাম মুরতাযা যাবীদি রহ. এর ভাষায় তিনি- 'আল্লামাতুল ইয়ামান'।

'আল হুসামুল মাসলুল', 'শরহু আকিদাতীল ইয়াফিঈ' ও 'হাদাইকুল আনওয়ার' সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

যুগের মহান মনীষীদের ভাষায় তিনি ছিলেন-

كان من محاسن الدّهر، من العلماء الراسخين والأئمة المتبحرين، له اليد الطولى في جميع العلوم. وصنّف في أكثر الفنون. وبالجملة فإنه كان آية من آيات الله تعالى، وكتبه تدلّ على غزارة علمه وكثرة اطلاعه

"তিনি ছিলেন জামানার সৌন্দর্য। গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেম ও ইমাম। সকল শাস্ত্রেই ছিল তার অবাধ বিচরণ। প্রায় সকল শাস্ত্রেই গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন। মোটকথা, তিনি ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর এক অনন্য নিদর্শন। তার গ্রন্থগুলোই তার ইলমের গভীরতার সাক্ষ্য দেয়।"[৪৫৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ولد بمكة المشرفة، في شعب أبي طالب، وهو المكان الذي يجتمع فيه أهل مكة ليلة المولد الشريف، للذكروالدعاء والتبرك بمسقط رأسه ﷺ ، و أفتى جماعة من المتأخرين بأن عمل المولد على هذا القصد حسن محمود.

---

৪৫৩. আলমাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহ: ১/১৪৮

৪৫৪. আন নূরুস সাফির: ১৪৩-১৫২; শাজারাতুজ জাহাব: ১০/২৪৪-২৪৫

“তিনি মক্কা মুকাররামায় শিআবে আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। দুআ, যিকির ও বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীগণ তাঁর জন্মের রাতে এখানে একত্রিত হন। মুতাআখখিরীন আলেমদের এক বিশাল অংশ ফতোয়া দিয়েছেন যে, এভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন করা ভালো এবং প্রশংসনীয়।”[৪৫৫]

৩২. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী রহ. (৯৪২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আলী বিন ইউসুফ শামসুদ্দীন আস সালিহী আদ দিমাশকী আশ শাফেয়ী । তিনি মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী নামে পরিচিত। যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হাফিযে হাদীস ও ঐতিহাসিক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। ‘সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ’ এ গ্রন্থটি তার সীরাত বিষয়ক এক অসামান্য সৃষ্টি। একবাক্যে যাকে ‘সীরাতকোষ’ বলে অভিহিত করা যায়। প্রায় এক হাজার কিতাব মন্থন করে এ কিতাবটি তিনি সংকলন করেছেন।

এছাড়াও ‘উকূদুল জুমান ফি মানাকিবি আবি হানীফাহ আন নুমান’ ও ‘আল ইতহাফ’সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব তিনি রচনা করেছেন।

ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. ও ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা’রানী রহ. সহ যুগের বরেণ্য মনীষীদের স্বীকৃতিতে তিনি ছিলেন,

الإمام، الحافظ المتتبع، العلامة، الصالح، الفهامة، الثقة، المطلع، العالم الزاهد، المتمسك بالسنة المحمدية، خاتمة المحدثين، عالم بالتاريخ.

“ইমাম, একজন অনুসন্ধানী হাফিযে হাদীস। মহাজ্ঞানী ও অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তি। যার বুঝশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য আলেম ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। সুন্নতে মুহাম্মদীর একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবেত্তা”[৪৫৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

‘মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন এবং এই উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতামত’ এই শিরোনামে ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী রহ. তার বিখ্যাত কিতাব **সুবুলু হুদা ওয়ার রাশাদ** এর মধ্যে আলাদা একটি বাব চয়ন করেছেন। বাবের পুরোটা জুড়ে ঐসকল ইমামদের বক্তব্য নকল করেন, যারা মীলাদ উদযাপনের পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে তিনি যাদের বক্তব্য নকল করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন,

১. ইমাম সাখাভী রহ. (৯০২ হি.),
২. ইমাম ইবনুল জাযারী রহ. (৮৩৩ হি.),
৩. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (৫৯৭ হি.),
৪. ইমাম আবু শামাহ রহ. (৬৬৫ হি.),
৫. ইমাম সুয়ূতী রহ. (৯১১ হি.),
৬. হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.)
৭. ইমাম মাওহুব বিন উমার আল জাযারী রহ. (৬৬৫ হি.)
৮. ইমাম নাসিরুদ্দীন আল মুবারাক বিন তব্বাখ রহ. (৬৬৭ হি.)
৯. ইমাম জহীরুদ্দীন জা’ফর আত তিযমানতিয়্যি রহ. (৬৮২ হি.)

এছাড়াও আরো কয়েকজন ইমাম থেকে মীলাদ মাহফিলের বৈধতার ফতোয়া উল্লেখ করেছেন।

---

৪৫৫. হাদাইকুল আনওয়ার: ১০৫

৪৫৬. আল খাইরাতুল হিসান; মু’জামুল মুআল্লিফীন: ৩/৭৮৫; লাওয়াকিহুল আনওয়ার: প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ; আররিসালাতুল মুসতাতরফাহ: ১৫১; আলআ’লাম: ৭/১৫৫; মু’জামুল মুআল্লিফীন: ৩/৭৮৫

www.muslimbd.com

অধ্যায়ের শেষ দিকে এসে তিনি মীলাদ উদযাপনের বিপক্ষে ইমাম ফাকেহানীর রিসালাটি উল্লেখ করেন। তারপর ইমাম সুয়ূতী রহ. থেকে এই রিসালাটার পূর্ণ খণ্ডন পেশ করেন।[৪৫৭]

৩৩. হাফিয শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইতামী রহ. (৯৭৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু হাজার আল হাইতামী আল মাক্কী। শাইখুল ইসলাম, হাফিযে হাদীস, ইমাম ও ফকীহ। বালাগাত, মানতিক, নাহু, ইলমুল কালাম, হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র সহ জ্ঞানের একাধিক শাখায় তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

'ফাতাওয়াল কুবরা', 'তুহফাতুল মুহতাজ' ও 'আস সাওয়াইকুল মুহরিকাহ' এগুলো তার কালজয়ী গ্রন্থ। এছাড়াও ইতিহাস, সীরাত, তাসাওউফ, আকীদা, হাদীস ও ফিকহ বিষয়ক তার অনেক মূল্যবান রচনা রয়েছে।[৪৫৮]

আহলুল ইলমদের দৃষ্টিতে তিনি-

الإمام، شيخ الإسلام، الحافظ، كان بحرا في علم الفقه و تحقيقه، إمام اقتدت به الأئمة، خاتمة العلماء الأعلام، بحرا لاتكدره الدلاء، أقسمت المشكلات أن لا تصلح إلا لديه . وأذن له بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين.

"ইমাম ও শাইখুল ইসলাম। ফিকহী জ্ঞান ও বিশ্লেষণে এক অথৈ সমুদ্র। ছিলেন এমন এক মহান ইমাম যাকে যুগের ইমামগণ অনুসরণ করত। শ্রেষ্ঠতম আলেমদের সর্বশেষ ব্যক্তি ও জ্ঞানের কূলকিনারা বিহীন অতল সমুদ্র। এমনই এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ইলমী দুর্বোধ্য বিষয়গুলো যেন কেবল তাঁর কাছেই ধরা দিতো। বয়স বিশ বছর হওয়ার পূর্বেই তাঁর উস্তাদগণ তাকে ফতোয়া প্রদান ও দরস দানের অনুমতি প্রদান করেন।"[৪৫৯]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

اعلم أنه لم ينقل عن أحد من السلف من القرون الثلاثة، التي شهد النبي ﷺ بخيريتها. لكنها بدعة حسنة، لما اشتملت عليه من الإحسان الكثير للفقراء، ومن قراءة القرآن، وإكثار الذكر، والصلوة على النبي ﷺ ، إظهارا للسرور بمولده والفرح به ﷺ ، وإغاظة

---

৪৫৭. সুবুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ: ১/৩৬২-৩৭৪

৪৫৮. মাকতাবাতুল হাকীকাহ থেকে প্রকাশিত 'আন নি'মাতুল কুবরা' নামক বইটি মূলত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন, হায়তামী রহ. থেকে প্রমাণিত নয়। তবে "ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা" এটি তার কিতাব, যা দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত। ইযাহুল মাকনূন: ২/৫৫১ (১৪৭২২); হাদিয়্যাতুল আরিফীন: ১/১৩২ (৯৪২)

৪৫৯. শাযারাতুয যাহাব: ৮/৪৩৫; আননূরুস সাফির: ৩৯১

أهل الزيغ والعناد من الزنادقة والملحدين والكفرة والمشركين. ولأجل ذلك؛ لما ظهرت بعد تلك القرون الثلاثة، لم تزل أهل الأقطار في سائر المدن والأمصار يحتفلون بعمل المولد في شهر...

ومما يدل على أن عمل المولد المشتمل على ما مر من الإحسان الواسع والذكر الكثير، بدعة حسنة؛ إكثار الإمام الكبير أبي شامة الثناء على الملك المظفر صاحب إربل، فثناء هذا الإمام على هذا الفعل أدل دليل على أنها بدعة حسنة.

"জেনে রাখুন, শ্রেষ্ঠতম তিন যুগের কারো থেকে মীলাদ অনুষ্ঠান প্রমাণিত নয়। তবে এটি বেদআতে হাসানাহ। যেহেতু এখানে দরিদ্রদের প্রতি ইহসান করা হয়, কোরআন তেলাওয়াত হয়, বেশি বেশি যিকির ও নবীজির প্রতি দরূদ-সালাম পড়া হয়, নবীজি ﷺ এর জন্মকে কেন্দ্র করে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া এই উদযাপন মুশরিক, কাফের, মুলহিদ ও যিনদিকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। তাই সূচনার পর থেকে, পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানগণ তা উদযাপন করে আসছেন।

মীলাদ উদযাপন বেদআতে হাসানাহ হওয়ার অন্যতম দলিল হলো, ইরবিলের বাদশাহ মুযাফফর এর ব্যাপারে ইমাম আবু শামাহ রহ. এর প্রশংসা। যিনি সেই রাতে এতো বেশি নেক আমলের আয়োজন করতেন যে, অন্য কারও ব্যাপারে এতো বেশি আমলের বর্ণনা নেই। সুতরাং রবিউল আউয়ালের এই রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইমাম আবু শামার মতো ব্যক্তিত্বের প্রশংসা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এটি উত্তম বেদআত।"[৪৬০]

৩৪. শাইখুল ইসলাম ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ. (৯৮৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

নাজমুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আলি আল গায়তী আল মিসরী। শাইখুল ইসলাম, শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ ও মিসরীয় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস। শাইখ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন হামযা ও কামালুদ্দীন কাদিরী রহ. সহ যুগের বিখ্যাত মাশায়েখদের থেকে ইলম অর্জন করেন। তাদের নাম তিনি তার 'মাশইয়াখা'তে তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু গ্রন্থ ও রিসালা প্রণয়ন করেছেন। যা একত্রে 'মাজমু রাসায়িলিল আল্লামা আল মুহাদ্দিস নাজমুদ্দীন গায়তী' শিরোনামে ছেপে এসেছে।

ইমাম ইবনুল ইমাদ রহ. ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল হাই কাত্তানী রহ.সহ যুগের বরেণ্য ব্যক্তিদের সাক্ষীতে তিনি ছিলেন,

هو الإمام العلامة المحدث، حافظ الديار المصرية، شيخ الإسلام. ألقى الله محبته في قلوب الخلائق، فلا يكرهه إلا مجرم أو منافق، وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث، والتفسير، والتصوف، ولم يزل أمارا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، يواجه بذلك الأمراء والأكابر، لا يخاف في الله لومة لائم.

"প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস। মিসরীয় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস, শাইখুল ইসলাম। আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে তার মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। তাই কোনো মুনাফিক কিংবা পাপী ছাড়া প্রত্যেকেই তাকে মহব্বত করে। ইলমুল হাদীস, তাফসীর ও তাসাওউফের জগতে তিনি তার যুগের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সর্বদা নেক কাজের আদেশ করেছেন ও অন্যায় কাজের বিরোধিতা করেছেন, যদিও তা আমীর বা বড় কারো ক্ষেত্রে হয়। আল্লাহর শরীয়া পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনি কারো পরোয়া করতেন না।"[৪৬১]

৪৬০. ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা আলাল আলম: ২১-২৩

৪৬১. আল কাউয়াকিবুস সায়িরা: ৩/৫১-৫৩; শাযারাতুজ যাহাব: ১০/৫৯৫-৫৯৬; ফিহরিসুল ফাহারিস: ২/৩৮৮

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

ইমাম নাজমুদ্দীন গাইতী রহ. তার 'বাহজাতুস সামিয়ীন ওয়ান নাজিরীন' কিতাবে মীলাদ উদযাপনকে উত্তম কাজ হিসেবে অভিহিত করেন। এ ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য ও কিছু দলিল ও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

الإعتناء بوقت مولده الشريف وإظهار السرور فيه، وعمل المولد بقراءة القرآن والإنشاد للمدائح النبوية والزهدية والعرفانية وإطعام الطعام، والصدقات السنية، أمر حسن منيف، يثاب فاعله الثواب الجزيل بقصده الجميل. وإن كان عمل المولد المذكور لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، و إنما حدث بعدها، فذلك بدعة حسنة عند من حقق العلم و أتقنه.

ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده خصوصا في ليلته بعمل المولد بما ذكر، وإظهار السرور بذلك. وبعضهم يزيد على ذلك بقراءة ما صنف في المولد الشريف، وما ورد فيه من الخير الثابت المنيف

"নবীজি ﷺ এর জন্মের সময়কে গুরুত্বারোপ করা, এতে আনন্দ প্রকাশ করা, কোরআন তেলাওয়াত, যুহদ ও নববী প্রশংসা সংবলিত কবিতা পাঠ করা, খাবার খাওয়ানো ও দান-সদকার মাধ্যমে এ দিনটিকে উদযাপন করা একটি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কাজ। যে ব্যক্তি এটি করবে, সে প্রচুর সাওয়াবের অধিকারী হবে। মীলাদ উদযাপন সম্মানিত তিন যুগের পরবর্তীতে প্রবর্তিত হয়েছে। মুহাক্কিক আহলুল ইলমগণ একে বেদআতে হাসানা হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মীলাদ উদযাপনের ধারাটি প্রবর্তন হওয়ার পর থেকে ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমগণ এটি পালন করে আসছেন। পূর্বোক্ত আমলসমূহের পাশাপাশি অনেকে এদিনে তাঁর ﷺ জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ক কিতাব ও এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোও পাঠ করে থাকেন।"[৪৬২]

www.muslimdm.com

৩৫. ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আলী বিন মুহাম্মদ বিন সুলতান আল হারাভী আল ক্বারী আল হানাফী। উলূমে ইসলামিয়্যার জগতে এক পরিচিত নাম। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, ইলমুল কেরাত, সাহিত্য, নাহু ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। 'মিরকাতুল মাফাতীহ' তার অমর রচনা। এছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখেছেন একশ পঁচিশটিরও বেশি কিতাব।

যুগের বরেণ্য ব্যক্তিদের ভাষায় তিনি ছিলেন,

الإمام المحدث الفقيه الأصولي المفسر المقرئ، المتكلم، النظار، الفرضي، الصوفي، المؤرخ، اللغوي، النحوي، الأديب. أحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق، وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه. الجامع للعلوم العقلية والنقلية. المتضلع من السنة البدرية. وقد آتاه الله الذكاء النادر، والعقل الراجح، والفهم الدقيق، والصبر على التنقيح والتدقيق، والشغف العجيب بالتحقيق، مع البيان السهل القريب، فأمكنه الغوص في جملة من العلوم، فألف التآليف الكثيرة الفريدة.

"ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, উসূলবিদ, মুফাস্সির, কেরাত বিশেষজ্ঞ, আকীদাবিদ, দার্শনিক, ফারায়েয বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট সূফী, ইতিহাসবিদ, ভাষাবিদ, নাহুবিদ এবং সাহিত্যিক। কেন্দ্রীয় ইলমী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। ছিলেন যুগের অতুলনীয় ব্যক্তি, তাহকীকের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। আল্লাহ তাকে এত প্রসিদ্ধি দান করেছিলেন যে, নতুন করে তাঁর মানাকেব বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। উলূমে আকলিয়্যা ও নকলিয়্যাতে সমান পারদর্শী। সুন্নতে নববীর মহাপণ্ডিত।

আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছিলেন অতুলনীয় মেধা, সঠিক বিবেচনা শক্তি, সূক্ষ্ম বুঝ ও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ধৈর্য্য। দিয়েছিলেন তাহকীকের প্রতি অদম্য স্পৃহা। ফলে জ্ঞানের অধিকাংশ শাখায় তার পদচারণা করা সম্ভব হয়েছিল। লিখেছিলেন অসংখ্য অতুলনীয় গ্রন্থ।"[৪৬৩]

---

৪৬২. বাহজাতুস সামিয়ীন ওয়ান নাজিরীন: ৬৫-৭৬

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

মোল্লা আলী কারী রহ. নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ক 'আল মাওরিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নাবী' নামে একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাবটির শুরুতে তিনি মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের বৈধতা, দলিল, ও ইতিহাস নিয়ে বেশ লম্বা আলোচনা করেন। তিনি বলেন,

أما ملوك الأندلس والغرب فلهم فيه ليلة تسير بها الركبان، يجتمع فيها أئمة العلماء الأعلام فمن يليهم من كل مكان. وعلوا بين الكفر كلمة الإيمان.

"আর আন্দালুস ও মাগরিবের রাজা-বাদশাহগণ এমনভাবে মীলাদ উদযাপন সন্ধার আয়োজন করেন, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে জড়ো হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ তাতে একত্রিত হন। এতে চারদিকের কুফরের মাঝে ঈমানের কালিমা উঁচু হয়ে উঠে।"

বিখ্যাত সূফী ইবরাহীম ইবনু জামাআ' কর্তৃক মীলাদ উদযাপনের বর্ণনা দেন, এবং নিজে তা করতে না পেরে আক্ষেপ করে বলেন,

الزاهد إبراهيم بن جماعة لما كان بالمدينة النبوية كان يعمل طعاما في المولد النبوي ويطعم الناس، ويقول: لو تمكنت عملت بطول الشهر كل يوم مولدا. قلت: وأنا لما عجزت عن الضيافة الصورية، كتبت هذه الأوراق لتصير ضيافة معنوية نورية مستمرة على صفحات الدهر، غير مختصة بالسنة والشهر.

"বিশিষ্ট বুযুর্গ আবু ইসহাক ইবনু জামাআ' যখন মদীনায় অবস্থানকালে, প্রতিবছর মীলাদুন্নবীর দিনে খাবারের আয়োজন করে মানুষদেরকে খাওয়াতেন। এবং বলতেন, আমার যদি সামর্থ্য থাকত, তাহলে রবিউল আউয়াল মাসের প্রত্যেকদিন এভাবে খাবারের আয়োজন করতাম এবং মানুষদেরকে খাওয়াতাম। আর আমার (মোল্লা আলী কারী) যেহেতু এভাবে খাবারের জিয়াফাত করার সামর্থ্য নেই, তাই এই কিতাবটি লিখে গেলাম। যা নির্দিষ্ট দিন ও মাসের উর্দ্ধে উঠে চিরকালের তরে (মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে) একটি আত্মিক ও নূরানী আয়োজন বা জিয়াফত হিসেবে বাকী থাকবে।"[৪৬৪]

৩৬. ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস মাক্কারী মালেকী রহ. (১০৩৭ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল মাক্কারী আল মালেকী আল আশআরী। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুতাকাল্লিম ও ইমাম। সুপ্রসিদ্ধ 'নাফহুত তীব' ও 'আজহারুর রিয়াজ' গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়াও 'ইদাআতুত দুজনাহ', 'ফাতহুল মুতাআল', 'আর রাউদুল আতির', 'শরহু মুকাদ্দিমাতি ইবনি খালদুন', 'আদ দুররুস সামীন' ও 'আল বাদাআতু ওয়ান নাশআ' সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে তার।

যুগের বরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে তিনি-

الحافظ، الأثري، الإمام، علم الأعلام، آية الله الباهرة في الحفظ والذكاء والآداب والمحاضرة، المحدّث الراوية، المتكلم، المؤلف، الرحّال، العارف بالسير وأحوال الرجال، المتفنن في العلوم، الحامل راية المنثور والمنظوم، المحقق، المطلع، الزاهد، الورع.

"হাফিয ও মুহাদ্দিস। ইমাম, মহান মনীষী। মেধা, মুখস্ত শক্তি ও সাহিত্যের জগতে আল্লাহ তাআলার এক উজ্জল নিদর্শন। আকীদাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বহু দেশ সফরকারী, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী। গদ্য ও পদ্যের নেতৃত্ব তার হাতেই ন্যাস্ত ছিল। মুহাক্কিক ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী। অত্যন্ত দুনিয়াবিরাগী ও তাকওয়াবান বুযুর্গ।"[৪৬৫]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

৪৬৩. খুলাসাতুল আছার: ৩/১৭৭; সামতুন নুজূম: ৪/৪০২; আলমাসনূ': ৯-১০
৪৬৪. আল মাওরিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নাবী: ১২-১৮
৪৬৫. শাজারাতুন নূর আজ জাকিয়্যাহ: ১/৪৩৪-৪৩৫

ইমাম মাক্কারী রহ. মাররাকেশের একটি রাষ্ট্রীয় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وقد حضرت بمراكش المحروسة سنة عشروألف قراءة كراسة الشيخ في المولد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام بين يدي مولانا السلطان المرحوم أحمد المنصور بالله الشريف الحسني رحمه الله تعالى، وقد احتفل لذلك المولد بأمور يستغرب وقوعها، جازاه الله تعالى عن نيته خيراً وقد أشرت إلى ذلك في كتابي الموسوم بروضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكرمن لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس ورحمة الله وراء الجميع

"আর আমি ১০১০ হিজরীতে মাররাকেশের মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে সুলতান মরহুম আহমাদ আল মানসুর বিল্লাহ শরীফ আল হাসানী রহ. এর সামনে শাইখ ইবনু আব্বাদ রহ. এর একটি রিসালা পড়া হচ্ছিল। আর তিনি -অর্থাৎ সুলতান- এই মীলাদ উদযাপনকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত বিরল বিরল জিনিসের আয়োজন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার এই নেক নিয়তের উত্তম প্রতিদান দান করুন। তার এই আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি আমার 'রাওযাতুল আস আতিরাহ' কিতাবে। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে রহম করুন।"[৪৬৬]

তাছাড়া, ইমাম মাক্কারী রহ. তার 'নাফহুত তীব', 'আযহারুর রিয়াজ' ও 'রাওযাতুল আস আল আতিরা' এসব ইতিহাস বিখ্যাত কিতাবসমূহের বহু যায়গায় মাগরিব অঞ্চলের মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উদযাপন কোন দেশে হতো, কারা আয়োজন করতেন এবং কারা উপস্থিত থাকতেন- এসব সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। আলোচনার সিয়াক বা বর্ণনা ধারা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি এগুলো প্রশংসার সাথে বর্ণনা করছেন।

www.muslimdm.com

৩৭. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রহ. (১১৩৭ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী আল হানাফী। বিখ্যাত ইমাম, মুফাসসির ও সূফী। তার পরিচয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল বায়ান' এর সম্মানিত গ্রন্থকার। লিখেছেন প্রায় শতাধিক কিতাব।

ইমাম যাহেদ আল কাউসারী রহ. এর ভাষায়-

هو العالم المفسر الأصولي الفقيه المتكلم الصوفي

"তিনি ছিলেন আলেম, মুফাসসির, উসূলবিদ, ফকীহ, আকীদাবিদ ও সূফী।"[৪৬৭]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের তার অভিমত

ইমাম ঈসমাইল হাক্কী রহ. তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল বয়ানে' সূরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এর বৈধতার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

---

৪৬৬. নাফহুত তীব: ৫/৩৫০

৪৬৭. মাকালাতুল কাউসারী: ৪১৯-৪২৩

ইমাম ঈসমাইল হাক্কী রহ. বলেন,

ومن تعظيمه عمل المولد، إذا لم يكن فيه منكر. قال الامام السيوطي: يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام... وقد قال ابن حجر الهيثمي ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك اى بدعة حسنة

"আর নবীজি ﷺ এর প্রতি সম্মানের একটি দিক হলো আমালুল মাউলিদ বা মীলাদ উদযাপন করা। তবে শর্ত হলো সেটি মুনকারাত থেকে মুক্ত হতে হবে। ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেছেন, নবীজি ﷺ এর জন্মে শুকরিয়া প্রকাশ করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব বা উত্তম কাজ হবে। ইবনু হাজার হায়তামী রহ. বলেন, বেদআতে হাসানা অনুযায়ী আমল করা উত্তম। আর মীলাদ উদযাপন ও এর জন্য একত্রিত হওয়াও এমনই। অর্থাৎ বেদআতে হাসানা।"[৪৬৮]

৩৮. ইমাম আবু মালিক আব্দুল ওয়াহিদ শরীফ মালেকী রহ. (১০৪০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু মালিক আব্দুল ওয়াহিদ বিন আহমাদ বিন আশের আল আনসারী আন্দালুসী। বিশিষ্ট ফকীহ, উসূলবিদ, আকীদাবিদ, ইমাম ও দার্শনিক। 'আল মুরশিদুল মুঈন' তার মাকবুল গ্রন্থ। এছাড়াও 'দালীলুল হাইরান শরহু মাওরিদুজ জামআন' সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনুল ফকীহ রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কাসিম আল কাসসার রহ., ইমাম ইবনুল কাযী রহ. ও ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাওয়ারি রহ. সহ সে যুগের মহান ব্যক্তিদের থেকে ইলম অর্জন করেন।

শাইখ মুহাম্মদ মাখলূফ রহ. এর ভাষায় তিনি-

الفقيه، الأصولي، المتكلم، الإمام، النظار، خاتمة العلماء العاملين الأخيار.

"বিশিষ্ট ফকীহ, উসূলবিদ, আকীদাবিদ, ইমাম ও দার্শনিক। মহান বুযুর্গ আলেমদের একজন।"

শাইখ ইলইয়াস বারমাভী আস সাআ'তী বলেন,

كان إماماً عالماً ورعاً عابداً متقناً في علوم شتى

"তিনি ছিলেন ইমাম, বুযুর্গ আলেম ও বহুশাস্ত্রে পারদর্শী।"[৪৬৯]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অবস্থান

মাররাকেশের সুলতান আহমাদ মানসুর বিল্লাহ রহ. এর মীলাদ উদযাপন অনুষ্ঠানে ইমাম আবু মালিক রহ. উপস্থিত থাকতেন এবং কবিতা পাঠ করতেন। তিনি তৎকালীন মাররাকেশের প্রধান মুফতি ছিলেন।

মীলাদ উদযাপন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি ও কবিতা পাঠ করার বর্ণনা দিয়ে ইমাম আবুল আব্বাস আল মাক্কারী রহ. বলেন,

ثم يشرع الفقهاء والكتاب من أهل حضرته نصره الله في إنشاد قصائد قد اخترعوها في مدح مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ويتخلصون بأحسن تخلص إلى مدح سبطه مولانا المنصور أيده الله و أنجده، وسيأتي في تراجمهم من هذا النوع. ومن بعض ذلك قول الإمام العلم، العلامة الحجة القدوة، المحقق المجتهد مفتي الحضرة المراكشية وشيخ أعلامها، أبو مالك سيدي عبد الواحد الشريف صب الله عليه شآبيب رحمته

"(সুলতান মানসূর বিল্লাহ রহ. কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে) ফকীহ ও কাতিবগণ মুহাম্মাদ ﷺ এর শানে নিজেদের রচিত কবিতা পাঠ করা শুরু করতেন। কবিতার শেষদিকে প্রাসঙ্গিকভাবে নবীজি ﷺ এর বংশধর সুলতান মানসূর বিল্লাহর প্রশংসা করতেন। -আল্লাহ তাকে সাহয্য করুন এবং শক্তিশালী করুন-।

---

৪৬৮. রুহুল বায়ান: ৯/৫৬-৫৭

৪৬৯. শাজারাতুন নূর আজ জাকিয়্যাহ: ১/৪৩৪; আল ইমতাউল ফুদালা: ২/২১২

www.muslimdm.com

(এই মজলিসে উপস্থিত) এসকল ফকীহের জীবনী অংশে আমি তাদের রচিত ও পাঠ করা কবিতাগুলোও উল্লেখ করব। এসব কবিতার একটি হলো ইমাম, আল্লামা, মুজতাহিদ ও মাররাকেশের প্রধান মুফতী শাইখ আবু মালেক আব্দুল ওয়াহিদ শরীফ রহ. এর কবিতা।[৪৭০] (তারপর তিনি কবিতাটি উল্লেখ করেন।)

বুঝা গেল, সুলতানের মীলাদ মজলিসে শাইখ ইমাম আবু মালিক আব্দুল ওয়াহিদ রহ. উপস্থিত ছিলেন, এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন।

৩৯. ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ. (১০৪৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আলী বিন ইবরাহিম বিন আহমাদ বিন আলী বিন উমর। নুরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী নামে পরিচিত। বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'ইনসানুল উয়ূন ফি সিয়ারি খাইরিল মা'মুন' এর রচয়িতা, যাকে আমরা 'সীরাতে হালাবিয়্যাহ' নামে চিনি। এছাড়াও লিখেছেন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মাকবুল গ্রন্থ। শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ও ফকীহ।

ইবনু ফাদলিল্লাহ মুহিব্বী রহ. সহ যুগের বরেণ্য মনীষীদের ভাষায়-

الامام الْكَبِير، أجل أَعْلَام الْمَشَايِخ، وعلامة الزَّمَان. كَانَ جبلا من جبال الْعلم، وبحرا لَا سَاحل لَهُ، وَاسع الْحلم، عَلامَة، جليل الْمِقْدَار، جَامعا لاشتات العلى، صارفا نقد عمره فِي بَث الْعلم النافع ونشره. وحظى فِيهِ حظوة لم يحظها أحد مثله، فَكَانَ درسه مجمع الْفُضَلَاء ومحط رحال النبلاء. وَكَانَ غَايَة فِي التَّحْقِيق، حاد الْفَهم، قوى الفكرة، متحريا فِي الْفَتَاوَى.

"মহান ইমাম। বরেণ্য মাশায়েখদের মধ্যে শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। যুগের মহাজ্ঞানী। ছিলেন ইলমের পাহাড়, কুল-কিনারা বিহীন সমুদ্র। অত্যন্ত আকলবান। আল্লামা, মহাসম্মানিত, উত্তম গুণাবলির পরিপূর্ণ ধারক। জীবনের সবটুকু সময় ব্যায় করেছেন ইলমের প্রচার-প্রসারে।

এই ময়দানে তিনি সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তার দরস ছিল অসংখ্য মেধাবী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ভরপুর। তাহকীকের জগতের উজ্জল নমুনা। অত্যন্ত ধীমান ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিশালী চিন্তক। ফতোয়া প্রদানে যিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।"[৪৭১]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ. তার 'ইনসানুল উয়ূন বা 'আস সিরাতুল হালাবিয়্যাহ' কিতাবে মীলাদ উদযাপনকে সমর্থন করেছেন।

তিনি বলেন,

৪৭০. রওযাতুল আস আল আতিরাহ: ৩-৬
৪৭১. খুলাসাতুল আসার: ৩/১২২-১২৩

www.muslimdm.com

وأول من أحدثه من الملوك صاحب أربل وصنف له ابن دحية كتابا في المولد سماه «التنوير بمولد البشير النذير» فأجازه بألف دينار، وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة، وكذا الحافظ السيوطي، ورد على الفاكهاني المالكي في قوله إن عمل المولود بدعة مذمومة.

"বাদশাহদের মধ্যে সর্বপ্রথম এটি প্রচলন করেছেন ইরবিলের শাসক। ইবনু দিহইয়া তার জন্য মাওলিদ বিষয়ক একটি কিতাব লিখেন। কিতাবটির নাম 'আত তানভীর বি মাওলিদিল বাশিরিন নাযির'। এতে খুশি হয়ে বাদশাহ তাকে এক হাজার দিনার উপহার দেন। মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের পক্ষে হাফিয ইবনু হাজার সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেছেন। অনুরূপভবে হাফিয সুয়ূতী রহ.ও সুন্নাহ থেকে আরো একটি দলিল পেশ করেছেন। তাছাড়া তিনি ফাকেহানী মালেকীর ফতোয়া খণ্ডন করেছেন, যিনি মীলাদ উদযাপনকে বেদআতে মাযমূমা ফতোয়া দিয়েছিলেন।"

তিনি মীলাদ মজলিসে কিয়াম করাকেও জায়েয বলেছেন। তিনি বলেন,

جرت عادة كثير من الناس إذا سمعوا بذكر وضعه ﷺ أن يقوموا تعظيما له ﷺ ، وهذا القيام بدعة لا أصل لها: أي لكن هي بدعة حسنة، لأنه ليس كل بدعة مذمومة

"মানুষদের মধ্যে এই প্রচলন রয়েছে যে, যখন তারা নবীজি ﷺ এর দুনিয়াতে শুভাগমনের বিষয়টি শুনে, তখন তাঁর সম্মানে তারা দাঁড়িয়ে যায়। এই দাঁড়ানোর ব্যাপারটা পূর্বে ছিলনা, তাই এটি নব-আবিষ্কৃত বেদআত। তবে এটি বেদআতে হাসানা। কেননা, প্রত্যেক বেদআতই খারাপ বা গর্হিত নয়।"[৪৭২]

৪০. মুহাদ্দিসুল হিন্দ শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল মাজদ আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন দেহলভী আল হানাফী। তিনি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী নামে পরিচিত। তিনি হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্যতম এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। হিন্দুস্থানে ইলমুল হাদীসের জাগরণে তার অবদান চীরস্মরণীয়। ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ., ইমাম ইবনু হাজার হাইতামী রহ. ও আল্লামা নুরুদ্দীন আব্দুল ওয়াহ্হাব আল মুত্তাকী রহ. এর মতো মহান মনীষীদের থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করতেন।

তার লিখিত মেশকাত শরীফের শরাহ 'লুমআ'তুত তানকীহ' একটি চমৎকার সংকলন। 'মা সাবাতা বিস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ' এটিও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। উলূমুল হাদীস বিষয়ক তার রিসালাটি 'মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ' নামে পরিচিত, যা হিন্দুস্তানের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত।

শাইখ আব্দুল হাই কাত্তানী রহ. সহ নিকট অতীতে বরেণ্য মনীষীদের ভাষায়-

محدث الهند، العلامة المسند، أحد مشاهير علماء الهند، وعالم من أعلام الحديث النبوي، ومنارة من منارات السنة المحمدية.
أول من نشر علم الحديث بأرض الهند تصنيفا و تدريسا، و نشر العلوم لا سيما الحديث الشريف بحيث لم يتيسر لأحد من العلماء السابقين في ديار الهند.

"তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মহাজ্ঞানী, মুসনিদ ও হিন্দুস্থানের সুপ্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের মধ্যে একজন। ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের পুরোধা ব্যক্তি ও সুন্নতে মুহাম্মদীর অন্যতম একটি মিনার"। হিন্দুস্তানে তিনিই সর্বপ্রথম ইলমুল হাদীসের

৪৭২. আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১২৩-১২৪

www.muslimum.com

তাসনীফ ও তাদরীসের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে দীনের বিশেষত ইলমুল হাদীসের এত ব্যাপক খেদমত তিনি করেছেন যা অন্য কারো মাধ্যমে হয়নি।"[৪৭৩]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন সম্পর্কে তার অভিমত

শাইখ আব্দুল হক দেহলভী রহ. মীলাদ উদ্‌যাপনকে শুধু সমর্থনই করেন নি বরং একে ঈদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده ﷺ ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقرائة مولده الكريم ويظهر عليهم من مكان كل فضل عميم . ومما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجل بنيل البغية و المرام. فرحم الله إمرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا ليكون أشد غلبة على من في قلبه مرض وعناد.

"যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসটি উদযাপন করে আসছেন। ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, মাসের রাত্রিগুলোতে বিভিন্ন প্রকার দান-সদকাহ করা, আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা সহ বিভিন্ন ধরনের নেক আমল বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা এ মাসটিকে উদযাপন করে আসছেন। বিশেষত এ সময় তারা রাসূল ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করে থাকেন। ফলে তাদের উপর সব দিক থেকেই ব্যাপক অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হয়।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নবীজি ﷺ এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বিশেষ কিছু করলে সেটি ঐ বছরের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে এবং নেক লক্ষ-উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উসীলা হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা রহম করুন ঐ ব্যক্তিকে যে এ মাসের রাত্রিগুলোকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা এটি কঠিনভাবে আঘাত করে ঐ ব্যক্তিকে যার অন্তরে রয়েছে ব্যাধি ও গোঁড়ামী।"[৪৭৪]

৪১. ইমাম আব্দুস সালাম বিন ইবরাহীম লাক্কানী মালেকী রহ. (১০৭৮ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আব্দুস সালাম বিন ইবরাহীম বিন ইবরাহীম লাক্কানী আল মিসরী আল মালেকী। মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ, মুতাকাল্লিম ও সূফী। 'ইতহাফুল মুরীদ', 'আস সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ' ও 'শরহুল মানযূমা'সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ আমীন বিন ফাদলুল্লাহ আল মুহিব্বী রহ. তার সম্পর্কে বলেন,

الْحَافِظ المتقن، الفهامة، شيخ الْمَالِكِيَّة فِي وقته بِالْقَاهِرَةِ وانتفع بِهِ خلق كثير... وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرا، مُحدثا باهرا، أصوليا إِلَيْهِ النِّهَايَة، وَله تآليف حَسَنَة.

"বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস, ধীমান ব্যক্তিত্ব। সমকালীন মালেকী মাযহাবের অবিসংবাদিত ফকীহ। অসংখ্য ছাত্র তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের ইমাম, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ উসূলবিদ। তার বেশ কিছু চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে"[৪৭৫]

---

৪৭৩. ফিহরিসুল ফাহারিস: ১/৭২৫-৭২৭; নুযহাতুল খাওয়াতির: ৫/৫৫৪; রিজালুল ফিকর: ৪/৫৪৪; আল মুহাদ্দিস আব্দুল হক আদ দেহলভী: আব্দুল মাজিদ আল গাওরী

৪৭৪. মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ: ২৭৪

মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন সম্পর্কে তার অভিমত

মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন সম্পর্কে ফকীহ আব্দুস সালাম রহ. বেশ সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। উলামায়ে কেরামের বক্তব্য, তাদের দলিল উপস্থাপন ও সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে নাজমুদ্দীন গায়তী রহ. এর ভাষায় তিনি বলেন,

وبالجملة فالاعتناء بوقت مولده الشريف صلّى الله عليه وسلّم، والإنشاد للمدائح النبوية والزهدية والعرفانية، وإطعام الطعام والصدقات السنية أمر حسن منيف، يثاب فاعله الثواب الجزيل، بقصده الجميل، وإن كان عمله لم ينقل عن أحد من السلف الصالح والقرون الثلاثة الفاضلة، و إنما حدث بعدها، فلذلك كان بدعة حسنة عند من تحقّق العلم و أتقنه،

ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده خصوصا في ليلته، بعمل المولد بما ذكر، وإظهار السرور بذلك والحبور بتلك المسالك، وبعضهم يزيد على ذلك بقراءة ما صنف في المولد الشريف وما ورد فيه من الخير الثابت المنيف، على أنه ليس قيدا في استحباب عمل المولد المذكور، و إنما هو لزيادة الأجور.

“মোটকথা, নবীজি ﷺ এর জন্মের সময়কে গুরুত্বারোপ করা, এতে আনন্দ প্রকাশ করা, কোরআন তেলাওয়াত, যুহদ ও নববী প্রশংসা সংবলিত কবিতা পাঠ করা, খাবার খাওয়ানো ও দান-সদাকার মাধ্যমে এ দিনটিকে উদযাপন করা একটি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কাজ। যে ব্যক্তি এটি করবে, সে তার সুন্দর নিয়তের কারণে প্রচুর সাওয়াবের অধিকারী হবে। মীলাদ উদযাপন সম্মানিত তিন যুগের পরবর্তীতে প্রবর্তিত হয়েছে। তবে মুহাক্কিক আহলুল ইলমদের কাছে এটি বেদআতে হাসানা।”[৪৭৬]

৪২. শাইখুল ইসলাম ইমাম আবু আব্দুল্লাহ খারাশী রহ. (১১০১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন আলী আল খারাশী আল মালেকী। বিশ্বখ্যাত ইমাম, শাইখুল ইসলাম। তাফসীর ও ফিকহে মালেকীতে ছিল তার বিশেষ পাণ্ডিত্য। আট খণ্ডে প্রকাশিত ‘আশ শারহুল কাবীর’, চার খণ্ডে প্রকাশিত ‘আশ শাহরুস সগীর’ ও ‘রিসালাতুন ফিল বাসমালাহ’ সহ বিশটিরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

---

৪৭৫. খুলাসাতুল আসার: ২/৪১৬-৪১৭

৪৭৬. নিহায়াতুল ঈজায ফী সীরাতি সাকিনিল হিজায: ১/৬০-৭১ (কিতাবটি রিফাআ’ তাহতাভী রহ. এর। তিনি লাক্কানী রহ. এর একটি গ্রন্থ থেকে এই বক্তব্যটি নকল করেছেন)

বরেণ্য মনীষীদের ভাষায় তিনি ছিলেন,

الإمام، العلامة، والحبر الفهامة، شيخ الإسلام والمسلمين، وارث علوم سيد المرسلين، الفقيه، القدوة، شيخ المالكية، وإمام السالكين، وخاتمة العلماء العاملين، إليه انتهت الرئاسة بمصر.

"ইমাম, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ধীমান ব্যক্তিত্ব। শাইখুল ইসলাম। নবীজি ﷺ এর জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রকৃত ওয়ারিস। ফকীহ, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন মালেকী মাযহাবের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ। তাসাওউফ জগতের রাহবার। বুযুর্গ উলমায়ে কেরামের মধ্যমণি। মিসরের ইলমী নেতৃত্ব ছিল তারই হাতে।"[৪৭৭]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম খারাশী রহ. মীলাদুন্নবী ﷺ কে মুসলিম উম্মাহর ঈদ বা খুশির দিন হিসেবে অভিহিত করে বলেন,

وَكَرِهَ بَعْضٌ صَوْمَ يَوْمِ الْمَوْلِدِ أَيْ:: لِأَنَّهُ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ

"ফুকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ মীলাদের দিন রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন। কেননা, এটি মুসলিমদের ঈদের দিন।"[৪৭৮]

৪৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী যুরকানী রহ. (১১২০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বাকী ইবনু ইউসুফ যুরকানী। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ একজন ফকীহ ছিলেন। একাধারে হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ও ইলমুল কালামে পারদর্শী ছিলেন। শিহাবুদ্দীন মারজানী রহ. তাকে হিজরী একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

'আবহাজুল মাসালিক' ও 'শরহুল মাওয়াহিব' দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ।

আহলুল ইলমদের ভাষায় তিনি ছিলেন,

الإمام، خاتمة الحفاظ، مجدد المائة الحادية عشرة من المالكية، محدث الديار المصرية، الفقيه الأصولي. خاتمة المحدثين مع كمال المشاركة، وفصاحة العبارة في باقي العلوم.

"ইমাম, মালেকীদের মধ্য থেকে হিজরী একাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ। মিসরীয় অঞ্চলের অবিসংবাদিত মুহাদ্দিস। সে যুগের শ্রেষ্ঠতম হাফিযে হাদীস। ফকীহ ও উসূলবিদ। শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস। হাদীস ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রে ছিলেন সমান পারদর্শী, সমান পাণ্ডিত্যের অধিকারী।"[৪৭৯]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

استمر أهل الإسلام بعد القرون الثلاثة التي شهد المصطفي ﷺ بخيريتها، فهو بدعة. وفي أنها حسنة[480] قال السيوطي: وهو مقتضى كلام ابن الحاج في مدخله، فإنه إنما ذم ما احتوي عليه من المحرمات مع تصريحه قبل بأنه ينبغي تخصيص هذه القربات. وهذا هو عمل المولد مستحسن... أو مذمومة وعليه التاج الفاكهاني وتكفل السيوطي لرد ما استند إليه حرفا حرفا. والأول أظهر، لما اشتمل عليه من الخير الكثير.

---

৪৭৭. আজাইবুল আছার: ১/১১৪; শাজারাতুন নূর: ১/৪৫৯; সিলকুদ দুরার: ৪/৬২

৪৭৮. আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল খলীল: ২/২৪১

৪৭৯. আজাইবুল আছার: ১৩০; ফিহরিসুল ফাহারিস: ৪৫৬-৪৫৭; মু'জামুল মুআল্লিফিন: ৩/৩৮৩

480في حاشية أحد النسخ الخطية: (قوله: وفي أنها حسنة إلخ هو خبر مقدم ومبتدأه محذوف لوضوحه. والأصل وفي أنها حسنة أو مذمومة قولان. اه مصححه)ص 168

www.muslimdm.com

"মুসলমানগণ খাইরুল কুরুনের পর থেকে সর্বদা মীলাদুন্নবী ﷺ এর মাসে মাহফিলে মিলাদের আয়োজন করে আসছেন। সুতরাং (শাব্দিক অর্থে) এটি বেদআত। (তবে এ কাজের হুকুম সম্পর্কে দুটি মতামত রয়েছে)।

(এক) বেদআতে হাসানা: সুয়ূতী রহ. বলেন, 'আল মাদখাল' গ্রন্থে লিখিত ইবনুল হাজ্জ এর লেখনী দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ পায় (অর্থাৎ এটি মৌলিকভাবে বেদআতে হাসানা)। কারণ তিনি মূলত মীলাদ উদযাপনে সাধারণত যেসব মুনকার কাজ যুক্ত হয়ে থাকে, সেসবের সমালোচনা করেছেন (মূল মীলাদ উদযাপনের সমালোচনা করেননি)। কেননা প্রথমেই তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'এই মোবারক মাসকে অধিক নেক আমল, সদাকাহ, খয়রাত দ্বারা এবং অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা উচিত।' (ইবনুল হাজ্জের বর্ণিত) এই কাজগুলোই তো মীলাদ উদযাপনের পছন্দনীয় পদ্ধতি।

(দুই) বেদআতে মাযমূমা: এই মত পোষণ করেছেন তাজউদ্দীন ফাকেহানী। তবে তার এ দাবি ও দলিলসমূহ ইমাম সুয়ূতী অক্ষরে অক্ষরে রদ করেছেন।

প্রথমোক্ত কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য ও দৃঢ়তর যে, মীলাদ মাহফিল উদযাপনকরা বিদআতে হাসানাহ। কেননা তাতে অনেক কল্যাণের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে"।[৪৮১]

www.muslimdm.com

৪৪. শাইখুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (১১৭৬ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

ওয়ালীউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম বিন ওয়াযীহুদ্দীন বিন মুআয্যম বিন মানসূর দেহলভী। মুজতাহিদ, হাফিযে হাদীস ও শাইখুল ইসলাম। হিন্দুস্তানের ইলমী জাগরণের মূলকেন্দ্র। কোরআন, হাদীস, ফিকহ ও উলুমে আকলিয়্যাহতে তিনি যে তাজদীদি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা পুরো হিন্দুস্তানকে আলোকিত করে তুলেছিল। উম্মতের ফিকির ও আমল সংশোধনের জন্য তিনি যেমন ইলমী জিহাদে রত ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্র সংশোধনের জন্য ইকামাতে দীনের তরে একজন দক্ষ সিপাহসালার হয়ে সশস্ত্র জিহাদও পরিচালনা করেছেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' তার কালজয়ী ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

যুগের বরেণ্য ব্যক্তিদের ভাষায় তিনি-

كوكب الديار الهندية، شيخ الإسلام، الإمام الهمام، من حفاظ القرن الثاني عشر، حجة الله بين الأنام، إمام الأئمة، قدوة الأمة، آخر المجتهدين، أوحد علماء الدين، محي السنة. أحيى الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهما، وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار

"ভারতীয় উপমহাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, শাইখুল ইসলাম ও মহান ইমাম। হিজরী বারোতম শতাব্দীর একজন হাফিযে হাদীস। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রমাণ, ইমামদের ইমাম ও উম্মতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদ, দীনের অতুলনীয়

৪৮১. শরহুল মাওয়াহেব লিযযুরকানী: ১/২৬১

ধারক-বাহক, মুহিউস সুন্নাহ। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে এবং তার সন্তান, নাতী ও তাদের ছাত্রদের মাধ্যমে, হিন্দুস্তানে বিলুপ্তপ্রায় হাদীস ও সুন্নাহকে নতুন জীবন করেন। তিনি হিন্দুস্তানের সকল সনদের মূল।”[৪৮২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের তার অবস্থান

মক্কাবাসী কর্তৃক মীলাদুন্নবী উদযাপনে একবার শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ.ও উপস্থিত ছিলেন। এবং অনেক বরকত লাভ করেছিলেন। তিনি সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي ﷺ في يوم ولادته، والناس يصلون على النبي ﷺ ويذكرون إرهاصاته التي ظهرت في ولادته ومشاهدة قبل بعثته، فرأيت أنوارا ساطعة دفعة واحدة لا أقول إني أدركتها ببصر الجسد، ولا أقول أدركتها ببصر الروح فقط، والله أعلم كيف كان الأمر بين هذا وذلك، فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة المؤكلين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس، ورأيت يخالطه أنوار الملائكة أنوار الرحمة.

“ইতঃপূর্বে আমি মক্কা মুকাররামায় হুজুর আকদাস ﷺ এর সৌভাগ্যপূর্ণ জন্মদিনে তাঁর জন্মস্থানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে মানুষ তাঁর দরবারে দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করছিলেন। জন্মলাভ-মুহূর্তে প্রকাশিত ঘটনাবলি এবং নবুয়ত পূর্ববর্তী পরিদৃষ্ট আলামত-নিদর্শনাবলী বর্ণনা করছিল। আচানক আমি লক্ষ করলাম, ভরপুরভাবে উক্ত মজলিসে নূর বর্ষিত হচ্ছে। আমি এ কথা বলছি না যে, তা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছি কিংবা কেবল রুহানী দৃষ্টিতেই অবলোকন করেছি।

এতদুভয়ের মাঝে প্রকৃত বিষয়টি কেমন ছিল, তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। সে নূর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্ব তালাশের পর আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, এই নূরসমূহ সে সকল ফেরেশতার, যারা এসব মাহফিলে উপস্থিত জনগণের সাথে মিলিত হবার কাজে আদিষ্ট ও নিয়োজিত। সেইসাথে আমি এটাও লক্ষ করেছি যে, ফেরেশতাদের নূরসমূহের সাথে সাথে রহমতের নূরসমূহও বর্ষিত হচ্ছে।”[৪৮৩]

একটি সংশয় নিরসন

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, শাহ সাহেব রহ. মাউলাদুন্নবী বা নবীজি ﷺ এর জন্মস্থানে গিয়েছেন, ইহতিফাল বিল মাউলিদ বা মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে যাননি। সুতরাং প্রচলিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের পক্ষে শাহ সাহেব রহ. এর এই বক্তব্যকে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে ভুল ব্যবহার।

এক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে, প্রথমত এতটুকু সঠিক যে, শাহ সাহেব রহ. মাউলাদুন্নবী বা নবীজি ﷺ এর জন্মস্থানে গিয়েছেন। তবে এটিকে প্রচলিত ইহতিফালের পক্ষে ব্যবহার করাতে কোনো ভুল নেই। এই দাবির স্বপক্ষে আমরা দুটি যুক্তি পেশ করছি।

এক. শাহ সাহেব রহ. বর্ণিত মক্কাবাসীদের এসব কাজকে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ প্রচলিত ‘ইহতিফাল বিল মাউলিদ’ বা ‘আমালুল মাউলিদ’ হিসেবেই পেশ করেছেন। নিচে আমরা তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি-

১. ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ.। (জামেউল আসার: ১/৬৩)
২. ইমাম সাখাভী রহ.। (আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৭)
৩. ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ.। (আল মাউরিদুর রাভী: ১৫)

---

৪৮২. নুযহাতুল খাওয়াতির: ৬/৮৫৬-৮৬৫; ফিহরিসুল ফাহারিস: ১/১২৫; ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী: সাইয়েদ আব্দুল মাজেদ আল গাওরী।

৪৮৩. ফুয়ূযুল হারামাইন: ৩৩-৩৪;

৪. ইমাম বাহরাক হাদরামী রহ.। (হাদাইকুল আনওয়ার: ১০৫)
৫. ইমাম ইবনুল জাযারী। (আরফুত তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ: ২৩)

দুই. 'ইহতিফাল বিল মাউলিদ' বা 'মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন' বলতে যা বোঝা নো হয়, তা শাহ সাহেব রহ. এর উপস্থিত হওয়া মজলিসের উপর পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয়। কেননা, প্রচলিত 'ইহতিফাল বিল মাউলিদ' মানে, "নবীজি ﷺ এর জন্মের দিনে বা মাসে, তাঁর জন্মকে স্মরণ করে বা তাঁর জন্মে খুশি হয়ে, আনন্দ বা শুকরিয়া প্রকাশক বিভিন্ন কাজ-কর্মের মাধ্যমে সেই দিন বা মাসকে উদযাপন করা"।

আর শাহ সাহেব রহ. এর উপস্থিত হওয়া মজলিসে এসব বিষয়ই ঘটেছিল। সবাই মিলে তাঁর জন্মস্থান যিয়ারাত করেছেন, জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করেছে এবং দরূদ শরীফ পড়েছেন। এবং এই মজলিসটি হঠাৎ করে অনুষ্ঠিত হওয়া কোনো মজলিস ছিলনা, বরং বিশেষভাবে তাঁর জন্ম উপলক্ষে, রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর জন্মের দিনে হয়েছিল। কেননা এমন আয়োজন কেবল রবিউল আউয়াল মাসেই করা হতো। জন্মদিন উপলক্ষেই মূলত তাঁর জন্মস্থান সকলের জন্য উন্মোক্ত করা হতো। এ ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইবনু আবিস সামআনী রহ. এর জীবনী উল্লেখ করে সাখাভী রহ. বলেন,

ثم رجع إلى مكة، فاستمر بها إلى ربيع الأول سنة سبعين، فشهد المولد. ثم رجع في البحر إلى المدينة

"তারপর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। সেখানে রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং নবীজির জন্মস্থান যিয়ারত উৎসবে যোগদান করেন। এটি ছিল ৮৭০ হিজরীর ঘটনা।"[৪৮৪]

ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. (৯৭৩ হি.) বলেন,

ولأهل مكة في هذه الليلة شعار مشهود، لا يوجد مثله في بلدة غيرها، بحيث إنهم يحتفلون، ويعدونه من أعظم أعيادهم، ويلبسون فيه الغني والفقير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير.. أغلى ما يجدونه، ويخرجون بأولادهم إلى المسجد الحرام، ثم يخرجون عقب صلاة المغرب في جمع لا يحصى كثرة من مشائخ الزوايا وتلامذتهم، ثم رؤسائها وقضائها، حتى نقل أن أمير مكة وسلطانها؛ يكون معهم في باب المسجد.. ثم يتوجهون في ضجة عظيمة من التهليل والذكر، إلى أن يدخلوا المولد الشريف.

"আর এ রাতকে কেন্দ্র করে মক্কাবাসীদের একটি ঐতিহ্যবাহী শিআ'র বা প্রথা রয়েছে। তারা এ রাতকে উদযাপন করে, সবচে বড় ঈদ বা উৎসব হিসেবে বিবেচনা করে। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন ও দাস প্রত্যেকেই তাদের সবচে দামী পোশাক পরিধান করে। প্রত্যেকেই তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়। তারপর মাগরিবের নামাজ শেষে মাশায়েখে কেরাম, তালিবে ইলমগণ, কাযীগণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মক্কার আমীরসহ সকলেই একসাথে তাহলীল ও যিকরের সাথে সম্মানিত জন্মস্থানের দিকে রওনা হন।"[৪৮৫]

৪৫. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান বান্নানী রহ. (১১৯৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান আল বান্নানী। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ। মরক্কোর বিখ্যাত ইলমী নগরী ফাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আব্দুল বাকী যুরকানী রহ. কৃত 'শরহু মুখতাসারুল খলীল' এর হাশিয়া 'আল ফাতহুর রব্বানী' তার বিখ্যাত মাকবুল কিতাব। এছাড়াও তার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে।

তার সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মাখলূফ রহ. বলেন,

الإمام الهمام، العارف الذي ليس له في عصره ثاني، خاتمة العلماء الأعلام المحقق المؤلف المطلع المدقق العلامة النحرير الفهامة القدوة الشهير.

---

৪৮৪. আদ দাউওল লামি': ১/২৩৩
৪৮৫. ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২২-২৩

"মহান ইমাম, যুগের অদ্বিতীয় বুযুর্গ। কিংবদন্তি মহান আলেম। মুহাক্কিক। বহু গ্রন্থ রচয়িতা। সূক্ষ্ম বিশ্লেষক। ইসলামী জ্ঞানের জগতে ধীমান বিচক্ষণ গবেষক।"[৪৮৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অবস্থান

ইমাম বান্নানী রহ. তার বিখ্যাত কিতাব 'আল ফাতহুর রব্বানী' তে মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনে রোযা রাখা মাকরুহ হওয়া ও সেদিন আলোকসজ্জা ও সুন্দর পোশাক পরিধানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করার বৈধতার ফতোয়া নকল করেন। ফতোয়াটি তিনি ইমাম আহমাদ যাররুক রহ. এর সূত্রে ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

ذكر الشيخ زروق عن سيدي ابن عباد نعفعنا الله بهما ما يفيد كراهة صوم المولد النبوي وإباحة ما يفعل فيه من إيقاد الشمع والتزين باللباس الفاخروغيرذلك.

"শাইখ যাররুক ইবনু আব্বাদ থেকে যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, তার মাধ্যমে বোঝা যায়, মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনে রোযা রাখা মাকরুহ। এবং এই দিনে মোমবাতি জালানো ও দামি পোশাক পরিধানসহ যেসব কাজ করা হয়, তা বৈধ।"

উল্লেখ্য যে, 'আল ফাতহুর রব্বানী' ফিকহের কিতাব। সুতরাং এখানে তার কোনো দ্বিমত থাকলে অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

তবে অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতো তিনিও স্বাভাবিকভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে সমর্থন করছেন, এবং মুনকারাতযুক্ত মীলাদ উদযাপনকে পাপের বিষয় হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ইমাম খলীল রহ. এর বক্তব্য 'পাপ কাজের অসিয়ত' এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

(إيصاء بمعصية)... كإقامة ليلة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المناكر

"(ইমাম খলীল রহ. এর বক্তব্য) 'পাপ কাজের অসিয়ত'- যেমন, প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদ উদযাপনের অসিয়ত করা, যেখানে নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়া ও হারাম জিনিসের দিকে তাকানোসহ বিভিন্ন ধরনের গর্হিত কাজ হয়ে থাকে।"[৪৮৭]

৪৬. শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আরাফা দুসূকী রহ. (১২৩০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আরাফা আদ দুসূকী আল মালেকী। মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফকীহ ও কিংবদন্তি মুহাক্কিক আলেম। নাহুবিদ ও সাহিত্যিক। বিখ্যাতসব হাশিয়ার লেখক। 'হাশিয়াতুন

৪৮৬. শাজারাতুন নূর আয যাকিয়্যাহ: ৩৫৭। ইতহাফুল মাতালি': ১/২৪
৪৮৭. আল ফাতহুর রব্বানী: ২/৩৫১; ৮/৩১৭

আলাশ শারহিল কাবীর', 'হাশিয়াতুন আলা উম্মিল বারাহীন', 'হাশিয়াতুন আলা শরহিল জালাল আল মহল্লী আলাল বুরদা' ও 'হাশিয়াতুন আলা মুখতাসারিস সাদ' সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাশিয়া রয়েছে তার। শাইখ মুহাম্মদ আল খাফাজী ও হাসান জিবরাতী রহ. সহ বিখ্যাত মাশায়েখদের থেকে ইলম অর্জন করেন।

বরেণ্য মনীষীদের ভাষায় তিনি,

العلامة الأوحد، الفهّامة الأمجد، محقق عصره، ووحيد دهره. الجامع شتات العلوم، المنفرد بتحقيق المنطوق والمفهوم، بقية الفصحاء والفضلاء المتقدمين، والمميزعن المتأخرين.

"অতুলনীয় মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত ধীমান ব্যক্তিত্ব। নিজ যুগের কিংবদন্তি মুহাক্কিক। পণ্ডিত ছিলেন একাধিক শাস্ত্রের। উলূমে আকলিয়্যাহ ও নকলিয়্যাহ উভয় বিভাগের তাহকীকি ময়দানে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সম্মানিত মুতাকাদ্দীমিন আলেমদের উত্তম নমুনা।"[৪৮৮]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

শাইখ দারদীর মালেকী রহ. এর 'আশ শারহুল কাবীর' এর হাশিয়াতে মুহাক্কিক দুসূকী আল মালেকী রহ. বলেন,

مِنْ جُمْلَةِ الصِّيَامِ الْمَكْرُوهِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ صَوْمُ يَوْمِ الْمَوْلِدِ الْمُحَمَّدِيِّ إلْحَاقًا لَهُ بِالْأَعْيَادِ.

"মাকরূহ সিয়ামসমূহের মধ্যে একটি হলো মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনে রোযা রাখা। যেমনটা অনেকেই বলেছেন। যেহেতু এই দিনটিকে ঈদের দিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।"[৪৮৯]

ইমাম বান্নানী রহ. এর মতো তিনিও মুনকারাতযুক্ত মীলাদ উদযাপনকে পাপের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই 'পাপ কাজের অসিয়ত' এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ইমাম বান্নানী রহ. এর বক্তব্য নকল করে বলেন,

قال بن[490]: ومن أمثلته (أي من أمثلة الإيصاء بمعصية)... إقامة ليلة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المناكر

"বান্নানী রহ. বলেন, "পাপ কাজের ওসিয়্যাতের মধ্যে একটি হলো, বর্তামানে প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদ উদযাপনের অসিয়ত করা, যেখানে নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়া ও হারাম জিনিসের দিকে তাকানোসহ বিভিন্ন ধরনের গর্হিত কাজ হয়ে থাকে।"[৪৯১]

৪৭. ফকীহ মুহাম্মাদ আল আমীর আল কাবীর মালেকী রহ. (১২৩২ হি.)

৪৮৮. শাজারাতুন নূর: ১/৫২০; তারিখু আজাইবিল আছার: ৩/৪৯৭

৪৮৯. হাশিয়াতুত দুসূকী আলাশ শারহীল কাবীর: ১/৫১৮

490 المراد به "العلامة محمد البناني صاحب الفتح الرباني" كما أوضحه الدسوقي في المقدمة

৪৯১. হাশিয়াতুত দুসূকী আলাশ শারহীল কাবীর: ৪/৪২৭

www.muslimum.com

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল কাদির আল মালেকী। তার লিখা 'আল মাজমু' মালেকী মাযহাবের মাকবুল মতন। যা 'মুখতাসারুল খলীল' এর সমপর্যায়ের। পরবর্তীতে তিনি নিজেই এর শরাহ ও হাশিয়া লিখেন, যা 'শরহুল মাজমু' ও 'দাউওশ শুমু' নামে পরিচিত। এছাড়াও প্রায় ২৫ টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ও হাশিয়া রয়েছে তার।

সমকালীন মুহাক্কিক আলেম শাইখ আনাস মুহাম্মদ শারকাভী হা. এর ভাষায়-

شيخ مصره وإبانه، وعمدة التحقيق في أوانه، الفقيه المتكلم الأصولي، المحدث الأديب الصوفي، الإمام العلامة.

"নিজ দেশের সমকালীন বিখ্যাত শাইখ। সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক। ফকীহ, মুতাকাল্লিম, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস ও সূফী। বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইমাম।"[৪৯২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

মাকরুহ সিয়ামের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

كره بعض صيام المولد المحمدى؛ إلحاقًا له بالأعياد، فإنه بدعة حسنة، وبعضهم استحب صومه؛ شكرًا لنعمه إرساله- ﷺ - ووجوده؛ فإنَّه رحمة للعالمين

"কেউ কেউ মীলাদুন্নবীকে ﷺ অন্যান্য ঈদের দিনের সাথে তুলনা করে, সেদিনে রোযা রাখা মাকরুহ বলেছেন। কারণ এটি (মীলাদ উদযাপন) বেদআতে হাসানা। আবার কেউ কেউ রাহমাতুল্লীল আলামীন নবীজি ﷺ আগমনের শুকরিয়া আদায় স্বরূপ, এদিনে রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলেছেন।"[৪৯৩]

৪৮. ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ সাভী আল মালেকী রহ. (১২৪১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মদ সাভী আল মালেকী। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাক্কিক আলেম। সুপ্রসিদ্ধ 'হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরিল জালালাইন' এর সম্মানিত মুসান্নিফ। এছাড়াও 'হাশিয়াতুন আলা শরহিল খরীদা' ও 'বুলগাতুস সালিক'সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। শাইখ দারদীর, আল আমীরুল কাবীর ও দুসূকী রহ. এর মতো বিখ্যাত আলেমদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন।

শাইখ মুহাম্মদ মাখলুফের ভাষায়-

الإمام، الفقيه، شيخ الشيوخ، وعمدة أهل التحقيق والرسوخ، العلامة المحقق، الحبر، الفهامة، المدقق، قدوة السالكين، ومربي المريدين.

'ইমাম, ফকীহ, শাইখদের শাইখ ও শ্রেষ্ঠতম মুহাক্কিক আলেম। আল্লামা, মহাপণ্ডিত, ধীমান ব্যক্তিত্ব ও সূক্ষ্মদর্শী। আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার।'[৪৯৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

শাইখ আবুল বারাকাত আহমাদ বিন মুহাম্মদ দারদীর মালেকী রহ. কৃত ফিকহে মালেকীর মতন 'আকরাবুল মাসালিক' এর হাশিয়া 'বুলগাতুস সালিক' এর মধ্যে ইমাম সাভী রহ. বলেন,

---

৪৯২. হাশিয়াতুল আমীর আলা ইতহাফিল মুরীদ: ২২-৬৫
৪৯৩. দাউওশ শুমু' আলা শরহিল মাজমু': ১/৬৩৫
৪৯৪. শাজারাতুন নূর: ১/৫২২

www.muslimdm.com

مِنْ جُمْلَةِ الصِّيَامِ الْمَكْرُوهِ -كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ- صَوْمُ يَوْمِ الْمَوْلِدِ الْمُحَمَّدِيِّ إلْحَاقًا لَهُ بِالْأَعْيَادِ.

"অনেকের মতে, মাকরুহ সিয়ামসমূহের মধ্যে একটি হলো মীলাদুন্নবীর ﷺ দিনে রোযা রাখা। যেহেতু একে ঈদের দিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।"[৪৯৫]

৪৯. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ উলাইশ আল মালেকী রহ. (১২৯৯ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ **উলাইশ** তারাবলুসী। মালেকী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় মুহাক্কিক ফকীহ ও ইমাম। 'ফাতহুল আলী আল মালিক', 'মিনাহুল জালীল আলা মুখতাসারি খলিল', 'হিদায়াতুস সালিক', 'তাযকিরাতুল মুনতাহি', 'হিদায়াতুল মুরিদ' ও 'শরহু ইদাআতিদ দুজনাহ' সহ লিখেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

শাইখ মুহাম্মদ মাখলুফ রহ. এর ভাষায়-

شيخ السادات المالكية بها ومفتيها أستاذ الأساتذة وخاتمة الأعلام الجهابذة الإمام الكبير والعلم المنير الجامع بين العلم والعمل

"মিশরে মালেকী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রধান মুফতী। উস্তাযুল আসাতিযা ও মহান মনীষীদের একজন। উঁচু স্তরের ইমাম ও আলোকময় ব্যক্তিত্ব। বুযুর্গ আলেম।"[৪৯৬]

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

ইমাম উলাইশ মালেকী রহ. তার তিনটি গ্রন্থে মীলাদ উদযাপন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। একে মুসলিমদের ঈদ আখ্যা দিয়েছেন। নিম্নে উলাইশ রহ. এর তিনটি আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হলো,

এক.

مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَقَرَةٌ فَمَرِضَتْ وَالْحَالُ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ بَقَرَتِي فَعَلَيَّ ذَبْحُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي مَوْلِدٍ لِلرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ...

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ عَمَلَ مَوْلِدٍ لِلرَّسُولِ - ﷺ - لَيْسَ مَنْدُوبًا خُصُوصًا إنْ اشْتَمَلَ عَلَى مَكْرُوهٍ كَقِرَاءَةٍ بِتَلْحِينٍ أَوْ غِنَاءٍ، وَلَا يَسْلَمُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، وَالنَّذْرُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْعَدَوِيُّ... ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ مَكْرُوهٌ

"এক ব্যক্তির গাভী অসুস্থ হলে সে মান্যত করল যে, যদি এটি সুস্থ হয়, তাহলে গর্ভের বাছুরটি মীলাদ উদযাপনের জন্য জবাই করে দিবে।... এখন সে কী করবে?

উত্তরে তিনি বলেন, তার কোনো কিছুই জবাই করা লাগবে না। কেননা, মীলাদ উদযাপন তো মুস্তাহাব নয়। বিশেষত যখন এতে বিভিন্ন মাকরুহ জিনিসের সংমিশ্রণ থাকে। যেমন গান পরিবেশন ও নিষিদ্ধ সুরে তিলাওয়াত ইত্যাদি। আর বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘটে থাকে, বরং আরো মারাত্মক মুনকার জিনিসও ঘটে থাকে। আর নিয়ম হলো, যা মুস্তাহাব নয়, এমন জিনিসে মান্নত হয় না।

শাইখ আদাভী 'ওসিয়্যাহ' পরিচ্ছেদে ফাকেহানীর বক্তব্য নকল করেছেন। তিনি বলেন, মীলাদ উদযাপন মাকরুহ।"[৪৯৭]

---

৪৯৫. বুলগাতুস সালিক লি আকরাবিল মাসালিক: ১/৫৯৩

৪৯৬. শাযারাতুন নূর আয যাকিয়্যাহ: ১/৫৫১-৫৫২; আল আ'লাম: ৬/১৯

www.imuslimdm.com

অনেকেই শাইখ **উলাইশ** রহ. থেকে উক্ত বক্তব্যটি নকল করার পর দাবি করেন যে, তিনি মীলাদ উদযাপনকে বেদআত মনে করেন। অথচ তার পূর্বের বক্তব্যের কোথাও বেদআত শব্দটি নেই। হ্যাঁ, ফাকেহানী রহ. থেকে মাকরুহ হওয়ার ফতোয়া নকল করেছেন। তবে তিনি নিজে একে মাকরুহ বলেননি। বরং 'মানদুব বা মুস্তাহাব নয়' বলেছেন। সামনের দুটি বক্তব্য থেকে মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে **উলাইশ** রহ. এর মতামত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

দুই.

لا زال أهل الإسلام يحتفلون ويهتمون بشهر مولده ﷺ ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم... ومما جرب من خواص عمل المولد أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا؛ ليكون أشد علة على من في قلبه مرض.

ولقد أطنب ابن الحاج في مدخله في الإنكار على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل المولد الشريف، فالله يثيبه على قصده الجميل.

"যুগ যুগ ধরে মুসলিমগণ নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসকে উদযাপন করে আসছেন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করছেন। এ রাতগুলোতে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ এবং বেশি বেশি দান-সদাকা করে আসছেন। ফলে এর বরকতে তারা প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হচ্ছেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এই আয়োজন সেই বছরের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করছে, এবং লক্ষ ও উদ্দেশ্য পূরণকে ত্বরান্বিত করছে। আল্লাহ তাআলা রহম করুন ঐ ব্যক্তিকে, যে এই মাসের রাত্রিগুলোকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করল। কারণ এটি রোগাক্রান্ত হৃদয়গুলোকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে।

ইবনুল হাজ্জ তার 'মাদখাল' কিতাবে ঐসকল লোকের প্রচুর সমালোচনা করেছেন, যারা মীলাদ উদযাপনে বিভিন্ন বেদআত, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ও গান পরিবেশনের মতো মুনকার জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে তার উত্তম নিয়তের বিনিময় দান করুন।"[৪৯৮]

তিন.

وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلْحَاقًا لَهُ بِالْعِيدِ فِي الْجُمْلَةِ

"নবীজি ﷺ এর জন্মদিনে রোযা রাখা মাকরুহ। যেহেতু এটি সার্বিকভাবে একটি ঈদ বা উৎসবের দিন।"[৪৯৯]

৫০. ইমাম আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. (১৩০৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল হাসানাত আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম আনসারী হিন্দী। তিনি ইমাম আব্দুল হাই লাখনোভী নামে পরিচিত। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর ক্ষণজন্মা এক মহান ইমাম। ইমামুল মুহাদ্দীসিন ওয়াল ফুকাহা। হিন্দুস্তানের সৌন্দর্য, যুগের বিস্ময়। আরব আজমের সকল উলামায়ে কেরাম যার ইলম ও তাকওয়ার প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। 'আর রাফউ ওয়াত তাকমীল', ও 'আস সিআ'য়া'সহ মাত্র ঊনচল্লিশ বছরের যিন্দেগিতে যিনি রচনা করেছেন একশ পনেরটির অধিক গ্রন্থ। প্রতিটি গ্রন্থই অনবদ্য, বিশ্লেষাত্মক আলোচনায় ভরপুর।

বরেণ্য মনীষীদের ভাষায় তিনি-

---

৪৯৭. ফাতহুল আলী আল মালিক: ১/২০৫
৪৯৮. আল কাউলুল মুনজী: ৭৩-৭৪
৪৯৯. মিনাহুল জালীল: ২/১২৩

هذا الرجل إمام في العلم. هو فخر المتأخرين، ونادرة المحققين المصنفين، المحدث، الفقيه، الأصولي، المنطقي، المتكلم، المؤرخ، النظار، البحاثة النقادة، الإمام. كان من عجائب الزمن، و من محاسن الهند. وكان الثناء عليه كلمة إجماع، والاعتراف بفضله ليس فيه نزاع. خاتمة علماء الهند، و أكثرهم تأليفا و أتمهم تحريرا و اطلاعا و إنصافا و توسطا.

"তিনি ছিলেন ইলমের ইমাম। মুতাআখখিরীন আলেমদের গর্ব, অতুলনীয় বিশ্লেষক ও লেখক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, উসূলবিদ, তর্কশাস্ত্রবিদ, আক্বীদা বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক ও সত্যিকারের ইমাম।

তিনি ছিলেন যুগের মহাবিস্ময়। হিন্দুস্তানের সৌন্দর্য। সকল মানুষের জন্য ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামাত। আরব আজমের সকল উলামায়ে কেরাম যার ইলম, তাকওয়া ও উঁচু মর্যাদার প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। ইনসাফপূর্ণ ইলমী আলোচনা, উলূমে শরীয়ার ব্যাপারে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অত্যাধিক কিতাব রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলে তাদের সকলের শীর্ষে।"[৫০০]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

'রবিউল আউয়াল বা অন্য কোনো মাসে মীলাদুন্নবী মজলিস করা যাবে কি না' এই প্রশ্নের উত্তরে আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. প্রচলিত মীলাদ উদযাপন ও মীলাদ মজলিসগুলোকে বেদআতে হাসানা আখ্যা দিয়েছেন। এগুলোকে নিন্দনীয় বেদআত বলা মূলত শরীয়া বিরোধী ফতোয়া বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

اور لوگوں کا خود بخود جمع ہو کر مجلس و محفل کی صورت اختیار کر لینا بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو، یا ایک دوسرے کو دعوت کہ فلاں اور فلاں جگہ مجلس میلاد منعقد ہوگی، سب لوگ اس مي شریک ہوں، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس قسم کا ذکر خود نبي صلعم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور مي نہي تہا، کیوکہ ان سے کوئي روایت نہي جس سے پتہ چل سکے۔ اس لحاظ سے زمانہ موجودہ کی مجلسوں کو بدعت کہا جا سکتا۔

مگر یہ چونکہ نیک کام ہے اور بظاہر سبب گناہ نہي اور خوشی کے موقع پر اجتماع کی نظیري شریعت مي ثابت ہي، اس لئے علماء اس کی اجازت دیتے ہي اور اس کو بدعت حسنہ کہتے ہي، جس کا فاعل مستحق ثواب ہوگا۔ نبي کریم صلعم کا ارشاد ہي: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها"

ہر ایک بدعت مذموم نہي ہوا کرتی، بلکہ بعض بدعات تو واجب ہي اور بعض حرام اور بعض مستحب ہي اور بعض مکروہ ہوتی ہي۔ اس تفصیل کے بعد "کل بدعة ضلالة" سے ہر ایک بدعت مراد نہي ہوگی، بلکہ یہ ایک خاص بدعت کا حکم ہي۔ محدثین نے اس کلیہ کو عام مخصوص منہ البعض مانا ہے۔ نیز اس تفصیل کے آجانے کے بعد تاج الدین فاکہاني کا مسلک بہی رد ہو جاتاہے، ان کا قول ہے "لا جائز أن يكون عمل المولد مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين.

اورشیخ عبد الحق محدث دہلوي فرماتے ہي "ومن ما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام"

اور اس کو بدعت سیئہ کہنا خلاف شرع ہے۔ البتہ مہینہ دن، تاریخ، اور وقت متعین کرنے کی صورت مي یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ جس زمانہ مي بہی یہ عمل مستحب طریقہ پر کیا جائے گا تو باعث ثواب ہوگا۔ اور یہ اعتقاد کرلینا کہ ماہ ربیع الاول مي تو ثواب ملےگا دوسرے مہینوں مي نہي یا اس مہینہ مي نسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ثواب ملے گا شریعت مي اس کا ثبوت کہي نہي ملتا۔ ہا اگر کسی شخص کو فرصت ہی اسی مہینہ مي ملتی ہے یا وہ ہر سال لوگوں کو دعوت دینے اور بلانے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے یا کسی اور وجہ سے اس مہینہ کا کوئے خاص دن مقرر کردے اور اس کو اعتقاد مذکورہ نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہي۔(انتہی ببعض الإختصار)

৫০০. ফিহরিসুল ফাহারিস: ১/৭২৮-৭৩০; আল আজবিবাতুল ফাদিলাহ: ১২; ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী: ড. অলীউদ্দীন নদভী

"আর (মীলাদ মজলিস) যদি এমন হয় যে, লোকজন নিজেরা নিজেরা জড়ো হয়ে একটি মজলিস বা মাহফিলের আকার ধারণ করেছে। অথবা তাদেরকে এই মর্মে দাওয়াত করে জড়ো করা হয় যে, 'অমুক জায়গায় মীলাদ মজলিস অনুষ্ঠিত হবে, সবাই শরীক থাকবেন'। এবং এই মজলিসগুলো যদি মুনকারাতমুক্ত থাকে, তাহলে এমন মজলিসের ব্যাপারে কথা হলো- এগুলো নবীজি ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যামানায় ছিল না। সে হিসেবে এগুলোকে বেদআত বলা যায়।
তবে যেহেতু এটি মূলত একটি নেক কাজ এবং স্বাভাবিকভাবে কোনো গুণাহের কারণ নয়, আবার খুশি প্রকাশের নিমিত্তে একত্রিত হওয়াও শরীয়ায় অনুমোদিত, তাই উলামায়ে কেরাম এসব মজলিসের অনুমতি দিয়েছেন। এবং একে বেদআতে হাসানা বলেছেন, যা পালন কারী সওয়াবের অধিকারী হবে। নবীজি ﷺ বলেছেন, 'যে ইসলামে সুন্দর কিছুর প্রচলন করবে, সে এই কাজের সাওয়াব পাবে এবং যারা এই কাজ করবে তাদের সাওয়াবের সমপরিমাণ তাকেও দেয়া হবে।'

আর সকল বেদআত নিন্দনীয় নয়। বরং কিছু বেদআত তো ওয়াজিব, কিছু বেদআত হারাম, কিছু মুস্তাহাব আবার কিছু বেদআত মাকরুহ। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা গেল, হাদীসের বাণী 'প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা' এখানে 'প্রত্যেক বেদআত' বলতে সবধরনের বেদআত উদ্দেশ্য নয়। মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'প্রত্যেক' শব্দটিকে 'আমে মাখসূস' হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে (মীলাদকে বেদআত আখ্যা দেওয়া) তাজুদ্দীন ফাকেহানীর ঐ নীতির খণ্ডন হয়ে যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, 'মীলাদ উদযাপন মুবাহ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ মুসলিমদের ঐকমত্যে দীনের মধ্যে কোনো বেদআতই মুবাহ হতে পারে না'।

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেছেন, "অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সেই বছরের নিরাপত্তা, এবং নেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ উসীলা হিসেবে কাজ করে।" সুতরাং এটাকে নিন্দনীয় বেদআত বলা শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ।

হ্যাঁ, দিন-তারিখ বা সময় নির্দিষ্ট করে এসব করার ক্ষেত্রে এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মুস্তাহাব তরীকায় এই কাজ যখনই করা হবে তখনই এটি সাওয়াবের কারণ হবে। এমন বিশ্বাসের শরয়ী কোনো ভিত্তি নেই যে, 'এই মাসে করলে সাওয়াব মিলবে, অন্য মাসে করলে সাওয়াব হবে না, অথবা এই মাসে করলে বেশি সাওয়াব, অন্য মাসে করলে কম সাওয়াব'। সুতরাং কেউ যদি অন্যকোনো মাসে সুযোগ না থাকার কারণে, বা বছরের সবসময় লোকদেরকে জড়ো করার কষ্ট এড়ানোর জন্য অথবা অন্যকোনো কারণে নির্দিষ্টভাবে রবিউল আউয়াল মাসেই এই মাহফিলের আয়োজন করে, এবং পূর্বোক্ত বিশ্বাসের বিষয়টি মনে রাখে, তাহলে নির্দিষ্টভাবে এই মাসে মীলাদ উদযাপন করাতে কোনো সমস্যা নেই।[৫০১]

www.muslimah.com

৫১. আহমাদ বিন যাইনী দাহ্লান রহ. (১৩০৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আহমাদ বিন যাইনী দাহলান, হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইসলামের খেদমাতে যার অবদান অনস্বীকার্য। মক্কায় শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান মুফতি। অত্যন্ত বুযুর্গ, দ্বীনদার ও ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে যিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। 'আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ' তার এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'তারিখু তবাকাতিল উলামা' এটিও তারাজিম বিষয়ে চমৎকার গ্রন্থ। প্রত্যেক মাযহাবের ইমামদের জীবনী স্বতন্ত্রভাবে এখানে আলোচিত হয়েছে। সমকালীন ওহাবী ফিতনার রদে তিনি 'আদ দুরারুস সানিয়্যাহ' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এছাড়াও হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস ও বিভিন্ন ফিতনার বিরুদ্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

৫০১. মাজমুআ' ফাতাওয়া মাওলানা আব্দুল হাই: ১১০-১১১।

শাইখ আবু বকর দিময়াত্বী রহ. ও আব্দুল হাই কাত্তানী রহ. এর ভাষায়-

الإمام الأجل، والبحر الأكمل، مفتي الشافعية بمكة، فريد عصره وأوانه، والمقدم على أقرانه في زمانه، شيخ العلم وحامل لوائه، وحافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكوكب سمائه، خلاصة الأجلاء الأكابر، وخاتمة المحققين في عصره وأوانه، عين أعيان الصوفية الأبرار، بحرالعلم. أحد من نفع الله به الإسلام في الزمن الأخيرفي تلك الربوع العربية. العلامة المشارك الصالح

"একজন মহান ইমাম, অকূল দরিয়া। মক্কায় শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান মুফতী। সমকালীন অনন্য পুরোধা ব্যক্তিত্ব। শাইখুল ইলম ও ইলমের ঝাণ্ডাবাহক, হাফেজে হাদীস, ইলমে হাদীসের জগতে আকাশের উজ্জ্বল তারকা। আকাবির উলামায়ে কেরামের উত্তম ধারক ও বাহক। যুগের শ্রেষ্ঠতম মুহাক্কিক। সৎ ও পুণ্যবান সূফীদের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ছিলেন ইলমের সাগর। নেককার ও উলুমে ইসলামিয়্যার বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। শেষ যামানায় আরব ভূখণ্ডে আল্লাহ তার মাধ্যমে ইসলামের অনেক খেদমত নিয়েছেন"[৫০২]।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন সম্পর্কে তার অভিমত

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন বিষয়ে আহমাদ যাইনী দাহলান রহ. বলেন,

فمن تعظيمه ﷺ الفرح بليلة ولادته وقراءة المولد والقيام عنه ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد الناس فعله من أنواع البر، فإن ذلك كله من تعظيمه صلى الله عليه وسلم وقد أفردت مسئلة المولد ومايتعلق بها بالتأليف واعتنى بذلك كثيرمن العلماء فألفوا في ذلك مصنفات مشحونه بالأدلة والبراهين.

"নবীজিকে ﷺ সম্মান করার একটি দিক হল তাঁর জন্মের রাত্রিতে খুশি হওয়া, মীলাদ পাঠ করা, তাঁর জন্মের আলোচনার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া, খাবার খাওয়ানো এবং প্রচলিত বিভিন্ন নেক আমল করা। কারণ, এগুলো সবই তাকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। মীলাদের মাসআলাটি নিয়ে আমি আলাদা একটি কিতাব লিখেছি। উলামায়ে কেরামও এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দালিলিক আলোচনা সমৃদ্ধ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন"[৫০৩]।

www.muslimdm.com

৫২. ফকীহ আল্লামা আহমাদ ইবনু আবিদীন রহ. (১৩০৭ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আহমাদ বিন আব্দুল গণী আবিদীন। বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবিদীন রহ. এর ভাতিজা। শামের বিখ্যাত ফকীহ হাশিম নাজি রহ. এর কাছে ফিকহ ও হাদীসের দীক্ষা নেন। চাচা

---

৫০২. নাফহাতুর রহমান; ফিহরিসুল ফাহারিস: ৩৯০-৩৯১; হাদিয়্যাতুল আরিফীন: ১/১৯১

৫০৩. আদদুরারুস সানিয়্যাহ: ৬৪; আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ১/৫৩-৫৪

ইমাম ইবনু আবিদীন রহ. থেকেও ইলম অর্জন করেন। তবে তিনি ১৩-১৪ বছরে থাকা অবস্থায় ইবনু আবিদীন রহ. ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রায় বিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫০৪]

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه ﷺ. وأول من أحدثه الملك المظفر صاحب إربل.

فالإجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عيله أفضل الصلوات وأكمل التحيات من أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات.

“জেনে রাখুন, নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসে মীলাদ উদযাপন করা একটি প্রশংসনীয় বেদআত । ইরবিলের বাদশা মুজাফফর সর্বপ্রথম এর আয়োজন করেন। নবীজি ﷺ এর ঘটনাবলী শুনার জন্য একত্রিত হওয়া অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। কেননা এখানে নবীজি ﷺ এর মু'জিযাসমূহ বয়ান করা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে দরূদ পড়া হয়।”[৫০৫]

www.muslimam.com

৫৩. ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী রহ. (১৩৪৫ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী অবস্থান

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন ইদরীস আল কাত্তানী আল হুসাইনী। গত শতাব্দিতে মালেকী মাযহাবের শ্রেষ্ঠতম ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। মাগরিবের বিখ্যাত ইলমী নগরী 'ফাস'-এর সুপ্রসিদ্ধ দ্বীনি ও ইলমি 'কাত্তানি' পরিবারে তার জন্ম। মাগরিব ও মাশরিকের বিখ্যাত আলেমদের শিষ্য। “আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ”, “নাযমুল মুতানাসির” ও “জিলাউল কুলুব”সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের মুসান্নিফ। সমকালীন বরেণ্য আলেমগণ যার ইলমী পাণ্ডিত্যের সাক্ষী। সাধারণ জনতা থেকে শুরু করে যুগের রাজা বাদশাহদের কাছেও যিনি মান্যবর।

গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম হাফিয ইমাম আহমাদ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. ও শাইখ আব্দুল হাই কাত্তানী রহ. এর ভাষায়-

الإمام العارف بالله تعالى، خاتمة المحدثين ممن خاض في السنة وعلومها خوضا واسعا، بقية السلف الصالح، وخاتمة الطراز السالف كانت الملوك والأمراء تخدمه وتتشرف بالانتساب إليه، وهذا معلوم لدى الخاص والعام من أهل البلاد المغربية والحجازية والشامية، ومن وفد إليها من الأقطار البعيدة النائية. وكذلك كان يحترمه ويعظمه أمراء الحجاز والدولة التركية، وعظماء البلاد الشامية، ويفدون لزيارته والتبرك به، والاهتداء بهديه

“ইমাম, আরিফ বিল্লাহ, শ্রেষ্ঠতমত মুহাদ্দিস। সুন্নাহের জ্ঞানে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সালাফে সালেহীনের বাস্তব নমুনা, রাজা-বাদশাহ ও আমীর উমারগণ পর্যন্ত তার খেদমত করত, তার দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করত। আর এটা মাগরীব, হিজায ও মাশরিকের সকলেই জানত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে যারা এসব অঞ্চলে আসত, তারা তার প্রসিদ্ধির কথা শুনতে পেত। এমনিভাবে হিজায ও তুর্কি আমীরগণ এবং শামের উঁচু পর্যায়ের ব্যক্তিগণ তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। তার যিয়ারত, বরকত গ্রহণ ও তার আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য চেষ্টা করত।”[৫০৬]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

৫০৪. আ'লামুল ফিকরিল ইসলামী: ১৮৯-১৯০

৫০৫. নাসরুর দুরার; জাওয়াহিরুল বিহার: ৩/৩৬০

৫০৬. আল মাসনাওনী ওয়াল বাত্তার: ৬৬; ফিহরিসুল ফাহারিস: ৫১৭

ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী রহ. তার মাওলিদুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থ 'আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দ' কিতাবের মধ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি একে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ হিসেবে পেশ করেছেন। এর বৈধতার পক্ষে বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন। এর পক্ষে পূর্ববর্তী মহান ইমামদের অবস্থান তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন,

وقد أكثر الناس من الكلام على عمل المولد على ما جرت به العوائد؛ من إيقاد الشمع، وإمتاع حاستي البصر والسمع، والصدقات، والمعروف، وعمل الولائم على الوجه المألوف، وإنشاد القصائد المدحية، والجهر بالصلاة على خير البرية، وغير ذلك مما لا إنكار فيه شرعا، ولا يخرم المروءة عادة ولا طبعا. وانحط كلام المحققين والأكابر من أهل الباطن والظاهر على أنه لا بأس بذلك، وأنه يرجى لفاعله بفعله ونيته الثواب الجزيل هنالك.

"লোকজন প্রচলিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে বেশ কথাবার্তা বলছে। যেখানে আলোকসজ্জা, চোখ ও কানের প্রশান্তিদায়ক জিনিসের আয়োজন, দান-সাদাকা ও নেককাজ, প্রচলিত পদ্ধতিতে খাবার-দাবারের আয়োজন, নবীজি ﷺ এর প্রশংসা সংবলিত কবিতা বা গজল পরিবেশন করা ও নবীজি ﷺ এর উপর উচ্চস্বরে দরূদ পড়া সহ অন্যান্য শরীয়া অনুমোদিত ও ব্যক্তিত্ব বিরোধী নয় এমন কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। শরীয়ত ও তরীকতের মুহাক্কিকগণের ও আকাবিরে উম্মতের ঐকমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, এভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে কোনো শরয়ী বাধা নেই। বরং ব্যক্তি তার এই কর্ম ও নিয়তের কারণে অত্যন্ত সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে।"[৫০৭]

৫৪. আল্লামা বাখীত বিন হুসাইন আল মুতীঈ রহ. (১৩৫৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ বাখীত বিন হাসান আল মুতীঈ। চতুর্দশ হিজরী শতাব্দির কিংবদন্তি উসূলবিদ, ফকীহ ও দার্শনিক। ছিলেন উঁচু মানের মুফাসসির। উলূমে নকলিয়্যা ও আকলিয়্যার যুগশ্রেষ্ঠ আলেম। জামেয়া আযহারের গর্ব ও অহংকার। মিশরের প্রধান মুফতী। ইলমী যেকোনো সমস্যা তিনি সমাধান করতে পারতেন বলে তাকে হাল্লালুল মুশকিলাত বলা হতো। 'আহসানুল কালাম', 'আল কালিমাতুল হিসান', 'তানবীহুল উকুলিল ইসলামিয়্যাহ' ও 'তাওফীকুর রহমান' সহ ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় চল্লিশটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন।

যুগের বরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে তিনি-

علامة الديار المصرية بلا منازع، و شيخ شيوخها بلا مدافع، فقيه العصر في زمانه، الأصولي البارع. المفسر، المعقولي، الأصولي، المتكلم، المنطقي، الفيلسوفي، المحقق المدقق. برع في العلوم معقولها و منقولها و تقدم على الأقران، و اشتهر ذكره و طار صيته، ووقع عليه الإقبال حتى صار شيخ العلوم بالديار المصرية بل وبالشرق أجمعه فكأنه من علماء القرن الرابع أو الخامس. الكبير الذي لا يقترب منه أحد في تأصيله وفي علمه وفي نظره للواقع ذو التآليف و المصنفات الكثيرة النافعة

"মিসরীয় অঞ্চলের অবিসংবাদিত মহাজ্ঞানী ও সেখানকার উলামায়ে কেরামের মাথার তাজ। যুগের বিখ্যাত ফকীহ ও বিশিষ্ট উসূলবিদ। মুফাসসির, উলূমে আকলিয়্যাতে যিনি অত্যন্ত পারদর্শী, উসূলবিদ, আকীদাবিদ, মানতিকবিদ ও দার্শনীক, অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও গবেষক আলেম। উলূমে আকলিয়্যাহ ও নকলিয়্যাহ উভয়টাতে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, এবং সে যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। যার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি তিনি মিসরীয় অঞ্চল ছাড়িয়ে পুরো প্রাচ্যের উলূমে ইসলামিয়্যার কেন্দ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তিনি যেন চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত

৫০৭. আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দ: ১৬-২৫

ইমামদের একজন। ইলমী দৃঢ়তা, বাস্তবতা নিরীক্ষণ ও ইলমী গভীরতায় সে যুগে যার কোনো সমকক্ষ ছিল না বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।”[৫০৮]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের হুকুম নিয়ে যারা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন তার মধ্যে শাইখ বাখীত আল মুতিঈ রহ. অন্যতম। শুরুতে এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর ইমাম আবু শামাহ রহ., জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ও ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এর ফতোয়া উল্লেখ করেন এবং সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা শেষে নিজের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলেন,

فكان ما أفتى هؤلاء العلماء بجوازه و تقتضى الأدلة جوازه أيضا؛ فعل ما يصلح ان يقع شكرا لله على النعمة. و ذلك إنما يكون قاصرا على أنواع العبادات والطاعات. و أما ما عدا ذلك فلا وجه لأن يقع به الشكر. ولكن إن كان مباحا فهو بدعة مباحة، وإن كان حراما أو مكروها فهو بدعة مذمومة شرعا.

“এসকল উলামায়ে কেরামের ফতোয়া ও শরয়ী দলীলের আলোকে মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে কেবল ঐসকল কাজেরই বৈধতা আসে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নেআমতের শুকরিয়া আদায় করা যায়। আর এই শুকরিয়া আদায় তখনই হবে, যদি এখানে কেবল বিভিন্ন নেক আমল ও ইবাদত জাতীয় কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা হয়। হ্যাঁ, যদি এতে কোনো মুবাহ কাজ করা হয়, তাহলে তা মুবাহ বেদআত হবে, আর যদি হারাম বা মাকরুহ কাজ করা হয়, তাহলে তা শরীয়া কর্তৃক নিন্দনীয় বেদআত হবে।”

মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে বৈধ ও নেক কাজসমূহ এবং হারাম ও মাকরুহ কাজসমূহের পরিচয় দিয়ে বলেন,

والطاعات كالأذكار، بشرط ان تكون شرعية خالية عن الرقص والأناشيد الغرامية في عشق الولدان والجواري وذكر الخمور وما أشبه ذلك. ولا بأس بالأناشيد المشتملة على المدائح النبوية والزهدية، كما قال ابن حجر. وكتلاوة القرآن والصدقات. وأما المباحات فكالبيع والشراء واجتماع الناس لذلك فقط. والمحرمات المكروهات ما عدا ذلك كشد الرحال الى تلك البقاع، والسفر اليها، و انقاد الشموع، ونحوها مما يدخل تحت الإسراف والتبذير ونحو ذلك، مما هو اضاعة للمال في الباطل. ومن المحرم أيضا كل ما كان من أنواع الملاهي والمغاني المفسدة للأخلاق وما أشبه ذلك. فان كل هذا محرم بلا شبهة وبدعة مذمومة.

“নেক কাজসমূহ, যেমন যিকির-আযকার। তবে কোনো নাচানাচি করা যাবে না। এমন কোনো গান গাওয়া যাবে না, যেখানে মেয়ে ও দাড়িহীন ছেলেদের প্রতি প্রেম নিবেদন থাকে, কিংবা মদ বা এ জাতীয় নোংরা জিনিসের উল্লেখ থাকে। তবে যুহদ বা নববী প্রশংসাপূর্ণ গজল পরিবেশনে কোনো সমস্যা নেই, যেমনটা ইবনু হাজার রহ. বলেছেন। নেককাজ সমূহের মধ্যে আরো রয়েছে কোরআন তেলাওয়াত ও দান-সদকা করা।

মুবাহ কাজসমূহ, যেমন মীলাদ উদযাপনের নিমিত্তে লোকজন একত্রিত হওয়া, কেনাকাটা করা।

এসব ছাড়া বাকী কাজগুলো মাকরুহ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মীলাদ উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান সমূহে সফর করা, মোমবাতি প্রজ্জলিত করাসহ ঐসকল কাজ করা যা মূলত অপচয় ও অমূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের শামিল। হারাম কাজসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে আখলাক বিনষ্টকারী গান-বাজনা, খেলতামাশা ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এগুলো হারাম ও বেদআত।”[৫০৯]

৫০৮. মুহাম্মদ বাখীত আল মুতীঈ: ড. মুহম্মাদ দাসূকী; সাবিলুত তাওফীক ফি তরজমাতী আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক: ৪৭-৪৮; তারাজিমু সিত্তাতিন মিন ফুকাহা: ২২৩

৫০৯. আহসানুল কালাম: ৫৯-৭৪

www.muslimon.com

৫৫. ইমাম যাহেদ ইবনুল হাসান আল কাউসারী রহ. (১৩৭১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ যাহিদ বিন হাসান বিন আলী আল কাউসারী। পূর্ণতার যতো বৈশিষ্ট্য; সবকিছুই তার মাঝে বিদ্যমান। ইমাম, মুজাদ্দিদ ও শাইখুল ইসলাম। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, উলূমুল কোরআন, হাদীস, উলূমুল হাদীস, সাহিত্য ও ইতিহাস সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তি। ইলমুল কালামের জগতে এক উজ্জল নক্ষত্র। তাহকীকুত তুরাস ও মাখতূতাত অনুসন্ধানে ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। এক কথায় যাকে **যুগের আশ্চর্য** বলা যায়।

তার ছোট ছোট একেকটি প্রবন্ধ, রিসালা কিংবা মুখবন্ধগুলো যেন হাজার লক্ষ পৃষ্ঠার খুলাসা। মাকালাতুল কাউসারী, মুকাদ্দিমাতুল কাউসারী, আকীদা ওয়া ইলমুল কালাম, আন নুকাতুত তারীফা, ফিকহু আহলিল ইরাক, তা'নীবুল খতীব, আল ইশফাক ও তাকমিলাতুর রদ্দ ছাড়াও পঞ্চাশেরও অধিক অমরগ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি।

ইমাম আবু যুহ্‌রা রহ. (১৩৯৪ হি.) বলেন,
“ইসলাম হারিয়েছে এক মহান ইমামকে, যিনি ছিলেন ঐ সকল ইমামের অন্তর্ভুক্ত যারা দুনিয়ার এই তুচ্ছ জীবন থেকে নিজেদের নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়, মুমিন বান্দা যেমনিভাবে তার রবের ইবাদতে ডুবে যান ঠিক তেমনিভাবে তিনি ডুবে ছিলেন ইলমের অন্বেষায়। তিনি হচ্ছেন ইমাম কাউসারী। বর্তমান সময়ে ইমাম কাউসারীর মৃত্যুর পর তাঁর জায়গাটা এত বেশি শূন্য হয়ে পড়েছে যে, অন্য কোনো আলেমের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেনি। কেননা, তিনি তো ছিলেন ঐ সকল সালাফে-সালেহীনের উজ্জ্বল নমুনা যারা তাদের ইলমকে রিযিক অর্জনের উপায় কিংবা স্বার্থ সিদ্ধিরও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি।

তিনি ছিলেন এমন একজন আলেম যার ওপর নবীজি ﷺ এর বাণী “ আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ” শতভাগ প্রযোজ্য হয়। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন এ জামানার মুজাদ্দিদ। সুন্নতে নববীর পুনর্জাগরণে যার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। কাউসারী রহ. প্রকৃতপক্ষেই একজন জ্ঞানী ছিলেন। যার সুউচ্চ ইলমী মাকাম কেবল আলেমরাই অনুভব করতে পারত। তিনি এমন কিছু অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা তাকে আলেম সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।”[৫১০]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

‘আল মাউলিদুন নাবাবিয়্যুশ শরীফ’ প্রবন্ধে ইমাম যাহেদ আল কাউসারী রহ. নবীজি ﷺ এর জন্মের তারিখ নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন। এতে তিনি মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারেও আলোকপাত করেন। জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কেন বার রবিউল আউয়ালেই মীলাদ উদযাপন করা হয়- এর স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করেন।

যাহিদ আল কাউসারী রহ. বলেন,

وشهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، فترى المسلمين طول هذا الشهر المبارك مستمرين على الإحتفاء بمولده ﷺ ... والعادة المتبعة في البلاد الإسلامية الإحتفاء بالمولد الشريف في الليلة الثانية عشر من ربيع الأول، لأن ولادته لم تتأخر عن هذا التاريخ عند الجميع فيحتفون به في ليلة لا يبقى أي خلاف يعتد به بعدها في كونه عليه السلام مولودا قبل ذلك الزمان.

“আর রবিউল আউয়াল মাস সেই ‘শুভদিনে’র চিহ্ন বহন করে। তাই মুসলমানদেরকে দেখা যায়, তারা এই মুবারাক মাসের পুরোটা জুড়ে নবীজি ﷺ এর জন্মকে কেন্দ্র করে অভিবাদন অনুষ্ঠান করে। পৃথিবীর সকল ইসলামি সাম্রাজ্যে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে এ অনুষ্ঠান করা হয়। কেননা এই ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবীজি ﷺ এর জন্ম বার

৫১০. ‘ইমাম যাহেদ আল কাউসারী’: ইমাম আবু যুহরা

www.muslimgm.com

তারিখ বা তার পূর্বেই হয়েছে। তাই তারা এমন এক রাত্রে তাঁর জন্ম অনুষ্ঠান পালন করে, যে রাতের পূর্বেই তাঁর জন্ম হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো ইখতেলাফ থাকে না”[৫১১]।

৫৬. শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ তাহির বিন আশুর রহ. (১৩৯৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ তাহের বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ তাহের বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ শাযেলী বিন আব্দুল কাদের বিন মুহাম্মদ বিন আশুর। মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ, কিংবন্তি মুফাসসির ও শাইখুল ইসলাম। তিউনিসিয়ার জামেয়া' জাইতুনার সাবেক সম্মানিত প্রধান শাইখ।

ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত কোরআনের তাফসীর "আত তাহরীর ওয়াত তানভীর" তার অমর কীর্তি, আফ্রিকার ইতিহাসে যা সর্বপ্রথম পূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তার ইজতিহাদী তাফসীরের আধিক্যতার কারণে, নুকূল নির্ভর অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এটি একেবারেই অনন্য। ছোট-বড় প্রচুর রিসালা ও মাকালা লিখেছেন, যা 'জামাহারাতু মাকালাতিশ শাইখ তাহির বিন আশুর' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শাইখ মুহাম্মদ বাশির ইবরাহীমি রহ. ও সমকালীন বরেণ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন-

علم من الأعلام الذين يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره، فهو إمام متبحر في العلوم الإسلامية، شب الأستاذ على ذكاء فائق، وألمعية وقادة، فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم كان خزانة علم تنتقل

"তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব, চলমান ইতিহাস যাকে অত্যন্ত দামী রত্ন হিসেবে বিবেচনা করে। তিনি ইসলামী শাস্ত্রসমূহে বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইমাম। অতুলনীয় মেধা ও অসম্ভব প্রতিভা নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকেন। ফলে খুব দ্রুতই আহলুল ইলমদের কাছে তার ইলমী অবস্থান ফুটে উঠে। তিনি ছিলেন চলমান ইলমের খাযীনা।"[৫১২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

ইমাম তাহের বিন আশুর রহ. তার কিতাব "আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ" কিতাবের মুকাদ্দিমায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের বৈধতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বিলেন,

دعاني إليه الإتساء بأفاضل الأمة، الذين ألهمهم الله صرف الهمة، إلى العناية بتعظيم اليوم الذي يو افق من كل عام، يوم ميلاد محمد، رسوله، عليه الصلاة والسلام؛ إذ كانوا قد عدوه عيدا. وكان شأن أهل الخير إحياء ليلة المولد بالصلاة على النبي، ومعونة آله، ومساهماتهم، والإكثار من الصدقات وأعمال البر، وإغاثة الملهوف، مع ما تستجلبه المسرة من مباح اللهو المرخص في مثله بنص السنة وشاع ذلك في بلاد المغرب والأندلس. وأول من علمته صرف همته إلى الاحتفال باليوم المو افق يوم مولد الرسول ﷺ هو القاضي أحمد العزفي. واستحسنه جمهور مشيخة المغرب ووصفوه بالمسلك الحسن

"আমি এই কিতবটি লিখেছি উম্মতের মহান ব্যক্তিদের অনুকরণে, যাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই চিন্তার উদ্রেক করেছেন যে, তারা যেন প্রতিবছর নবীজি ﷺ এর জন্মদিনকে মহামান্বিত করা বা বিশেষভাবে উদযাপন করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে তারা এ দিনকে ঈদ বা উৎসবের দিন হিসেবে পালন করে আসছেন।

---

৫১১. মাকালাতুল কাউসারী: ৩১১

৫১২. মুহাম্মাদ তাহের বিন আশুর: আল্লামাতুল ফিকহ: ৮১-৮৩; মুহাম্মাদ তাহের বিন আশুর: আল্লামাতুল ফিকহ ওয়া উসূলিহি ওয়াত তাফসীর ওয়া উলূমিহি; আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ৩৫

বেশি বেশি দরূদ পড়া, আহলে বাইতকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা, বিভিন্ন নেক কর্ম ও অধিক পরিমাণে সদকা করা এবং অসহায়কে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে নেক কর্মশীল বুযুর্গ বান্দাগণ নবীজি ﷺ এর জন্মের রাতটি অতিবাহিত করতেন। পাশাপাশি অন্যান্য আনন্দ-উৎসবের দিনে সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত যেসব বৈধ খেলা-ধুলা বা আনন্দ প্রকাশক কাজ-কর্ম রয়েছে, সেসবও করতেন। আর এই উদযাপনটি সমগ্র বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়েছে।"[৫১৩]

৫৭. আবুল ফযল আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. (১৪১৩ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল ফযল আব্দুল্লাহ বিন আবু আব্দুল্লাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ সিদ্দীক আল গুমারী। গত শতাব্দীর উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিখ্যাত গুমারী পরিবারের সূর্য সন্তান। শাইখুল ইসলাম তাহির ইবনে আশুর রহ. ও বিখ্যাত ফকীহ শাইখ বাখীত আল মুতিয়ী রহ. সহ সে যুগের বিখ্যাত সব আলিমের সোহবতে থেকে ইলম অর্জন করেন। শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. ও শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফি. সহ অসংখ্য ধীমান ছাত্র তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারা মোট সাত ভাই ছিলেন। প্রত্যেকেই ভালো আলেম ছিলেন। বাবা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তিনিও বিখ্যাত আলেম ছিলেন, যিনি ইমাম, বাহরুল উলুম ও মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

আল ইবতিহাজ, আকিদাতু আহলিল ইসলাম, আর রদ্দুল মুহকাম, ইতহাফুল আযকিয়া, আল ই'লাম, হুসনুত তাফাহহুম ও আল কাওলুল মুকনী ছাড়াও প্রতিটি শাস্ত্রেই রয়েছে তাঁর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। রয়েছে বেশ কিছু তাজদীদি গ্রন্থ। সর্বমোট রচনা আশিটিরও অধিক।

ইমাম আহমাদ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ.সহ বিখ্যাত আলেমদের ভাষায়-

الامام، العلامة، والحبر، البحر، الفهامة، المشارك في المنقول والمعقول، والمحقق لعلوم الفروع والأصول، المسند الراوية، والمحدث الواعية، خادم الحديث الشريف، والذاب عن حوزة حرمه المنيف، ذو التآليف المفيدة الجامعة، المدرس النفاعة، ومن هو لكل الفضائل جماعة.

"একজন ইমাম, মহাজ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধী ও পাণ্ডিত্যে অতল দরিয়াসম ব্যক্তিত্ব। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, নাহু, মানতিক ও উসূল তথা উলূমে নকলিয়্যাহ ও আকলিয়্যাতে সমান পারদর্শী। শরয়ী কাওয়ায়েদ ও যাওয়াবেত এবং সেগুলোর তাতবীকের ব্যাপারে যিনি সিদ্ধহস্ত। বিশিষ্ট মুসনিদ ও বিদগ্ধ মুহাদ্দিস। হাদীসে নববীর খাদেম ও তার চৌকস প্রহরী। লিখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অনেক গ্রন্থ। দরস-তাদরীসের জগতে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। প্রশংসনীয় সকল গুণে গুণান্বিত"[৫১৪]।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. তার গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা 'হুসনুত তাফাহহুম ওয়াদ দারক লি মাসআলাতিত তারক' এর মধ্যে মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে মীলাদুন্নবী ﷺ অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। এবং এর শরয়ী হুকুম সম্পর্কে কয়েকজন ইমামের মতামত ও দলিল-প্রমাণ সংক্ষিপ্ত পার্যালোচনা করে বলেন,

ويتبين مما سبق جوازالاحتفال بيوم المولد في صورة شخصية أو أسرية بل إلى استحباب هذا اللاحتفال.

"পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ব্যক্তিগত কিংবা সম্মিলিতভাবে নবীজি ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন করা শুধু বৈধই নয় বরং মুস্তাহাব"।

তিনি যেমনিভাবে মীলাদ উদযাপনকে বৈধ বলেছেন, তেমনি একে কেন্দ্র করে যেসব বেদআত হয়ে থাকে, সেসব থেকেও তিনি সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

فلا يجوز نصب هذه الخشبة أمام المساجد، ولا تعليق البيارق عليها ولا الرقص ولا الغناء حولها، ولا اختلاط النساء بالرجال في هذه الليالي، ولا فعل شيء من ذلك في المساجد فضلا عن المزامير، ولا الطواف حول البلد بهذه الطريقة ولا تقبيل الخشبة المنصوبة .

---

৫১৩. আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ৪২-৪৩

৫১৪. সাবীলুত তাওফীক; আল ইত্তেজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ: ৪৫

فالواجب على المسلمين الكف عن هذه البدع والإقلاع عن هذه العادات، وتجريد ذكرى المولد الشريف من كل ما ينافي جلاله وتعظيمه واحترامه وتوقيره.

"সুতরাং মসজিদসমূহের সামনে বড় দণ্ড স্থাপন করে তাতে পতাকা টানানো ও এর চারপাশে নাচ-গান করা জায়েয হবে না। উদযাপনের এই রাতগুলোতে নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়া যাবে না। বাদ্যযন্ত্রের ব্যাবহার তো করাই যাবে না। এভাবে নেচে-গেয়ে, নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা যাবে না। গেঁড়ে রাখা দণ্ডে চুমু খাওয়া যাবে না। সুতরাং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো, এসব বেদআত থেকে বিরত থাকা। এসব প্রচলন সমূলে উৎপাটন করা। তাদের জন্য আবশ্যক হলো, মীলাদ শরীফের শানবিরোধী প্রতিটি কাজ থেকে মীলাদ উদযাপনকে মুক্ত রাখা।"[৫১৫]

৫৮. সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী রহ. (১৩৯৫ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বিন আব্দুল মান্নান আল মুজাদ্দেদী আল বারকাতী আল হানাফী। মুফতিয়ে আ'যম, সুলতানুল উলামা, মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন। যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. এর বংশধর। হিন্দুস্তানের বিহারে জন্ম নেয়া হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর এক কিংবদন্তি আলেম। ইলম ও ফিকহের ময়দানে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. তাকে নিজের শাইখ বলে সম্বোধন করেছেন।

১৯২৬ সালে কলকাতা আলিয়ায় ভর্তি হন এবং সাত বছর যাবত উলূমে শরীয়ার উঁচু স্তরের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতে থাকেন। কলকাতার নাখুদা জামে' মসজিদের দায়িত্ব ও এর অধীন মাদরাসায় তাদরীসের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার ফতোয়া প্রকাশ করেন। এই সময়ের মধ্যেই অনবদ্য গ্রন্থ "ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার" রচনা করেন। হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. বলেন, "ফিকহুস সুনান ওয়াল আসারের মতো অন্য কোনো কিতাব আমি ইতোপূর্বে দেখিনি। এটি অতুলনীয় একটি কিতাব।" তার দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তার হাতে চার হাজারেরও অধিক কাফির ইসলাম গ্রহণ করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা আলিয়ায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ভারত বিভাগের পর কলকাতা আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং আজীবন এখানেই থেকে যান। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি বাইতুল মুকাররমের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
এসব দায়িত্ব পালনের মাঝেও এই মহান আলেম লিখে গেছেন অনবরত। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখে গেছেন অসংখ্য কিতাব। জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তি। "কাওয়াইদুল ফিকহ", "আত তানভীর ফি উসূলিত তাফসীর", "তারিখে ইলমে ফিকহ" ও "তারিখে ইলমে হাদীস" এগুলো তার অমর গ্রন্থ যেগুলো বিভিন্ন মাদারাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ছোট-বড় প্রায় ২৫০ এর অধিক কিতাব লিখেছেন। এগুলোর অধিকাংশই আরবি ভাষায়। ১৯৭৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ঢাকার কলুটোলায় তার কবর আজও বিদ্যমান[৫১৬]। রাহিমাহুল্লাহ।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

আমীমুল ইহসান রহ. মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে বৈধ মনে করতেন। এসব অনুষ্ঠানে শরীক হতেন। মানুষদেরকেও শরীক হতে আহ্বান করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রচলিত মীলাদের মজলিসেও শরীক হতেন, এবং কিয়াম করতেন। মীলাদ মজলিসে পড়ার জন্য তিনি "সিরাজুল মুনির: মীলাদ নামাহ" নামে কিতাবও রচনা করেছেন। কিতাবটিতে সংক্ষেপে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত ও মিরাজের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। মীলাদ মজলিসে পড়ার জন্য অনেকগুলো আরবি ও উর্দূ কাসীদা রচনা করেছেন।

---

৫১৫. হুসনুত তাফাহহুম ওয়াদ দারক: ৩১-৩৩

৫১৬. রিজালুন সানাউত তারীখ: ২২১-২৩২; আত্মজীবনী: সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান, https://shorturl.at/qt2qg ।; মাবাদিউ ইলমিল হাদীস ওয়া উসূলিহি: ১৫

কিতাবটিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও মীলাদ মজলিসের পক্ষে ইমাম আবু শামাহ রহ. ও শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য পেশ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. মক্কায় মীলাদ উদযাপনে শরীক থাকার ঘটনাও বর্ণনা করেন।[৫১৭]

৫৯. শাইখ আব্দুল হালীম মাহমুদ রহ. (১৩৯৭ হিজরী)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

শাইখুল আযহার, আল ইমামুল আকবার শাইখ আব্দুল হালীম মাহমুদ। সালাফে সালিহীনের বাস্তব নমুনা। ইলম-আমলে যিনি অতুলনীয়। পৌঁছেছিলেন আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ শিখরে। যিকির যার সবসময়ের সাথী। যিনি ছিলেন দুনিয়া বিরাগী। যার নিজস্ব কোনো ঘরও ছিল না। অথচ সমাসীন ছিলেন শায়খুল আযহার ও ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্বের পদে! পুরো মিশরে দ্বীনি আবহ তৈরি হয়েছিল তার হাত ধরেই। তার মাধ্যমেই প্রাচীন আর ঐতিহাসিক মসজিদগুলো নিজেদের ইলমী রওনক ফিরে পেয়েছিল। লিখে গেছেন ৬০ টির ও অধিক কিতাব। যামানার বরেণ্য ব্যক্তিদের ভাষ্যমতে তিনি ছিলেন,

إمام جليل من أئمة الإسلام ، شيخ الإسلام، الإمام الأكبر، ليس عالما عاديا و لكنه كان عالما عاملا وليا من أولياء الله. هذا الرجل المبارك الذي أحبه الناس جميعا، وكان في حياته مثالا للعالم الجليل الرباني الصوفي الزاهد في هذه الدنيا المتوجه إلى الله تعالى بكليته.

"মুসলিম উম্মাহর ইমামদের মধ্যে একজন মহান ইমাম। শাইখুল ইসলাম, আল ইমামুল আকবার। তিনি কোনো প্রথাগত আলেম ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন এমন আলেম, যিনি তার ইলম অনুযায়ী পথ চলেন। ছিলেন সত্যিকারার্থে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এই মহান মনীষী সিক্ত ছিলেন সকল মানুষের ভালোবাসায়। আল্লাহ তাআলার ভয়ে প্রকম্পিত দুনিয়া বিরাগী ও বুযুর্গ আলেমের বাস্তব নমুনা। যিনি তার জান-মাল সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন মহান রবের তরে।"[৫১৮]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে বেদআতে হাসানা আখ্যা দিয়ে শাইখ আব্দুল হালীম মাহমুদ রহ. বলেন,

---

৫১৭. সিরাজুম মনীর: ২৯-৩০; রিজালুন সানাউত তারীখ: ২৩১

৫১৮. https://youtu.be/IHAXlsDKNUc;
https://youtu.be/9bOzgQIZ7IA
https://youtu.be/vbTSrZIzzfs

أما عن الاحتفال بالمولد النبوى فهو سنة حسنة من السنن التي أشار إليها الرسول ﷺ بقوله: "و من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها..."

وذلك لأن له أصولا ترشد إليه وأدلة صحيحة تسوق إليه ، استنبط العلماء منها وجه مشروعيته . ومن هذه الأدلة ما يأتى:

١- سئل ﷺ عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت ، وفيه أنزل علي». رواه مسلم

فجعل ولادته في الإثنين سببا في صومه

٢ - سئل ابن حجر عن هذا المولد...

“আর মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন করা এটি সুন্নতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। যে সুন্নতে হাসানার কথা নবীজি ﷺ বলেছেন। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলামে সুন্নতে হাসানা বা ভালো কিছুর প্রচলন করল সে তো একাজের সাওয়াব পাবেই, সাথে যারা এ অনুযায়ী আমল করবে তাদের সাথে সেও সমান সাওয়াব পেতে থাকবে। আর যে সুন্নতে সায়্যিআহ বা খারাপ কিছুর প্রচলন করবে সে তো এর গুনাহ বহন করবেই, সাথে সাথে যারা এ অনুযায়ী আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও তাকে বহন করতে হবে।’

এটি সুন্নতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর পিছনে শক্তিশালী শরয়ী উসূল ও সুপ্রমাণিত দলিল-আদিল্লাহ রয়েছে। উলামায়ে কেরাম এসব উসূল ও দলিল-আদিল্লাহ থেকে এর বৈধতার বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করেছেন।...”[৫১৯]

৬০. ইমাম হাফিয আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী রহ. (১৪২২ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ নাজিব বিন মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী আল হানাফী। গত শতাব্দীর বিখ্যাত হাফিযে হাদীস ও ফকীহ। মাদরাসা খসরুভিয়্যাহ-তে অবস্থানকালে ফকীহ ও উসূলবিদ শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম সালকীনি রহ. ও সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক শাইখ রাগিব তব্বাখ রহ. এর মতো বড় বড় উলামায়ে কেরামের সোহবতে প্রায় ছয় বছর ইলম অর্জন করেন। এই সময়ের মাঝেই তিনি কুতুবে সিত্তার সকল হাদীসসহ প্রায় আশি হাজার হাদীস মুখস্ত করেন।

বর্তমান যামানার শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামা হা. তার সুহবতে প্রায় সাতাশ বছর অতিবাহিত করেছেন। “সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ” ও “শরহু মানযুমাতিল বাইকুনিয়্যাহ” সহ তাফসীর, ঈমান ও নবীজি ﷺ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ত্রিশটির মতো অনবদ্য কিতাব রচনা করেছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখ নুরুদ্দীন ঈতর রহ. বলেন,

العلامة الإمام شيخ الإسلام المحدث الحافظ، والفقيه المحقق، والمفسر المجتهد، والعارف المدقق، والعالم العامل الورع الرباني، الشيخ عبد الله بن محمد نجيب بن محمد سراج الدين الحسيني

“শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ নাজিব বিন মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী রহ., যিনি আল্লামা, ইমাম, শাইখুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ও হাফিয, মুহাক্কিক ফকীহ, মুজতাহিদ মুফাসসির, আহলে দিল বুযুর্গ ও তাকওয়াবান আলেমে রব্বানী।”

শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামা হা. বলেন, “তিনি ছিলেন কুতুবে সিত্তাহর সকল হাদীসের হাফিয। আমার উস্তাদ ও আমার দেখা শাইখদের মাঝে অন্তত তিনজন ইলমে হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ীই ‘হাফিয’ ছিলেন। প্রথমজন শাইখ আব্দুল্লাহ

৫১৯ এখানে শাইখ রহ. দুটি হাদীস থেকে দলিল পেশ করেন। একটি নিজ থেকে, অন্যটি হাফিয ইবনু হাজার রহ. থেকে।
ফাতাওয়া আল ইমাম আব্দুল হালীম মাহমুদ: ১/২৬৩

সিরাজুদ্দীন। তিনি হাদীসের মর্ম অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কুরআনের আলোকে হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশি অগ্রগামী ছিলেন”[৫২০] (সংক্ষেপিত)

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন রহ. তাঁর সীরাতগ্রন্থ ‘সায়্যিদুনা রাসূলুল্লাহ’ এর মধ্যে ‘নবীজি ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন’ এই শিরোনামে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের বৈধতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

إن حقا على العاقل أن يفرح بيوم ميلاده ﷺ، وأن يسر ويبتهج بذلك اليوم الذي تدفق فيه النوروالهدى والعلم إلى هذا العالم أجمع. وإن الاجتماع على قراءة قصة مولده ﷺ هو اجتماع على مجموعة رحمات وبركات، وخيرات ومبرات، وذلك لأن قصة المولد الشريف مشتملة على: تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ذكر إكرام الله تعالى وعنايته برسوله ﷺ ، وكيف تولاه الله وحفظه، كما أنها تشتمل على ذكر محاسن سيدنا محمد ﷺ الخلقية والخلقية، كما أنها تشتمل على الصلوات والتسليمات على النبي ﷺ، كما وأنها تشمل على القصائد المدائح النبوية المحببة إلى سيدنا رسول الله ﷺ ، كما وأنها تشتمل على الدعوات والابتهالات إلى الله تعالى... وعلى هذا جرى العلماء العاملون، والأتقياء الصالحون.

“প্রত্যেক আকেলবানের উচিত নবীজি ﷺ এর মীলাদের দিনকে কেন্দ্র করে খুশি প্রকাশ করা। তার সেই দিনকে কেন্দ্র করে আনন্দ উদযাপন করা উচিত, যে দিনে সমগ্র পৃথিবীতে ইলম, হেদায়েত ও নূর প্রকাশিত হয়েছে।

আর নবীজি ﷺ এর জন্মের ঘটনা পড়ার জন্য একত্রিত হওয়া, এটি মূলত কতগুলো রহমত, বরকত, খায়ের ও কল্যাণকর বিষয়ের ওপর একত্রিত হওয়া। কেননা এতে থাকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজি ﷺ কে তত্ত্বাবধান ও সম্মানিত করার বিষয়সমূহের উল্লেখ, মুহাম্মদ ﷺ এর আচার-ব্যাবহার ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের বিবরণ, নবীজি ﷺ এর ওপর দরূদ পাঠ এবং নবুওতের প্রশংসা বাণী ও তাঁর শানে কবিতা পাঠ। আরো থাকে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ ও রোনাযারী। এভাবে আরো অনেক নেক কাজ এতে যুক্ত থাকে।

যুগ যুগ ধরে উলামায়ে রাব্বানী ও সৎকর্মশীল বুযুর্গগণ এগুলো করে আসছেন”[৫২১]

www.muslimdm.com

৫২০. “হিফযুন নুসূসি ওয়াল আছার”: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হা.। আল কাউসার, বর্ষ: ০৭; সংখ্যা: ০১; জানুয়ারী-২০১১; শাইখ নুরুদ্দীন ঈতর রহ. কৃত আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন রহ. এর জীবনীর উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ: https://shorturl.at/rwTe7

৫২১. সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ : ৪৭২-৪৪৬

৬১. মুহাদ্দিসুল হারামাইন মুহাম্মাদ বিন আলাভী মালেকী রহ. (১৪২৫ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

তার পূর্ণ নাম, মুহাম্মাদ হাসান বিন আলাভী বিন আব্বাস বিন আব্দুল আজীজ বিন আব্বাস আল ইদরীসি আল হাসানী। হিযাজের বিশিষ্ট ফকীহ ও হাদীস বিশারদ। ১৩৬৭ হিজরীতে মক্কায় সাইয়্যেদ বংশের বিখ্যাত আলাভী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে নিজ পরিবারে কুরআন ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এবং মসজিদে হারামের শাইখদের থেকে ইলম অর্জন করেন। তারপর বেরিয়ে যান ইলমের সফরে। মিসর, মাগরিব, হিন্দ ও পাকিস্তানসহ আরো অনেক দেশে সফর করে সেখানকার উলামা-মাশায়েখ থেকে ইলম অর্জন করেন।

ফিকহ, উলুমুল হাদীস ও সমকালীন বিষয়ে লিখেছেন প্রায় শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। হিজায অঞ্চলে সালাফীদের তাওহীদ ও বেদআতের বিকৃত মাফহুমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্ত ও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে তাকে শিরক ও বেদআতের পৃষ্ঠপোষক আখ্যা দিয়ে জঘন্য অপবাদ ও কষ্টের মুখোমুখি করা হয়।[৫২২]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

বহুকাল থেকেই হিযাজে আলাভী পরিবারে মীলাদুন্নবী উদযাপিত হয়ে আসছে। এই ধারা বর্তমানেও চলমান। মীলাদুন্নবী উদযাপন ও মাজলিসে মীলাদের পক্ষে শাইখ মুহাম্মদ বিন আলাভী রহ. একাধিক কিতাব রচনা করেছেন। "আল ই'লাম বি ফাতাওয়া আইম্মাতিল আ'লাম" কিতাবটি মীলাদ বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত ও চমৎকার রচনা। এই গ্রন্থে তিনি মীলাদ উদযাপনের বৈধতার ব্যাপারে ইমামদের ফতওয়া উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন। মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে যেসকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, সেসবের জবাব দিয়েছেন। এই কিতাবটিতে তিনি মীলাদ বৈধ হওয়ার প্রায় বিশটি দিক বা কারণ উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেন,

إن المولد استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد، وجرى به العمل في كل صقع، فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود ﷺ الموقوف: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح) أخرجه أحمد

"মীলাদ অনুষ্ঠান এমন একটি বিষয়, যাকে সকল দেশের সাধারণ মুসলিম ও উলামায়ে কেরাম পছন্দ করেছেন। প্রতিটি এলাকায়ই এর ওপর আমল হয়ে আসছে। সুতরাং এই আমলটি যে শরীয়া কর্তৃক পছন্দনীয়, তা বোঝা যায় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর হাদীস থেকে। তিনি বলেন, "মুসলিমগণ যে কাজটিকে ভালো মনে করবে, সেটি আল্লাহর কাছেও ভালো, আর তারা যে কাজটিকে খারাপ বা মন্দ মনে করবে, সেটি আল্লাহর কাছেও খারাপ হিসেবে গণ্য হবে।"[৫২৩]

৫২২. https://tarajm.com/people/19868
৫২৩. আল ই'লাম বি ফাতাওয়া আইম্মাতিল ইসলাম: ১৯

৬২. শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল বূতী রহ. (১৪৩৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

সাঈদ রমাদান আল বূতী। একটি নাম, একটি ইতিহাস। একজন কিংবদন্তি আলেম। বিশিষ্ট দার্শনিক, আকীদাবিদ ও ফিকহে ইসলামীর ধারক-বাহক। ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুখপাত্র। দ্বীন ইসলামের পক্ষে লিখে গেছেন অনবরত। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক মর্দে মুজাহিদ। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে যার প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। অত্যন্ত বিনয়ী ও দুনিয়া বিরাগী ছিলেন তিনি। সিরীয় প্রশ্নে হাফিয আসাদ ও বাশার আল-আসাদ এর পক্ষে তার অবস্থান যদিও তাকে বিভিন্ন মহলে বিতর্কিত করেছে কিন্তু তা কোনোভাবেই তার ইলমী অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।

‘কাযায়া সাখিনাহ’, ‘ফিকহুস সিরাহ’, ‘কুবরাল ইয়াকিনিয়্যাত’, ‘আস সালাফিয়্যাহ: মারহালা যামনিয়্যাহ’, ‘ইউগালিতুনাকা ইয ইয়াকুলুন’, ‘আল লামাযহাবিয়্যাহ’, ‘আল ইনসান ওয়াল আসর’, ‘আল্লাহ আম আল ইনসান’, ‘কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআ'সিরাহ’, ‘নাকযু আহাম্মিল মাদ্যিয়্যাহ’ ও ‘আদালাতুল্লাহি ফিল আরদ’ এ কিতাবগুলোসহ তার ষাটেরও অধিক অনবদ্য রচনা রয়েছে। উম্মতের এই মহান ইমাম ১৪৩৪ সালে আততায়ীদের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।[৫২৪]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে তার অভিমত

نحن نقول هذا مشروع، الابتهاج بذكرى مولد رسول الله والاحتفال به مشروع، بشرط أن يكون الاحتفال خاليا من المحرمات.

“আমাদের কথা হলো, এটা (মীলাদ মাহফিল) বৈধ। নবীজি ﷺ এর জন্মের খুশিতে আনন্দ প্রকাশ করা ও অনুষ্ঠান করা বৈধ। তবে শর্ত হলো, তা সকল মুনকারাত থেকে মুক্ত থাকতে হবে”[৫২৫]।

৬৩. আল্লামা ওয়াহবাহ জুহাইলী শাফেয়ী রহ. (১৪৩৬ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

ওয়াহবাহ বিন মুস্তফা জুহাইলী। পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দির একজন খ্যাতনামা ফকীহ ও উসূলবিদ। সিরিয়ার দিমাশকে জন্মগ্রহণ করলেও ইলম অর্জন করেছেন জামেআ' আযহারে। শাইখ মাহমুদ শালতুত, ফকীহ ঈসা মান্নুন ও শাইখ মুহাম্মদ আবু যুহরাহ এর মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। বিশ্বের প্রসিদ্ধ ও বড় ফিকহী বোর্ডসমূহের সদস্য

---

৫২৪. https://youtu.be/fwfzfGkoI9I//
https://youtube.com/shorts/UgxPA-jkGGo?feature=share
https://shorturl.at/cYrA1

৫২৫. https://shorturl.at/Ce5Bk
https://youtu.be/-lidm7Rt0z0
https://youtu.be/OI_mTG2x1eY

ছিলেন। ১৬ খণ্ডের 'আত তাফসীরুল মুনীর', ১৪ খণ্ডের 'আল মাউসূআতুল ইসলামী' ও ১১ খণ্ডের 'আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু' সহ প্রায় ৭০ এর অধিক কিতাব লিখেছেন তিনি।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

إذا كان المولد النبوي مقتصرا على قراءة القرآن الكريم، والتذكير بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وترغيب الناس في الالتزام بتعاليم الإسلام وحضهم على الفرائض وعلى الآداب الشرعية، ولا يكون فيها مبالغة في المديح ولا إطراء. وهذا إذا كان هذا الاتجاه في و اقع الأمر، لا يعد من البدع.

"যখন মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন কেবল কুরআন তেলাওয়াত, নবীজি ﷺ এর আখলাকের আলোচনা, মানুষদেরকে ইসলামী শিক্ষাসমূহ মেনে চলার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও তাদেরকে শরয়ী আদব ও ফরীযাগুলো আদায়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং নবীজি ﷺ এর শানে বাড়াবাড়ি থাকবে না, তো সত্যিই যদি এমন হয় তাহলে তা বেদআত হবে না।"[৫২৬]

www.muslimdm.com

৬৪. ডক্টর ওমর আব্দুল্লাহ কামিল রহ. (১৪৩৭ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

উমর বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম কামিল আস সিন্দী রহ.। উমর আব্দুল্লাহ কামেল নামে তিনি পরিচিত। মক্কা মুকাররামায় ১৩৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। লুগাহ, ব্যাকরণ, বালাগাত, মানতিক, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী আকীদাসহ উলুমে ইসলামিয়্যার বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

একজন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সমকালীন সালাফী ও তাকফীরি ফিতনার খণ্ডনে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জুযয়ী মাসআলায় লেখা রিসালাগুলো তার গভীর ইলমী পাণ্ডিত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

'নাকযু কাওয়ায়েদিত তাশবীহ', 'আত তাহযীর মিনাল মুযাযাফাতি ফিত তাকফীর', 'ফাহমুস সালাফ লিল আহাদিসিল মুহিমা লিত তাশবিহ', 'মুকাদ্দিমাতুন ফি ফিকহিল লুগাহ', 'কালিমাতুন হাদিয়াতুন ফি আত তারকু লা ইউনতিজু হুকমা' ও 'কালিমাতুন হাদিয়াতুন ফি হাদিসিল জারিয়া' এসব গ্রন্থসহ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখে গেছেন প্রায় ৭৭ টি কিতাব ও ৪০ টি প্রবন্ধ।[৫২৭]

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে তার অভিমত

নবীজি ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন করার বৈধতা ও এর স্বরূপ সম্পর্কে 'কালিমাতুন হাদিয়াতুন ফিল ইহতিফাল বিল মাউলিদ' নামে তার একটি রিসালা রয়েছে।

তিনি বলেন,

إن مجلس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قربة من القربات لما يحتويه من صلوة على النبي وذكر الله وغيرذلك من القربات.

وإذا تفحصنا محتويات المولد سنجد أن جميعها من الأمور المستحبة شرعا، وهي مجملة فيما يأتي:

قراءة ماتيسر من القرآن الكريم، ذكر شئ من شمائل النبي ﷺ ، الصلوة على النبي ﷺ، إنشاد شئ من المدائح النبوية، الدعاء والتضرع، إطعام الطعام. هذه هي محتويات المولد غالبا، مع إنكارنا الزيادة على ذلك مما يتنافى مع الشرع الشريف.

---

৫২৬. حلقة "البدعة ومجالاتها المعاصرة" مع الدكتور وهبة الزحيلي على قناة الجزيرة
https://www.youtube.com/watch?v=q4Q1vHBAYRY

৫২৭. https://okamel.com/

“নিশ্চয়ই মীলাদ মজলিস একটি নেক আমল। কেননা এতে রয়েছে দরূদ শরীফ পাঠ ও আল্লাহ তাআলার যিকিরসহ অন্যান্য নেক আমল। মীলাদ মাহফিলের কার্যক্রম সূচী তালাশ করলে আমরা দেখতে পাব যে, এর সকল কার্যক্রম মুস্তাহাব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে সে কার্যক্রমগুলো হলো:

- কুরআন কারীম তেলাওয়াত করা।
- নবীজি ﷺ এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা।
- নবীজি ﷺ এর ওপর দরূদ পাঠ করা।
- নববী প্রশংসা সম্বলিত গজল পরিবেশন করা।
- দুআ-মুনাজাত করা।
- ভোজ সভার আয়োজন করা।

এগুলোই হচ্ছে মীলাদ মাহফিলের স্বাভাবিক কার্যক্রম। এগুলো ছাড়া শরীয়তবিরোধী কোনো কাজের সংযুক্তিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি।”[৫২৮]

www.muslimdm.com

৫২৮. আল ইনসাফ ফী মা উছীরা হাওলাহুল খিলাফ-৩৮৯

চতুর্থ অধ্যায়
মীলাদ উদযাপনের দলিল

www.muslimdm.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
মীলাদ উদযাপনের দলীল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কিছু আপত্তি ও জবাব

চতুর্থ অধ্যায়

www.muslimdm.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
মীলাদ উদযাপনের দলিল

দলিল নং-০১: হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. প্রদত্ত দলিল
হাফিয ইমাম সাখাভী রহ. বলেন,

خرج شيخنا شيخ مشايخ الإسلام خاتمة الأئمة الأعلام فعله على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أنه ﷺ دخل المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله سبحانه وتعالى فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله عزوجل، فقال ﷺ: "فأنا أحق بموسى عليه السلام منكم، فصامه وأمر بصيامه.

قال شيخنا: فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة و يعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادة، كالسجود والصيام والتلاوة، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي ﷺ في ذلك اليوم، وعلى هذا ينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما ذكر، أما ما يتبعه من السماع واللهو وغيرهما فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحًا بحيث يعين السرور بذلك اليوم، فلا باس بإلحاق ومهما كان حرامًا أو مكروهًا فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى.

“আমাদের শাইখ (হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.) মীলাদ শরীফ উদযাপনের স্বপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠিত দলিল পেশ করেছেন। সেটি হলো বুখারী মুসলিমের ঐ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, ‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় প্রবেশ করে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এদিনে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে নিমজ্জিত করেছেন এবং মূসা আ. কে তার থেকে মুক্ত করেছেন। তাই আমরা শুকরিয়া স্বরূপ এদিনে রোযা রাখি। তখন নবীজি ﷺ বললেন, ‘মূসা আ. এর ব্যাপারে আমরাই বেশি হকদার।’ তখন তিনিও এ দিনে রোযা রাখলেন এবং সবাইকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন।

আমাদের শাইখ (ইবনু হাজার রহ.) বলেন,
এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট দিনে যখন আল্লাহ তাআলা কোনো নিয়ামত প্রদান করেন কিংবা মুসিবত উঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন, তখন সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা যাবে এবং প্রতিবছর ঠিক এই দিনে অনুরূপভাবে শুকরিয়া আদায় করা যাবে। আর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় হয় বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন: সেজদাহ, রোযা, তেলাওয়াত ইত্যাদি।

আর রবিউল আউয়ালের সেই দিনে নবীজি ﷺ এর আগমনের নেয়ামতের চেয়ে উত্তম নেয়ামত আর কী হতে পারে? তাই উচিত হচ্ছে এ দিনে এমন কিছু করা যা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া নির্দেশক।

যেমন: পূর্বোক্ত আমলসমূহ (অর্থাৎ, নামাজ, রোযা ও তেলাওয়াত)। আর এই দিনে গজল পরিবেশনা, হাসি-মজা ও অন্যান্য যে সকল কাজ করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ফতওয়া হলো: এ কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো মূলত বৈধ এবং এ দিন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশে সহায়ক, সেগুলো করতে কোনো সমস্যা নেই। আর যে কাজগুলো হারাম, মাকরূহ কিংবা অনুত্তম সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে”[৫২৯]।

যেসকল ইমাম উক্ত দলিলটিকে সমর্থন করেছেন-
ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী রহ. *(আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ: ১১১৬)*
ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ. *(বাহজাতুস সামিয়ীন ওয়ান নাজিরীন: ৭১-৭২)*
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. *(আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/১৯৬)*
ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. *(ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা: ২৩-২৪)*

৫২৯. আল আজবিবাতুল মারদিয়্যাহ ফী মা সুইলা আনহু মিনাল আহাদীছিন নাবাবিয়্যাহ: ৩/১১১৭-১১১৮; আল হাভী লিল ফাতাওয়া: ১/১৯৬

দলিল নং-০২: ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. প্রদত্ত দলিল

সহীহ বুখারীতে এসেছে: নবীজী ﷺ এর জন্মে খুশি হয়ে সংবাদদাতা দাসী সুআইবিয়াকে আজাদ করার কারণে প্রতি সোমবার আবূ লাহাবের শাস্তি কিছুটা লাঘব করা হয়। *হাদীস নং ৪৮১৩; ফাতহুল বারী: ৯/১৪৫*

এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. বলেন,

إذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار لفرحه ليلة مولد محمد ﷺ فما حال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبشره بمولده ويذل ماتصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاءه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم.

"কুরআনে যার ভর্ৎসনা ও নিন্দায় সূরা অবতীর্ণ হলো, সেই কাফির আবূ লাহাব যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের রাতে খুশি হবার কারণে জাহান্নামে থেকেও প্রতিদান পায়, তাহলে তাঁর উম্মতের ঐ তাওহীদবাদী মুসলিমের প্রতিদান কতইনা সুন্দর হবে, যে তাঁর জন্মে খুশি হলো এবং তাঁর ভালোবাসায় সামার্থানুযায়ী খরচ করলো? কসম! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদান এটাই হবে যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে ঐ বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"[৫৩০]।

যেসকল ইমাম উক্ত ঘটনাটিকে দলিলযোগ্য হিসেবে বিবেচনাা করেছেন-
ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. *(মাওরিদুস সাদী: ২৫-২৬)*
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. *(হুসনুল মাকসিদ: ৬৫-৬৬)*
ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. *(আলমাওয়াহিব: ১/১৪৭)*
ইমাম আব্দুল বাকী যুরকানী রহ. *(শরহুল মাওয়াহিব: ১/২৬২)*
ইমাম ইবনু কাসীর রহ. *(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/২৭৩)*
ইমাম সুহাইলী রহ. *(আর রাওযুল ওনফ: ৫/১৯২)*
হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. উক্ত ঘটনাটিকে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[৫৩১]

দলিল নং-০৩: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল

তিনি বলেন,

قد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو: ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي ﷺ إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات

"ইবনু হাজার আসকালানী রহ. মীলাদ উদযাপনের যে দলিল দিয়েছেন, সেটি ছাড়াও আমি আরও একটি দলিল খুঁজে পেয়েছি। সেটি হলো, ইমাম বায়হাকী রহ. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, 'নবীজি ﷺ নবুওত লাভের পর নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করেছিলেন।' অথচ এটি প্রমাণিত যে, দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবীজি ﷺ এর জন্মের সপ্তম দিনেই আকীকা করেছিলেন। আর আকীকা তো দুবার করা হয় না। সুতরাং নবীজি ﷺ যা করেছেন, তা মূলত দুটি উদ্দেশ্যে করেছেন। এক. আকীকার বিধানটি উম্মতের জন্য শরয়ীভাবে প্রবর্তন করার জন্য। দুই. শুকরিয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যেহেতু আল্লাহ

৫৩০. আরফুত তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ: ২২
৫৩১. ফাতহুল বারী: ৯/১৪৫

তাআলা তাকে জগতবাসীর জন্য রহমত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত, তাঁর সৃষ্টি বা জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ সবাই একসাথ হয়ে মানুষদেরকে খাবার খাওয়ানোসহ বিভিন্ন ধরনের নেক কাজ ও খুশি প্রকাশ করা।"[৫৩২]

তানবীহ: অনেকেই মনে করেন, সুয়ূতী রহ. বর্ণিত হাদীসটি মাউযূ বা জাল। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. বলেন,

وخبر أنه ﷺ عق عن نفسه بعد النبوة؛ قال في المجموع: باطل، وكأنه قلد في ذلك إنكار البيهقي وغيره له، وليس الأمر كما قالوا في كل طرقه، فقد رواه أحمد والبزار والطبراني من طرق، قال الحافظ الهيثمي في إحداها: إن رجاله رجال الصحيح إلا واحدا، وهو ثقة.

"নবীজি ﷺ নবুওতের পর নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করার হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. বলেন, এটি বাতিল বা জাল। মূলত তিনি এক্ষেত্রে ইমাম বায়হাকী রহ. ও অন্যান্যদের তাকলীদ করেছেন। বায়হাকী রহ. একে মুনকার বলেছেন। তবে হাদীসটির প্রত্যেকটি সনদের ক্ষেত্রেই ইমাম নববী রহ. ও বায়হাকী রহ. এর বক্তব্যটি প্রযোজ্য হবে না। কেননা ইমাম আহমাদ, ইমাম বাযযার ও তবারানী রহ. বেশ কয়েকটি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এসকল সনদের একটির ব্যাপারে হাফিয নুরুদ্দীন হায়তামী রহ. বলেন, এই সনদের রাবীগণ প্রত্যেকেই বুখারীর রাবী। শুধুমাত্র একজন ছাড়া। আর সেও সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।"

তাই ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. উক্ত হাদীসটির ব্যাপারে বলেন,

إنه حديث حسن.

"এটি হাসান হাদীস।"[৫৩৩]

দলিল নং-০৪: ইমাম ইবনু আশুর রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল

ইমাম মুহাম্মদ বিন তাহির বিন আশুর রহ. বলেন,

(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... فمن شهد منكم الشهر فليصمه)... وَمَعْنَى الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ أنزل فِي مثله لِأَن الشَّهْرَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ قَدِ انْقَضَى قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الصَّوْمِ بِعِدَّةِ سِنِينَ، فَإِنَّ صِيَامَ رَمَضَان فرض من السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ فَبَيْنَ فَرْضِ الصِّيَامِ وَالشَّهْرِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ حَقِيقَةً عِدَّةُ سِنِينَ فَيَتَعَيَّنُ بِالْقَرِينَةِ أَنَّ الْمُرَادَ أُنْزِلَ فِي مِثْلِهِ أَيْ فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَامٍ آخَرَ.

فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمَوَاقِيتِ الْمَحْدُودَةِ اعْتِبَارًا يُشْبِهُ اعْتِبَارَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ الْمُتَجَدِّدِ، وَإِنَّمَا هَذَا اعْتِبَارٌ لِلتَّذْكِيرِ بِالْأَيَّامِ الْعَظِيمَةِ الْمِقْدَارِ كَمَا قَالَ تَعَالَى :وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ]إبراهيم: ٥[، فَخَلَعَ اللَّهُ عَلَى الْمَوَاقِيتِ الَّتِي قَارَنَهَا شَيْءٌ عَظِيمٌ فِي الْفَضْلِ أَنْ جَعَلَ لِتِلْكَ الْمَوَاقِيتِ فَضْلًا مُسْتَمِرًّا تَنْوِيهًا بِكَوْنِهَا تَذْكِرَةً لِأَمْرٍ عَظِيمٍ... وَمِنْهُ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِي ﷺ

"(রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে... তোমাদের কেউ যখন সে মাসে উপনিত হয়, সে যেন রোযা রাখে।) এখানে 'যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে... সে মাসে রোযা রাখ' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে তার অনুরুপ মাসে... রোযা রাখ। কেননা, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে সে মাস তো রোযা ফরয হওয়ার বহু বছর পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। কারণ রোযা ফরয হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে।

আর কুরআন নাযিল হয়েছে হিজরতের তের বছর পূর্বে- সুতরাং, প্রকৃতপক্ষেই যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে সে মাস এবং রোযা ফরয হওয়ার মাঝখানে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষেই যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, সরাসরি সে মাসেই রোযা রাখার কোনো সুযোগ নেই। তাই কুরআনে বক্তব্য- 'যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে... সে মাসে রোযা রাখ' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে তার অনুরূপ মাসে সামনের বছর থেকে রোযা রাখ।

---

৫৩২. হুসনুল মাকসিদ:৬৪-৬৫

৫৩৩. তুহফাতুল মুহতাজ: ৯/৩৭১; ফাতহুল জাওয়াদ: ২/৩৬২; মাজমাউয যাওয়াইদ: ৪/৫৯; আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব: ৮/৪৩১

www.muslimdm.com

আর আল্লাহ সুনির্দিষ্ট কিছু সময়কে একই জিনিস বারবার নতুন করে ফিরে আসার মতো বিবেচনা করেছেন। মূলত সুমহান মর্যাদা সম্পন্ন কোনো জিনিসকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই এমনটা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দিনসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করুন।' তাই আল্লাহ তাআলা মহান ও বড় কোনো ঘটনা সংবলিত সময়সমূহকে স্থায়ীভাবে ফযীলতপূর্ণ করে দেন, যাতে করে সেই মহান ও বড় ঘটনাগুলো সকলের স্মরণে থাকে।... (যেমন কুরআন নাযিলের মাসকে রোযার মাস বানিয়ে দিলেন, ইবরাহীম আ. ও তার পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলোকে হজ্জের বিষয়বস্তু বানিয়ে দিলেন।) আর এই বিবেচনায়ই মূলত উলামায়ে কেরাম নবীজি ﷺ এর জন্মের দিনকে সম্মানিত করার বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন।"[৫৩৪]

একটি সার্বিক পর্যালোচনা

মীলাদ উদযাপনের স্বপক্ষে আমরা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে চারটি দলীল পেশ করলাম। এই দলিলগুলো থেকে যারা মীলাদ উদযাপনের বৈধতার হুকুম ইস্তিম্বাত করেছেন, তারা আমাদের মতো সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন। বরং প্রত্যেকেই যুগ শ্রেষ্ঠ বরেণ্য ইমাম। এসকল ইমামের ইস্তিদলালকে পরবর্তীতে আরো অনেক গ্রহণযোগ্য ইমাম ও ফকীহ সমর্থন করেছেন।

এই বাস্তবতা সামনে থাকার পরও বর্তমানে কিছু মানুষ এই দলীলগুলোর ওপর বিভিন্ন আপত্তি পেশ করে থাকেন। কখনো দলীলগুলোকে দূর্বল বলেন, কখনো ইস্তিদলালকে ভুল সাব্যস্ত করেন। আবার কখনো খোদ এসব ইমামদের ইলমী যোগ্যতার ওপরই আক্রমণ করে বসেন। তো যারা এই দলিল বা ইস্তিদলালকে ভুল বলতে চান, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা-

মীলাদ উদযাপনের বৈধতা ইস্তেদলাল করার জন্য, উক্ত দলীলগুলো সুবূত কিংবা দালালতের দিক থেকে উপযোক্ত না হওয়া, ক্বতয়ী নাকি যন্নী?

যদি বলেন, ক্বতয়ী (আশা করি এমনটা কেউ বলবেন না)। আমরা বলব, আপনার দাবির স্বপক্ষে অকাট্য দলিল পেশ করুন। কেননা, কোনো জিনিসকে অকাট্য দাবি করতে হলে এর স্বপক্ষে অকাট্য দলিল পেশ করতে হয়। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাভী, ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী, ইবনু হাজার হায়তামী, নাজমুদ্দীন গায়তী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী ও সুয়ূতী রহ. এর মতো ইমামরা যখন দলীলগুলোকে মীলাদ উদযাপনের স্বপক্ষে ব্যবহার করবেন, আর আপনি এসে এগুলোকে অকাট্যভাবে বাতিল বলে দিবেন?! আর আমরাও এটা মেনে নেব?!

আর যদি বলেন, যন্নি (আশা করি এমনটাই বলবেন)। আমরা বলব, আপনার স্বীকৃতি অনুযায়ী, দলিলগুলো থেকে মীলাদ উদযাপনের বৈধতা প্রমাণিত হওয়া সম্ভাবনাময়। তবে আপনার মতে এই সম্ভাবনা দূর্বল বা মারজূহ, আর ওপরোক্ত ইমামদের মতে এই সম্ভাবনা শক্তিশালী বা রাজেহ!! আর ইমামগণ যেটাকে রাজেহ মনে করেন, আমরাও সেটাকে রাজেহ মনে করি। হ্যাঁ, আপনার দলীল বিশ্লেষণের যোগ্যতা থাকতে পারে, তাই আপনি নিজস্ব ইজতিহাদের তাকলীদ করতে পারেন। এটা সার্বিকভাবে দূষণীয় নয়। তবে যখন আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই মাসআলায় ইমামদের মুতাবার ইজতিহাদ[৫৩৫] রয়েছে, তখন আর মীলাদ উদযাপনকে বেদআত বলার সুযোগ থাকল না। কেননা, যে আমলের স্বপক্ষে মুতাবার ইজতিহাদ থাকে, সেই আমলকে বেদআত বলা যায় না।

ইমাম শাতেবী রহ. (৭৯০ হি.) বলেন,

إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيقِيَّةَ :هِيَ الَّتِي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ؛ لَا مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا اسْتِدْلَالٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لَا فِي الْجُمْلَةِ وَلَا فِي التَّفْصِيلِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً

"বেদআতে হাকীকিয়্যাহ বলা হয় ঐ সকল বিষয়কে, যে ব্যাপারে কোনো ধরনের শরয়ী দলিল নেই। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসেও যে ব্যাপারে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। যে কাজের পক্ষে আহলুল ইলমদের মুতাবার ইস্তিদলাল বা

৫৩৪. আত তাহরীর ওয়াত তানভীর: ২/১৭২

৫৩৫. কোনো ইজতিহাদ মুতাবার হওয়ার জন্য সরাসরি সেই ইজতিহাদি সিদ্ধান্তটি অকাট্যভাবে সঠিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই সেটিকে মুতাবার ইজতিহাদ বলে।

ইজতিহাদও থাকে না। না আছে সরাসরি কোনো দলিল, আর না আছে সার্বিক কোনো দলিল। আর এজন্যই একে বেদআত বলা হয়।"[৫৩৬]

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবিদ আবু সাঈদ খাদিমী রহ. (১১৫৬ হি.) বলেন,

فَالْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عَلَى أَصْلٍ وَسَنَدٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ أَوْ مُسْتَنْبَطٍ

"বেদআতে হাসানার জন্য অবশ্যই স্পষ্ট, অস্পষ্ট কিংবা কিয়াসী কোনো আসল বা দলিল আবশ্যক।"[৫৩৭]

অর্থাৎ, কোনো কাজের স্বপক্ষে শক্তিশালী, দূর্বল কিংবা গ্রহণযোগ্য কোনো ইজতিহাদী দলীল থাকলেও সেটিকে বেদআত বলা যাবে না।

সর্বোপরি, মীলাদ উদযাপন কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট ঘরাণার আমল নয়। বরং সূচনাকাল থেকে এটি ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র উদযাপিত হয়ে আসছে। বরেণ্য উলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম এসব উদযাপনে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতেন। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য ইমাম, হাফিয, ফকীহ ও মুফাসসির ও মুজতাহিদের ফতোয়া ও স্বীকৃতে পূর্ণ এই উদযাপন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ইতোমধ্যে এর বাস্তবতা দেখেছেন। তো এসকল বরেণ্য ইমাম কি কোনো দলীল ছাড়াই এই নব আবিস্কৃত আমলটির বৈধতা দিয়েছেন। উপরোল্লিখিত কোনো দলীলই যদি কেউ উল্লেখ না করত, তাহলেও আমলটির বৈধতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, এর স্বপক্ষে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামদের ফতোয়া রয়েছে।

ইবনু মাসউদ রা. বলেন,

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. (قال ابن عبد الهادي: روي مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود ﷺ. كذا في كشف الخفاء. 2\245

www.muslimdm.com

৫৩৬. আই ই'তিসাম: ১/৩৬৭
৫৩৭. আল বারীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ: ১/৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: কিছু আপত্তি ও জবাব

একটি বাস্তবতা: কিছু প্রশ্ন ও আপত্তি খোদ প্রশ্নকারীর চিন্তা ও জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
যেকোনো মাসআলায় যেকোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হয় না কিংবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। মূলত যে বিষয়টি যত বশি প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ের ইশকালগুলো তত বেশি দূর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। যেমন, কুরআনের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যেসকল আপত্তি বা ইশকাল কোরআনের সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, সেসকল আপত্তি নিশ্চিত ও অকাট্যভাবেই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। এগুলো কোরআনকে কোনোভাবেই অপ্রমাণিত করবে না। বরং তা ব্যক্তির জাহালত হিসেব বিবেচিত হবে। সুতরাং এসব আপত্তির মাধ্যমে কোরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ না করে, স্বয়ং আপত্তিগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা উচিত।

মীলাদ উদযাপন কোরআনের মতো অকাট্য নয়। কিন্তু এটা গত নয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে মাশরিক, মাগরিব ও হিজাযসহ ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র পালিত হয়ে আসছে। বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদ সিরাজুদ্দীন ইবনু রাসলান বুলকীনি রহ.সহ বিশ্বের বরেণ্য ইমাম ও আলেমগণ এই উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট মুজতাহিদ ইমাম আবু শামাহ রহ., বরেণ্য হাফিযে হাদীস ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ., ইবনু হাজার আসকালানী শাফেয়ী রহ., ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী মালেকী রহ., ইমাম ঈসমাঈল বিন যফার হাম্বলী রহ. ও শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহেদ আল কাউসারী হানাফী রহ.সহ অসংখ্য ইমাম, ফকীহ ও মুজতাহিদ এই আমলকে বৈধ ও বেদআতে হাসানা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়গুলো আমরা পূর্বের অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি।

মুহতারাম! একটু বলুন, যেসকল আপত্তি ও ইশকালের কারণে মীলাদ উদযাপনকে অবৈধ, বেদআত, সালাফ ও সুন্নাহর খেলাফ বলে দাবি করছেন, এসকল ইমাম ও মুজতাহিদ কি এসব আপত্তির ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন না? তাদের কাছে এগুলোর জবাব কি ছিল না? তারা কি এসব ইশকালকে গ্রহণযোগ্য মনে করা সত্ত্বেও এড়িয়ে গেলেন?! বরং এসব আপত্তি সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত ছিলেন। এবং এগুলো কোনোভাবেই মীলাদ উদযাপনকে অবৈধ সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয় বলেই, তারা একে বেদআতে হাসানা ও বৈধ আখ্যা দিয়েছেন।

সুতরাং এসব আপত্তিকে আঁকড়ে ধরে মীলাদকে বেদআত আখ্যা দেয়া অনুচিত হবে। তাই ভেবে দেখা উচিত, আমরা কি আমাদের নিজস্ব চিন্তা, ফাহম ও আপত্তির আলোকে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ইমামদের অবস্থান পরিমাপ করব? নাকি তাদের বক্তব্য ও অবস্থানের আলোকে নিজেদের চিন্তা, ফাহম ও আপত্তিগুলোকে সংশোধন করব?

আমরা আপত্তি করে বলি, 'দ্বীন তো পরিপূর্ণ, আর মীলাদ উদযাপন দীনের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন' অতএব মীলাদ উদযাপন প্রত্যাখ্যাত। অথচ আমরা যখন দেখলাম যে, এই আমলের পক্ষে উম্মাহর স্তম্ভপুরুষ ইমামগণ ফতোয়া দিয়েছেন, তখন উচিত ছিলো নিজের এই আপত্তিটি পুনর্বিবেচনা করা। নিজের মধ্যে এই উপলব্ধি আনা দরকার ছিল যে, হয়ত দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া বা দীনের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন হওয়ার হাকীকত আমার কাছে স্পষ্ট নয়! অনেকে বলেন, মীলাদ উদযাপন মৌলিকভাবে বৈধ হলেও তাকওয়ার দাবী হলো, এমন অস্পষ্ট ও সন্দেহমূলক আমল থেকে বেঁচে থাকা। অথচ যখন দেখা গেলো, আহমাদ যাররূক আল ফাসী রহ. ও ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. এর মতো ইতিহাস বিখ্যাত ও জুমহুর মুত্তাকি ব্যক্তিগণও এই মীলাদ উদযাপন করেছেন, তখন আমাদের এটা ভাবা উচিত ছিল- হয়ত তাকওয়ার দাবীগুলোই আমার কাছে অস্পষ্ট।

সুতরাং, সালাফ, সাহাবায়ে কেরাম ও সুন্নাহর অনুসরণের নামে বেদআতের যে বিকৃত ও ভয়াবহ মাফহুমটি, ইমাম শাফেয়ী থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত অসংখ্য ইমাম মুজতাহিদের স্বীকৃত বেদআতে হাসানাকে অস্বীকার করতে বাধ্য করে, নয়শত বছর ধরে চলে আসা অসংখ্য মুজতাহিদের স্বীকৃত আমলকে বেদআত ও ভ্রষ্টতা আখ্যা দেয়ার মতো দুঃসাহস তৈরি করে, মীলাদকে বৈধতা দানকারী ইমাম মুজতাহিদদেরকে অপরিণামদর্শী, অদূরদর্শী ও জাহিল বলার মতো প্রলাপ বকার পরিবেশ তৈরি করে। তাই আমাদের উচিত হলো, এসকল মাফহুম ও আপত্তির ওপর আপত্তি করা। এই মাফহুমগুলো আবারো পুনর্বিবেচনা করা।

www.muslimdm.com

কিছু আপত্তি ও জবাব

আপত্তি-০১: নবীজি ﷺ এর মীলাদের ব্যাপারে বিভিন্ন ইখতেলাফ থাকা সত্ত্বেও বারো তারিখেই কেন মীলাদ উদযাপন করা হয়?

উত্তর প্রদানে- শাইখুল ইসলাম যাহেদ আল কাউসারী রহ. বলেন,
"আর রবিউল আউয়াল মাস সেই 'শুভদিনে'র চিহ্ন বহন করে। তাই মুসলমানদেরকে দেখা যায়, তারা এই মুবারাক মাসের পুরোটা জুড়ে নবীজি ﷺ এর জন্মকে কেন্দ্র করে অভিবাদন অনুষ্ঠান করে। পৃথিবীর সকল ইসলামি সাম্রাজ্যে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে এ অনুষ্ঠান করা হয়। কেননা এই ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবীজি ﷺ এর জন্ম বার তারিখ বা তার পূর্বেই হয়েছে। তাই তারা এমন এক রাত্রে তাঁর জন্ম অনুষ্ঠান পালন করে, যে রাতের পূর্বেই তাঁর জন্ম হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো ইখতেলাফ থাকে না"।[৫৩৮]

আপত্তি-০২: মীলাদ উদযাপন কি খ্রিষ্টানদের মীলাদে ঈসা আ. উদযাপনের অনুসরণ নয়?

উত্তর প্রদানে- ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. ও আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. বলেন,
"আর মুসলিমদের নিকট মীলাদুন্নবী ﷺ একটি উৎসবের দিন। নবীজির ﷺ প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শহর ও নগরসমূহে এটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে তারা খ্রিষ্টানদের মতো তাদের নবীকে উলূহিয়্যাতের পর্যায়ে নিয়ে যায় না।"[৫৩৯]

ইমাম ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. বলেন,
"এসব কাজকে বেদআত বলা, মুসলিমদের জন্য এই দিনকে বৈধ উৎসবের দিন নয় বলে দাবি করা এবং একে নাইরুজ ও মেহরাজানের সাথে তুলনা করা চরম আপত্তিকর বিষয়। প্রতিটি কলবে সালীম এমন সিদ্ধান্তকে ঘৃণা করে। প্রতিটি সুস্থ বিবেক এমন কথাকে প্রত্যাখ্যান করে।"[৫৪০]

আপত্তি-০৩: বারো রবিউল আউয়ালে নবীজি ﷺ ইনতেকাল করেছেন। তো এ দিনে তাঁর ইন্তেকালে কেন শোক পালন করি না?

উত্তর প্রদানে- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন,
"নিঃসন্দেহে নবীজির ﷺ জন্ম আমাদের জন্য সবচে বড় নেআমত। এবং তাঁর ইনতেকাল আমাদের সবচে বড় মসীবত। শরীয়ত নেআমতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য উৎসাহিত করেছে। আর মসীবতের সময় হাহুতাশ না করে গোপনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ ও ধৈর্য ধরার কথা বলেছে। যেমন জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশে আকীকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু উপলক্ষে কোনো আয়োজন করার কথা বলেনি। বরং কোনো হাহুতাশ না করার কথা বলেছে। বোঝা গেলো, শরীয়তের সার্বিক উসূল অনুযায়ী তাঁর জন্মের দিনকে আনন্দ ও খুশির দিন হিসেব গ্রহণ করা সঠিক হলেও, তাঁর ইনতেকালে শোক দিবস হিসেব গ্রহণ করার সুযোগ নেই।"[৫৪১]

আপত্তি-০৪: নবীজি ﷺ তাঁর জন্মদিনের শুকরিয়া আদায় করেছেন রোযা রেখে। আমরা কেন অনন্দ উদযাপন ও ভালো খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে আদায় করি?

উত্তর প্রদানে- মুহাদ্দিসুল হারামাইন শাইখ মুহাম্মদ বিন আলাভী মালেকী রহ. বলেন,

---

৫৩৮. *মাকালাতুল কাউসারী: ৩১১*
৫৩৯. *ফাতাওয়াল বুরযুলী: ৩/৫৭৩*
৫৪০. *আর রাসাইলুল কুবরা: ৫২-৫৩ (সপ্তম রিসালা)*
৫৪১. হুসনুল মাকসিদ: ৫৪-৫৫

www.muslimdm.com

"মূল বিষয় হলো, নবীজি ﷺ এর জন্ম দিনকে আলাদা গুরুত্ব দেয়া ও এ দিনে শুকরিয়া প্রকাশক বিভিন্ন আমল করা। নবীজি ﷺ জন্মদিনের শুকরিয়া সাপ্তাহিক বিবেচনায় নিয়েছেন। এবং রোযার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করেছেন। যদিও শুকরিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক হওয়া, কিংবা তা কেবল রোযার মাধ্যমে করা, এগুলো কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় নয়। এখানে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। তাই উলামায়ে কেরাম সপ্তাহের বিষয়টিকে বাৎসরিক হিসেবেও বিবেচনা করেছেন এবং শুকরিয়া আদায়ের অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করেছেন।"[৫৪২]

আপত্তি-০৫: মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে সুন্নাহর দলিল নেই।

উত্তর প্রদানে- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন,

"দলিল জানা না থাকার মানে এটা নয় যে, বাস্তবেও দলিল বিদ্যমান নেই। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ. সুন্নাহ থেকে মীলাদ উদযাপনের দলিল দিয়েছেন। আর আমার কাছেও এ ব্যাপারে আরো দলিল রয়েছে।"[৫৪৩]

আপত্তি-০৬: নবীজির ﷺ জন্মে আমাদের যে ভালোবাসা ও ইশক আছে সে পরিমাণ কি সাহাবায়ে কেরামের ছিল না? তাহলে তারা কেন ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেননি?

উত্তর- ইমাম মালেক রহ. এর ঘটনাটি পড়ুন এবং একই প্রশ্ন করুন-

ইমাম কাযী ইয়ায রহ. বলেন,

"মালেক রহ. মদীনায় কোনো বাহনে চড়তেন না। তিনি বলতেন, আমি ঐ মাটিতে পশুর ক্ষুর দ্বারা আঘাত করতে লজ্জাবোধ করি, যেখানে নবীজি ﷺ শুয়ে আছেন।"[৫৪৪]

আপত্তি-০৭: অন্তত একটি হাদিসের সূত্র বের করুন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরামগণ বছরের একটি দিনে অথবা ১২ই রবিউল আউয়ালে মিলাদ উদযাপন করেছেন?

উত্তর প্রদানে- ইমাম সুয়ূতী রহ.। তিনি বলেন,"শরয়ী বিধান সাব্যস্ত করার জন্য বিষয়টি হুবহু নসে থাকা শর্ত নয়। বরং কিয়াসের মাধ্যমেও তা সাব্যস্ত হতে পারে। আর একাধিক হাদীসের ওপর কিয়াস করে মীলাদ উদযাপনের বিধান সাব্যস্ত করা হয়েছে।"[৫৪৫]

আপত্তি-০৮: কোনো আমল যখন মুস্তাহাব ও বেদআত হওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ বা তাআরুয হয়, তখন নীতি হলো- উক্ত আমলটি ছেড়ে দেয়া। আর মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে যেহেতু এ ধরণের ইখতিলাফ রয়েছে, তাই উচিত হলো উক্ত আমলটি না করা।

উত্তর প্রদানে- ইমামুশ শরিয়াহ ওয়াত তরীকাহ কারামত আলী জৌনপুরী রহ. বলেন,

"এই উসূল বা নীতি প্রযোজ্য হবে ঐ মাসআলার ক্ষেত্রে, যে মাসআলায় পক্ষ-বিপক্ষ সমান শক্তিশালী হয়। আর মীলাদ-কিয়ামে এমন শক্তিশালী ইখতিলাফ বিদ্যমান নেই। কেননা, মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ইমাম কাসতাল্লানী, আব্দুল হক দেহলভী, ইসমাঈল হাক্কী, সুয়ূতী, বুরহানুদ্দীন হালাবী, ইবনুল জাযারী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী, ইবনু হাজার হায়তামী, সাখাভী, ইবনু হাজার, আবু শামাহ, আবু যুরআ ইরাকী ও মোল্লা আলী কারী এর মতো ইমামদের ফতোয়া বিদ্যমান। তাছাড়া এটি মুসলিম বিশ্বের আমল, বিশেষত হারামাইন শরীফাইনের মুতাওয়ারাস আমল দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মীলাদ-কিয়ামও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের আমল দ্বারা প্রমাণিত।"[৫৪৬]

---

[৫৪২]. আল ই'লাম: ১৪

[৫৪৩]. হুসনুল মাকসিদ: ৫০

[৫৪৪]. শিফা: ২/৫৭; মুদাওয়ানা: ১/৮৩ (মানাকিবুল ইমাম মালিক: ঈসা বিন মাসউদ)

[৫৪৫]. হুসনুল মাকসিদ: ৫১

[546] আল কাওলুত তামাম: ৮৯-১৩৮

আপত্তি-০৮: রবিউল আউয়াল মাসে নবীজি কিংবা সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য মাসের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো আমল করেননি। তাহলে আমরা কেন করব?

উত্তর প্রদানে- ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ.। তিনি তার আল মাদখাল কিতাবে এ ব্যাপারে দালীলিক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ (يعني: شهر ربيع الأول) مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْخَيْرِ شُكْرًا لِلْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزِدْ فيه عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ شَيْئًا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِرَحْمَته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمَّته وَرِفْقِه بِهِمْ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ كَمَا وَصَفَهُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. التوبة: ١٢٨

لَكِنْ أَشَارَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- إلَى فَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ »بِقَوْلِه - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلسَّائِلِ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ «فَتَشْرِيفُ هَذَا الْيَوْمِ مُتَضَمِّنٌ لِتَشْرِيفِ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي وُلِدَ فيه. فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْتَرِمَهُ حَقَّ الِاحْتِرَامِ وَنُفَضِّلَهُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ الْأَشْهُرَ الْفَاضِلَةَ وَهَذَا مِنْهَا لِقَوْلِه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» - أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ «وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» - آدَم وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي «انْتَهَى.

وَفَضِيلَةُ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ بِمَا خَصَّهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تُفْعَلُ فِيهَا لِمَا قَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَمْكِنَةَ وَالْأَزْمِنَةَ لَا تَتَشَرَّفُ لِذَاتِهَا وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهَا التَّشْرِيفُ بِمَا خُصَّتْ بِهِ مِنْ الْمَعَانِي. فَانْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ إلَى مَا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَذَا الشَّهْرَ الشَّرِيفَ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ فِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وُلِدَ فِيه. فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إذَا دَخَلَ هَذَا الشَّهْرُ الْكَرِيمُ أَنْ يُكَرَّمَ وَيُعَظَّمَ وَيُحْتَرَمَ الِاحْتِرَامَ اللَّائِقَ بِهِ وَذَلِكَ بِالِاتِّبَاعِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَوْنِه - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَخُصُّ الْأَوْقَاتَ الْفَاضِلَةَ بِزِيَادَةِ فِعْلِ الْبِرِّ فِيهَا وَكَثْرَةِ الْخَيْرَاتِ. أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى» - كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ «فَنَمْتَثِلُ تَعْظِيمَ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ بِمَا امْتَثَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِنَا

فَصْلٌ:

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ الْتَزَمَ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا الْتَزَمَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ مِمَّا قَدْ عُلِمَ وَلَمْ يَلْتَزِمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ مَا الْتَزَمَهُ فِي غَيْرِه. فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِه لَمْ يَلْتَزِمْ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شَيْئًا فِي هَذَا الشَّهْرِ الشَّرِيفِ إنَّمَا هُوَ مَا قَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِه الْكَرِيمَةِ فِي كَوْنِه - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُرِيدُ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِه وَالرَّحْمَةَ لَهُمْ سِيَّمَا فِيمَا كَانَ يَخُصُّهُ - عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَقِّ حَرَمِ الْمَدِينَةِ «اللَّهُمَّ إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمَ بِهِ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» ثُمَّ إنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَشْرَعْ فِي قَتْلِ صَيْدِهِ وَلَا فِي قَطْعِ شَجَرِهِ الْجَزَاءَ تَخْفِيفًا عَلَى أُمَّتِهِ وَرَحْمَةً لَهُمْ فَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَنْظُرُ إلَى مَا هُوَ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا فِي نَفْسِهِ يَتْرُكُهُ لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُمْ فَمَا أَكْثَرَ شَفَقَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمَّتِهِ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ هَذَا وَجْهٌ .الْوَجْهُ الثَّانِي...[547]

কিছু দুঃখজনক প্রশ্ন

৫৪৭. আল মাদখাল: ২/৩-৪ (সময় স্বল্পতার কারণে অনুবাদ করে দিতে পারলাম না! দুঃখিত)

ওপরে কয়েকটি আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব উল্লেখ করেছি। এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন। তবে অধিকাংশ প্রশ্নই এমন যা একজন সাধারণ আম মানুষ হয়তো করতে পারেন। কিন্তু একজন আলেমের মুখে এ ধরণের প্রশ্ন মানায় না। তবে এখন আলেমদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি হওয়ায়, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে প্রশ্নগুলো আলেম সমাজের।

আশ্চর্য লাগে যখন সমাজে আলেম হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরাও এমন অদ্ভুত দূর্বল ও হাস্যকর যুক্তি উপস্থান করেন। অথচ এই একই প্রশ্ন যদি প্রচলিত তাবলীগ, সূফি তরীকা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের দিকে ফিরানো হয়, তাহলে সেগুলোও অবৈধ সাব্যস্ত হবে। নিচে আমরা এ ধরণের দূর্বল কিছু প্রশ্ন তুলে ধরছি। যেহেতু তারা প্রশ্নগুলো উত্তর জানার জন্য করেন না, বরং বিষয়টিকে আপত্তিকর হিসেব দেখানোর জন্য করেন। তাই আমরাও সরাসরি উত্তর না দিয়ে তাদের প্রশ্নগুলোই যে আপত্তিকর সেটি দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আপত্তি: আমলের ক্ষেত্রে যেমন সালাফে সালেহীনের অনুসরণ ওয়াজিব তেমনিভাবে দ্বীনের দলিল বুঝার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ ওয়াজিব কিনা? ওয়াজিব হলে তারা যা বোঝেননি তা আপনারা কিভাবে বুঝলেন?

উত্তর: আমল ও দলিল বোঝার ক্ষেত্রে সালাফের অনুসরণ কীভাবে করতে হবে, এটি কি আপনি বেশি বোঝেন, নাকি মুজতাহিদ ইমাম আবু শামাহ, মুজতাহিদ ইমাম ইবনু রাসলান বুলকীনি রহ., ইবনু হাজার আসকালানী রহ., সুয়ূতী রহ. ও ইবনু হাজার হায়তামী রহ. সহ মীলাদের পক্ষে বলা অসংখ্য ইমাম সঠিক বোঝেন। তারা যে আমলকে সালাফের অনুসরণবিরোধী মনে করলেন না, সেটিকে আপনি কীভাবে সালাফের অনুসরণবিরোধী মনে করলেন? আসকালানী, সুয়ূতী, ইবনুল জাযারী, হায়তামী ও নাজমুদ্দীন গায়তীসহ বরেণ্য ইমামগণ যখন বিভিন্ন হাদীস থেকে মীলাদ উদযাপনের বিষয়টি ইস্তিম্বাত করলন। এবং এই ইসতিম্বাতকে দলিল বোঝার ক্ষেত্রে সালাফের অনুসরণের বিপরীত মনে করলেন না, তখন আমরা এটিকে সালাফের অনুসরণের বিপরীত মনে করা কতটুকু যৌক্তিক?

আপত্তি: প্রিয় নবীর আগমনে আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতি যদি প্রশংসনীয় হতো, তাহলে তো নবুওত প্রাপ্তি ও হিজরতের দিনটি বেশি যৌক্তিক।

উত্তর: তা আমরা কি নবুওত প্রপ্তির দিনকে আনন্দের দিন হিসেবে গ্রহণ করতে বারণ করেছি? আমরা যেহেতু ইতোমধ্যে একটা করছি, আপনারা এটা শুরু করুন।

আপত্তি: ঈদে মিলাদুন্নবীর হুকুম কি? যদি বৈধ হয় তাহলে পৃথিবীর কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম এটিকে বৈধ বলেছেন?
উত্তর: নব আবিষ্কৃত যেকোনো মাসআলার সমাধান দেয়ার জন্য ব্যক্তিকে মুজতাহিদ হতে হবে? আধুনিক বিশ্বের নতুন উত্থাপিত মাসআলাসমূহের সমাধান যারা দিচ্ছেন, তারা কি সবাই মুজতাহিদ?

আর ঈদে মীলাদুন্নবীকে বৈধ বা বেদআতে হাসানা বলেছেন যারা, তাদের মধ্যে অনেক মুজতাহিদ ইমামও রয়েছেন। যেমন ইবনু রসলান বুলকীনি রহ. ও ইমাম আবু শামাহ রহ.। তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখুন।
আপত্তি: (এ প্রশ্নটি এমন একজন করেছেন, যার থেকে কোনোভাবেই এটি আশা করা যায় না।) হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানীর উল্লেখিত ইজতেহাদটি সালাফে সালেহীন এর আমলি ইজমা ও ফাহমি ইজমার অনুরূপ নাকি বিপরীত?

জবাব: আপনার কাছে কী মনে হয়? ইবনু হাজার তো তার নিজের ইজতিহাদকে সালাফের আমলি ও ফাহমি ইজমার বিপরীত মনে করেননি। সুয়ূতী, নাজম আল গায়তী, হায়তামী ও মোল্লা আলী কারী রহ.সহ যেসকল ইমাম ইবনু হাজারের দলিলটিকে সমর্থন করেছেন, তারাও তো এই ইজতিহাদকে সালাফের ইজমা বিরোধী মনে করেননি। তো এত এত ইমামদের বিপরীতে আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে, এই ইজতিহাদ ইজমা বিরোধী? আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উম্মাহর এসকল দরদী ইমামদের যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝার তৌফিক দান করুন।

দয়া করে ক্ষমা করবেন। অমূলক প্রশ্নের সুরত যে কত খারাপ, তা বোঝানোর জন্যই আমরা এমনটা বলতে বাধ্য হলাম।

www.muslimdm.com

আপত্তি: মিলাদুন্নবী এর বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের বাতলানো পদ্ধতি নাকি আমাদের প্রবর্তিত পদ্ধতি?

জবাব: ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. কতৃক প্রবর্তিত পদ্ধতি। জুমহুর ইমাম ফকীহ, মুজতাহিদ ও হাফিযে হাদীসের সমর্থিত পদ্ধতি।

আপত্তি: কিছু বেদআতকে হাসানা সাব্যস্ত করার দ্বারা বেদআত প্রবর্তককে শরীয়ত প্রবর্তক সাব্যস্ত করার নামান্তর নয় কি? কেননা শরীয়ত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর বেদআতকে হাসানা বলা মানে তা শরীয়তের একটি অংশ। তাই তার প্রবর্তক যেন একজন শরীয়ত প্রবর্তক। নাউযুবিল্লাহ।

উত্তর: এমন ফাহম থেকে নাউযুবিল্লাহ। ইমাম শাফেয়ী রহ.সহ উম্মতের জুমহুর আলেম বেদআতের প্রকরণ করেছেন। বেদআতে হাসানার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু শামাহ রহ.সহ জুমহুর উলামায়ে কেরাম মীলাদ উদযাপনকে বৈধ ও বেদআতে হাসানা বলেছেন। তাহলে তারা কি সবাই গাইরুল্লাহকে শরীয়ত প্রণয়নের সুযোগ দিয়ে শিরকে লিপ্ত হলেন!? নাকি আপনিই বেদআতে হাসানা বা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার হাকীকত বোঝতে ব্যর্থ হয়েছেন?

একটি হাদীস ও বিশ্লেষণ:

নবীজি ﷺ বলেন,

لا تتخذوا شهرا عيدا، ولا يوما عيدا

"তোমরা কোনো মাস বা দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করো না।" ৫৪৮

অনেকে মনে করেন, এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নির্দিষ্ট কোনো দিন বা মাসকে ঈদ বা উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করা বেদআত বা নিষিদ্ধ।

উক্ত হাদীসটির সঠিক মর্ম উল্লেখ করার পূর্বে একটি মৌলিক কথা বলা জরুরী মনে করছি। সেটি হলো, শরঈ কোনো নস সঠিকভাবে বোঝার জন্য নস সংক্রান্ত বিষয়ে উম্মতের অনুসরণীয় ইমামদের ফতোয়া ও তাদের কর্মপন্থা সামনে রাখা অতীব জরুরী।

তো ঈদ সংক্রান্ত হাদীসটি থেকে স্বাভাবিক বুঝে আসে, কোনো দিনকে ঈদ বা উৎসব হিসেবে গ্রহণ করা বেদআত। অথচ প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে বেশ কয়েকজন ইমামের নাম উল্লেখ করেছি, যারা মীলাদুন্নবীকে সরাসরি ঈদ শব্দে বিশেষায়িত করেছেন। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি, সূচনাকাল থেকে গোটা ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র মীলাদুন্নবী কে উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অসংখ্য ইমাম ও মুজতাহিদ এই উৎসবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এ ব্যাপারে প্রায় ষাটোর্দ্ধ ইমাম ও মনীষীর ফতোয়া নকল করা হয়েছে। বোঝা গেলো, হাদীসটি থেকে স্বাভাবিকভাবে যা বুঝে আসছে সেটি হাদীসের উদ্দেশ্য নয়।

মূলত 'عيد' শব্দটি 'عود' থেকে এসেছে। অর্থাৎ, যা বার বার ফিরে আসে। মু'জামুল ওয়াসিতের ভাষ্যমতে ঈদ শব্দের অর্থ হলো,

ما يعود من هم أو مرض أو نحوه

"যে চিন্তা বা রোগ বা অন্যকোনো বিষয় বারবার ফিরে আসে।" ৫৪৯

সুনির্দিষ্ট কাজ বা উৎসবের মৌসুমকেও ঈদ বলা হয়। আশুরার দিন বা রমযান মাসকেও 'ঈদ' বলা যায়। কেননা রোযার মৌসুম হিসেবে এই দিন বা মাসটি আমাদের মাঝে বার বার ফিরে আসে।

আমাদের আলোচিত হাদীসটি ইমাম আব্দুর রাযযাক সানআনী রহ. তার মুসান্নাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীসটিকে স্বাভাবিক ঈদ বা উৎসব সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি। বরং 'হরম মাসসমূহে রোযা রাখা' নামক বাব বা পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। রোযার মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসের পরিপূর্ণ ত্রিশ দিন রোযা রাখা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো

---

৫৪৮. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৭৮৫৩

549 আল মু'জামুল ওয়াসিত: ৬৫৮

তিনি উক্ত পরিচ্ছেদে একত্রিত করেছেন। বোঝা গেল, আমাদের আলোচিত হাদীসটি উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত নয়। বরং কোনো নির্দিষ্ট দিন বা মাসে রোযা রাখা সংক্রান্ত।

সুতরাং সঠিক কথা হলো, উক্ত হাদীসটিতে শরীয়া নির্ধারিত দিন বা মাস ছাড়া অন্যকোনো কোনো দিন বা মাসকে, রোযার মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে, সবসময়ই উক্ত দিন বা মাসে রোযা রাখা শরীয়তেরই বিধান। তখন তারা সবসময়ই এদিনে রোযা রাখাকে বাধ্যতামূলক মনে করবে। এবং রোযার মাসের মতো উক্ত দিন বা মাসকে রোযার মৌসুম বা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করবে।

আতা ইবনু আবি রাবাহ রহ. বলেন,

كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله، لأن لا يتخذ عيدا

“ইবনু আব্বাস রা. (রোযার মাসের মতো) পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। যেন এটাকে কেউ ঈদ রোযার মৌসুম বা ঈদ হিসেবে হিসেবে গ্রহণ না করে।”[৫৫০]

সুতরাং, উপরোল্লিখিত ‘তোমরা কোনো মাস বা দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করো না’ এর সঠিক মর্ম হলো, তোমরা কোনো দিন বা মাসকে রোযার মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহু আ'লাম।

www.muslimdm.com

[550] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৭৮৫৪

পঞ্চম অধ্যায়
মীলাদ-কিয়াম: পরিচিতি ও বরেণ্য ইমাম মনীষীদের বক্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বরেণ্য ইমাম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বেদআতী মিলাদের স্বরূপ

www.muslimdm.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়

এক নজরে মীলাদ-কিয়াম
মুনকারাত মুক্ত মীলাদ-কিয়াম বলতে আমরা যা বুঝি-

এক. কিছু মানুষ একত্রিত হওয়া
দুই. সূরা ফাতিহা ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা।
তিন. দরূদ পাঠ করা।
চার. তাওয়াল্লুদ পড়া।
পাঁচ. তাওয়াল্লুদ শেষে কিয়াম করা
ছয়. নবীজি ﷺ এর শানে বিভিন্ন কাসীদা ও সালাম পাঠ করা।
সাত. কিয়াম শেষে দুআ-মুনাজাত করা।
আট. মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু বিতরণ করা।

(এক) কিছু মানুষ একত্রিত হওয়া
প্রথমত: সাধারণত সম্মিলিত কোনো দুআর আয়োজনের সময় দুআর পূর্বে মীলাদ ও কিয়াম করা হয়ে থাকে। সুতরাং লোকজনের একত্রিত হওয়ার বিষয়টি যেমন মীলাদ ও কিয়ামের জন্য, তেমনি দুআ-মুনাজাতে শরীক হওয়ার জন্যও। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে লোকজন আগে থেকেই একত্রিত থাকে। যেমন, কোনো ওয়াজ-মাহফিলে কিংবা মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের পর আয়োজিত মীলাদ মজলিস। এখানে মীলাদ-কিয়ামের জন্য আলাদাভাবে জড়ো হওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু এই মজলিসটি সাধারণত কোনো দুআ উপলক্ষেই হয়ে থাকে, তাই এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থান নির্ধারিত নেই। বরং যেকোনো দিন, যেকোনো সময়ই এটি হয়ে থাকে। তবে অনেক জায়গায় প্রতি শুক্রবার জুমার পর হয়ে থাকে। যেহেতু এ দিনটি বরকতময় ও সবাই একত্রিত থাকে, তাই এ দিনটিকে নির্বাচন করা হয়। তবে কেউই নির্দিষ্ট কোনো সময়কে আবশ্যকীয় মনে করে না।

www.muslimtm.com

(দুই) সূরা ফাতিহা ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা
সূরা ফাতিহা পড়ার পর সাধারণত 'মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন...' এই আয়াতটি পড়া হয়ে থাকে। যেহেতু মজলিসটি মূলত দরূদ ও সালামের, তাই এই প্রসঙ্গের আয়াত পড়া হয়ে থাকে।

(তিন) দরূদ পাঠ করা
যেহেতু উপরোল্লিখিত আয়াতটিতে দরূদ ও সালাম পেশ করার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে, তাই এখানে সালাম সংবলিত দরূদ পড়া হয়। এখানে যেকোনো দরূদ পড়া যেতে পারে। তবে 'দরূদে ইবরাহীমে' যেহেতু সালাম অংশটি নেই, অথচ আয়াতে দুটোর প্রতিই নির্দেশনা দেয়া আছে, তাই এক্ষেত্রে এমন দরূদই সাধারণত পড়া হয়ে থাকে, যেখানে সালামের শব্দও রয়েছে। তবে দরূদে ইবরাহীম পড়তেও বাধা নেই।

(চার) তাওয়াল্লুদ পড়া
এ পর্বে আমাদের মূল বিষয় তথা নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে পাঠ করা হয়। এটিকে তাওয়াল্লুদ বলে। আমরা সাধারণত ইমাম সায়্যিদ বারযানজী রহ. (১১৭৭ হি.) লিখিত তাওয়াল্লুদটি পড়ে থাকি।

ইমাম বারযানজী রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাইয়্যেদ জাফর বিন মুহাম্মদ বিন হাসান আল বারযানজী। ১১২৮ হিজরীতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। আমৃত্যু মদিনার শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান মুফতী ছিলেন। 'ইকদুল জাওহার' ও 'কিসসাতুল মাউলিদ'সহ বেশকিছু গ্রন্থের লেখক।

ইমাম হাফিয মুরতাযা যাবীদি রহ. তার সম্পর্কে বলেন,

الإمام الفصيح البارع، وحضرت دروسه الفقهية، داخل باب السلام، وكان عجيبا في حسن الإلقاء التقرير، ومعرفة فروع المذهب، وكان قوالا بالحق، أمارا بالمعروف.

"ইমাম, বাগ্মী ও ইলমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। মসজিদে নববীর বাবুস সালামের অভ্যন্তরে আমি তার ফিকহী দরসে উপস্থিত হয়েছি। শাফেয়ী মাযহাবের ফুরুয়ী মাসআলা-মাসায়েল জানা ও দরসে গোছালো তাকরীর পেশ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিস্ময়জাগানিয়া ব্যক্তিত্ব। ন্যায় ও সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনলবর্ষী। সর্বদা নেককাজের আদেশদাতা।"[৫৫১]

ইমাম বারযানজী রহ. লিখিত তাওয়াল্লুদ ও কিছু কথা

তাওয়াল্লুদ: বর্ণনা ও অনুবাদ

ولَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ ﷺ شَهْرَانِ عَلَى أَشْهَرِالأَقْوَالِ المَرْوِيَّةِ ، تُوُفِّيَ بِالمَدِيْنَةِ الشَّرِيفَةِ المُنَوَّرَةِ أَبُوْهُ عَبْدُ اللهِ * وكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِأَخْوَالِهِ بَنِي عَدِيٍّ مِّنَ الطَّائِفَةِ النَّجَّارِيَّةِ ، ومَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُوْنَ سُقْمَهُ وشَكْوَاهُ * ولَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ ﷺ عَلَى الرَّاجِحِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ ، وآنَ لِلزَّمَانِ أَنْ يَنْجَلِيَ عَنْهُ صَدَاهُ * حَضَرَأُمَّهُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ آسِيَةُ ومَرْيَمُ فِيْ نِسْوَةٍ مِّنَ الحَظِيْرَةِ القُدْسِيَّةِ ، فَأَخَذَهَا المَخَاضُ فَوَضَعَتْهُ ﷺ (فَوَلَدَتِ النَّبِيَّ ﷺ كَالبَدْرِالمُنِيْرِ) نُوْرًا يَتَلَأْلَأُ سَنَاهُ.

"প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নবীজি ﷺ কে তাঁর মায়ের গর্ভধারণের দু'মাস যখন পূর্ণ হলো, তখন তার পিতা আব্দুল্লাহ মদিনা শরীফে মৃত্যুবরণ করেন। (একটি ব্যবসায়িক সফর শেষে শাম থেকে ফেরার পথে) মদিনায় তার মামাদের[৫৫২] বংশ নাজ্জারিয়া সম্প্রদায়ের বনূ আদী গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তাদের সেবা-যত্নের ছায়ায় অসুস্থ অবস্থায় প্রায় একমাস অবস্থান করেন। (এবং অবশেষ মারা যান।)

গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী, যখন তাঁর মায়ের গর্ভে চন্দ্র মাস অনুযায়ী নয় মাস পূর্ণ হলো এবং জন্মের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তার মায়ের খেদমাতে তার জন্মের রাতে বেহেশতি রমণীদের মধ্য থেকে আছিয়া ও মরিয়ম আ. উপস্থিত হলেন। এ সময় শিশু মুহাম্মদের ﷺ জন্মের সময়ের নড়াচড়া শুরু হল। অতঃপর মা আমেনার গর্ভ থেকে নূরনবী ﷺ জন্মগ্রহণ করলেন। যার উজ্জল নূরের প্রভা ঝলমল করতে লাগল।"[৫৫৩]

তাওয়াল্লুদ: কিছু কথা

প্রথমত: আমরা পূর্বে যে তাওয়াল্লুদটি বর্ণনা করেছি, সেটি পড়া আবশ্যক নয়। বরং অন্য যেকোনো তাওয়াল্লুদ পড়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: নবীজি ﷺ এর জন্মের সময় সেই ঘর-বাড়ি তাঁর নূরে আলোকিত হয়ে উঠার ঘটনাটি শুদ্ধ।[৫৫৪]

www.muslimdm.com

---

৫৫১. আল মু'জামুল মুখতাস: ১৭৫; আলফিয়্যাতুস সুন্নাহ: ১৪১; আজাঈবুল আছার: ১/৪০৩; সিলকুদ দুরার: ২/৯

৫৫২ বনূ আদী মূলত খাজা আব্দুল্লাহর বাবা আব্দুল মুত্তালিবের মামার বংশ। মূলত আব্দুল মুত্তালিবের বাবা হাশিম বনূ আদী গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। তাই এখানে রূপকার্থে আব্দুল মুত্তালিবের মামার বংশকে ছেলে আব্দুল্লাহর মামা বলা হয়েছে।

৫৫৩. মাওলিদুল বারযানজী: ১০

৫৫৪ ফাতহুল বারী: ৬/৫৮৩

তৃতীয়তঃ তাওয়াল্লুদটিতে বর্ণিত আসিয়া ও মারিয়াম আ. এর উপস্থিতির বর্ণনাটি[৫৫৫] শুদ্ধ নয়। হয়তো বিষয়টিকে হাদীস হিসেবে বিবেচনা না করে শুধু ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে এ অংশটিকে তাওয়াল্লুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু অনেক সময় সনদ শুদ্ধ না হলেও বাস্তবে বিষয়টি সত্য হতে পারে।

বাস্তবতা হলো, যুগবরেণ্য ইমামদের রচনাবলীতে জাল হাদীস থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যক্তিত্ব ও সকল লিখনি যেমন আপত্তিকর হয়ে যায় না তেমনিভাবে এই অশুদ্ধ রেওয়াতটি বর্ণনা করার কারণে লেখক কিংবা তার লেখাকে তুচ্ছ করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

উহাহরণস্বরূপ হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর নাশরূত তীবে কিংবা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. এর ফাযায়েলে আমলে বর্ণিত কোনো অশুদ্ধ রেওয়ায়েতের কারণে তাদেরকে কিংবা তাদের কিতাবকে তুচ্ছ মনে করার সুযোগ নেই।
তবে উক্ত তাওয়াল্লুদটিই পড়তে হবে এটি আবশ্যক নয় বরং তাওয়াল্লুদটিকে সংস্কার করে শুদ্ধ রেওয়ায়েত যোগ করে পড়া যেতে পারে। যেমন, আমাদের দারুন্নাজাত মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল লতীফ শেখ মা. জি. আ. সহীহ রেওয়ায়েত সংবলিত একটি তাওয়াল্লুদ রচনা করেছেন।

তাওয়াল্লুদটি নিম্নরূপ-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ . أَمَّا بَعْدُ ،

فَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ الْحَاضِرِيْنَ * اِسْتَمِعُوْا بَيَانَ مِيْلَادِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ.

إِنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرِيمِ * ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم

إنه جَاءَ فِيْنَا بَشِيرًا وَنَذِيرًا * رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ سِرَاجًا مُنِيرًا

وَأُمُّهُ بِنْتُ وَهْبِ السَّيِّدَةُ آمِنَةُ* أَفْضَلُ نِسَاءِ يَشْرِبَ الْمَدِينَة

كَانَ مِيْلَادُهُ فِي عَامِ الْفِيلِ * وَذَلِكَ فِي شَهْرِرَبِيعِ الْأَوَّلِ

يَوْمَ الْاثْنَيْنِ فِي الثَّانِي عَشَرَ* هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَشْهَرُ

وَ إِنَّهُ كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ* حِيْنَ كَانَ آدَمُ بَيْنَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ

وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيحِ رِوَايَةٌ * رَوَاهَا الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

عَنِ الصَّحَابِيِّ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة * أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّنَا سَيِّدُ الْبَرِيَّة

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنْ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طَيِّنَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيْسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِهِ * حِيْنَ أَرْشَدَ الْخَلْقَ فِي كِتَابِهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا * فَيَا مَعْشَرَ الْحَاضِرِيْنَ ! تَعَالَوْا نُسَلِّمُوا عَلَيْهِ قِيَامًا تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا.

صلى الله على محمد + صلى الله عليه وسلم

(পাঁচ) তাওয়াল্লুদ শেষে কিয়াম করা

আমরা কেন কিয়াম করি?

তাওয়াল্লুদের শেষ অংশে, যখন নবীজি ﷺ এর জন্মের মূহুর্তটি আলোচনা করা হয়, তখন আমরা দাঁড়িয়ে যাই। তবে এ দাঁড়ানোটি এ কারণে নয় যে, এই মূহুর্তে নবীজি ﷺ এর আবার জন্ম হয়েছে কিংবা তিনি এখন আমাদের মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন। যেমনটা কিছু বেদআতী মনে করে।

বরং তাঁর শুভাগমনের সেই সৌভাগ্যবান মূহুর্তে সমগ্র পৃথিবী যেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিল, যে নূরের আলো শামের প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, রহমাতুল্লিল আলামীনের আগমনে প্রতিটি প্রাণ যখন সিক্ত হয়েছিল, দুনিয়ার সীমানা পেরিয়ে

৫৫৫ আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ: ১/৭৬

যখন আসমানের বাসিন্দারাও তার আগমনে মারহাবা-মারহাবা বলছিল, ক্ষণিকের তরে সেই ঐতিহাসিক মূহুর্তের মাঝে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে, তাঁর শুভাগমনের সম্মান ও খুশিতে আমরাও দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলি উঠি- মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ, মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ!! ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা! ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা!!

তাছাড়া অনেকে ঐ সময় রওয়া শরীফের ধ্যান করেও দাঁড়িয়ে সালাম দিতে থাকে। শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. এর ভাষায়- "কিয়াম জিনিসটা আসলে ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা তাসাওউফের অন্তর্ভুক্ত।... তাহা ছাড়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে সালাম করার সময় বসিয়া বসিয়া সালাম করা শরীফ তবিয়তের লোকের কাছে বড়ই বেয়াদবী লাগে। সেই জন্য রওজা শরীফের সামনে নিজেকে ধ্যান করিয়া খাড়া হইয়া সালাম করিতে কোনই দোষ হইতে পারে না।"[৫৫৬]

কেন শুধু নির্দিষ্ট সময়েই দাঁড়াই?

অনেকেই প্রশ্ন করেন, মীলাদ মজলিসের মধ্যে তাওয়াল্লুদের ঐ সুনির্দিষ্ট অংশেই আমরা দাঁড়াই, অন্য কোনো অংশে কেন দাঁড়াই না? আবার কেউ বলেন, নবীজি ﷺ কে সম্মানের সহিত সালাম দেয়ার জন্যই যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে মীলাদ মজলিসের বাইরে যখন নবীজি ﷺ এর প্রতি সালাম পাঠ করেন, তখন কেন দাঁড়ান না?

আশা করি আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইতোমধ্যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পরিস্কার হয়ে গেছে।

ঐ সুনির্দিষ্ট অংশে দাঁড়ানোর কারণ হলো, ঐ অংশেই নবীজি ﷺ এর মোবারক শুভাগমনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর আমরা এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই দাঁড়াই, যেমনটা পূর্বেই বলা হলো। আর যেকোনো সময় সালাম পাঠের ক্ষেত্রে না দাঁড়ানোর কারণ হলো, মীলাদ মজলিস ছাড়া সাধারণত এভাবে আলাদা নবীজি ﷺ কে সম্বোধন করে সালাম দেয়াই হয় না। বরং দরূদ ও সালাম একসাথে পেশ করা হয়। তাছাড়া আমরা মূলত বরং তাঁর শুভাগমনের সেই ঐতিহাসিক মূহুর্তকে কেন্দ্র করে দাঁড়াই। সুতরাং যেকোনো সময় সালাম দেয়ার ক্ষেত্রেই দাঁড়াতে হবে, এটি একটি অন্যায় ইলযাম।

তাযীমি কিয়াম কি বেদআত?

অনেকেই মনে করেন, নবীজি ﷺ এর সম্মানে বা অন্য কারো সম্মানে দাঁড়ানো মাকরুহ। কেননা তিনি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন। তো যারা এ ধরনের চিন্তা লালন করেন, তাদের উচিত সম্মানিত কারো সম্মানে দাঁড়ানোর বৈধতার ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. লিখিত 'আত তারখীস ফিল ইকরামি বিল কিয়াম' এই রিসালাটি মুতালাআ করা।

ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ :الْقِيَامُ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ مَكْرُوهٌ وَعَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَامِ لَا يُكْرَهُ، وَهَذَا تَفْصِيلٌ حَسَنٌ

"গাযালী বলেন, 'কারো বড়ত্ব প্রকাশের জন্য কিয়াম করা মাকরুহ। কিন্তু কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিয়াম করা মাকরূহ নয়।' (ইবনু হাজার বলেন) এটি চমৎকার ব্যাখ্যা।"

তিনি আরো বলেন,

وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي أَجْوِبَةِ ابْنِ الْحَاجِّ كَالتَّهْنِئَةِ لِمَنْ حَدَثَتْ لَهُ نِعْمَةٌ

"বৈধ কিয়ামের একটি হলো, কোনো ব্যক্তিকে তার নেআমত লাভের প্রেক্ষিতে সম্ভাষণ জানানোর জন্য কিয়াম করা।"[৫৫৭]

উলামায়ে দেওবন্দের দৃষ্টিতে কিয়াম

উলামায়ে দেওবন্দের অনেকেই স্পষ্ট বলেছেন, মীলাদে কিয়াম করা মুতলাকভাবে বেদআত নয়। বরং শরয়ীভাবে জরুরী মনে করাকে বেদআত বলেছেন। আর আমরাও বলি, কেউ যদি মীলাদে কিয়াম করাকে শরয়ীভাবে জরুরী মনে করে, তাহলে তা না-জায়েয হবে।

৫৫৬. শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. গ্রন্থাবলী: ১/৯৫
৫৫৭. ফাতহুল বারী: ১১/৫৪

www.muslimdm.com

আশরাফ আলী থানভী রহ. এর বক্তব্য: আশরাফ আলী থানভী রহ.ও মীলাদ মজলিসে কিয়াম করাকে সরাসরি নাযায়েজ বলতেন না। বরং কেউ যদি কিয়াম করাকে জরুরী মনে করত, তাহলেই সেটাকে না-জায়েয বলতেন। তিনি বলেন,

اگر تم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہو تو ایک دفعہ تم قیام مت کرو- ہمارے ساتھ بیٹھے رہو تو ہم ایک دفعہ تمہارے ساتھ قیام کرنے کو تیار ہیں- یہ اس امر کا ثبوت ہو گا کہ قیام کو ناجائز یا حرام ہم بھی نہیں

"তোমরা যদি কিয়ামকে জরুরী মনে না করো, তাহলে একবার কিয়াম না করে আমাদের সাথে বসে থাকো, তখন আমরাও তোমাদের সাথে কিয়াম করতে প্রস্তুত আছি। এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে, কিয়ামকে আমরা না-জায়েয বা হারাম বলি না।"[৫৫৮]

(ছয়) নবিজী ﷺ এর শানে কাসিদা গাওয়া ও সালাম পাঠ করা

প্রথমত: নবীজি ﷺ এর শানে কাসীদা গাওয়া কোনোভাবেই মুনকার হতে পারে না। আর কাসীদার মধ্যে দরূদ সালামের প্রসঙ্গ আসলে তা পাঠ করতেও সমস্যা নেই। যেমন, আমরা বিভিন্ন ওয়াযের মজলিসে '**يا أيها الذي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما**' এই আয়াতটি পড়ার সাথে সাথেই দরূদ পড়া আরম্ভ করি। অথচ এভাবে আয়াতটির পরেই দরূদ পড়ার কোনো নযীর সালাফ থেকে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত: কিছু কিছু কাসীদায় নবীজি ﷺ কে সম্বোধন করে বিভিন্ন বিষয় বলা হয়ে থাকে। অনেকেই এটিকে শিরক মনে করেন। মূলত শিরক ও তাওহীদের মাফহুম পরিস্কার না থাকার কারণেই আমরা এমন অবাস্তব কল্পনা করি। নিকট বা দূর থেকে তাঁকে সম্বোধন করা, নিজের দুঃখ-দূর্দশার কথা বয়ান করা, তাঁর সুদৃষ্টি কামনা করা কখনোই শিরক নয়।

এ মর্মে কারী তাইয়্যেব সাহেব রহ. এর নিম্নোক্ত কবিতাটি দেখতে পারেন।

نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو

تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں سلام لے لو

شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا

نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو

قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن

زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تمہیں محبت سے کام لے لو

"নবীয়ে আকরাম, শাফীয়ে আ'যাম! দুঃখী হৃদয়ের এই পয়গাম শুনুন! তামাম দুনিয়ায় নির্যাতিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার সালাম গ্রহণ করুন! কিনারা বিহীন সমুদ্রে তীব্র স্রোতের মাঝে ভেসে আছি ভাঙ্গা জাহাজ নিয়ে, অথচ নেই কোনো কাপ্তান। আপনার মহান দরবারে আমাদের একটু খবর নেন!..." https://www.youtube.com/watch?v=lwMP9PrH4rY[559]

আব্দুর রহমান জামী রহ. এর কবিতাসমূহে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাবেন। ইমাম বুসীরি রহ. এর 'কাসিদাতুল বুরদাহ' এর মধ্যে এমন প্রচুর বাক্য রয়েছে।

(সাত) কিয়াম শেষে দুআ-মুনাজাত করা।

ব্যক্তিগত কিংবা সম্মিলিত দুআ সকলের কাছেই এটি উত্তম কাজ। আলাদা করে এখানে বলার কিছুই নেই।

---

৫৫৮ আমরা রাজি আছি। কেউ যদি কেবল এই কারণেই কিয়ামকে বেদআত বলে যে, আমরা এটাকে জরুরি মনে করি, তাহলে তাদের সাথে বসে বসে মীলাদ পড়তে আমরা রাজি। তারপর তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করবেন। আনওয়ারুল বারী: ৭/৩০;
মাজালিসুল হিকমাহ: ৬৮

৫৫৯. ইউটিউবে 'নবীয়ে আকরাম, শাফীয়ে আযাম' লিখে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন।

(আট) মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু বিতরণ করা।

উল্লেখ্য যে, মীলাদ মজলিসে কোনো খাবার বিতরণ করাকে শরয়ীভাবে জরুরী মনে করা হয় না। আমাদের দারুননাজাত মাদরাসা মসজিদে বছরে দু'একবারও এসব বিতরণ হয়না।

কেন এই তারতীব?

অনেকেই বলে থাকেন, মীলাদ মজলিসে যা কিছু করা হয়, তা স্বতন্ত্রভাবে জায়েয। কিন্তু নির্দিষ্ট এই পদ্ধতিতে করা বেদআত। কেননা এর নযীর সালাফের যুগে পাওয়া যায় না। এই পদ্ধতিতে মীলাদ মজলিস যে জায়েয, এ ব্যাপারে একটু পরই উলামায়ে কেরামের ফতোয়া উল্লেখ করব। তবে তার আগে বিনীতভাবে একটি সরল কথা বলি-

এই তারতীব মূলত কোনো শরয়ী তারতীব নয়। আমরা কেউই এই তারতীবের বিপরীত করাকে শরয়ীভাবে অপছন্দনীয় মনে করি না। এই তারতীবকে আলাদা ইবাদত মনে করি না। বরং অন্যান্য দ্বীনি মজলিসের ক্ষেত্রে যেমন একটি নির্দিষ্ট তারতীব অনুসরণ করা হয়, এখানেও তেমনি। দ্বীনি মজলিসগুলো সাধারণত তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়। তারপর হামদ ও নাত থাকে। তারপর মূল বক্তব্য শুরু হয়। সর্বশেষ বক্তার মাধ্যমে পাগড়ী পরানো হয়।(যদি এই উপলক্ষে আয়োজন হয়ে থাকে)। তারপর দুআ ও মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল শেষ করা হয়। এই তারতীবটি সাধারণত সবাই অনুসরণ করে।

ঠিক তেমনিভাবে আমারা তেলাওয়াত দিয়ে মজলিস শুরু করি। তারপর দরূদ প্রাসঙ্গিক আয়াত আসার পরিপ্রেক্ষিতে দরূদ পড়ি। তারপর মীলাদ তথা তাওয়াল্লুদ পড়ি এবং দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করি। তারপর যথা নিয়মে দুআ-মুনাজাত করে অনুষ্ঠান শেষ করি। (কখনো মিষ্টি বিতরণও হয়)। এবার ইনসাফের সাথে একটু বলুন- অন্যান্য দ্বীনি মজলিস থেকে ভিন্ন কী এমন তারতীব এখানে অনুসরণ করা হয়, যা মীলাদ কিয়ামের এ মজলিসকে নাজায়েয করে দেয়?! সুতরাং অন্যান্য দ্বীনি মজলিসের ক্ষেত্রে যেই কথা, এখানেও সেই কথা।

www.muslimdm.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম

একটি ওযরখাহি: মীলাদ-কিয়াম নিয়ে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য খোঁজার ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি সময় দিতে পারিনি। তাই আপাতত আমাদের সামনে এ মুহূর্তে যাদের বক্তব্য বিদ্যমান, তাদের ফতোয়াগুলোই পেশ করছি।

ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন,

جرت عادة كثير من الناس إذا سمعوا بذكر وضعه ﷺ أن يقوموا تعظيما له ﷺ، وهذا القيام بدعة لا أصل لها: أي لكن هي بدعة حسنة، لأنه ليس كل بدعة مذمومة

“মানুষদের মধ্যে এই প্রচলন রয়েছে যে, যখন তারা নবীজি ﷺ এর দুনিয়াতে শুভাগমনের বিষয়টি শুনে, তখন তাঁর সম্মানে তারা দাঁড়িয়ে যায়। এই দাঁড়ানোর ব্যাপারটি পূর্বে ছিলনা, তাই এটি নব-আবিষ্কৃত বেদআত। তবে এটি বেদআতে হাসানা। কেননা, প্রত্যেক বেদআতই খারাপ বা গর্হিত নয়।”[৫৬০]

ইমাম আবুস সাউদ রাহিমাহুল্লাহ

বিখ্যাত ‘তাফসীরে আবুস সাউদ’ এর সম্মানিত গ্রন্থকার ইমাম মুফতী আবুস সাউদ রহ. বলেন,

إِنَّهُ قَدْ أُشْتُهِرَ الْيَوْمَ فِي تَعْظِيمِهِ - ﷺ - وَاعْتِيدَ فِي ذَلِكَ فَعَدَمُ فِعْلِهِ يُوجِبُ عَدَمَ الِاكْتِرَاثِ بِالنَّبِيِّ - ﷺ - وَامْتِهَانَهُ فَيَكُونُ كُفْرًا مُخَالِفًا لِوُجُودِ تَعْظِيمِهِ - ﷺ

“বর্তমানে এটি (মীলাদে কিয়াম) খুবই প্রসিদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এটি না করা মূলত নবীজি ﷺ এর ইহানতের শামিল। ফলে এটি কুফরির দিকেও চলে যেতে পারে।[৫৬১]

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রাহিমাহুল্লাহ

ইমাম ঈসমাইল হাক্কী রহ. তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘রূহুল বয়ানে’ সূরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এর বৈধতার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। যেমনটা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। মীলাদ উদযাপনের পাশাপাশি তিনি তকীউদ্দীন সুবকী রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করে কিয়ামের বৈধতার কথাও বলেছেন।

ইমাম ঈসমাইল হাক্কী রহ. বলেন,

قد اجتمع عند الإمام تقى الدين السبكى رحمه الله جمع كثير من علماء عصره فأنشد منشد قول الصرصرى رحمه الله فى مدحه عليه السلام...

"وإن تنهض الإشراف عند سماعه ... قياما صفوفا أو جثيا على الركب"

فعند ذلك قام الإمام السبكى وجميع من بالمجلس ويكفى ذلك في الاقتداء

“তকীউদ্দীন সুবকী রহ. এর নিকট সে যুগের একদল উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে একজন আবৃত্তিকার সরসরী রহ. এর নাত আবৃত্তি করল। (এক পর্যায়ে কবিতার একটি লাইন এলো, যেখানে বলা হয়েছে-) আর সম্মানিত লোকজন তো তাঁর

৫৬০. আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১২৩-১২৪

৫৬১. তাহযীবুল ফুরুক: ৪/২৭৭; আল আজবিবাতুল মাক্কিয়্যাহ। সূত্র: আল ই'লাম: ১৭৭; মাজাল্লাতুল হাকায়িক: ১৭/৬

www.muslimdm.com

নাম শুনেই কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় কিংবা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে- এই লাইনটি পড়ার সাথে সাথে সুবকী রহ. দাঁড়িয়ে যান এবং মজলিসের সকলেই দাঁড়িয়ে যায়। আর কিয়ামের ক্ষেত্রে সুবকী রহ. এর কাজটিই দলিল হিসেবে যথেষ্ট।"[৫৬২]

ফকীহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান সিরাজ রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন,

وبالجملة: فالقيام عند ذكر مولد النبي صلى اله عليه وسلم صار شعارا لأهل السنة والجماعة، وتركه من علامات الابتداع، فلا ينبغي تركه ولا المنع منه.

"মোটকথা, নবীজি ﷺ এর মীলাদ আলোচনার সময় কিয়াম করা আহলুস সুন্নাহর শিআর তথা নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। এবং এটি তরক করা বেদআতের আলামত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কিয়াম তরক করা বা নিষেধ করা উচিত নয়।"[৫৬৩]

ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ

وقد جرت العادة أيضا بالقيام عند قراءة مولده عليه الصلاة والسلام لدى ذكر الوضع الشريف وما يتبعه من حسن التوصيف. وهذا القيام لم يفعله السلف. وإنما عمل به من بعدهم من الخلف وليس هو في الحقيقة للذات المحمدية كما توهمه قوم من البرية فاعترضوا واطنبوا وإلى إنكارفعله ذهبوا، وإنما هو قيام فرح وسرورو ابتهاج وطرب وحبور ببروزه ﷺ لهذا الوجود...

"নবীজি ﷺ এর জন্মের মূহুর্ত ও সে সময়কার চমৎকার অবস্থা বর্ণনার সময় কিয়াম করার প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই কিয়াম সালাফ করেননি। বরং তাদের পরবর্তীগণ করেছেন। তবে এই কিয়াম নবীজি ﷺ এর সত্ত্বার জন্য নয়। যেমনটা অনেকে মনে করে। ফলে তারা এই কিয়ামের ওপর অনেক আপত্তি পেশ করে এবং একে ইনকার করে। অথচ কিয়াম করা হয় এই পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমনের আনন্দ ও খুশিতে, সেই সৌভাগ্যবান মূহুর্তকে সাদরে বরণ করে নিতে।"[৫৬৪]

ইমাম বারযানজী রহ.

ইমাম বারযানজী রহ. মীলাদ-কিয়ামের অন্যতম সমর্থক। মীলাদের যে বিখ্যাত তাওয়াল্লুদ, তা বারযানজী রহ. কতৃক লিখিত। তিনি বলেন,

وقد استحسن القيام عند ذكرمولده الشريف أئمة ذوورواية وروية.

"আর নবীজি ﷺ এর জন্মের আলোচনার সময় কিয়াম করাকে আহলে দিল বুযুর্গ মুহাদ্দিস ইমামগণ মুস্তাহসান বলেছেন।"[৫৬৫]

মুহাম্মদ বিন আলাভী মালেকী রহ.

তিনি বলেন,

اعلم أن القيام في المولد النبوي ليس هو بواجب ولا سنة، ولا يصح اعتقاد ذلك أبدا، وإنما هو حركة يعبربها الناس عن فرحهم وسرورهم، فإذا ذكرأنه ﷺ ولد وخرج إلى الدنيا، يتصور السامع في تلك اللحظة أن الكون يهتز فرحا وسرورا بهذه النعمة، فيقوم مظهرا لذلك الفرح والسرور، معبرا عنه، فهي مسألة عادية محضة لا دينية، إنها ليست عبادة ولا شريعة وولا سنة.

"মিলাদে কিয়াম করা ওয়াজিব বা সুন্নত, এমন বিশ্বাস কখনোই সহিহ নয়। বরং এই কিয়াম মানুষের আনন্দ ও খুশির বহিঃপ্রকাশ। তাই যখন এই আলোচনা আসে যে, নবীজি ﷺ এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন তখন শ্রোতা তার কল্পনায় ঐ অবস্থার কথা ভাবতে থাকে, যেখানে সমগ্র পৃথিবী এই মহান নেয়ামত পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ফলে এই

৫৬২. রুহুল বায়ান: ৯/৫৬
৫৬৩. আল আজবিবাতুল মাক্কিয়্যাহ। সূত্র: আল ই'লাম: ১৭৬-১৭৭
৫৬৪. আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দ: ২০
৫৬৫. মাউলিদুল বারযানজী: ১০৬

অবস্থার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি নিজেও তাঁর শুভাগনের খুশিতে দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং এটি একান্তই একটি তবিয়ী বা প্রাকৃতিক বিষয়। দ্বীনি কোনো ইবাদত বা সুন্নত নয়।"[৫৬৬]

ইমাম আহমাদ বিন যাইনী দাহলান রহ.

তিনি বলেন,

جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكروضعه - ﷺ - يقومون تعظيما له - ﷺ - وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي ﷺ ، وقد فعل ذلك كثيرمن علماء الأمة الذين يقتدى بهم

"নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনার সময় তাঁর সম্মানে কিয়াম করার প্রচলন রয়েছে। এই কিয়াম মুস্তাহসান। যেহেতু এতে নবীজি ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আর উম্মাহর অনেক অনুসরণীয় আলেমও এটি করেছেন।[৫৬৭]

শাইখুল আযহার ইমাম সালিমুল বিশরী মালেকী রহ.

তার সম্পর্কে খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. বলেন,

إمام الفضلاء الكاملين ومقدام الفقهاء العارفين، سند العلماء المتقين، وسيد الحكماء المتقنين، حجة الله على العالمين، ظل الله على المؤمينين نورالإسلام والمسلمين، مخزن حكم رب العالمين، شيخ العلماء بالجامع الأزهر الشريف.

"কামেল সম্মানিতদের ইমাম, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ফুকাহায়ে কেরামের অগ্রপথিক। তাকওয়াবান উলামায়ে কেরামের মাথার তাজ। প্রজ্ঞাবান জ্ঞানীদের নেতা। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রমাণ। মুমিনদের ওপর আল্লাহর ছায়া। ইসলাম ও মুসলমানের নূর। আল্লাহ তাআলার হিকমতের ভাণ্ডার। জামেআ আযহারের উলামায়ে কেরামের সম্মানিত মুরব্বী।"[৫৬৮]

'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' রিসালার তাকরীযে ইমাম সালীমুল বিশরী রহ. লিখেন,

فقد اطلعت على هذه الرسالة الجليلة، فوجدتها مشتملة على العقائد الصحيحة، وهي عقائد أهل السنة والجماعة، غير أن إنكار الوقوف عند ذكر ولادته ﷺ والتشنيع على فاعل ذلك بتشبيه بالمجوس، أو بالرو افض، ليس على ما ينبغي. لأن كثيرا من الأئمة استحسن الوقوف المذكور بقصد الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمرلا محذورفيه.

"আমি এই রিসালাটি (আল মুহান্নাদ) দেখেছি। একে সহীহ আকীদা সম্পন্ন পেয়েছি, যা আহলুস সুন্নাহর আকীদা। তবে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনার সময় কিয়াম করাকে মুনকার বলা, কিয়ামকারীকে অগ্নিপূজক বা রাফেযীদের সাথে তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেয়া, এগুলো সঠিক নয়। কেননা অনেক ইমামই এই তাযীমি কিয়ামকে মুস্তাহসান বলেছেন। আর এতে নিষিদ্ধ কিছুই নেই।"[৫৬৯]

ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ বিন খলীল হিজরসী মিসরী শাফেয়ী রহ.

তিনি বলেন,

والله، إني لأرى من ترك القيام استنكافًا واستكبارًا فهو لا شك معلن بالكفر

"আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি অহংকার ও অবজ্ঞাবসত কেউ যদি কিয়াম ত্যাগ করে, তাহলে সে কুফরিতে লিপ্ত হলো।"[৫৭০]

ইমাম আহমাদ উলাইশ মালেকী রহ.

---

৫৬৬. আল ই'লাম: ২৫

৫৬৭. আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: ১/৫৪; ইআ'নাতুত তালিবীন: ৩/৪১৪

৫৬৮. আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ: ১৫৭

৫৬৯. আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ: ১৫৭-১৫৮

৫৭০. আল মানযারুল বাহি: ১৮

www.muslimdm.com

তিনি বলেন,

ইমাম আহমাদ উলাইশ রহ. ইমাম বারযানজী রহ. এর 'ইকদুল জাওহার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। যা 'আল কাউলুল মুনজী' নামে পরিচিত। উক্ত কিতাবে তিনি ইমাম বারযানজী রহ. এর কিয়ামের আলোচনাকে সমর্থন করেছেন। এবং এর সমর্থনে শাইখ মাদাবিগী রহ. এর ফতোয়া নকল করেছেন। তিনি বলেন,

قوله: (استحسن) أي عده حسنا، وحكم باستحبابه وندبه شرعا. في مولد المدابغي: ((تنبيه)): جرت العادة بقيام الناس إذا انتهى المداح إلى ذكر مولده صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة مستحبة لما فيها من إظهار الفرح، والسرور والتعظيم.

"বারযানজী রহ. এর বক্তব্য: '-কিয়াম করাকে ইমামগণ- মুস্তাহসান মনে করেছেন।' অর্থাৎ, একে ভালো মনে করেছেন। শরয়ীভাবে একে মুস্তাহাব ও মানদূব মনে করেছেন। 'মাওলিদুল মাদাবিগী' তে আছে, "বি.দ্র.- তাওয়াল্লুদ পাঠকারী যখন নবীজি ﷺ এর জন্মের মূহুর্ত আলোচনায় পৌঁছায়, তখন সবাই দাঁড়িয়ে যায়। এটি মুস্তাহাব বেদআত। কেননা এটি মূলত তাযীম, খুশি ও অনন্দ প্রকাশের জন্যই হয়ে থাকে।"[৫৭১]

আল্লামা শাইখ মাহমুদ আল আত্তার দিমাশকী রহ.

তিনি বলেন,

لا يكون هذا القيام بدعة، بل منصوصًا عليه بدلالة النص، فمن يدعي إنكاره وتحريمه فهو مبتدع ضال فتلخص أنه يندب القيام ويتأكد ويستحب عند ذكر ولادته الشريفة تعظيماً له ﷺ وإكراماً وفرحاً بإيجاده الذي هو أجل نعمة على العالم وقد استحسن ذلك المسلمون ورأوه حسناً وقد ورد مرفوعاً إليه صلى الله عليه

মাহমুদ আল আত্তার রহ. মীলাদে কিয়াম বিষয়ক চমৎকার ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পর্যালোচনা শেষে তিনি বলেন, "সুতরাং এই কিয়াম বেদআত নয়। বরং দালালাতুন নস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যে এটাকে মুনকার বা হারাম বলবে, সে মূলত বেদআতী ও প্রথভ্রষ্ট।

"সুতরাং বোঝা গেলো, নবীজি ﷺ এর জন্মমুহূর্ত আলোচনার সময় তাঁর সম্মানে এবং তাঁর আগমনের খুশিতে কিয়াম করা মুস্তাহাব ও গুরুত্বপূর্ণ। সকল মুসলিমের কাছে হাসান হিসেবে বিবেচিত।"[৫৭২]

ইমামুশ শরীয়াহ ওয়াত তরীকাহ আবু বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাভী রহ.

তিনি তার অসিয়তনামায় বলেন,

"মিলাদ শরিফে কেয়াম করা মোস্তাহছান। যদি কেহ মৌলুদ শরিফ পাঠ কালে কেয়াম করে, তবে কেহ তাহাকে জবরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তওল্লদ শরিফ পড়ে, তবে তাহাকেও জবরদস্তি করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহছান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেননা। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেয়ামের সময় কেহ বা বসিয়া থাকে, কেহ বা দাঁড়ায়, ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন, কিন্তু কেয়াম মোস্তাহছান, ছুন্নতে উম্মত।"[৫৭৩]

ইমামুশ শরীয়াহ ওয়াত তরীকাহ আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী রহ.

তিনি প্রচলিত মীলাদ-কিয়ামকে বৈধ ও মুস্তাহাব প্রমাণ করে 'আল মুলাখখাস' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন,

استحباب عمل المولد بتخصيص اسمه ثابت من المواهب اللدنية ومدارج النبوة ومن تفسير روح البيان... ومن توارث أهالي بلاد الإسلام، لا سيما من توارث أهل الحرمين الشريفين. وأما استحباب هذا القيام فثابت بالتصريح والتخصيص من عمل السواد الأعظم من أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن ا لكبيرة.

৫৭১. আল কাউলুল মুনজী: ৬৫

৫৭২. মাজাল্লাতুল হাকায়িক: ১৭/১-৬

৫৭৩. ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহ.- এর বিস্তারিত জীবনি: ১০৯

www.muslimdm.com

"আক্ষরিক অর্থেই মীলাদ উদযাপন মুস্তাহাব। যেমনটা মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, মাদারিজুন নুবুয়্যাহ, রূহুল বয়ান ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয়। এছাড়াও ইসলামী বিশ্বের বাসিন্দা ও হারামাইন শারীফাইনের মুতাওয়ারাস আমল দ্বারা প্রমাণিত। আর কিয়াম করা মুস্তাহাব। যা ইসলামী বিশ্বের ছোট-বড় সকল শহরে পালিত হয়ে আসছে।"[৫৭৪]

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. প্রতি বছর মীলাদ উদযাপন করতেন। প্রচলিত মীলাদ-কিয়ামের মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি বলেন,

فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں- بلکہ برکات کا ذریعۃ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں

"আমার নীতি হলো, আমি মীলাদ মাহফিলে শরীক হই। একে বরকতের উসিলা মনে করি। প্রতি বছর এর আয়োজন করে থাকি। এবং কিয়াম করে আনন্দ ও তৃপ্তি পাই।"

তিনি আরো বলেন,

اگر کوئی شخص میلاد میں اس قسم کی خصوص کی ہوئی باتیں (تاریخ قیام وغیرہ) اختیاری سمجھتا ہے اور بذات خود عبادت نہیں سمجھتا بلکہ صرف مصلحت سے ان پر عمل کرتا ہے البتہ اپنے اس مقصد کو جس کے لئے یہ سا کچھ کرتا ہے- (یعني حضور سروار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے احترام کو) ضرور عبادت جانتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے

"কেউ যদি মীলাদ মাহফিলের নির্ধারিত তারিখ, কিয়াম ইত্যাদিকে ঐচ্ছিক মনে করে এবং সরাসরি এগুলোকে ইবাদত মনে না করে, বরং বিভিন্ন মাসলাহাতকে সামনে রেখে (দিন- তারিখ) নির্ধারণ করে এবং হুযুর ﷺ এর তাযীমকে ইবাদত মনে করে, তাহলে তা বিদআত হবে না।"[৫৭৫]

প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম মজলিসের বৈধতার উপর আব্দুল হক ইলাহাবাদী রহ. এর লিখিত 'আদ দুররুল মুনাযযাম' কিতাবের ওপর নিজের সন্তুষ্টি ও একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন,

مولف علامہ جامع الشریعۃ والطریقت نے جو کچھ رسالہ الد المنظم فی بیان حکم مولد النبي الاعظم میں تحریر کیا وہ صواب ہے - فقر کا یہی یہی اعتقادی ہے اور اکثر مشائخ عظام کو اسی طریقہ پر پایا. خداوند تعالے مولف کو علم و عمل میں برکت زیادہ عطا فرماوے - العبد الضعیف . فقری امداد اللہ الچشتی -

"শরীয়ত ও তরীকতের বিজ্ঞ আলেম লেখক তার 'আদ দুররুল মুনাযযাম' এই রিসালাটির মধ্যে যা কিছু লিখেছেন, তা সঠিক। আমি ফকীরের বিশ্বাস এটিই। আর অধিকাংশ মাশায়েখে ইযামকে আমি এই তরীকার ওপরই পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা লেখকের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।"[৫৭৬]

এছাড়াও প্রচলিত মওলুদখানী বা মীলাদ মজলিসের পক্ষে লেখা মাওলানা আব্দুস সামী' রামপুরী রহ. এর 'আনওয়ারে সাতেআ' কিতাবের ওপর তিনি তাকরীয ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[৫৭৭]

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, আমরা প্রচলিত মীলাদ-কিয়ামের যে পরিচয় অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি, তিনি সেই মীলাদ-কিয়ামের পক্ষেই ছিলেন। এবং এটি তার ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি বিভিন্ন মজলিসে শরীক হতেন। এবং জনসাধারণ যেন সঠিক পন্থায় মীলাদ-কিয়াম করতে পারে, সেজন্য আব্দুল হক ইলাহাবাদি রহ. ও আব্দুস সামী রামপুরী রহ. লিখিত কিতাবাদিতে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

---

৫৭৪. আল মুলাখখাস: ৮৯-১৩৮

৫৭৫. ফয়সালায়ে হাফতে মাসআলা।

৫৭৬. আদ দুররুল মুনাযযাম কিতাবের তাকরীয অংশ।

৫৭৭. আনওয়ারে সাতেআ': ৫৬৫-৫৬৯

যারা হাজী সাহেব রহ. এর মীলাদ-কিয়ামকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে চান, তাদের কাছে আমাদের বিণীত জিজ্ঞাসা- আপনারা কি মৌলিকভাবে মুনকারাত মুক্ত মীলাদ-কিয়ামের মজলিস, যা খাইরুল কুরূনে ছিলনা, সেটিকে বেদআত মনে করেন? যদি উত্তর না হয়, তাহলে আপনাদের উচিত হবে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা এবং খাইরুল কুরূনে ছিল না, তাই এটি বেদআত, এমন কোনো কথা না বলা। আর যদি মনে করেন, মৌলিকভাবে মীলাদ-কিয়ামের মূল কনসেপ্টই বেদআত। কারণ তা খাইরুল কুরুনে ছিল না, তাহলে দয়া করে হাজী সাহেব রহ. এর কর্মের অযথা কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে বলে দিবেন, তিনি এ মাসআলায় বেদআতের সমর্থক ছিলেন।

মুসনিদুল হিন্দ শাইখ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রাহিমাহুল্লাহ

ভারতীয় উপমহাদেশের হাদীসের সনদ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. হয়ে ওপরের দিকে উঠেছে। রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. ও কাসেম নানুতুবী রহ. তার কাছে আবু দাউদ ছাড়া বাকী পাঁচ কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। তার বিশিষ্ট মুরিদ শাইখ আব্দুল হক ইলাহাবাদী রহ. তার মীলাদ-কিয়াম সংক্রান্ত বইয়ের পটভূমিতে বলেন,

"১২৮৭ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের বার তারিখে মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত মীলাদ-মাহফিলে আমার শাইখ ও মুরশিদ উস্তাদুল মুফাসসিরীন, যুবদাতুল মুহাদ্দিসীন মাও. শাহ আব্দুল গণী নকশবন্দী মুজাদ্দেদী রহ. অংশ গ্রহণ করেন। (আমিও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলাম)। এ মাহফিল মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় মিম্বরের কাছেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইমামগণ পরপর এসে রওজা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে মীলাদ পাঠ করছিলেন।

আমার শাইখ এবং আমি শুনছিলাম। আর মীলাদ শরীফ পাঠের মধ্যে তাঁরা কিয়াম করছিলেন। এবং আমার শাইখও তাঁদের সাথে কিয়াম করছিলেন। এ মীলাদ-মাহফিলের আধ্যাত্মিতিক অবস্থা কী ছিল, এবং তার বরকত কেমনভাবে হচ্ছিল, তা ভাষায় বর্ণনাতীত।"... আমার উস্তাদ ও শাইখ মাও. শাহ আব্দুল গণী রহ. ঐ দিন মাহফিলের হালকা শেষে নিজ হাতে আমার মাথায় তাঁর নিজ টুপি পরিয়ে দেন। তিনি ঐ সময় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে তা মুসলিম সমাজে প্রচার করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। আমার শাইখের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের কল্যাণার্থে তাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি।[৫৭৮]

এখানে সুস্পষ্টভাবে মীলাদ মাহফিলে কিয়ামের কথা আছে। নবীজির ﷺ রওজার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়ার কথা বলা হয়নি। আর প্রচলিত মীলাদ-কিয়ামের পক্ষে লেখা এই বইটিও মূলত আব্দুল গণি মুজাদ্দেদী রহ. এর নির্দেশে লেখা হয়েছে। যেমনটা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে ইলাহাবাদী রাহিমাহুল্লাহ

শাইখ আব্দুল হক ইলাহাবাদী রহ. মীলাদ উদযাপন ও মীলাদ-কিয়ামের বৈধতা প্রমাণে এবং নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনায় 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফি বায়ানি হুকমি মাওলিদিন নাবিয়্যিল আ'যাম' নামে একটি চমৎকার কিতাব লিখেন। উক্ত কিতাবে মীলাদ উদযাপনের পক্ষে ইবনু হাজার আসকালানী রহ. ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. সহ অন্যান্য ইমামের বক্তব্য নকল করেন। এছাড়া প্রচলিত মীলাদ-কিয়ামের মজলিসকেও বেদআতে হাসানা আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন,

"কেউ কেউ মীলাদে কিয়াম করাকে বেদআতে সাইয়্যেআহ, হারাম এবং শিরক বলে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। বরং নবীজি ﷺ এর জন্মের মূহুর্ত আলোচনার সময় কিয়াম করাকে মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণ মুস্তাহাব এবং বেদআতে হাসানাহ বলেছেন।"[৫৭৯]

উক্ত কিতাবে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., আবুল হাসানাত লাখনভী রহ. ও রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ. সহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের স্বাক্ষর রয়েছে।

শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ.

---

৫৭৮. *আদ দুররুল মুনাযযাম এর ভূমিকা।*

৫৭৯. *আদ দুররুল মুনাযযাম: ৭*

ঐতিহাসিক অমর গ্রন্থ 'ইজহারে হক' এর সম্মানিত গ্রন্থকার, ভারতীয় উপমহাদেরশের কিংবদন্তি আলেম মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ. মীলাদ-কিয়ামের পক্ষে লেখা আনওয়ারে সাতেআ' কিতাবটির প্রশংসা করেন, এবং একাত্মতা পোষণ করে তিনি বলেন,

"আমি এই কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি। চমৎকার উসলূবে লেখা এই বইটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। যদি বইটির গুণাবলি বলতে শুরু করি, মানুষ মনে করবে আমি বাড়িয়ে বলছি। তাই আপাতত দুআ করেই শেষ করলাম। আশা করি, এই রিসালাটির মাধ্যমে মুনকিরীনদের তাআসসুব ভেঙে যাবে।

মীলাদ শরীফের ব্যাপারে আমার উস্তাদগণ ও আমার আকীদা প্রথম থেকেই এমন ছিল। অর্থাৎ, গান-বাজনা ও প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোকসজ্জাসহ অন্যান্য মুনকারাত থেকে মুক্ত থাকার শর্তে মীলাদ মজলিসের আয়োজন করা, যেখানে সহীহ রেওয়াতে তাঁর মু'জেযা ও জন্মের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হবে, মজলিস শেষে কোনো খাবার বা শিরণী বিতরণ করা হবে, তো এমন মজলিসে কোনো সমস্যা নেই।"[৫৮০]

সায়্যিদ মুফতী আমীমুল ইহসান রহ. মুজাদ্দেদী রহ.

আমীমুল ইহসান রহ. মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে বৈধ মনে করতেন। এসব অনুষ্ঠানে শরীক হতেন। মানুষদেরকেও শরীক হতে আহ্বান করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রচলিত মীলাদের মজলিসেও শরীক হতেন, এবং কিয়াম করতেন। মীলাদ মজলিসে পড়ার জন্য তিনি "সিরাজুল মুনির: মীলাদ নামাহ" নামে কিতাবও রচনা করেছেন। কিতাবটিতে সংক্ষেপে নবীজি ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত ও মিরাজের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। মীলাদ মজলিসে পড়ার জন্য অনেকগুলো আরবি ও উর্দূ কাসীদা রচনা করেছেন।

কিতাবটিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও মীলাদ মজলিসের পক্ষে ইমাম আবু শামাহ রহ. ও শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য পেশ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. মক্কায় মীলাদ উদযাপনে শরীক থাকার ঘটনাও বর্ণনা করেন।[৫৮১]

হিন্দুস্তানের অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফতোয়া

মীলাদ-কিয়ামের পক্ষে লেখা হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ হলো- **এক.** মাওলানা আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. এর খাস মুরীদ ও হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল হক ইলাহাবাদী রহ. কৃত 'আদ দুররুল মুনাযযাম'। **দুই.** হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর অন্যতম খলীফা মাওলানা আব্দুস সামী' রামপুরী রহ. কৃত কিতাব "আনওয়ারে সাতেআ"। হিন্দুস্তানের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম এই দুই কিতাবের ওপর তাকরীয ও সন্তুষ্টি পেশ করেছেন। নিম্নে আমরা তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

১. শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী রহ.
২. শাহ রফীউদ্দীন মুজাদ্দেদী রহ.
৩. মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী রহ.
৪. মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী রহ.
৫. মাওলানা গোলাম দস্তগীর কসুরী রহ.
৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইরশাদ হুসাইন রামপুরী রহ.
৭. মাওলানা মুহাম্মদ ই'যাজ হুসাইন রামপুরীর রহ.
৮. মাওলানা আব্দুল কাদের বাদায়ূনী রহ.
৯. মাওলানা উবাইদুল্লাহ হানাফী বাদায়ূনী রহ.
১০. মাওলানা সায়্যিদ ইমাদুদ্দীন রিফায়ী রহ.
১১. মাওলানা ওয়াকিল আহমাদ সেকান্দারপুরী রহ.
১২. মাওলানা নযীর আহমাদ খান রামপুরী রহ.
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক চিরয়াকুটী রহ.

৫৮০. *আনওয়ারে সাতেআ': ৫৬৩-৫৬৪*
৫৮১. সিরাজুম মনীর: ২৯-৩০; রিজালুন সানাউত তারীখ: ২৩১

১৪. বাহরুল উলূম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মাজীদ লাখনভী রহ.
১৫. মাওলানা সাঈদ সাহারানপুরী রহ. (লাখনভী রহ. এর খাস শাগরিদ)
১৬. মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আব্দুল গফুর ফতেহপুরী রহ.
১৭. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আদেল কানপুরী রহ.
১৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহলভী রহ.

দেখুন: *আদ দুররুল মুনাযযাম। আনওয়ারে সাতেআ': ৫১৫-৫৬২*

www.muslimdm.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বেদআতী মীলাদের স্বরূপ

বাজারে যে পণ্যটি বেশি চলে, সেটির নকলও বেশি ছড়াছড়ি হয়। মীলাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভণ্ডদের সয়লাবের কারণে মীলাদ কিয়ামে অনেক মুনকার বিষয় অনুপ্রবেশ করেছে। শরীয়তবিরোধী কাজ যেখানেই হোক না কেন, তা নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য। তাই আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলছি, নিম্নের কারণগুলোর কোনো একটি পাওয়া গেলে মীলাদ কিয়ামের সে মজলিসটি অবশ্যই বেদআতে পরিণত হবে:

১. বিশেষ পদ্ধতির জন্য নির্দিষ্ট সাওয়াবের আশা করা।
২. বিশেষ সাওয়াবের আশায় দিন তারিখ নির্ধারণ করা।
৩. এ ধরনের জায়েয কাজ না করার কারণে অন্যকে নিন্দা করা। কাফের বলা।
৪. হাযির-নাযিরের আকিদা, গান-বাজনা ও বেপর্দাসহ যে কোনো গর্হিত বিষয় থাকা।
৫. মীলাদ উদযাপন করতে গিয়ে শরীয়তের কোনো ফরয কিংবা ওয়াজিব বিধান ছুটে যাওয়া।

অতএব আমরা যারাই মীলাদের পক্ষে বলি, আমাদের উচিত, বেদআতী মীলাদের স্বরূপ বর্ণনা করা। আমাদের মাহফিলগুলোকে সকল গর্হিত কাজ থেকে সর্বদা মুক্ত রাখা। আল্লাহ তাআলা সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.muslimdm.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

প্রথম পরিচ্ছেদ
মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উলামায়ে হকের একটি দল মীলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করার কারণ ও আমাদের করণীয়

www.muslimdm.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

১. ফকীহ আবু হাফস তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. (৭৩৪ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

তাজুদ্দীন আবু হাফস উমর বিন আবিল ইয়ামান আলী বিন সালেম আল লাখমী আল ফাকেহানী। মালেকী মাযহাবের সম্মানিত ফকীহ, নাহুবিদ ও সূফী। ইমাম ইবনুল মুনাইয়্যির রহ. ও ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. সহ অনেক আলেম ও মাশায়েখ থেকে ইলম অর্জন করেন। 'শরহুল উমদা', 'আল ইশারা' ও 'আল মাওরিদ' সহ বেশকয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

যুগবরেণ্য মনীষীদের ভাষায় তিনি-

الفقيه الفاضل العالم المتفنن في الحديث والفقه والأصول والعربية مع الدين المتين والصلاح العظيم وَمهرفِي الْعَرَبِيَّة والفنون

"সম্মানিত ফকীহ ও আলেম। হাদীস, ফিকহ, উসূল ও আরবীভাষায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। অত্যন্ত বুযুর্গ ও আমলী ব্যক্তি ছিলেন। আরবী ভাষা ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন।"[৫৮২]

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে তার ফতোয়া

মীলাদ উদযাপনকে বেদআত আখ্যা দিয়ে তিনি 'আল মাওরিদ ফী আমালিল মাওলিদ' নামে একটি রিসালা প্রণয়ন করেছেন। তিনি বলেন,

لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين. بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون...

أحدهما :أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئا من الآثام؛ فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة، الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام، سرج الأزمنة وزين الأمكنة...

"মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহে কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নেই। উম্মাহর অনুসরণীয় আলেমদের কারো থেকে এটা প্রমাণিত নয়। বরং এটি বেদআত, যা বাতিলপন্থী ও কুপ্রবৃত্তি-পূজারীরা সৃষ্টি করেছে। আর রসনা-বিলাসী পেটুক একদল লোক এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

(মীলাদ উদযাপনটি দু'ভাবে হতে পারে) এক. কেউ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে তার পরিবার সঙ্গী-সাথীদেরকে দাওয়াত করল। এবং কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে, শুধুমাত্র খাবারে শরীক হলো। এই ধরনের উদযাপনেকেই আমরা নিন্দনীয় ও বেদআত বলেছি। যেহেতু ইসলামের নেতৃস্থানীয় ফুকাহা ও উলামার কেউই এটি করেননি।"[৫৮৩]

তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা

মীলাদ উদযাপনের বিপক্ষে ফাকেহানী রহ. যে কথাগুলো বলেছেন, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. 'হুসনুল মাকসিদ' কিতাবে সেসব অক্ষরে অক্ষরে খণ্ডন করেছেন। ইমাম যুরকানী রহ. ও ইমাম সালিহী শামী রহ. সহ অনেক ইমাম তার এই খণ্ডনকে সমর্থন করেছেন।[৫৮৪]

---

৫৮২. *আদ দুরারুল কামিনা: ৪/২০৯; শাযারাতুয যাহাব: ৮/১৬৯; শাযারাতুন নূর আয যাকিয়্যাহ: ১/২৯৩*

৫৮৩. *আল মাওরিদ ফী আমালিল মাওলিদ*

৫৮৪. *হুসনুল মাকসিদ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৪৪৮; শরহুল মাওয়াহিব: ১/২৬২*

তাছাড়া আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ফাকেহানী রহ. এর দাবীগুলো বাস্তব নয়। যেমন, ফাকেহানী রহ. বলেছেন,

'মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহে কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নেই।' অথচ 'মীলাদ উদযাপনের দলিল' অংশে আমরা দেখেছি, ইবনু হাজার আসকালানী রহ., ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. সহ অনেকেই এ ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। তাই জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. উক্ত বাক্যের খণ্ডনে বলেন, 'দলিল না জানা মানে দলিল না থাকা নয়। ইমামুল হুফফাজ ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এর পক্ষে হাদীস থেকে দলিল পেশ করেছেন। আর আমিও একটি হাদীস থেকে দলিল পেশ করেছি।

তিনি বলেছেন, 'এটি বেদআত, যা বাতিলপন্থী ও কুপ্রবৃত্তি-পূজারিরা সৃষ্টি করেছে।' অথচ আমরা দেখেছি বিলাদুল মাশরিকে আহলুস সুন্নাহর মধ্যে এটি প্রবর্তন করেছেন শাইখ উমর মাল্লা রহ.। তারপর করেছেন বাদশা মুজাফফর। আর দুজনেরই প্রকৃত অবস্থা ইতঃপূর্বে জেনেছি। আমরা দেখেছি তাদের প্রত্যেকেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। তাদের আয়োজনে দূর-দূরান্ত থেকে উলামায়ে কেরাম আগমন করতেন। আর বিলাদুল মাগরিবে যিনি এটির সূচনা করেছেন, তিনি সর্বজন স্বিকৃত মহান ইমাম। যার ইলম, ফিকহ ও উন্নত চরিত্রের কথা অবিসংবাদিত।

দেখা যাচ্ছে, তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর দাবীগুলো বাস্তব নয়। আমরা তার বক্তব্য পর্যালোচনা আর দীর্ঘ করছি না। কেউ চাইলে জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর রিসালাটি পড়তে পারেন। তাছাড়া আমাদের এই কিতাবটি পড়লেও ফাকেহানী রহ. এর দাবীসমূহের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

www.muslimdm.com

২. ইমাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম শাতেবী রহ. (৭৯০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মূসা বিন মুহাম্মদ লাখমী আশ শাতেবী মালেকী রহ.। বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ ও উসূলবিদ। সুপ্রসিদ্ধ 'আল মুওয়াফাকাত' ও 'আল ই'তিসাম' গ্রন্থের লেখক।

শাইখ আহমাদ বাবা রহ. এর ভাষায়-

الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد، كان أصوليًا مفسرًا فقيهًا، محدثًا لغويًا بيانيًا نظارًا، ثبتًا ورعًا صالحًا زاهدًا سنيًا، إمامًا مطلقًا، بحاثًا مدققًا جدليًا، بارعًا في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقات.

"ইমাম, আল্লামা, মুহাক্কিক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। হাফিজ ও মুজতাহিদ। তিনি ছিলেন উসূলবিদ, মুফাসসির, ফকীহ, মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ ও দার্শনিক। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও তাকওয়াবান বুযুর্গ। অবিসংবাদিত ইমাম। সূক্ষ্মদর্শী গবেষক। বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বহু শাস্ত্রবিদ মহান ইমাম ও নির্ভরযোগ্য মুহাক্কিকদের একজন।"[৫৮৫]

তার লিখিত 'আল মুওয়াফকাত' মাকাসিদুশ শারিয়াহর ওপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ। তবে এতে মাকাসিদুশ শারীয়ার উসূলী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা না করে, বরং মাহাসিনুশ শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে মুহাক্কিক শাইখ শরীফ হাতিম আউনী মা. জি. আ. বলেন, "মূলত ইমাম শাতেবী রহ. মনে করতেন, 'ইজতিহাদে মুতলাকের দরজা বর্তমানে কারো জন্য খোলা নেই'।" তাই কিতাবটিতে ঐ আঙ্গিকে আলোচনা করেননি, যার ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করা যেতে পারে।

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে ইমাম শাতেবী রহ. এর বক্তব্য

ইমাম শাতেবী রহ. তার 'আল ই'তিসাম' কিতাবে বেদআত সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে বেদআত নির্ধারণী বিভিন্ন শর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

وَمِنْهَا :الْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

"বেদআতের একটি জায়গা হলো- (কোনো আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সিস্টেম নির্ধারণ করে নেয়া। যেমন একসাথে বসে এক আওয়াজে যিকির করতে থাকা। নবীজি ﷺ এর জন্মদিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি।"[৫৮৬]

ইমাম শাতেবী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা

প্রথমত: ইমাম শাতেবী রহ. এখানে বেদআত নির্ধারণে যে শর্তটি উল্লেখ করলেন, তা যদি মুতলাকভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে অনেক স্বীকৃত কাজও বেদআত হয়ে যাবে। যেমন তিনি নিজেই এখানে একসাথে সমবেত হয়ে এক আওয়াজে যিকির করাকে বেদআত বলেছেন।

দুঃখের বিষয় হলো, মীলাদ উদযাপনের বিরোধীতাকারী ভাইগণ ইমাম শাতেবীর এই শর্তটি খুব সাদরে গ্রহণ করে থাকেন। অথচ একই উসূলের ভিত্তিতে তিনি যে, একসাথে সমবেত হয়ে এক আওয়াজে যিকির করাকে বেদআত বলেছেন, সেটি উল্লেখ করেন না। মনে হয় যেন, শাতেবীর এই উসূল কেবল মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য!!

দ্বিতীয়ত: প্রথম অধ্যায়ে বেদআতের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, শাতেবী রহ. এর বেদআত বিষয়ক আলোচনাটি সুস্পষ্ট নয়। বরং বেশকিছু স্ববিরোধিতা ও জুমহুরের অবস্থানের খেলাফ আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি বেছে নেয়াকে বেদআত হিসেবে চিহ্নিত করা। বিস্তারিত জানার জন্য বেদআত বিষয়ক আলোচনাটি দেখুন।

৩. ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. (৭৩৭ হি.)

---

৫৮৫. নাইলুল ইবতিহাজ: ৪৮; ফিহরিসুল ফাহারিস: ১/১৩৪
৫৮৬. আল ই'তিসাম: ১/৫৩

www.muslimdm.com

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনু হাজ্জ আল আবদারী। মালেকী মাযহাবের সম্মানিত ফকীহ। সুপ্রসিদ্ধ 'আল মাদখাল' কিতাবের রচয়িতা। তৎকালীন প্রচলিত বেদআত সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে কিতাবটি অনেক নির্ভরযোগ্য।

শাইখ মুহাম্মদ বিন মাখলূফ রহ.সহ বরেণ্য মনীষীদের ভাষায় তিনি ছিলেন-

العالم، المشهور بالزهد والورع والصلاح. الجامع بين العلم والعمل. الفاضل الشيخ الكامل.

"আলেম, বুযুর্গ ও দুনিয়াবিরাগী হিসেবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়কারী। একজন সম্মানিত শাইখে কামিল।"[৫৮৭]

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর ফতোয়া

وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوهُ مِنْ الْبِدَعِ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ مَا يَفْعَلُونَهُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ مَوْلِدٍ وَقَدْ احْتَوَى عَلَى بِدَعٍ وَمُحَرَّمَاتٍ جُمْلَةٍ. فَمِنْ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُهُمْ الْمَغَانِي وَ...

فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْخَيْرِ شُكْرًا لِلْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَزِدْ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ شَيْئًا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِرَحْمَتِهِ ﷺ بِأُمَّتِهِ وَرِفْقِهِ بِهِمْ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ . لَكِنْ أَشَارَ ﷺ إلَى فَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ بِقَوْلِهِ ﷺ لِلسَّائِلِ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ﷺ ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيه. فَتَشْرِيفُ هَذَا الْيَوْمِ مُتَضَمِّنٌ لِتَشْرِيفِ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ.

وَقَدْ ارْتَكَبَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ ضِدَّ هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ هَذَا الشَّهْرُ الشَّرِيفُ تَسَارَعُوا فِيهِ إلَى اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَةِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ.

فإِنْ خَلَا مِنْهُ وَعَمِلَ طَعَامًا فَقَطْ وَنَوَى بِهِ الْمَوْلِدَ وَدَعَا إلَيْهِ الْإِخْوَانَ وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِنَفْسِ نِيَّتِهِ فَقَطْ إذْ أَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الْمَاضِينَ

"নব আবিষ্কৃত বেদআতসমূহের একটি হলো রবিউল আউয়াল মাসে উদযাপিত মীলাদ, যেখানে বিভিন্ন বেদআতি ও হারাম কর্মকাণ্ডের অবতারণা ঘটে থাকে। যেমন, গান ও বাদ্যযন্ত্র ব্যাবহার করা... (ইত্যাদি)।

অথচ এসব না করে আমাদের উচিত ছিল, নবীজি ﷺ এর জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ এ মাসে ইবাদত ও কল্যাণকর কাজ বাড়িয়ে দেয়া। যদিও নবীজি ﷺ নিজে অন্যান্য মাস থেকে এ মাসে কোনো আমল বৃদ্ধি করেননি। মূলত নবীজি ﷺ আমাদের জন্য সহজকরণার্থেই এমন কিছু করেননি। (অর্থাৎ, তিনি যদি করতেন, তাহলে তো আমাদের জন্য তা সুন্নত বা আবশ্যক হয়ে যেত।) তাই তো তিনি উম্মতের ওপর আবশ্যক হয়ে যাওয়ার ভয়ে, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে অনেক কাজ ছেড়ে দিতেন। তবে এক হাদীসের মাধ্যমে তিনি এই মাসের অনন্য ফযীলতের দিকে ইশারা করেছেন। হাদীসটি হলো- সোমবার রোযা রাখার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে"। সুতরাং জন্মের কারণে যেমন সেই দিনটি সম্মানিত হলো, তেমনি সেই মাসটিও সম্মানিত হবে।

কেউ কেউ এ মাসটিতে ইবাদত ও কল্যাণকর কাজের বিপরীতে বিভিন্ন অনর্থক খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। গান-বাজনাসহ বিভিন্ন পাপাচারে ডুবে যায় যেমনটি পূর্বে উল্লেক করা হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ যদি এসকল পাপাচার থেকে বিরত থেকে, মীলাদ উদযাপনের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে, তাহলেও তা বেদআত হবে। কেননা এটি দীনের মধ্যে অতিরিক্ত জিনিস যোগ করা হয়, যা সালাফের কেউ করেননি।"[৫৮৮]

ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা

---

৫৮৭. *আদ দুরারুল কামিনা: ৫/৫০৭; শাজারাতুন নূর: ১/৩১৩*

৫৮৮. আল মাদখাল: ২/৩-

প্রথমত: মীলাদ উদযাপনের হুকুম সম্পর্কে ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর অবস্থান আসলে কী ছিল, তা বোঝার জন্য ওপরের বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে মনযোগ সহকারে পড়তে হবে।

প্রথম অংশে তিনি সার্বিকভাবে মীলাদকে বেদআত বলেছেন, যেখানে বিভিন্ন মুনকার কাজকর্ম হয়ে থাকে। এই অংশটুকুতে এটা স্পষ্ট নয় যে, তিনি কি সরাসরি মৌলিকভাবে মীলাদকে কেন্দ্র করে যেকোনো আয়োজনকেই বেদআত বলেছেন, নাকি মুনকারাত যুক্ত মীলাদকে বেদআত বলেছেন।

দ্বিতীয় অংশে তিনি স্পষ্টতই একথা বলেছেন যে, নবীজি ﷺ এর জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ এ মাসে বেশি বেশি ইবাদাত ও নেক কাজ করা উচিত। এবং সালাফ এ কাজ না করা সত্ত্বেও আমরা কেন করব, কিসের ভিত্তিতে এটি অন্যান্য মাস থেকে ফযীলতপূর্ণ তাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আর নিঃসন্দেহে এই চিন্তা ও কর্মকেই আমরা মীলাদ উদযাপন বলে থাকি। কেননা মীলাদ উদযাপন মানেই হলো নবীজি ﷺ এর জন্মের দিনে বা মাসে, তাঁর জন্মের শুকরিয়া প্রকাশক বিভিন্ন কাজ করা। মীলাদ উদযাপনের জন্য খাওয়া-দাওয়া করা কিংবা আনন্দ-উৎসব করা শর্ত নয়। তাই নিঃসন্দেহে ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. কতৃক বর্ণিত এই জিনিসটিকেই আমরা মীলাদ উদযাপন বলে থাকি। সুয়ূতী রহ. নিজেও উক্ত বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অংশে তিনি সুস্পষ্টভাবে সরাসরি মীলাদকেই বেদআত বলে দিয়েছেন। বলেছেন, মীলাদ উদযাপনের নিয়তে শুধুমাত্র খাওয়ার আয়োজন করলেও তা বেদআত হবে। কারণ সালাফের কেউ এটি করেননি!!!

লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় অংশে নবীজি ﷺ এর মীলাদের শুকরিয়া হিসেবে এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত ও নেককাজ করার কথা বললেন। নবীজি ﷺ না করা সত্ত্বেও আমরা কেন করব, তার ব্যাখ্যা দিলেন। আর তৃতীয় অংশে এসে বললেন, মীলাদ উদযাপনে খাবার খাওয়ানোও বেদআত। খাবার খাওয়ানো কি নেক কাজের অংশ নয়?!! তাই সার্বিক বিবেচনায় মীলাদ সম্পর্কে ইবনুল হাজ্জ মালেকীর বক্তব্যটি স্ববিরোধী মনে হয়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তিনিও এ বিষয়টির দিকে ইশারা করেছেন। আল্লাহু আ'লাম।

দ্বিতীয়ত: সুয়ূতী রহ., যুরকানী রহ., ও আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলাভী রহ. সহ অনেক ইমাম মনে করেন, ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. মৌলিকভাবে মীলাদ উদযাপনকে বেদআত বলেননি। বরং এতে যেসব মুনকারাত যুক্ত হয়ে থাকে, সেসবের বিরোধিতা করেছেন। ফলে ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর বক্তব্যকে মীলাদের বিপক্ষে নয়, বরং পক্ষেই মনে করেন তারা।[৫৮৯]

সুতরাং- ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. নিঃসন্দেহে মীলাদ উদযাপনের বিরোধী ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বরং কয়েকজন ইমামের দৃষ্টিতে তিনি মীলাদ উদযাপনের পক্ষেই ছিলেন। যদিও আমাদের দূর্বল দৃষ্টিতে তার অবস্থানটি স্ববিরোধি মনে হচ্ছে।

৫৮৯. হুসনুল মাকসিদ; শরহুল মাওয়াহিব: ১/১৪৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৪৫৩; মা সাবাতা বিস সুন্নাহ: ২৭৪

www.muslimdm.com

৪. শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাফফার রহ. (৮১১ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আল হাফফার আল আনসারী। ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফতী। 'আল মি'য়ারুল মু'রাব' গ্রন্থে তার বেশকিছু ফতোয়া নকল করা হয়েছে। শাইখ মুহাম্মদ বিন মাখলুফ রহ. বলেন,

إمامها (الغرناطة)، ومحدثها، ومفتيها، الفقيه، العلامة، القدوة، الصالح، الفهامة.

"গ্রানাডার প্রসিদ্ধ ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফতি। ফকীহ, আল্লাম, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। বুযুর্গ ও ধীমান ব্যক্তি।"[৫৯০]

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে তার বক্তব্য

ليلة المولد لم يكن السلف الصالح يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة، والخير كله في اتباع من سلف، فالاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعا بل يؤمر بتركه

"মীলাদের রাতে সালাফ কোনো ইবাদতের জন্য একত্রিত হতেন না। এ রাতে অন্য রাত থেকে অতিরিক্ত কোনোকিছু করতেন না। আর কল্যাণ তো কেবল সালাফের অনুসরণের মধ্যেই। সুতরাং এ রাতে একত্রিত হওয়া শরীয়ার চাহিদা নয়। বরং এগুলো ত্যাগ করার নির্দেশ দিতে হবে।"[৫৯১]

এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে মীলাদ উদযাপনকে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি যে কারণ দেখিয়ে তা নিষেধ করেছেন, ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। যেমনটি ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর বক্তব্যে আমরা উল্লেখ করেছি।

৬. মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশ শাওকানী (২৫০ হি.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আশ শাওকানী আস সানআ'নী। বদরুদ্দীন শাওকানী নামে পরিচিত। ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ আলেম। বিখ্যাত 'নাইলুল আওতার' ও 'ফাতহুল ক্বাদীর' এর লেখক। প্রথমে তিনি 'যায়দী' শিআ' ছিলেন। পরবর্তীতে যাহেরী মাযহাবের ইবনু হাযম রহ. ও আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এর লেখনী দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এবং নির্দিষ্ট কোনো ফেরকা বা মাযহাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে ইলম চর্চা করেন। ফলে লা মাযহাবীদের অত্যন্ত মান্যবর ইমাম হয়ে ওঠেন তিনি। এজন্য সমকালীন সালাফীগণ খুব তা'রীফ করেন তার। তবে ইমাম যাহেদ আল কাউসারী রহ. তার কিছু বিষয় নিয়ে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৫৯২], [৫৯৩]

---

৫৯০. আদ দুরারুল কামিনা: ৫/৩৩৫; শাজারাতুন নূর: ১/৩৫৫

৫৯১. *আল মি'য়ারুল মু'রাব: ৭/৯৯*

592 উইকিপিডিয়া: https://shorturl.at/IQqI2; মাকালাতুল কাউসারী: ৩০৬

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে শাইখ কাযী শাওকানী এর অভিমত

مسألة المولد .فأقول :لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون، ولا الذين يلونهم، ولا الذين يلونهم.

"মিলাদ মাসআলার ব্যাপারে আমি বলব, এর বৈধতার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদী কোনো দলিল পাইনি। বরং সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এটি খাইরুল কুরূন ও তার পরবর্তী কয়েক যুগে এটি ছিল না।"[৫৯৪]

কাযী শাওকানী এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা

প্রথমত: তিনি নির্দিষ্ট মাযহাবের লোক ছিলেন না। বরং ইবনু হাযম যাহেরী রহ. দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আহলুস সুন্নাহর চোখে বড় কোনো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

দ্বিতীয়ত: মীলাদ উদযাপন অস্বীকার করার পক্ষে তার যুক্তি হলো, এ ব্যাপারে কোনো দলিল তিনি পাননি। অথচ আমরা দেখেছি হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. মীলাদ উদযাপনের স্বপক্ষে হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। সাখাভী রহ., সুয়ূতী রহ., নাজমুদ্দীন গায়তী রহ. ও মুল্লা আলী কারী রহ. সহ বিশ্ববরেণ্য ইমামগন উক্ত দলিলকে সমর্থন করেছেন।

www.muslimdm.com

৬. আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.)

---

৫৯৩ قال الكوثري رحمه الله: بل عدو الأئمة والأمة حقًا هو من يسبح بحمد الشوكانى الذى يجاهر فى تفسيره بإكفار أتباع هؤلاء الأئمة القادة، وقد قال عنه بلديه المطلع على دخائله العلامة ابن حريوة الشهيد – بمؤامرة منه- فى الغطمطم الزخار (إنه يهودى مندس بين المسلمين لإفساد دينهم)) وليس ذلك ببعيد لمناصبته العداء لعامة المسلمين وخاصتهم على تعاقب القرون بتلك الكلمة الفاجرة، وقد أفلس جد الإفلاس من أحال التفاح عن نحلة التجسيم إلى مثل هذا الجهول

৫৯৪. *আল ফাতহুর রব্বানী: ২/৮৮*

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

আবুল আব্বাস তকীউদ্দীন আহমাদ বিন আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম নুমায়রী আল হাররানী। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া নামে যিনি সকলের কাছে পরিচিত। উলূমে ইসলামিয়্যার সকল শাখায় বিস্ময়জাগানিয়া পাণ্ডিত্যের অধিকারী, অথচ চরম বিতর্কিত একজন ব্যক্তিত্ব। লিখেছেন অনবরত, বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন অসংখ্য। ফলে যুগ যুগ ধরে তার ইলমের যেমন প্রশংসা হয়ে আসছে, তেমনি ইলমী ও ফিকরী পদস্খলনের আলোচনাও চলছে। ভুল তো সবারই হয়, কিন্তু তার ভুল ছিল ইসলামের সবচে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি বিষয়সমূহে। ফলে শাইখুল ইসলাম আলাউদ্দীন বুখারী রহ. তাকে তাকফীর করতে বাধ্য হন। যদিও আমরা এই তাকফীরকে গ্রহণ করি না।

আল্লাহ তাআলার স্বত্ত্বা ও গুণাবলি, জাহান্নামের স্থায়িত্ব, তাকফীর ও বেদআতের ক্ষেত্রে বিতর্কিত চিন্তা পেশ করাসহ ইজমা বিরোধী কিছু ফতোয়ার কারণে আহলুস সুন্নাহর কাছে হয়ে পড়েছিলেন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বাহ্যিকভাবে তার হাত ধরেই কাররামিয়্যাহ ও মুশাব্বিহাদের অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত স্থাপিত হয়। তার এসব বিতর্কিত বিষয়ের খণ্ডনে লেখা হয় শতাধিক গ্রন্থ।

এতসবের মাঝেও তিনি ছিলেন মুখলিস ও বুযুর্গ বান্দা। সামাজিক খেদমাতে অগ্রগামী। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। আমীন।[৫৯৫]

মীলাদ উদযাপনের ব্যাপরে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এর অভিমত

وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي ﷺ، وتعظيمًا. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي ﷺ عيدًا. مع اختلاف الناس في مولده. فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيرًا محضا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ﷺ وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص.

"অনুরূপভাবে বেদআত হলো নবীজি ﷺ এর জন্মদিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা। যা খৃষ্টানদের অনুকরণ কিংবা নবীজি ﷺ এর মহব্বত ও সম্মানে কিছু মানুষ তৈরি করেছেন। আল্লাহ তাআলা হয়ত তাদের এই নিয়তের বিনিময়ে প্রতিদান দান করবেন। তবে বেদআতের কারণে নয়। অথচ নবীজি ﷺ এর জন্মতারিখ নিয়ে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া সালাফও একাজ করেননি।

অথচ এমন কাজের চাহিদা তো তখনও বিদ্যমান ছিল এবং তা করতেও কোনো বাধা ছিল না। সুতরাং এটি যদি ভালো কাজই হতো তাহলে তো আমাদের চেয়ে সালাফগণই একাজে এগিয়ে থাকতেন। কারণ তারা নবীজি ﷺ এর মহব্বত ও সম্মান করার দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কল্যাণকর কাজে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী।"[৫৯৬]

মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা

মীলাদ উদযাপনকে বেদআত আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া মোট দুটি আপত্তি উল্লেখ করেছেন।

এক. "এটি খ্রিষ্টানদের অনুসরণে তৈরি হয়েছে।" অথচ 'তাশাব্বুহ' এর আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, এটি তাদের অনুসরণে তৈরি হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং আবুল আব্বাস আযাফী রহ. তৎকালীন আন্দালুস ও সাবতার মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টানদের সংস্কৃতির অনুসরণ থেকে বাঁচানোর জন্যই মূলত মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতি তৈরি করেছেন।

দুই. "এটি যদি ভালো কাজই হতো তাহলে তো আমাদের চেয়ে সালাফগণই একাজে এগিয়ে থাকতেন।"

---

৫৯৫. আদ দুরারুল কামিনা: ১/১৬৮-১৮৬; আস সাইফুস সাকীল; দাফউ শুবাহি মান তাশাব্বাহা; আল ই'তিবার বি বাকায়িল জান্নাতি ওয়ান নার; মুলজিমাতুল মুজাসসিমা; নাজমুল মুহতাদী ওয়া রাজমুল মু'তাদী; আল কাশিফুস সগীর।

৫৯৬. *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম:* ২/১২৩

www.muslimdm.com

এই যুক্তির বাস্তবতা ও যথার্থতা কতটুকু, তা নিম্নের দুটি বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বর্ণনা-০১: ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

قد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله، فلم ير بذلك بأسا. فإن قيل: فهلاّ فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حيا، وتملّوا به، وقبّلوا يده، وكادوا يقتتلون على وضوئه، و اقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخّم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه، ونحن فلمّا لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل.

"আহমাদ বিন হাম্বল রহ. কে নবীজি ﷺ এর কবর স্পর্শ ও চুম্বন করার হুকুম জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। যদি বলা হয়, এটিতো সাহাবায়ে কেরাম করেননি। বলা হবে, কারণ তারা তো নবীজি ﷺ কে সরাসরি দেখেছেন। তাঁর হাত চুম্বন করেছেন। অযুর পানি গ্রহণ করার জন্য রীতিমত যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। হজ্জের দিন তাঁর পবিত্র চুল ভাগাভাগি করে নিতেন। তাঁর থুতু মোবারক হাতে নিয়ে চেহারায় মাখতেন। কিন্তু আমরা তো এই মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারিনি। তাই আমরা তার কবরের পাশে জড়িয়ে থাকি। স্পর্শ করি ও চুম্বন করি।"[৫৯৭]

বর্ণনা-০২: ইমাম কাযী ইয়ায রহ. বলেন,

كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، وكان يقول: أستحيي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله ﷺ بحافر دابة.

"মালেক রহ. মদীনায় কোনো বাহনে চড়তেন না। তিনি বলতেন, আমি ঐ মাটিতে পশুর ক্ষুর দ্বারা আঘাত করতে লজ্জাবোধ করি, যেখানে নবীজি ﷺ শুয়ে আছেন।"[৫৯৮]

দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম কবরে চুম্বন বা স্পর্শ করেননি। এটা সত্ত্বেও ইমাম যাহাবী রহ. বিষয়টিকে জায়েয বলেছেন। মালেক রহ. এমন আদব দেখিয়েছেন, যা সাহাবায়ে কেরাম করেননি। এখানেও তো একই প্রশ্ন আসার কথা যে, যদি এসব কাজ নবীজি ﷺ এর মহব্বতেই হতো, তাহলে আমাদের পূর্বে সাহাবায়ে কেরামই এগুলো করতেন। কেননা তারা মহব্বতের দিক দিয়ে ইমাম যাহাবী রহ. কিংবা মালেক রহ. থেকে অনেক এগিয়ে!!!

فما هو جوابكم فهو جوابنا

www.muslimdm.com

৫৯৭. *মু'জামুশ শুয়ূখ:* ১/৭৩

৫৯৮. *শিফা: ২/৫৭; মুদাওয়ানা: ১/৮৩ (মানাকিবুল ইমাম মালিক: ঈসা বিন মাসউদ)*

একটি সার্বিক পর্যালোচনা

এক. উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. ও ইবনুল হাজ মালেকী রহ. মালেকী মাযহাবের ভালো মানের ফকীহ হিসেবে পরিচিত হলেও, আমাদের জানামতে তাদেরকে কেউ ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তাছাড়া ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর অবস্থান তো স্ববিরোধি। সুতরাং তাকে সরাসরি মীলাদকে বেদআত ফতোয়া প্রদানকারী উলামায়ে কেরামের তালিকায় শামিল করাটাও ভুল। বরং কয়েকজন ইমাম তাকে মীলাদের পক্ষের আলেম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

দুই. আল্লামা ইবনু তাইমিয়া ও আল্লামা শাওকানী বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বিশেষত শিরক-বেদআতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তারা বিতর্কিত।

তিন. ইবনুল হাফফার রহ. কে শাইখ মুহাম্মদ মাখলুফ রহ. ইমাম হিসেবে স্বীকৃত দিলেও, তিনি কখনোই মালেকী মাযহাবের ইমাম ইবনু আব্দিস সালাম হাওয়্যারি রহ., ইমাম ইবনু আরাফা রহ., ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ., ইমাম ইবনু আব্বাদ রুনদী রহ., ইমাম আবু মূসা ঈসা রহ. ও ইমাম ইবনু মারযুক রহ. এর সমকক্ষ নন। তিনি ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. থেকেই অনেক পিছিয়ে আছেন।

চার. বিরোধীতাকারীদের মধ্যে ইমাম শাতেবী রহ. হলেন সবচে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তবে সার্বিকভাবে তিনি গ্রহণীয় হলেও বেদআতের মাসআলায় তিনি বিতর্কিত। যেমনটা অনেক মুহাক্কিক আলেম স্বীকার করেছেন। তাই তিনি যেমন মীলাদ উদযাপনকে বেদআত বলেছেন, সম্মিলিত যিকিরকেও বেদআত বলেছেন। তাছাড়া মালেকী মাযহাবের মুতাআখখিরীন মুহাক্কিক ফকীহ ইমামদের কেউই মীলাদ বিষয়ে শাতেবী রহ. এর মতটি গ্রহণ করেননি।

www.muslimdm.com

৭. ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. (৯৭৩ হি.)

মীলাদে কিয়াম করার বিষয়টিকে সর্বপ্রথম মুনকার হিসেবে ফতোয়া দেন ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ.। একজন গ্রহণযোগ্য ইমাম হিসেবে কিয়ামকে মুনকার ফতোয়া প্রদানকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। তার পূর্বে কিংবা তার পরে তার মতো গ্রহণযোগ্য আলেম বা ইমামদের কেউই কিয়ামকে মুনকার বলেননি।[৫৯৯] তবে তিনি মীলাদে কিয়াম

---

[৫৯৯] أما قول الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى (1\345): "جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا بذكر وضعه صلّى الله عليه وسلم إن يقوموا تعظيماً له ﷺ، وهذا القيام بدعة لا أصل لها، وقال ذو المحبة الصادقة... و اتفق أن منشداً أنشد هذه القصيدة في ختم درس شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين السبكي .والقضاة والأعيان بين يديه فلما وصل المنشد إلى قوله» :وإن ينهض الأشراف عند سماعه «إلى آخر البيت قام الشيخ للحال قائماً على قدميه امتثالاً لما ذكره الصّرصري، وحصل للناس ساعة طيّبة." انتهى. فلعل المراد بالبدعة هنا بدعة لغوية. أما قوله: لا أصل لها، فالمراد أنه لا ثبوت له من خير القرون. فلا ينافي كونه بدعة لا أصل لها، كونه بدعة حسنة. كما قال الإمام الحلبي رحمه الله في السيرة (1\123): "وهذا القيام بدعة لا أصل لها: أي لكن هي بدعة حسنة". و إنما ملت إلى هذا التأويل نظرا إلى سياق كلامه. فإنه بعد حكمه بكونه بدعة، حكى مباشرة و اقعة قيام السبكي رحمه الله، ولم يعلق عليه بشيئ. فهذا يدل أن الإمام الصالحي يرى مناسبة قيام السبكي بقيام الناس عند ذكر الوضع. فهل يمكن أنه يحكم على عمل ببدعة هي ضلالة، ثم يذكر نفس هذا العمل عن مثل الإمام السبكي؟! ومن غير تعليق؟! ثم هذه العادة في ذكر قصة الإمام السبكي في بحث القيام عند ذكر الوضع، عادة الأئمة الذين يرون جواز القيام. مثل الإمام الحلبي وإسماعيل حقي وغيرهم رحمهم الله. الله أعلم

করার বিষয়টিকে বেদআত ফতোয়া দিলেও মীলাদ উদযাপনকে বেদআতে হাসানা অ্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং কিয়ামবিরোধী ফতোয়ার কারণে তাকে মীলাদ উদযাপন বিরোধী বানিয়ে ফেলার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. বলেন,

ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده ﷺ ووضع أمه له من القيام، وهو أيضًا بدعة، لم يرد فيه شيء. على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيمًا له ﷺ، فالعوام مَعذُورون لذلك، بخلاف الخواص

"অনুরূপভাবে অনেকেই নবীজি ﷺ এর জন্মমুহূর্তের আলোচনার সময় দাঁড়িয়ে যায়। এটিও বেদআত। এ ব্যাপারে কোনো দলিল বর্ণিত হয়নি। তবে তারা সাধারণত নবীজি ﷺ এর সম্মানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাই জনসাধারণ (এই ভাল নিয়তের কারণে) ক্ষমাযোগ্য হলেও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ এর জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন।"[৬০০]

৮. শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায (১৪২০ হি.)

الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع، بل هو بدعة، لم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه

"মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন অবৈধ। এটি বেদআত। নবীজি ﷺ ও তার সাহাবাদের কেউ মীলাদ উদযাপন করেননি।"[৬০১]

৯. শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (১৪২১ হি.)

نحن في غنى عن هذه البدعة؛ بدعة الاحتفال بالمولد

আমরা এই বেদআতের মুখাপেক্ষী নই। অর্থাৎ, মীলাদ উদযাপনের বেদআত।[৬০২]

১০. শাইখ সালেহ আল ফাউযান

فالاحتفال بالمولد النبوي... ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين، ولا من عمل الصحابة، ولا من عمل القرون المفضلة، فلا شك أنه بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة.

"মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো দলিল নেই। খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবাদের আমল ও খাইরুল কুরুনেও এর ওপর কোনো আমল পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি নব উদ্ভাবিত বেদআত। আর প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা।"[৬০৩]

একটি সার্বিক পর্যালোচনা

ওপরে আমরা মীলাদের বিপক্ষে কয়েকজন ইমাম, ফকীহ ও সালাফী আলেমদের বক্তব্য পেশ করলাম। মূলত সালাফী আন্দোলনের উত্থানের পূর্বে মীলাদ উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম মুসলিম বিশ্বের সকল জায়গায় প্রবল কোনো বিরোধীতা ছাড়াই পালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু তাদের উত্থানের পর থেকে সালাফী আলেমগণ অত্যন্ত জোরালোভাবে মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিতে থাকেন। ফলে উম্মাহর প্রায় সকলেই গ্রহণ করে নেয়া একটি স্বীকৃত মাসআলায়, আবারো মতানৈক্যের ফিতনা শুরু হয়। সালাফীদের এই চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে, বা সমাজে প্রচলিত কিছু বেদআতী মীলাদ মজলিসের ভয়াবহতা দেখে, উম্মাহর অন্যান্য ঘরাণার কিছু ব্যক্তিও জুমহুর ইমামদের সিদ্ধান্তের বিপরীতে মুতলাকভাবে মীলাদ উদযাপন বা মীলাদ-কিয়ামকে অবৈধ ও বেদআত ফতোয়া দেয়া শুরু করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন। আমীন।[৬০৪]

---

৬০০. *ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ: ৫৮*

৬০১. https://shorturl.at/7PDGH

৬০২. https://shorturl.at/nMTlF

৬০৩. *মাজমু ফাতাওয়া সালিহ আল ফাওযান: ২/৫৯০*

৬০৪. মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান সম্পর্কে ভারসাম্যমূলক আলোচনা জানার জন্য 'মাগুরা দরবার শরীফ এর পক্ষ থেকে জামিআ শরিয়াহ মালিবাগের সিনিয়র মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া দা.বা. এর এর প্রতি 'খোলা চিঠি' পড়ার অনুরোধ রইল। রাহিমাহুল্লাহ।

সালাফী বা ওয়াহাবী আন্দোলনের ভয়াবহ চিন্তা-চেতনা

সালাফী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী (১২০৬ হি.)।

ইমাম ইবনু আবিদীন শামী রহ. বলেন,

كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي أَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوا يَنْتَحِلُوْنَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتَّى كَسَرَ اللهُ شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلادَهُمْ وَظَفَرَ بِهِمْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَثَلاثِيْنَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْف.

“আব্দুল ওহহাবের অনুসারীরা নজদ (রিয়াদ) থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের ওপরও জয়ী হয়েছিল। এরাই আবার নিজেদেরকে হাম্বলী বলে দাবি করতো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, কেবল তারাই মুসলমান। এবং তাদের আকাইদের বিরুদ্ধাচরণকারীগণ মুশরিক।

এজন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুসলমানদেরকে ও আলেমদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাদের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তাদের শহরসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ১২৩৩ হিজরীতে তাদের ওপর ইসলামী ফৌজকে বিজয় দান করেছেন।”[৬০৫]

ইমাম সাভী মালেকী রহ. সূরা কাহফের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَقِيلَ هذه الآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْخَوَارِجِ الذِيْنَ يُحَرِّفُوْنَ تَأْوِيلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَسْتَحِلُّوْنَ بذلك دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْوَالَهُمْ لِمَا هُوَ مَشَاهِدُ الآنَ فِي نَظَائِرِهِمْ وَهُمْ فِرْقَةٌ بِأَرْضِ الْحِجَاجِ يُقَالُ لَهُمْ الوَهَابِيَّةُ. يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ.

“আর বলা হয়ে থাকে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঐসব খারেজির ব্যাপারে যারা কুরআন ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে। আর ঐ বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের রক্ত ও ধন সম্পদকে হালাল মনে করে। যাদের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো তারা, যারা হেযায (নজদ তথা রিয়াদ) এলাকায় বসবাসকারী ওয়াহাবি নামধারি একটি দল। তাদের ধারণা, তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাবধান। তারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদি।”[৬০৬]

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ অম্বিটবী সাহারানপুরী রহ. তদ্বীয় التَصْدِيقَاتُ لِدَفْعِ التَّلْبِيْسَاتِ নামক কিতাবে (মুহান্নাদ আলাল মুফাল্লাদ) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী সম্পর্কিত ১২ নং প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন- “আমাদের নিকট ওহাবী ফিরকার হুকুম উহাই যা আল্লামা শামী বর্ণনা করেছেন যে, তারা একটি অত্যাচারী খারেজী দল। এরা অন্যায়ভাবে মক্কা শরীফের ইমামের ওপর হামলা করেছিল। তারা ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা বের করেছিল যার দরুণ তারা ইমামকে হত্যা করা ওয়াজিব মনে করত এবং উক্ত ব্যাখ্যার অনুবর্তী হয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের জান-মাল হালাল মনে করত এবং তাদের স্ত্রী- লোকদেরকে বাঁদী বানাত।" মাওলানা খলীল আহমাদ রহ. এর জাওয়াবের সমর্থনে দেওবন্দের নিম্নলিখিত উলামায়ে কিরাম স্বাক্ষর করেছেন:

১। শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী সাহেব রহ.।
২। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব রহ.।
৩। মাওলানা সৈয়দ আহমদ হাসান আমরুহী সাহেব রহ.।
৪। মাওলানা আজিজুর রহমান দেওবন্দী সাহেব রহ.।
৫। মাওলানা হাবিবুর রহমান দেওবন্দী সাহেব রহ.।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. বলেন, “মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব নজদী দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে নজদ হতে আত্মপ্রকাশ করে। সে তার বাতিল খেয়ালাত ও ফাসেক আকাইদের বশবর্তী হয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে। সে জোর-জবরদস্তি করে সকলকে তার অনুসরণ করতে বাধ্য করত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারিদের মালকে গনীমতের মাল মনে করে সেটা লুণ্ঠন করা জায়েয মনে

---

[605] ফতোয়া শামী: ৬/৪০০ (মাকতাবাতুল আযহার)

[606] হাশিয়াতুস সাভী: ৫/৭৮ (মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

www.muslimdm.com

করত। তাদেরকে কতল করা সওয়াবের কাজ মনে করত। আরববাসীদেরকে বিশেষতঃ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অধিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। সালাফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে চরম বেআদবী ও গোস্তাখীপূর্ণ কথা-বার্তা বলত। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু লোক মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তার হাতে এবং তার সৈন্যদের হাতে বহু মুসলমান শহীদ হয়েছেন। মোট কথা সে ছিল অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত-পিপাসু ও ফাসেক।"[৬০৭]

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. তদ্বীয় বুখারী শরীফের শরাহ ফয়যুল বারী কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন:

أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ رُجُلاً بَلِيْدًا قَلِيْلَ الْعِلْمِ فَكَانَ يُسَارِعُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْكُفْرِ .

"মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী একজন কম ইলম ও কম বুঝের লোক ছিলো। এ জন্যই সে নির্বিচারে কুফরী হুকুম দিতে বেপরোয়া ছিলো।"

একটি শেকায়েত

অনেকেই মীলাদ উদযাপনের বিরুদ্ধে ইমাম যহীরুদ্দীন আহমাদ তাযমানতী রহ. ও আবু যুরআ ইরাকী রহ.সহ এমন অনেকের নাম উল্লেখ করেন যারা প্রকৃত পক্ষে মীলাদ উদযাপনের পক্ষে বলেছেন। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যের বিকৃত বা আংশিক উপস্থাপন করা হয়। আবার এমন অনেকের নামও উল্লেখ করা হয়, যাদের বক্তব্য তাদের নিজস্ব কিতাব বা নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে বর্ণিত নেই। তাছাড়া কিছু হযরত মীলাদ উদযাপনের বিরোধীতাকারী আলেমদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সালাফী আলেমদেরকে টেনে আনেন। অথচ বেদআতের ক্ষেত্রে তাদের বাড়াবাড়ি সকলের কাছেই পরিত্যেজ্য।

www.muslimdm.com

[607] শিহাবুন সাকিব: ৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উলামায়ে হকের একটি দল মীলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করার কারণ ও আমাদের করণীয়

মুমিনের প্রতি যথাসম্ভব সুধারণা রাখাই যেহেতু নীতি, তাই বিনা দলিলে কেউই কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা জায়েয নয়। তাই যে সকল আলেমে হক্কানী মীলাদ মাহফিলের বিরুদ্ধে বলেন, তারা মূলত উম্মতকে বেদআত থেকে বাঁচানোর জন্য বলে থাকেন। মুনকারাত যুক্ত মীলাদ কিয়ামের সয়লাবের কারণে একজন দীনদরদী আলেম একে বেদআত বলতেই পারেন। এ ধরণের বিরেধিতাকেও হুব্বে রাসূল ﷺ বলা যেতে পারে। তবে পড়াশোনা করে জুমহুর সালাফের অবস্থান বোঝে কথা বলা উচিত।

তারপরও আমরা বলতে চাই, মীলাদ কিয়ামের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যারা আছি, আমরা সবাই নবীজির ﷺ এর উম্মত। যারা নবীজি ﷺ কে ভালোবাসবে তারা অবশ্যই নবীজি ﷺ এর প্রিয় উম্মতকেও ভালোবাসবে। অতএব, ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখেই আমাদের উচিত ইখতেলাফী মাসআলা আলোচনা করা এবং ইখতেলাফ করলেও খেলাফ না করা। বরং পক্ষ বিপক্ষের উলামায়ে কেরামের উচিত পরস্পরের কাছে হাদিয়া তোহফাসহ আসা-যাওয়া করা। যেন বিরোধিতার সময় চেহারাটা ভেসে ওঠলে ভাষার মাধুর্য ঠিক থাকে। সুতরাং যারা দ্বন্দ্ব নিরসন ও ঐক্যের পথে কাজ করতে আগ্রহী, তারা পরস্পরকে মৌখিক বহছের ডাক না দিয়ে লিখিত বহসের অনুরোধ জানানো উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিলেমিশে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

একটি প্রশ্ন ও উত্তর:

এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনু মাসউদ রা. এক দল মানুষকে মসজিদে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন তাসবীহ পড়তে দেখলেন। তাদের মধ্যে একজন বলছে, তোমরা সবাই একশবার সুবহানাল্লাহ পড়। তারপর বলছে, তোমরা সবাই একশবার আল্লাহু আকবার পড়... তখন ইবনু মাসউদ রা. তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন।

এই হাদীস থেকে অনেকে মনে করে, মূলত অনেকগুলো বৈধ বা মুস্তাহাব কাজ একত্রে পড়া বেদআত হওয়ার কারণে তিনি এমনটা করেছেন। আবার অনেকে বলেন, ইনফিরাদী আমল সম্মিলিতভাবে করলে সেটি বেদআত হয় বিধায়, তিন তাদেরকে বের করে দিয়েছেন।

অথচ এই হাদিস থেকে উক্ত মাফহুমগুলো পূর্ববর্তী কোনো ইমাম বোঝেননি। তারা বেদআতের পরিচয়ে এসব বিষয়কে উল্লেখ করেননি। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শাইখ শরীফ হাতিম আল আউনী হা. বলেন, মূলত মসজিদের এসকল লোকের মধ্যে নিজেদের আমল প্রকাশ্যে প্রচার করাসহ খারেজীদের অনেক স্বভাব বিদ্যমান ছিল। খারেজীরা নিজেদের অপরাধের কোনো খবর রাখে না, নিজেদের আমলের আধিক্যতা নিয়ে উজব বা আত্যম্ভরিতায় ভুগে। তাই ইবনু মাসউদ রা. তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন,

فعدوا سيئاتكم

"তোমরা নিজেদের আমল গুণে গুণে না করে বরং তোমাদের অপরাধগুলো গুণে রাখ।"

তারপর ইবনু মাসউদ রা. খারেজীদের বৈশিষ্ট সংবলিত নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

ان رسول الله ﷺ حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تر اقيهم و أيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم

"আমাদেরকে নবীজি বলেছেন: 'এমন এক কওম আসবে যারা কোরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।' কসম আল্লাহর আমি জানিনা সম্ভবত তাদের অধিকাংশই তোমাদের থেকে।"

দেখুন ইবনু মাসউদ রা. তাদের মধ্যে খারেজীদের স্বভাব পূর্ণভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। মূলত এই কারণেই তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেন। এবং পরবর্তীতে দেখা যায়, সত্যি সত্যি এই লোকগুলো পরবর্তীতে খারেজী হয়ে গিয়েছিল। এবং আলী রা. এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। যেমনটা উক্ত হাদীসেরই শেষাংশে রয়েছে। রাভী আমর বিন সালামা বলেন,

www.muslimdm.com

رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج

“আমরা দেখলাম, এই মসজিদের লোকগুলো পরবর্তীতে নাহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন খারেজীদের সাথে আমাদের বিরোদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।”[৬০৮]

বোঝা গেলো, ইবনু মাসউদ রা. তাদের মাঝে খারেজীদের স্বভাব দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন।[৬০৯]

www.muslimdm.com

৬০৮. সুনানে দারেমী হাদীস নং ২০৪

৬০৯. হাদীসটির ব্যাপারে শাইখ হাতিম আউনীর আলোচনাটি তার ইউটিউব চ্যানেলে বেদআত সংক্রান্ত দরসগুলোতে পেয়ে যাবেন।

المصادر المراجع

أولا : القرآن الكريم

من أهم المصادر: "أصول الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب" لمؤلفه الأستاذ الحسين بن أحمد أكروم الساحلي

1.نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار, أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت ٨٥٥هـ), وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر

2. معالم السنن شرح سنن أبي داود, أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت ٣٨٨ هـ),

3. شرح السنة ,أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ,المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

4.عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي,أبو بكر بن العربي المالكي,دار الكتب العلمية

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام,شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي,دار الكتاب العربي بيروت

6. الفوائد البهية في تراجم الحنفية,الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللكنوي الهندي, دار الأرقم بن أبي الأرقم
بلد الطباعة: بيروت، لبنان

7. كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج, أحمد بابا التنبكتي, وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب

8.الابتهاج بتطريز الديباج, أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري, دارالكاتب، طرابلس – ليبيا

9. الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت ٧٦٤هـ), دار إحياء التراث – بيروت

10. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ), المكتبة العلمية، بيروت – لبنان

11. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني (ت ١٣٨٢هـ), دار الغرب الإسلامي - بيروت ,

12. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت

13.الأعلام, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت ١٣٩٦ هـ) ,دار العلم للملايين, الخامسة عشر - أيار / مايو ٢٠٠٢ م

14. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) المكتبة العصرية - لبنان / صيدا

15. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (ت ٧٩٩هـ) دار التراث للطبع والنشر، القاهرة

16.المطرب بمشاهر أولياء المغرب,الشيخ عبد الله بن عبد القادر ,دار الأمان

17. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان, شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قِزْ أُوغلي بن عبد الله المعروف بـ «سبط ابن الجوزي» (٥٨١ - ٦٥٤ هـ), دار الرسالة العالمية، دمشق – سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

18. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ): دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرالطبعة: الأولى ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م

19. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (ت ٦٦٥ هـ)الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م

20. عِقْد الجُمَان في تاريخ أهل الزمان - العصر الأيوبي [٥٦٥ - ٦٢٨ هـ]
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة

21. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (ت ١٠٨٩ هـ) دار ابن كثير، دمشق – بيروت

الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

22.المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس و المغرب, أبي العباس الونشريسي

23. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت نحو ٦٩٥هـ) الناشر: دار الثقافة، بيروت – لبنان

24. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ٧٧١هـ) الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع

25.الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر,شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢هـ) الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان

26.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢هـ) منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت

27.طبقات الفقهاء الكبري,محمد بن عبد الرحمن العثماني القرشي,دار البشائر الطبعية

28.الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع): محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (ت ٨٩٤هـ), المكتبة العلمية

29.المجمع المؤسس للمعجم المفهرس, شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بـ «ابن حجر العسقلاني» (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ الناشر: دار المعرفة - بيروتالطبعة: الأولى,

30.ابن عرفة الورغمي حياته و مؤلفاته,د.عبيدة خليل الشبلي

31. الأجوبة المرضية عن الاسئلة المكية ,للحافظ ولي الدين العراقي,مكتبة التوعية الإسلامية

32. مجلة الحقائق (الدمشقية), عبد القادر بن محمد سليم الكيلاني الإسكندراني (ت ١٣٦٢هـ) 33.فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي: عمر بن الحبيب حامد بن عمر بن عبد الرحمن بافرج باعلوي دار المنهاج

34. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (ت ٩٢٣هـ الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة- مصر

35. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (ت ٨٧٤هـ) الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر

36. الرسائل الكبرى, بن عباد الرندي

37.البدعة الإضافية الدكتور سيف بن علي العصري

38. النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

39. معجم الشيوخ الكبير للذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت ٧٤٨هـ) الناشر: مكتبة الصديق، الطائف - المملكة العربية السعودية

40. الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء, أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤هـ) الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع

41. المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت ١٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

42.المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (ت ٨٧٤هـ) الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

43.بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية, محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، (ت ١١٥٦ هـ) مطبعة الحلبي.

43. مقالات الكوثري,العلامة محمد زاهد الكوثري,المكتبة التوفيقية .

44. فتاوى الإمام عبد الحليم محمود,الإمام عبد الحليم محمود,دار المعارف

www.muslimdm.com

45.الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده عليه السلام, محمد بن علوي المالكي الحسني
46. جواهر البحار في فضائل النبي المختار - يوسف بن إسماعيل النبهاني,دار الكتب العلمية,بيروت
47.أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام - محمد بخيت المطيعي
48. السيرة النبوية, عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري,شركة الطباعة الفنية المتحدة
49. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض,المقري التلمساني
50. مجموع فتاوى محمد عبد الحي اللكنوي
51. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري,دارالكتب
52. اليمن والإسعاد بمولد خير العباد,سيدي محمد بن شيخ الجماعة سيدي جعفر الكتاني,كتب تراث
53. سيدُنا محمدٌ رسولُ الله - الشيخ عبد الله سراج الدين,مكتبة دار الفلاح
54. الدرر السنية في الأجوبة النجدية, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي
55. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير,
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي,مطبعة بولاق, القاهرة
56. مناقب الشافعي للبيهقي ,أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ), مكتبة دار التراث – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م
57.الإحكام في أصول الأحكام,: سيف الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي [ت ٦٣١ هـ], المكتب الإسلامي (دمشق - بيروت) طبعة ثانية سنة ١٤٠٢ هـ
58.شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩ هـ) ، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
59.الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ) ، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ – ٢٠٠٠
60.إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ),
61.أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ), المكتبة السلفية – مصر, فتح الباري بشرح البخاري
62.شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩ هـ) ، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ ،
63.تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م
64.قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت ٦٦٠هـ), دار الكتب العلمية – بيروت، ١٤١٤ هـ - ١٩٩١
65.الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م
66.المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، ٩٢
67.أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان تهذيب الأسماء واللغات
68.جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق ١٢هـ), دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م
69.عمدة القاري شرح صحيح البخاري, بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى (ت ٨٥٥ هـ), دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر

www.muslimdn.com

70.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت ١٠١٤هـ), دار الفكر، بيروت – لبنان, لطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م

71.شرح الموطأ, عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير,

72.حاشية رد المحتار، على الدر المختار, محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ], شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة: الثانية ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

73.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١٢٧٠هـ), دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ

74.البيان والتبيين, عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ), دار ومكتبة الهلال، بيروت, ١٤٢٣ هـ

75.المنتقى شرح الموطإ, أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت ٤٧٤هـ), مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر, الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ

76.التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١٣٩٣هـ), لدار التونسية للنشر – تونس, سنة النشر: ١٩٨٤ هـ

77.حسن التفهم والدرك لمسألة الترك - عبد الله بن الصديق الغماري

78.شرح معاني الآثار, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة , لمعروف بالطحاوي (ت ٣٢١هـ), عالم الكتب, الطبعة: الأولى - ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م

79.الفصول في الأصول, أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت ٣٧٠هـ), وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

80.أصول السرخسي, أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٨٣ هـ),

81.المغني لابن قدامة, بو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٥٤١ - ٦٢٠ هـ), مكتبة القاهرة, لطبعة: الأولى، (١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨ م)

82.إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تقي الدين ابن دقيق العيد (٦٢٥ - ٧٠٢ هـ) دار عالم الكتب بيروت ,

83.النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر, شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ٧٦٣ هـ), مكتبة المعارف – الرياض, لطبعة: الثانية، ١٤٠٤

84.كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, مكتبة النصر الحديثة بالرياض,

85.جامع مسائل الأحكام, أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي المشهور بالبرزلي,

86.الدر المنظم في مولد النبي المعظمّ, أحمد بن محمد ابن أبي عرفة

87.المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ,تقي الدين المقريزي (ت ٨٤٥هـ), دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ

88.الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية بو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل, أبي شامة (ت ٦٦٥ هـ), مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م,

89.إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي

90.سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد, محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢هـ), دار الكتب العلمية بيروت - لبنانو لطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م,

91.السلوك لمعرفة دول الملوك, بو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي (ت ٨٤٥هـ), دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م,

92.إنباء الغمر بأبناء العمر, أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ), المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٨٩

93.المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن ,ابن مرزوق الخطيب

www.muslimdm.com

94.ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, د الرحمن بن بن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ), دار الفكر، بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ

95.تشنيف الأذان بأدلة استحباب السيادة عند اسمه ﷺ في الصلاة والإقامة والآذان, العالم المحدث أحمد بن الصديق الغماري الحسني

96.عرف التعريف بالمولد الشريف, محمد بن محمد ابن الجزري الدمشقي,

97.الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية, شمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ), دار الراية للنشر والتوزيع, الطبعة: الأولى، النشر: ١٤١٨ هـ

98.جامع الآثار في السير ومولد المختار,أ حمد بن عبد الله بن أبي البقاء ناصر الدين الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين

99.الحاوي للفتاوي, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ), دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان, ١٤٢٤ هـ

100.تهذيب تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين, أبي عبد الله قاسم الرصاع,

دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, الطبعة: الأولى - ١٩٨٨ م

101.التبر المسبوك في نصيحة الملوك, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ال

102.حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار, محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي, دار المنهاج – جدة, الطبعة: الأولى - ١٤١٩ هـ

103.بهجة السامعين والناظرين بمولد سيد الاولين والاخرين, لشيخ ابي بكر محمد بن احمد نجم الدين الغيطي الاسكند ري الشافعي ت 981 هـ

104.نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت ١٠٤١هـ), دار صادر- بيروت – لبنان.

105.روح البيان, إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء (ت ١١٢٧هـ), دار الفكر - بيروت

106.السيرة الحلبية, علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين (ت ١٠٤٤هـ), دار الكتب العلمية – بيروت,

107.ما ثبت من السنة في أيام السنة,الشيخ عبد الحق الدهلوي

108.نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز, رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي (ت ١٢٩٠هـ),

109.الشرح الكبير على متن المقنع, شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ), أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي, دار الكتب العلمية

110.شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

111.فيوض الحرمين, شاه ولي الله

112.الفتح الرباني والفيض الرحماني, الشيخ عبدالقادر الجيلاني

113.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠هـ), دار الفكر,

114.بلغة السالك لأقرب المسالك, أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي, دار المعارف,

115. القول المنجي على مولد البرزنجي, محمد بن احمد عليش

116.منح الجليل شرح مختصر خليل, محمد عليش, دار الفكر – بيروت, الطبعة: الأولى،: ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤ م

117.عرف التعريف بالمولد الشريف, لشمس الدين ابن الجزري.

118.البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ), مطبعة السعادة – القاهرة,

119.الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت ٥٨١هـ), دار إحياء التراث العربي، بيروت, الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م

120.تحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي [ت ٩٧٤ هـ], لمكتبة التجارية الكبرى بمصر ,

121.فتح الجواد بشرح الإرشاد, ابن حجر الهيتمي.

www.muslimon.com

122.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت ٨٠٧هـ), مكتبة القدسي، القاهرة, ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م

123.المجموع شرح المهذب, أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) , مطبعة التضامن الأخوي, ١٣٤٤ – هـ

124.إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين , عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت ١٣١٠هـ), دار الفكر, الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

125.المهند على المفند, خليل أحمد السهارنفوري

126.أنوار ساطعة ، لعبد السميع رامبوري

127.الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ٧٩٠هـ), دار ابن عفان، السعودية, دار ابن عفان، السعودية, الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

128.اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ), دار عالم الكتب، بيروت، لبنان, الطبعة: السابعة، ١٤١٩هـ

129.مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان, صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان,

130.الفتاوى الحديثية, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, دار الفكر,

131.اليمن والإسعاد بمولد خير العباد, محمد بن جعفر الكتاني,

132.الرد على الجهمية والزنادقة, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١هـ), دار الثبات, الطبعة: الأولى,

133.آثَارُ ابْنُ بَادِيسَ, عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (ت ١٣٥٩هـ), دار ومكتبة الشركة الجزائرية, الطبعة: الأولى (عام ١٣٨٨ هـ)

134.الحجة في بيان المحجة , إسماعيل بن محمد بن الفضل(ت ٥٣٥ هـ), دار الراية, الطبعة: الثانية، ١٤١٩ هـ

135.جمهرة مقالات ورسائل, محمد الطاهر الميساوي, دار النفائس, الطبعة: الأولى,

136.أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ), حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

137.معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن, أبي بكر محمد بن عُزَيْر السجستاني,

140.مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار, أحمد بن عبدالقادر الرومي الحنفي,

141.جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ), مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: السابعة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

142.فيض القدير شرح الجامع الصغير, زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري (ت ١٠٣١هـ), المكتبة التجارية الكبرى – مصر, الطبعة: الأولى، ١٣٥٦

143.الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت ١١٢٦هـ), دار الفكر

144.أصول الشاشي, نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت ٣٤٤ هـ), دار الكتاب العربي – بيروت

145.كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت ٧٣٠ هـ), شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول, الطبعة: الأولى،

146.تيسير التحرير على كتاب التحرير, محمد أمين المعروف بأمير بادشاه, مصطفى البابي الحلبي - مصر (١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م),

147.الهداية في شرح بداية المبتدي, علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ), دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان

148.فتح القدير, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ), دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت, الطبعة: الأولى - ١٤١٤ هـ

149.النهاية في شرح الهداية, حسين بن علي السغناقي الحنفي (ت ٧١٤ هـ),

www.muslimdm.com

150.سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥ هـ), المكتبة العصرية، صيدا – بيروت,

151.شرح سنن أبي داود, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (ت ٨٤٤ هـ), دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية, الطبعة: الأولى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

152.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ), وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية .

153.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (٥٧٨ - ٦٥٦ هـ), دار ابن كثير، دمشق – بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ

154.شرح مصابيح السنة للإمام البغوي, محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِ عبدِ اللطيفالرُّوميُّ الكَرمانيّ، الحنفيُّ، المشهور بـ ابن المَلَك (ت ٨٥٤ هـ), الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م إدارة الثقافة الإسلامية

155.دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين, محمد علي بن محمد البكري الصديقي الشافعي (ت ١٠٥٧هـ), دار المعرفة , الطبعة: الرابعة، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

154.معالم السنن, أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت ٣٨٨ هـ), لطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م,

155.سير أعلام النبلاء, شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ), مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

156.إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, إسماعيل باشا بن محمد البغدادي مَولدا ومَسكنا [ت ١٣٩٩ هـ], وكالة المعارف بإسطنبول، ١٩٤٥ - ١٩٤٧ م

157.هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلا، البغدادي مَولدا ومَسكنا [ت ١٣٩٩ هـ], وكالة المعارف بإسطنبول، ١٩٥١ - ١٩٥٥ هـ

158.تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م

159.أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان تهذيب الأسماء واللغات،

160.أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤هـ) ، الناشر: عالم الكتب

161.جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق ١٢هـ), دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

162.فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب, محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (ت ٩١٨ هـ), الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان, الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

163.الإحاطة في أخبار غرناطة, لسان الدين ابن الخطيب, محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني , دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ

164.شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت ١٣٦٠هـ), دار الكتب العلمية، لبنان, الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

165.المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي, يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (ت ٨٧٤هـ),

166.الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ, الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ), دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض, الطبعة: الأولى، ١٤٣٨ هـ

167.الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر, شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢هـ),

167.ذيل طبقات الحفاظ للذهبي, جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ), دار الكتب العلمية، بيروت,

168.جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس, أحمد ابن قاضي المكناسي

169.النور السافر عن أخبار القرن العاشر, محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (ت ١٠٣٨هـ), دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، ١٤٠٥,

170.التبر المسبوك في نصيحة الملوك, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ), دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ

171.الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة, نجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت ١٠٦١هـ),

172.إمتَاعُ الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء, إلياس بن أحمد حسين - الشهير بالساعاتي, دار الندوة العالمية, الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ

173.الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة, أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي ر الشهير بـ الكتاني (ت ١٣٤٥هـ

174.معجم المؤلفين, عمر رضا كحالة, مكتبة المثنى – بيروت

175.خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (ت ١١١١هـ), دار صادر - بيروت

176.سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي, عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (ت ١١١١هـ), دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ

177.المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت ١٠١٤هـ), مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الثانية، ١٣٩٨ هـ

178.إمتاع الفضلاء بتراجم القراء , الياس احمد حسين البرماوي

179.نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر, عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت ١٣٤١هـ), دار ابن حزم – بيروت, الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ

180.الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر,محمود سعيد ممدوح

181.محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه, إياد خالد الطباع

182.المثنونى والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار, أحمد بن محمد بن الصديق الحسني المغربي

183.حاشية الأمير على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد, محمد السنباوي

184.تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (ت ١٢٣٧هـ), دار الجيل بيروت

185.سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر, محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل (ت ١٢٠٦هـ), دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم, الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ

المصادر المراجع

www.muslimdm.com

বইটি পড়ে যা শিখলাম

----

www.muslimdm.com

প্রতিযোগিতা ফরম

প্রতিযোগীর নামঃ...
পিতাঃ ....
প্রতিষ্ঠানের নামঃ...
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ...
শ্রেণিঃ...
শাখাঃ........................ রোলঃ ....
মোবাইল নম্বরঃ..
নিজঃ.............................. বাবা/মা...............................
স্থায়ী ঠিকানাঃ বাড়ি বা হোল্ডিং..
গ্রামঃ................................. পোষ্টঃ...............................
থানাঃ................................. জেলাঃ................................

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলিঃ

১। এক কথায় প্রশ্নোত্তর ১০০ টি।
২। পাশ মার্ক ৯০% নম্বরে।
৩। প্রতিযোগিতার ১ মাস পূর্বে এই ফরমটি কেটে দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগের অফিসে জমা দিবে এবং ২০০ টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করবে।
৪। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট পূর্বে অবশ্যই অত্র মাদরাসা অফিসে উপস্থিত থাকবে।

পরীক্ষার তারিখঃ

০৪/০৯/২০২৫ ইনশাহআল্লাহ।

পুরস্কারঃ

প্রথম- ১০,০০০/- , দ্বিতীয়- ৮,০০০/- , তৃতীয়- ৭,০০০/- এছাড়াও রয়েছে ৫০০/- করে আরও ২৭ টি সান্তনা পুরস্কার।

www.muslimdm.com